মুহতারাম s-farayeji

(সালমান ফরায়েজী)

ভাইয়ের রচনা সমগ্র

১.অন্তর বিগলিত হবার সময় কি এখনো আসেনি!

বিসমিল্লাহ, ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

«وَعَن أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: إمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأ في عِبَادَةِ الله تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِّي أخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা

আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।' সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।"

[বুখারি ও মুসলিম]

আর সেই ব্যাক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরন করে, আর আল্লাহর স্মরণে তার চোখে পানি চলে আসে।

একবার চিন্তা করে দেখি, সেই দিনের কথা! ৫০ হাজার বছর সবাই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে, কারও এক চুল নড়ার সামর্থ্য হবেনা। কেউ কোন কথা বলতে পারবেনা, নিজের পায়ের পাতা যতটুকু স্থান দখল করতে পারে শুধুমাত্র

ততটুকু জায়গার উপর ৫০ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এমন দিনে যেদিন মহান আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যাতিত আর কোন ছায়া থাকবেনা। এমন কঠিন দিনে যারা সেই ছায়ার নিচে স্থান পাবেন তাঁদের এক শ্রেনি হচ্ছেন - আল্লাহর স্মরনে যাদের চোখ ভিজে উঠে!

আরেকটি হাদিস থেকে পাওয়া যায়, **আল্লাহর নিকট দুটি ফোঁটা খুব প্রিয় তার একটি হচ্ছে, আল্লাহর ভয়ে বের হয়ে আসা চোখের অশ্রু।**

এই হাদিস গুলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা কমবেশী অনেকেই শুনেছি। তবুও অনেক দিন থেকে মনে ইচ্ছা ছিলো এ ব্যাপারে দু'কথা লেখার, আল্লাহই তাউফিক দাতা!

যান্ত্রিক সমাজের অনেক কুফলের মধ্যে অন্যতম একটি কুফল হচ্ছে, এটি অন্তরকে মৃত বানিয়ে দেয়। এরফলে অন্তর তাফাক্কুর করতে পারেনা, তাদাব্বুর করতে পারেনা। এই অন্তরের উপরে আবরণ পড়ে যায়। সত্য দেখে, সত্যকে বুঝেও সত্য উপলব্ধি করতে পারেনা। একটি উদাহরণ সামনে নিয়ে আসার লোভ সামলাতে পারছিনা -

কোন গৃহকর্তাকে যদি তার স্ত্রী বা সন্তান বলে, আজ থেকে এই বাড়িতে তোমার কথা চলবেনা। গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, তো বেশ কার কথা চলবে? উত্তরে যে কারো একজনের নাম আসলো। এমন অবস্থায় সে গৃহকর্তা কি করবে বলে আপনাদের ধারণা! অথচ এই একই গৃহকর্তারা, একই চেতনা নিয়ে এটা খুব সহজেই মেনে নিয়েছেন যে, **দুনিয়া এবং এর সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর কিন্তু হুকুম চলবে মানুষের!** হায়! একে কি বলে আমার জানা নাই! আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, এটা বুঝার জন্য অনেক বড় বিজ্ঞ ব্যাক্তি হবার দরকার হয়না, আসলে শুধু আকল খাটালেই হয়। **কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আকল খাটানোর সেই অন্তর যে আগেই মরে গেছে!**

যা বলছিলাম -

এ অন্তর গুলো মরে যাওয়ার কারণে আমরা দেখি, শুনি, পড়ি, কিছু হয়ত বুঝিও কিন্তু এরপরে তা আর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনা। কারণ আমাদের অন্তর এগুলোর উপরে তাফাক্কুর করতে পারেনা। **আল্লাহ বলেছেন, তাদের অন্তর কি**

তালাবদ্ধ?

আসেন একটা ছবি দেখি। মনে করেন অনেক বড় কোন জমায়েত। বিশাল চোখ ধাঁধানো কোন জায়গায় এক অনুষ্ঠান হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজির। এমন অবস্থায় একজন এসে নাম ডাকতে শুরু করল, উমুক আসেন, উমুক আসেন, উমুক আসেন ... আপনারা আজকের দিনের সম্মানিত মেহমান, আপনারা এই সামনের সিটে সম্মানের সাথে বসেন। আমার আপনার অন্তরের অবস্থা কি হত? ইশ! আমিও যদি তাদের সাথে থাকতে পারতাম!

এবার চিন্তা করে দেখেন সেই একই কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে, কোন প্রেক্ষাপটে! এমন এক দিনে এই কথা বলা হচ্ছে যার ভয়াবহতার বিবরণ দিতে গিয়ে রাসুল সাঃ বলেছেন সেদিন গর্ভবতী তার ভার হাল্কা করে ফেলবে, নিষ্পাপ বাচ্চার চুল সাদা হয়ে যাবে, মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে। মানুষ উলঙ্গ হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে কিন্তু সেদিকে কারো কোন খেয়ালই থাকবেনা। কেন? কারণ এরচেয়েও মহা গুরুতর এক বিষয় মানুষের সামনে হাজির হয়ে গেছে! সেদিন মনে হবে সবাই উদ্ভ্রান্ত! কিন্তু আসলে তারা উদ্ভ্রান্ত

নয়! বরং দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন হয়ে যাবে। **এমন দিনে মানুষ যখন দেখবে একটা দল, এরা আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে নিশ্চিন্তে অবস্থান করছে তখন তাদের ব্যাপারে সমস্ত মানুষের দৃষ্টি কেমন হবে! সবাই জানবে এরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত! আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ প্রাপ্ত! আর এমন কঠিন একটি দিনে এই অনুগ্রহ কেমন মুল্যবান হতে পারে!**

কাজ কি? আল্লাহর স্মরণে নরম হওয়া, কৃতজ্ঞ হওয়া, নিজের দুর্বলতা আর আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করা। হয়ত এক ফাকে অজান্তেই চোখ ভিজে উঠবে ইনশা আল্লাহ। আর যদি কাদতে নাও পারি, কাঁদার ভাব করি। আল্লাহ এমনকি তাও পছন্দ করেন।

রাসুল সাঃ জানিয়েছেন, **কাঁদো, না পারলে কাঁদার ভাব কর।** উমার রাঃ এর ন্যায় মহান ব্যাক্তি এসে রাসুল সাঃ কে বলছেন ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনারা কেন কাঁদছেন, আমাকে বলুন, আমিও কাঁদবো, না পারলে কাঁদার ভাব করব।

অথচ আমাদের একটু সময় হয়না। আমরা কতই না কারণে কাঁদি। হায় ...

তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কারণে আমরা কাঁদি, এমন সব বিষয়ে আমরা কাঁদি যা কোন গুরুত্বই রাখেনা অথচ আল্লাহর জন্য সবার আগে আমি সহ আমরা কাঁদতে পারিনা ...

প্রিয় ভাই,

কাঁদার জন্য আল্লাহর স্মরন ব্যাতিত আর উত্তম কি আছে!
কাঁদার জন্য আল্লাহর স্মরন ব্যাতিত উত্তম আর কি আছে!
কাঁদার জন্য আল্লাহর স্মরন ব্যাতিত উত্তম আর কি আছে!

আমার আপনার চোখের পানি এমনকি তা নিয়েও যদি আমি আপনি ভাবি, আমাদের থেমে যেতে হবে - এই মামুলি চোখের পানি যার জন্য আমাদের সময় হয়না, এই পানি - না পানি, না তেল, না অন্য কিছু। পানি, তেল, এবং আরো অনেক রকম মিশ্রণের গুনাবলী নিয়ে এক অনন্য উপাদান। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন -

এটি যদি পানিই হত তবে ঠান্ডায় তা জমে বরফ হয়ে যেত, কিংবা বাতাসে শুকিয়ে যেত আর আপনি চোখের পাতা ফেলতেও পারতেন না। আবার যদি তা তেল হত তবে ধুলা

বালি জমে সব ঘোলা হয়ে যেত কিছুই দেখতে পেতেন না। অথচ এটা পানির মত ধুলা বালি পরিস্কার করে ফেলে, আবার তেলের মত মসৃণ ও করে রাখে কিন্তু এটা না পানি, না তেল!

এবার চোখটা মেলেই তাকান আসমানের দিকে, দেখেন তো কোন ছিদ্র পান কিনা! আবার, আবার আবার ... কোন ছিদ্র? এভাবে আপনি যেদিকে ইচ্ছা সেদিকেই তাকান শুধু তাই দেখবেন যা অবিরত সাক্ষ্য দিয়েই যাচ্ছে, প্রশংসা শুধুই মাত্র আল্লাহরই জন্য!

প্রিয় ভাই -

আল্লাহর কথা বলে শেষ করা আমার মত অধমের কি সাধ্য! রাত যখন গভীর হয়ে যায়, সবাই যখন ঘুমিয়ে যায়, তখন একাকী একটু আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, **লক্ষ, লক্ষ তারা আর চাঁদ আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবে, এই বিশাল আকাশ আর এই লক্ষ কোটি তারার মালিকের স্মরণ করার ফুরসত কি তোমার এখনো হলো না?**

আমাদের অন্তর গুলো আল্লাহর সান্নিধ্য না পেয়ে পেয়ে মরে যায়, পরে যখন এই অন্তরের সামনে আল্লাহর কথা বলা হয়, আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত হয় তখন তা আর নড়াচড়া করেনা। তাই আমাদের এই মৃত অন্তর গুলোকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে, আল্লাহই তাউফিক দাতা। এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ উলামাগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন, তাই সে ব্যাপারে এই অধমের কথা না বলাই উত্তম!

আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই, সামান্য কিছু সময় হলেও আমরা আল্লাহর জন্য আলাদা করি। এই সময় টুকু শুধুই আল্লাহর জন্য। আল্লাহর ব্যাপারে, আল্লাহর সৃষ্টির ব্যাপারে তাফাক্কুর করার জন্য। যখন সবাই ঘুমিয়ে যায়, পৃথিবীও শান্ত হয়ে যায়, এমন সময়ে আল্লাহর স্মরনের জন্য খুব উপযুক্ত। আল্লাহর ব্যাপারে ভাবলেই অন্তর শান্ত হতে শুরু করবে ইনশা আল্লাহ, আর সাথে যদি কিছু আয়াত পেয়ে যান তো মাশা আল্লাহ!

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ

নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের

আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। [সুরা ইমরান ৩:১৯০]

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। [সুরা ইমরান ৩:১৯১]

আল্লাহ আমাদের কত সুন্দর করে স্মরন করিয়ে দিচ্ছেন -

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে

কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। [সুরা হাদীদ ৫৭:১৬]

-

ইয়া আল্লাহ, আপনি এই অধমকে এবং যাদের পর্যন্ত আপনি এই লেখা পৌঁছে দিবেন সকল বান্দাকে আপনার স্মরণে চোখের পানির নিয়ামত দান করুন। আপনার দয়া এবং অনুগ্রহে আমাদেরকে আপনার আরশের নিচে অবস্থান লাভে ধন্য করুন

২.অমুসলিমেরা যদি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানায় তখন এর প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে কি?

প্রশ্ন: অমুসলিমরা যখন আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে, 'শুভ নববর্ষ', কিংবা বলে 'শুভ কামনা' তখন প্রত্যুত্তরে তাদেরকে 'আপনাদের জন্যেও অনুরূপ' বলা কি জায়েয

হবে?

আলহামদুলিল্লাহ।

খ্রিস্টমাস (ইংরেজী নববর্ষ) কিংবা অন্য কোন বিধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয নয়। অনুরূপভাবে তারা যদি এসব উৎসব উপলক্ষে আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানায় সেসব শুভেচ্ছার জবাব দেয়াও আমাদের জন্য জায়েয নয়। কেননা আমাদের ধর্মে এসব দিবসের বিধান নেই। তাদের শুভেচ্ছার প্রত্যুত্তর দেয়ার মধ্যে এসব উৎসবের প্রতি অনুমোদন ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে নিজ ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করা, ধর্মীয় বিধান নিয়ে গৌরব করা, অন্যদেরকে দাওয়াত দেয়া ও আল্লাহর ধর্ম প্রচার করার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকা।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়: খ্রিস্টমাস উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর বিধান কী? তারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে আমরা কিভাবে এর জবাব দিব? এ উৎসব উপলক্ষে তারা যে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে সেসব অনুষ্ঠানে যাওয়া কি জায়েয? কেউ যদি উল্লেখিত

বিষয়গুলোর কোন একটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে নয়; বরং ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে কিংবা লজ্জাবোধ থেকে কিংবা জড়তা থেকে কিংবা এ ধরণের অন্য যে কোন কারণে করে ফেলে সে কি গুনাহগার হবে? এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তাদের মত রূপ ধারণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তরে তিনি বলেন: খ্রিস্টমাস (বড়দিন) কিংবা অন্যকোন বিধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কাফেরদেরকে শুভেচ্ছা জানানো আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) তাঁর 'আহকামু আহলিয যিম্মাহ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন: "কোন কুফরী আচারানুষ্ঠান উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন- তাদের উৎসব ও উপবাস পালন উপলক্ষে বলা যে, 'তোমাদের উৎসব শুভ হোক' কিংবা 'তোমার উৎসব উপভোগ্য হোক' কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন কথা। যদি এ শুভেচ্ছাজ্ঞাপন করা কুফরীর পর্যায়ে নাও পৌঁছে; তবে এটি হারামের অন্তর্ভুক্ত। এ শুভেচ্ছা ক্রুশকে সেজদা দেয়ার কারণে কাউকে অভিনন্দন জানানোর পর্যায়ভুক্ত। বরং আল্লাহর কাছে এটি আরও বেশি জঘন্য গুনাহ। এটি মদ্যপান, হত্যা ও যিনা ইত্যাদির মত অপরাধের জন্য কাউকে অভিনন্দন জানানোর

চেয়ে মারাত্মক। যাদের কাছে ইসলামের যথাযথ মর্যাদা নেই তাদের অনেকে এ গুনাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে; অথচ তারা এ গুনাহের কদর্যতা উপলব্ধি করে না। যে ব্যক্তি কোন গুনার কাজ কিংবা বিদআত কিংবা কুফরী কর্মের প্রেক্ষিতে কাউকে অভিনন্দন জানায় সে নিজেকে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সম্মুখীন করে।"[উদ্ধৃতি সমাপ্ত] কাফেরদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানানো হারাম ও এত জঘন্য গুনাহ (যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম এর ভাষ্যে এসেছে) হওয়ার কারণ হলো- এ শুভেচ্ছা জানানোর মধ্যে কুফরী আচারানুষ্ঠানের প্রতি স্বীকৃতি ও অন্য ব্যক্তির পালনকৃত কুফরী কর্মের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। যদিও ব্যক্তি নিজে এ কুফরী করতে রাজী না হয়। কিন্তু, কোন মুসলিমের জন্য কুফরী আচারানুষ্ঠানের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা কিংবা এ উপলক্ষে অন্যকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হারাম। কেননা আল্লাহ তাআলা কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেন: "যদি তোমরা কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ্* তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তবে (জেনে রাখ) তিনি তোমাদের জন্য সেটাই পছন্দ করেন।"[সূরা যুমার, আয়াত: ৭] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "আজ আমি তোমাদের জন্য

তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[সূরা মায়েদা, আয়াত: ৩] অতএব, কুফরী উৎসব উপলক্ষে বিধর্মীদেরকে শুভেচ্ছা জানানো হারাম; চাই তারা সহকর্মী হোক কিংবা অন্য কোন লোক হোক।

আর বিধর্মীরা যদি আমাদেরকে তাদের উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানায় আমরা এর উত্তর দিব না। কারণ সেটা আমাদের ঈদ-উৎসব নয়। আর যেহেতু এসব উৎসবের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। আর যেহেতু আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানবজাতির কাছে ইসলাম ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যে ধর্মের মাধ্যমে পূর্বের সকল ধর্মকে রহিত করে দেয়া হয়েছে; হোক এসব উৎসব সংশ্লিষ্ট ধর্মে অনুমোদনহীন নব-সংযোজন কিংবা অনুমোদিত (সবই রহিত)। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ৮৫]

কোন মুসলমানের এমন উৎসবের দাওয়াত কবুল করা হারাম। কেননা এটি তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানোর চেয়ে জঘন্য। কারণ এতে করে দাওয়াতকৃত কুফরী অনুষ্ঠানে তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করা হয়।

অনুরূপভাবে এ উপলক্ষকে কেন্দ্র করে কাফেরদের মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বিনিময় করা, মিষ্টান্ন বিতরণ করা, খাবার-দাবার আদান-প্রদান করা, ছুটি ভোগ করা ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য হারাম। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের-ই দলভুক্ত"। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর লিখিত 'ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম' গ্রন্থে বলেন: "তাদের কোন উৎসব উপলক্ষে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করলে এ বাতিল কর্মের পক্ষে তারা মানসিক প্রশান্তি পায়। এর মাধ্যমে তারা নানাবিধ সুযোগ গ্রহণ করা ও দুর্বলদেরকে বেইজ্জত করার সম্ভাবনা তৈরী হয়।"[উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

যে ব্যক্তি এমন কোন কাজে লিপ্ত হয়েছে সে গুনাহ করেছে;

সেটা যে কারণেই করুক না কেন: ভদ্রতার খাতিরে, কিংবা সম্প্রীতি থেকে কিংবা লজ্জা থেকে কিংবা অন্য যে কারণেই করুক না কেন। কারণ এটি আল্লাহর দ্বীনের ক্ষেত্রে আপোষকামিতা। এবং এটি বিধর্মীদের মনোবল শক্ত করা ও স্ব-ধর্ম নিয়ে তাদের গর্ববোধ তৈরী করার কারণের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন মুসলমানদেরকে ধর্মীয়ভাবে শক্তিশালী করেন, ধর্মের ওপর অবিচল রাখেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয়ী করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলিস শাইখ ইবনে উছাইমীন ৩/৪৪]

আল্লাহই ভাল জানেন।

[আর যদি শুধু মাত্র বড়দিন/ক্রিসমাস এ আপনার জন্যও অনুরুপ/হ্যাপি ক্রিসমাস এতটুকুও বলা হারাম হয়ে থাকে এমন কি যে জিনা-ব্যাভিচার করলো তাকে অভিবাদন জানানোর চেয়েও নিকৃষ্ট হয়, তাহলে যে নিজে ক্রিসমাস পালন করলো তার জন্য কি! আল্লাহ আমাদের সহিহ বুঝ দান করুন এবং আমলের তাউফিক নসিব করুন]

সৌজন্যেঃ https://islamqa.info/bn/69811

৩.আঘাত হানার এটাই সময়, সুতরাং আঘাত হানো জোড়ায় জোড়ায় ...

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্*র জন্য, এবং শুধুই আল্লাহ্*র জন্য।

অতঃপর, হে উম্মতের যুবক ভাইয়ের জেগে উঠুন। আর কত! সময় অনেক পার হয়েই গেলো, রক্ত অনেক ঝরলো, সম্ভ্রম হারালো অনেক মা বোন, আর কত!

দাগ গুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে! ঈমান এবং কুফর আলাদা হয়েই যাচ্ছে! পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে দুইটি দল, হিজব আর রাহমান, হিজব আশ শাইতান।

যুদ্ধের দামামা তো বেজেছে অনেক আগেই, আর যুদ্ধের ঘোড়া গুলো ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু ঘোড়সওয়ার

কই? রক্ত কি ঠান্ডা হয়ে গেলো? রক্ত কি তবে ঠান্ডাই হয়ে গেল? আবারো বলি, রক্ত কি তবে ঠান্ডা হয়েই গেলো? তাহলে রাসুল (সাঃ) এর পবিত্র রক্তের সাথে, হামযা (রাঃ) এর পবিত্র শাহাদাতের সাথে আর লক্ষ লক্ষ শুহাদাদের পবিত্র রক্তের সাথে গাদ্দারী করাকেই বেছে নিলাম! সাবধান, শহীদের রক্তের সাথে যেন গাদ্দারী না হয়ে যায়! সিনা ফুলিয়ে উঠে দাড়াও, জামার আস্তিন গুটাও, হাতের তালু চিরে তরবারির ধার দেখে নাও, লাল ব্যান্ডানা কপালে বেধে নাও, আর আবু দুজানার মত উঠে দাড়াও! সামনে বাড়ো, আঘাত হানো, দুবার আঘাত হানার সময় কই! মরন আঘাত হানো, একবার.. এক জনের জন্য শুধুই একবার.. স্রেফ দুই টুকরা করে ফেলো... স্রেফ দুই টুকরা, তার সন্তান যেন তার লাশ নিতে ভয় পায়! স্রেফ দুই টুকরা ফেলো .. তার স্ত্রী যেন তার লাশের দিকে তাকাতে ভয় পায়! স্রেফ দুই টুকরা করে ফেলো .. তার সাথের কুকুর গুলো যেন লাশের দিকে তাকাতে ভয় পায়!

তারা মরতে ভয় পায়! তারা লোহা দিকে ঢাকে চামড়ার দেহ, তারা কচ্ছপের মত খোলের মধ্যে মাথা লুকিয়ে রাখে... আজ যদি যুদ্ধ না হতো তবে তাদের করুনা করা যেত... কিন্তু

আজ করুনার সময় না। লোহা নাজিল করেছেন কে? লোহার মধ্যে প্রচুর শক্তি লুকিয়ে রেখেছেন কে? সেই লোহা দিয়ে আঘাত হানো তাদের বর্মের উপর, তাদের জোড়ায় আঘাত হানো, কেটে ফেলো, ছিঁড়ে ফেলো, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলো .. দ্বিধা করোনা। কারন তারা আল্লাহ্*র বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেলেছে। তুমি তাদের হত্যা করবেনা, বরং আল্লাহই তাদের কে হত্যা করবেন। আল্লাহ্* তোমাদের হাত দিয়েই তাদের কে শাস্তি দিবেন। সুতরাং আঘাত হানো তাদের বর্মের উপর.. তাদের কলিজা যেন এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যায়, তাদের নাড়ীভুঁড়ি যেন রাস্তায় গড়াগড়ি খায় আর তাদের হাত পা যেন ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া গাছের ডালের মত পড়ে থাকে! আর জাহান্নামে রয়েছে তাদের জন্য আরো কঠিন শাস্তি!

তোমার সামনে শাহাদাতের পেয়ালা, কেউ না কেউ তো তা পান করবেই! তুমি কি পেছনে পড়ে থাকবে! তোমার সামনে হুর আল আইনের হাত ছানি, কেউ না কেউ তো তার সান্নিধ্য পাবেই! তুমি কি পেছনে পড়ে থাকবে! তোমার সামনে তোমার রবের সন্তুষ্টি, কেউ না কেউ তো তা অর্জন করবেই, তুমি কি পেছনে পড়ে থাকবে! .. তুমি হবে বড় হতভাগা যদি এসব তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়!

তোমার বাহাদুরি কোথায়? কোথায় গেলো তোমার গরম রক্তের ছলকানি! তুমি ঐ আল্লাহ্*র দুশমনদের দম্ভ ভরা কথা শুনতে পাওনা, তুমি কি তাহলে আল্লাহ্*র দুশমনের চ্যালেঞ্জ কে ভয় পেয়ে গেলে! আল্লাহ্* হবেন তোমার সহায়! কদম উঠাও .. হয় মারো নয় তো মরো, এমনটাই আল্লাহ্* বলেছেন ..

আর বাকি সময় টুকুতে প্রস্তুতি নাও, চিন্তা করো, কিভাবে তাকে হত্যা করবে, টুকরা করে ফেলবে, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে.. তোমার চোখে তোমার শত্রু যেন আগুন ছাড়া অন্য কিছু না দেখে।

অতঃপর, ওহে আল্লাহ্*র দুশমনেরা..
শুনে নাও, আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, দেখা খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ্*। শেষ ইচ্ছা গুলো পূরণ করে নাও, সন্তানের দিকে শেষ বার তাকিয়ে নাও, নিজের বিছানায় শেষ বার ঘুমিয়ে নাও! আল্লাহ্*র ইচ্ছায় খুব শীঘ্রই দেখা হবে ইনশাআল্লাহ্*! তোমাদের বাহাদুরি তোমাদের পুলকিত করে, তোমাদের শক্তি তোমাদের সাহস যোগায়, তবে তোমাদের

প্রতি একটা কথা, তোমরাই প্রথম না। তোমাদের আগেও তোমাদের চেয়ে অনেক বড় জালেম আল্লাহ্*র বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলো, আর আল্লাহ্* তাদের সমূলে ধ্বংস করেছেন। নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহ্*র! কেন তোমরা কি ফিরাউনের ইতিহাস ভুলে গেলে! তোমরা মনে হয় বদর ভুলে গেছো, উহুদ ভুলে গেছো, খন্দক ভুলে গেছো, হুনায়েন ভুলে গেছো, তাবুক ভুলে গেছো, ইয়ারমুক ভুলে গেছো, কাদেসিয়া ভুলে গেছো, আফগানিস্তান ভুলে গেছো, ইরাক ভুলে গেছো! আমরা ভুলের জন্য কোন ক্ষমা দেখাইনা। কারন তোমাদের এই ভুল অহঙ্কারের ভুল! আল্লাহ্*র কসম তোমাদের এই ভুল তোমরা বুঝে যাবে যখন তোমাদের মাথা কে আল্লাহ্*র সৈন্যরা শরীর থেকে আলদা করে ফেলবে, সুতরাং অপেক্ষা করো ..

আমরা বুঝে পাইনা, তোমরা কিভাবে যুদ্ধ করবে যেখানে তোমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটুকুই নিরাপত্তার এর নামে ঢেকে রাখো! তোমাদের এত নিরাপত্তা কেন লাগে জানো! কারন তোমাদের মরতে বড় ভয়! আর তোমাদের মরতে এত ভয় কেন জানো? কারন তোমরা আল্লাহ্*র বিরুধে যুদ্ধে নেমে গেছো! তোমাদের মধ্যে তো এখনো

এমন কিছু অবশিষ্ট আছে যারা, ঘাস খায়না, গোয়াল ঘরেও থাকেনা, তারা চিন্তা করে দেখেনা কেন? কেন আল্লাহ্*র সৈন্যরা কোন নিরাপত্তা ছাড়াই সামনে চলে আসে আর কেন আমরা কোন রকমে শুধু চোখ টা বের করে রাখি! এত নিরাপত্তার যদি দরকার হবে তবে যুদ্ধে এসেছো কেন?

হে আমার ভাইয়েরা,
সুতরাং আল্লাহ্*র শত্রুদের বিরুদ্ধে নিজেকে ধার দিন, প্রস্তুত করুন সেই মুহূর্তটির জন্য। হে আমার ভাইয়েরা, আমাদের জন্য সুসংবাদ! আজ আমাদের শত্রুরা, মদ, মেয়ে আমোদ ফুর্তি নিয়ে মেতে উঠেছে! আজ আমাদের শত্রুদের রক্তে মদের পরিমানই বেশি, আজ আমাদের শত্রুরা বেশ্যাদের কাছে নিজেদের সঁপে দিয়েছে, বেশ্যা রা পর্যন্ত বলে, আমি তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন নাচাতে পারি!

হে আমার ভাইয়েরা,
আপনাদের আরো সুসংবাদ দেই.. আজ তাদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে বেশ্যারা ঘুরে বেড়ায়, গান গায়, নাচে.. আজ তারা প্রখর রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা কিংবা কঠিন ঠান্ডার মধ্যে জেগে থাকার চেয়ে বেশ্যার শাড়ির আচলকেই বেশি পছন্দ

করে! আর এটা যুদ্ধ জন্মের ইতিহাস থেকে সত্য, যখন তোমার শত্রু মদ আর মেয়ে নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়বে তখন তার অস্ত্রের ধার কমে যাবে, আর তার হাত অস্ত্র ধরে রাখতে পারবেনা কারন সে হাত বড় জোর মদের গ্লাস কিংবা রেশমী রুমাল ধরে রাখতে পারে।

সুতরাং এখনই কি সময় নয়!

হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের কে মাফ করে দেন, কারন আপনি একমাত্র মাফ করে দেয়ার মালিক! হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের অন্তর গুলো কে ঈমান দ্বারা মজবুত করে দেন। হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের কে পবিত্র করে দেন। হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের কদম গুলো কে মজবুত করে দেন, হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের বাহু গুলো শক্তিশালী করে দেন, হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের চোখে শত্রুর বিরুদ্ধে আগুন জ্বালিয়ে দেন, হে আল্লাহ্* আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনি আমাদের এতটা কঠোর বানিয়ে দেন যা দেখে তাদের অন্তরে ভীতি তৈরি হয়! হে আল্লাহ্* আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনি আমাদের রক্ত কে কবুল করেন, আমাদের হাত পা গুলোকে কবুল করেন, আমাদের এফোঁড়

ওফোঁড় কলিজাকে কবুল করেন, ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শরীর কে কবুল করেন। হে আল্লাহ্* আপনি আমাদের প্রতি ফোটা রক্ত আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে কবুল করে নেন। হে আল্লাহ্* আপনার কাছে সাহায্য চাই এই ব্যাপারে যে, আপনার শত্রুরা আমাদের কাছে থেকে কোন নমনীয়তা না দেখতে পায়। হে আল্লাহ্*, পরিশেষে আপনি আমাদের কে সাহায্য করেন, আমাদের কে মাফ করেন আমাদের কে পরিশুদ্ধ করেন আর আমাদের কে আপনার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করেন। হে আল্লাহ্* আমরা আপনার গুনাহগার দাস, আর আপনি আমাদের অসীম দয়ালু মালিক। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনলাম, ঈমান আনলাম আপনার রাসুলের প্রতি, আমরা আপনার কাছেই নিজেদের কে সমর্পন করলাম! নিশ্চয়ই আপনিই সর্ব উত্তম কর্মবিধায়ক, আর আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

৪.আপনাদের ভাই হিসেবে বিনীত অনুরোধ - একটু লক্ষ্য করুন

আস সালামু আলাইকুম ভাই –

আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন, উত্তম ঈমানী এবং আমলি হালতে আছেন। একে অপরকে নাসিহা দেয়া মুমিনের সিফাত।

আমাদের এই ফোরাম দ্বীনের দাওয়াহ এর কাজের জন্য একটা অনেক বড় মাধ্যম। এখান থেকে আমাদের নতুন ভাইয়েরা অনেক কিছু শিখতে পারেন। এখানে অনেক সিনিয়র ভাইয়েরা তাদের জ্ঞানের উৎকৃষ্ট অংশ গুলো আমাদের সাথে আলোচনা করেন।

আলিম ভাইরা দ্বীনের আলোচনা করেন, মানহাজ এর আলোচনা করেন –

কোন ভাই জিহাদের আপডেট দেন

কোন ভাই জিহাদের স্ট্রাটেজি আলোচনা করেন

কোন ভাই আইটি, এবং সিকিউরিটি নিয়ে আলোচনা করেন

সবাই সাধ্য মত চেস্টা করেন দ্বীনের খেদমত করতে

আর সবাই তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেন।

এমন অবস্থায় আমাদের কাজ গুলো সুন্দর হোক, ভাইরা সবাই নিরাপদ থাকুক এটাই আমাদের কাম্য। মোডারেটর

ভাইরা আপনাদের শত্রু নয়। বরং মোডারেটর ভাইরা তো সাধ্যমত চেস্টা করেন আপনাদের জন্য এ ফোরামকে উপকারী, সুন্দর এবং নিরাপদ রাখতে। উনাদের জিম্মাদারি হচ্ছে - এই ফোরাম এবং ব্যাবহারকারী মেহমান ভাইদের জন্য উপকারী, গুনগত এবং নিরাপত্তার সাথে ইলম অর্জন করতে পারেন এই ব্যাপারে সাধ্য মত মেহনত করে যাওয়া। এটি শুধু মোডারেটর ভাইদের জিম্মাদারি নয়, বরং এটি আমাদের সবার জিম্মাদারি।

অনেক বড় বড় আলিম এবং বিজ্ঞ সিনিয়র ভাইরা এই ফোরাম ছেড়ে চলে গেছেন সম্ভবত এই ফোরামের বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে! এটা আমাদের কাম্য নয় -

প্রিয় ভাইয়েরা আমার – আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা ফোরামে পোস্টের ব্যাপারে ইহসান করুন। এটি ফেসবুক নয় ভাইয়েরা আমার! এটি ফোরাম – মনে চাইলেই যেকোন পোস্ট এখানে না দেয়াই উত্তম। যা দরকারী, যা উপকারী, যা অর্থ বহন করে এমন পোস্টই এখানে কাম্য। সারা দুনিয়ায় কত কি তো ঘটে যাচ্ছে, সব কি এই ফোরামে আলোচনা করা সম্ভব নাকি সেটার কোন দরকার আছে!

আমি কিভাবে আপনাদের পোস্ট করতে মানা করি অথচ আপনাদের জন্যই তো এ ফোরাম! আপনারা ব্যাতিত এই ফোরাম আর কার জন্য? কার জন্য এই মেহনত বলেন?

দুনিয়াতে কত ফুল আছে কিন্তু নিজের বাগানে মানুষ কি সব ফুলগাছ লাগায়? না, সে লাগায় শুধু সেইগুলো যেগুলো উত্তম সুবাস ছড়ায় আর যা চোখ প্রশান্ত করে।

আমাদের ফোরামেও তেমন পোস্ট কাম্য যা থেকে শুদ্ধ ইলমের সৌরভ ছড়ায় এবং যার বর্ণনা অন্তর কে প্রশান্ত করে!

মাফ করবনে হয়ত কিছু কথা বেশি বলে ফেলেছি।

বিনীত ভাবে আপনাদেরই ভাই,

সালমান ফরায়েজী

৫.আমদের না হয় বুঝিয়ে দিলেন কিন্তু আল্লাহ কে কি বুঝাবেন???

ইয়া আল্লাহ আপনার প্রশংসা সহকারে শুরু করছি সেই সৃষ্টিকূলের সাথে যারা প্রতিনিয়ত আপনারই প্রশংশা করে যাচ্ছে, আপনার ই তাসবিহ পাঠ করে যাচ্ছে। ইয়া আল্লাহ নিশ্চয়ই আপনি আমাদের উপরে বড়ই অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আমরা নিজেদের উপরে বড়ই জুলুম করেছি।

দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের উপর।

-

তথাকথিত এক শ্রেণীর [আলিম দাবীকৃত] কিছু ব্যাক্তিদের থেকে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় - **ইসলামে গুপ্ত হত্যা হারাম, নিষিদ্ধ**। এই কথার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন রকম দলিল দেয়ার চেষ্টা করেন যেগুলোর কোনটাই প্রাসঙ্গিক না আর যথার্থ তো অবশ্যই না!

আমি এটাকে বলি, আশে পাশে কোপানো। অর্থাৎ জেনে বুঝে এমন কথা বলতে থাকা এমন কাজ করতে থাকে যে

উপস্থিত সাধারন মানুষ মনে করবে মা শা আল্লাহ কতবড় ফকিহ! ব্যখ্যা দেখেছো নাকি! কই কই ঘুরে আসলো! আমাদের অজ্ঞতার কারণে, আমরা হক্কপন্থী সহিহ আলিমদের কাছে আসা যাওয়া ছেড়ে দেয়ার কারনে আমাদের সামনে উনারা যেমন ইচ্ছা তেমন লাউ কদু দেখাতে থাকেন!

মূল কথায় ফিরে আসি -

ইসলামে গুপ্ত হত্যা হারাম, নিষিদ্ধ। এই কথাটি মিথ্যা কথা, শুধু মিথ্যা ই নয় **বরং রাসুল সাঃ এর সিরাহকে, রাসুল সাঃ পবিত্র কাজকে মিথ্যা প্রমানের চেষ্টা করা।** কিভাবে? কারণ রাসুল সাঃ এর পবিত্র সীরাহতে রাসুল সাঃ এর পবিত্র কাজের মধ্যেই আমরা গুপ্ত হত্যার বিষয়টি দেখতে পাই। সহিহ বুঝারী এবং মুসলিমের হাদিসে আমরা কাব বিন আশরাফ এবং আবু রাফে কে হত্যা করার বর্ণনা পাই।

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «من لكعب بن حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله ﷺ: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد أذى الله ورسوله» فقام محمد بن مسلمة

فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟

قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، قال: قل فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك.

قال: وأيضا، والله لتملنه.

قال: أنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا.

قال: نعم، ارهنوني.

قلت: أي شيء تريد؟

قال: ارهنوني نساءكم.

فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟

قال: فارهنوني أبناءكم.

قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو

وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، قال سفيان: يعني السلاح، فواعده أن يأتيه ليلا، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة، وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟

وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم.

قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة، ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنه بليل لأجاب.

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، فقال: إذا ما جاء فإني

مائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، وقال مرة: ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيت كاليوم ريحا أي أطيب.

وقال غير عمر، وقال: عندي أعطر نساء العرب، وأجمل العرب.

قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟

قال: نعم، فشمه، ثم أشَمَّ أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟

قال: نعم، فلما استمكن منه قال: دونكم، فقتلوه ثم أتوا النبي ﷺ فأخبروه.

জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, কা'ব ইবনু আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? কেননা সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আমাকে কিছু প্রতারণাময় কথা বলার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ বল। এরপর মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) কা'ব ইবনু

আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, এ লোকটি [রাসূল (ছাঃ)] ছাদাক্বা চায় এবং সে আমাদেরকে বহু কষ্টে ফেলেছে। তাই আমি আপনার নিকট কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, আল্লাহর কসম! পরে সে তোমাদেরকে আরো বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করছি। পরিণাম কি দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা ভাল মনে করছি না। এখন আমি আপনার কাছে এক ওসাক বা দুই ওসাক খাদ্য ধার চাই। কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, ধার তো পাবে তবে কিছু বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, কি জিনিস আপনি বন্ধক চান? সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখ। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ বললেন, আপনি আরবের একজন সুদর্শন ব্যক্তি। আপনার নিকট কিভাবে আমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখব? তখন সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদেরকে বন্ধক রাখ। তিনি বললেন, আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে আপনার নিকট কি করে বন্ধক রাখি? তাদেরকে এ বলে সমালোচনা করা হবে যে, মাত্র এক ওসাক বা দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। এটা তো আমাদের জন্য খুব লজ্জাজনক বিষয়। তবে আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। শেষে তিনি

(মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) তার কাছে আবার যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন।

এরপর তিনি কা‘ব ইবনু আশরাফের দুধ ভাই আবূ নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার নিকট গেলেন। কা‘ব তাদেরকে দূর্গের মধ্যে ডেকে নিল এবং সে নিজে উপর তলা থেকে নিচে নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হ’ল। তখন তার স্ত্রী বলল, এ সময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, এই তো মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং আমার ভাই আবূ নায়েলা এসেছে। ‘আমর ব্যতীত বর্ণনাকারীগণ বলেন যে, কা‘বের স্ত্রী বলল, আমি তো এমনই একটি ডাক শুতে পাচ্ছি যার থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে বলে আমার মনে হচ্ছে। কা‘ব ইবনু আশরাফ বলল, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ এবং দুধ ভাই আবূ নায়েলা (অপরিচিত কোন লোক তো নয়)। ভদ্র মানুষকে রাতের বেলা বর্শা বিদ্ধ করার জন্য ডাকলে তার যাওয়া উচিত। (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) সঙ্গে আরো দুই ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। সুফইয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ‘আমর কি তাদের দু’জনের নাম উল্লেখ করেছিলেন? উত্তরে সুফইয়ান বললেন, একজনের নাম উল্লেখ করেছিলেন। ‘আমর বর্ণনা

করেন যে, তিনি আরো দু’জন মানুষ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, যখন সে (কা‘ব ইবনু আশরাফ) আসবে। ‘আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার সাথীদের সম্পর্কে) বলেছেন যে, (তারা হ’লেন) আবূ আবস্ ইবনু জাবর, হারিছ ইবনু আওস এবং আববাদ ইবনু বিশর। ‘আমর বলেছেন, তিনি অপর দুই লোককে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, যখন সে আসবে তখন আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকব। যখন তোমরা আমাকে দেখবে যে, খুব শক্তভাবে আমি তার মাথা অাঁকড়িয়ে ধরেছি, তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ) একবার বলেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকেও শুঁকাব। সে (কা‘ব) চাদর নিয়ে নীচে নেমে আসলে তার শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আজকের মত এতো উত্তম সুগন্ধি আমি আর কখনো দেখিনি। ‘আমর ব্যতীত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, কা‘ব বলল, আমার নিকট আরবের সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন সুগন্ধী ব্যবহারকারী মহিলা আছে। ‘আমর বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ (রাঃ) বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে

অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার মাথা শুঁকলেন এবং এরপর তার সাথীদেরকে শুঁকালেন। তারপর তিনি আবার বললেন, ‘আমাকে আবার শুঁকবার অনুমতি দেবেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি তাকে কাবু করে ধরে সাথীদেরকে বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর। তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। এরপর নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে এ খবর দিলেন।

[বুখারী হা/৪০৩৭ ‘মাগাযী’ অধ্যায়, ‘কা‘ব ইবনু আশরাফের হত্যা’]

কিতাবুল মাগাজির বর্ণনায় এনেছেন,

عن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه و سلم ويعين عليه وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم فقال عبد الله لأصحابه أجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن

تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت باب أغلقت علي من الداخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت فقلت يا أبا رافع قال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى أنتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد أنتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته ؟ فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال أنعى أبا رافع تاجر الحجاز فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل أبا رافع فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثته فقال (ابسط رجلك) . فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط

“হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদি আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক

রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন। আবু রাফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত এবং (মুশরিকদেরকে) তার বিরুদ্ধে সহায়তা করত। সে (খায়বারের কাছাকাছি) হিজায ভূমিতে তার একটি দূর্গে বাস করত। সাহাবায়ে কেরাম যখন তার দূর্গের কাছাকাছি পৌঁছলেন, ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে এবং লোকজন তাদের পশুগুলোকে চারণভূমি থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীদের বললেন, তোমারা এখানেই বসে থাক। আমি যাই। দারোয়ানের সাথে কোন কৌশল করে ঢুকতে পারি কি'না দেখি।

তিনি দরজার কাছে পৌঁছলেন। পৌঁছে কাপড় মুড়ি দিয়ে এমনভাবে বসে গেলেন, যেন তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। এতক্ষণে লোকজন দূর্গে ঢুকে গেছে। দারোয়ান আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা! ঢুকতে চাইলে ঢুক। আমি দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি।

আমি ঢুকে গেলাম। ঢুকে (আস্তাবলে) লুকিয়ে গেলাম। সবার ঢুকা শেষ হলে দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল। চাবিগুলো

একটি পেরেকে লটকিয়ে রাখল। তিনি বলেন, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম। দরজা খুললাম। আবু রাফের অভ্যাস ছিল, রাতে তার কাছে খোশ-গল্পের আসর বসত। সে দুর্গের উপরের তলায় থাকত। তার গল্পের সঙ্গীরা যখন চলে গেল, আমি সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় উঠলাম। আমি যে দরজাই খুলতাম, ভিতর থেকে লাগিয়ে দিতাম; এই ভেবে যে, যদি লোকজন আমার ব্যাপারে টের পেয়ে যায়, তাহলে হত্যা করে শেষ করা পর্যন্ত যেন তারা আমার কাছে পৌঁছতে না পারে। আমি তার কক্ষে পৌঁছলাম।

(অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি গিয়ে আবু রাফেকে ডাক দেন। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? তিনি জওয়াব দেন, আমি আবু রাফের জন্য একটু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। এতে স্ত্রী দরজা খোলে দেয়।) সে অন্ধকার কক্ষে তার পরিবারের লোকদের মাঝখানে শুয়ে ছিল। বুঝতে পারছিলাম না যে, ঠিক কোথায় সে। ডাক দিলাম, আবু রাফে! সে জওয়াব দিল, এই লোক কে? আমি আওয়াজটা লক্ষ করে তরবারি চালালাম। আমার তখন দিশেহারার মতো অবস্থা। কিন্তু না! কোন কাজ হল না। উল্টো সে চিৎকার দিয়ে উঠল।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অল্প কিছুক্ষণ পর আবার গেলাম। (গলার স্বর পরিবর্তন করে যেন আমি তাকে সাহায্য করতে এসেছি এই ভান করে) বললাম, ‘আবু রাফে! আওয়াজ কিসের’? সে উত্তর দিল, ‘তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক! এই মাত্র কক্ষে এক ব্যক্তি আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে’। তিনি বলেন, এবার আরেকটা কোপ দিলাম। এতে সে মারাত্মক জখম হল। কিন্তু হত্যা করতে পারলাম না। এরপর আমি তরবারির ধারালো দিকটা তার পেটের উপর ধরে সজোরে চাপ দিলাম। একেবারে পিটে গিয়ে ঠেকল। বুঝতে পারলাম, হত্যা করতে পেরেছি।

তারপর একেক করে দরজাগুলো খুলতে লাগলাম। আসতে আসতে একটা সিঁড়িতে এসে পা রাখলাম। (আমি চোখে একটু কম দেখতাম।) রাত ছিল চাঁদনী। মনে করেছি (সব সিঁড়ি শেষ) নিচে এসে গেছি। (কিন্তু তখনও একটি সিঁড়ি বাকি ছিল)। আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেল। পাগড়ি খোলে পা বেঁধে নিলাম।

সেখান থেকে এসে দরজার নিকট বসে রইলাম। বললাম, হত্যা করতে পেরেছি কি’না জানা পর্যন্ত আজ রাতে আর

বের হচ্ছি না। যখন (ভোর হল এবং) মোরগ ডাকতে লাগল, তখন ঘোষক প্রাচীরের উপর উঠে ঘোষণা দিল, 'আমি ঘোষণা দিচ্ছি যে, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে মারা গেছে'।

ঘোষণা শুনে (নিশ্চিত হয়ে) আমার সঙ্গীদের নিকট এলাম। বললাম, তাড়াতাড়ি পালাও। আল্লাহ তাআলা আবু রাফেকে হত্যা করেছেন। (এরপর আমরা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম আর রাতের বেলা পথ চলতাম। এভাবে খায়বার থেকে মদীনায় উপস্থিত হলাম।) তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন, তোমার পা এদিকে বাড়াও দেখি। পা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি পায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এমনভাবে ভাল হয়ে গেলাম, যেন কখনও কোন ব্যথাই পাইনি।"- সহীহ বুখারি: ৩৮১৩, কিতাবুল মাগাজি।

লক্ষ্য করুন প্রথম হাদিসে "মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ রাঃ রাসুল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, হ্যাঁ।" রাসুল সাঃ হ্যা বলেছেন, রাসুল সাঃ এই গুপ্ত হত্যার ব্যাপারে

হ্যা বলেছেন।এর পরের হাদিসে আবু রাফের (হত্যার) উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে আনসারি কয়েকজন সাহাবিকে পাঠালেন।

এরপরেও যখন বলা হয় ইসলামে গুপ্ত হত্যা নিষিদ্ধ তখন এর দ্বারা তারা কি প্রমান করতে চান? আমরা নিজে থেকে কিছু বানাইনি আর রাসুল সাঃ আমাদের জন্য এই কাজ নিষিদ্ধ করে যাননি তাহলে তাদের নিকট আমার প্রশ্ন - " **ইসলামে গুপ্ত হত্যা নিষিদ্ধ" এ দ্বারা আপনারা আমাদের কি বুঝাতে চান?**

বর্তমান সময়ে ড্রোন হামলার কথা জানেনা এমন মানুষ খুব কমই আছে। প্রতিনিয়ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, সোমালিয়া, লিবিয়া এমন মুসলিম দেশগুলোতে ড্রোন হামলায় হাজার হাজার নিরীহ মুসলিম নারী পুরুষ শিশু নিহত হচ্ছে! হতেই থাকছে। আজ পর্যন্ত কেউ এই ড্রোন হামলা নিয়ে কোন কথা বলেনা।

ড্রোন হামলার ৯০% টার্গেট হচ্ছে নিরীহ জনগন, যার মধ্যে

আছে নারী পুরুষ এমনকি অসহায় শিশু! আমি যা বললাম শুধু মাত্র এই একটি লাইন বিশ্ব মিডিয়ার শিরোনাম হয়ে এসেছে। এভাবে বললেও মিথ্যা হবেনা যে, অ্যামেরিকার এই ভয়ঙ্কর খেলার শিকার হচ্ছে - ৯০% নিরীহ মানুষ!

শুধুমাত্র পাকিস্তানে ২০০৪ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ২৫৩৭ থেকে ৩৬৪৬ এবং আহতের সংখ্যা - ১১২৮ থেকে ১৫৫৭ জন। এর মধ্যে - শিশুর সংখ্যা ২০০। সধারন নাগরিক - ৪১৬ থেকে ৯৫১। এবং অজানা - ১৯০৪ থেকে ২৪৪৬। অজানা অর্থ হচ্ছে - এই নিহতদের দেহ এমন পর্যায়ে বিকৃত বা ধ্বংশ হয়ে গেছে যে তা বুঝার কোন উপায় নেই, তারা কে, বা কেমন? আর সমস্ত আহত নিহতের মধ্যে তাদের দাবীকৃত টার্গেট ছিলো মাত্র ৪৯ জন!

এ তো জানলেন শুধুমাত্র পাকিস্তানের ঘটনা। এবার আফগানিস্তানের ব্যাপারেও জেনে নিন। **শুধুমাত্র ২০১৯ সালে আফগানিস্তানে সর্বমোট ৬৮২৫ টি ড্রোন স্ট্রাইক চালানো হয়েছে!** তাহলে পাকিস্তানের হিসাব থেকে আফগানিস্তানের আহত নিহতের একটা ধারনা করে নেন!

তাগুত আল সাউদ নির্বিচারে ইয়েমেনে অসহায় মুসলিম নারী শিশুদের পাইকারী হারে হত্যা করছে এ নিয়ে কেউ ফাতওয়া দেয়না! অথচ মুসলিমের রক্ত ঝরানো যে কত বড় পাপ তা কল্পনা করাও মুশকিল! কাফের মুরতাদ এবং রাসুল সাঃ এর অবমাননাকারী জাহান্নামের কীটদের গুপ্ত হত্যা করা হলে ইনারা খুব আহত হোন সাথে সাথে ইসলামের শান রক্ষার্থে বয়ান দেয়া শুরু করেন কিন্তু অপর দিকে যখন মুসলিম নামধারী এই তাগুত রা ইসলামের নাম নিশানাই মিটিয়ে দিচ্ছে তখন তাদের মোটেও খুজে পাওয়া যায়না!

মনে রাখবেন, গুপ্ত হত্যা নিহত হয় খুব বেশী ১,২,৩ কিংবা ১০০ যারা কাফের কিংবা অধিকাংশই কাফের। আর তখন আপনাদের জবান খুলে যায়। অপর দিকে তগুতের জুলুমে নিহত হয় হাজার হাজার কিংবা লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী, শিশু এবং পুরুষ। তখন কেন আপনাদের আমরা খুঁজে পাইনা!

আমাদের মত কানাকে হাইকোর্ট হয়ত দেখাতে পারবেন - কিন্তু আস সামি ওয়াল বাসির কে পারবেন কি!

৬.আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে - অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? - (১)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদের কে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।

(সুরা আল আরাফ - ৫১)

আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে যেতে আমাদের অবস্থা এত বেশি খারাপ হয়ে গেছে যে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের কোন সচেতনতাই নাই! দ্বীন, ইসলাম এগুলোর সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক কি আমাদের কোন খেয়াল নাই। **আমাদের বাচ্চাদের কোচিং নিয়ে আমরা যতটুকু পেরেশান থাকি তার সামান্য পরিমান পেরেশানি আমাদের মধ্যে আমাদের নিজেদের দ্বীন এর ব্যাপারে হয় না।**

আর এ সবের কারন - দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীনতা, অবহেলা। এটা তো এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে এখন মুসলিম ঘরের সন্তান তার দ্বীন কে খেল তামাশার বস্তু বানিয়ে ফেলেছে! দ্বীনের হুকুম আহকাম তাদের কাছে তামাশা মনে হয়! তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। এই দুনিয়ার জীবন তাদেরকে বড় ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।

এই সমস্যা আমাদের কাছে প্রকট মনে হয়না। কিন্তু দেখি আল্লাহ কি বলছেন - আল্লাহ বলছেন আমি আজ তাদেরকে ভুলে যাবো যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎ কে ভুলে গেছিলো।

কোনদিন আল্লাহ ভুলে যাবেন? যেদিন আল্লাহ ছাড়া সাহায্য করার আর কেউ নাই। যেদিন আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ একটি কথাও বলতে পারবেনা। যেদিন সমস্ত জিন্ন, ইনসান এবং ফেরেশতা আল্লাহর সামনে ভীত হয়ে দন্ডায়মান হয়ে থাকবে। তোমরা যারা হাসার তারা হেসে নাও - আল্লাহ তোমাদের কথাই বলছেন। সেদিন আল্লাহ তোমাদের ভুলে যাবেন।

আল্লাহ যদি সেই দিন কাউকে ভুলে যায় তবে তার ব্যাপারে শুধু এক টি শব্দই প্রযোজ্য - **আর সেটি হচ্ছে ধ্বংস!**

-

আল্লাহ বলেন,

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে - অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?

৭.আর তোমরা পরাজিত হবেই, কারন সেটাই তোমাদের নিয়তি!

আর তবে কি তারা আল্লাহ্*র বিরুদ্ধেই পরিকল্পনা করছে? তবে কি তারা আল্লাহ্*র বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করে ফেললো? তবে তারা কি তাদের সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে? নাকি এখনো কেউ ফিরে আসবে?

ঘোষণা হচ্ছেঃ

"তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমন করেনা? তাহলে দেখত, তাদের পুর্ববর্তীদের পরিনাম কি হয়েছিলো! তারা তো শক্তিতে ছিলো এদের চেয়েও শক্তিশালী। আসমান এবং জমিনের কোন কিছুই আল্লাহ কে অপরাগ করতে পারেনা।

ফাতির-৪৪

... শুনে রেখো আল্লাহ্*র অভিশাপ সেই সব যালিমদের উপর, যারা আল্লাহ্*র পথ হতে লোকদের কে ফিরিয়ে রাখে আর তাকে বক্র করতে চায়, আর তারা আখিরাত কে অস্বীকার করে। দুনিয়াতে তারা আল্লাহ কে অক্ষম করে দিতে পারবেনা ...

হুদ- ১৮-২০

ফিরাউন বলেছিলো আমার হুকুমই চলবে, আমার সংবিধান চলবে, আমি মনে করিনা আমি ছাড়া হুকুম দাতা আর কেউ আছে। আল্লাহ ফিরাউন কে ধ্বংস করেছেন, তোমাদের জন্য শিক্ষা বানিয়ে রেখে দিয়েছেন, যদি কেউ ভেবে দেখতে! **আর ফিরাউন ছিলো তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় উদাহরন!**

আদ জাতি বলেছিলো, "আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে?" আল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন, **ও আল্লাহ দ্রোহীরা ... আবার বলছি কান খুলে শুনে নাও।** আল্লাহ উত্তর দিয়েছিলেন, বড় চমৎকার ছিলো সেই উত্তর, আল্লাহ বলেছিলেন,

যেই আল্লাহ তোমাদের কে সৃষ্টি করেছে, সেই আল্লাহই তোমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী" আল্লাহ আরো বলছেন, "জেনে রেখো আদ জাতি তাদের প্রতিপালক কে অস্বীকার করেছিলো। জেনে রেখো আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিলো। আল্লাহ আরো বলছেন, কিভাবে ধ্বংস করেছেন সেই আদ জাতিকে, "আর আদ কে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া দিয়ে, যা তাদের উপর প্রবাহিত হয়েছিলো সাত রাত আট দিন বিরামহীন ভাবে, তুমি যদি দেখতে, তারা পড়ে আছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যেন তারা পুরাতন শুকনা খেজুর গাছের কান্ড! তুমি তাদের কেউকে রক্ষা পেয়ে বেঁচে থাকতে দেখছো কি? আর সামুদ জাতিকেও আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন, আর করেছিলেন লুত (আঃ) এর জাতিকেও!

কারন তারা তাদের রাসুল কে অস্বীকার করেছিলো আর তাদের রাসুল তাদের কাছে যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তা অস্বীকার করেছিলো। তাহলে জেনে রেখো তোমাদের কাছে এসেছে, কুরআন। **তোমরা কুরআন কে অস্বীকার করছো কি! লুত (আঃ) তার জাত কে বলেছিলো তোমরা সমকামীতা ত্যাগ কর, আর তার জাতি তা মানেনি। আজ তোমরা সমকামীদের সুরক্ষা দিচ্ছ না তো!**

যুদ্ধ যখন শুরু করেই দিয়েছো, তবে চল কিছু যুদ্ধের ইতিহাস বলি। সঠিক ভাবে যুদ্ধ করতে হলে যুদ্ধের ইতিহাস জানতে হয়, **আরো জানতে হয় প্রতিপক্ষের ইতিহাস!** ওহে, আল্লাহর দুশমনেরা, কান খুলে শুনে নাও। কিছু যুদ্ধের ইতিহাস বলছি, হয়তো তোমাদের কেউ শিক্ষা নিবে।

বদর ... নামটা মনে গেঁথে নাও.. তোমাদেরই মত একটা দল নেচে গেয়ে ফুর্তি করে বদর প্রান্তে চলে আসলো, আর বললো, আজ মুহাম্মাদ আর আমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়ে যাবে! যেচে পড়ে যুদ্ধ বাধিয়ে দিলো। আল্লাহ্*র দুশমনেরা শুনে নাও। তোমাদের প্রতিপক্ষ ছিলো মাত্র ৩১৩ জন, তোমাদের দলে ছিলো ১০০০ এর ও বেশি। সব দিক থেকে

বেশি। যুদ্ধের ফলাফল, আমি বলবোনা, **নিজের মুখে উচ্চারন করে নাও... হয়ত লজ্জা বোধ জাগবে!**

উহুদ, এত দিন জেনে এসেছো মুসলিম বাহিনী কে তোমরা পরাজিত করেছিলে, তবে শুনে নাও রাসুল (সাঃ) তোমাদের বন্ধুদের ধাওয়া করেছিলেন, কারও টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায়নি, তিনদিন রাসুল (সাঃ) ময়দানে ছিলেন, কেউ মৃত দেহ উঠাতেও আসেনি।

খন্দক, খায়বার, তাবুক, ইয়ারমুক, কাদেসিয়া, নাহাওয়ান্দ .... চলে আসো ইরাক!

ইরাক থেকে শিক্ষা কি নিবে? পরাজয়!
আফগানিস্তান, শিক্ষা কি নিবে? পরাজয়!
মালি, শিক্ষা কি নিবে? পরাজয়!
সোমালিয়া, শিক্ষা কি নিবে? পরাজয়!
সিরিয়া, শিক্ষা কি নিবে? পরাজয়!

না শিক্ষা নিবে না ..

সহজ ভাষায় তোমাকে সমীকরণ টা বুঝিয়ে দেই, তোমাদের

ভাষাতেই বলি,

তোমরা, অর্থাৎ গুড গাই, ভালো মানুষ, গণতন্ত্রের বিকাশ চাও বনাম আমরা, অর্থাৎ ব্যাড গাই, জঙ্গি .. ইসলামের বিকাশ চাই

বিগত ১৫ বছরের ইতিহাসে এই যুদ্ধে তোমাদের একটা ঘটনা উল্লেখ কর যা প্রমান করে তোমরা জয়ী, মনে করিয়ে দেই, **যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে যুদ্ধের লক্ষ্যের উপরে।** ঝুড়িতে ভরার মত একটাই গল্প আছে তোমাদের আর তা হচ্ছে শাইখ উসামা (রহঃ) এর শাহাদাহ। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমাদের বুদ্ধিজীবীরাই বলে থাকে, এক উসামা মারা গেছে বটে তবে এর মধ্য দিয়ে আমরা আরো "কাউন্টলেস উসামা" তৈরি করে ফেলেছি। তোমাদের জেনে রাখা উচিত শাইখ উসামা (রহঃ) এর অন্যতম লক্ষ্য ছিলো উনার দল আল কাইদাহ উনার উপরে নির্ভর হবেনা! **কি অদ্ভুত, দেখো! আল্লাহ্*র ইচ্ছায় একটা ব্যাক্তিগত লক্ষ্যের ব্যাপারেও তোমরা তাকে পরাজিত করতে পারোনি।**

এত গুলো ফ্রন্টে যুদ্ধ করছ, আজ পর্যন্ত কয়টা জঙ্গি ফ্রন্ট

বন্ধ করতে পেরেছো? বরং সত্য এটাই পৃথিবীর বহু প্রান্তে আরো ফ্রন্টের জন্ম নিতে দেখেছো! এভাবে চলতেই থাকবে আর লজ্জা বাড়তেই থাকবে। সব শেষে তো যুদ্ধই ছেড়ে দিলে, আর ড্রোন দিয়ে নিরীহ মানুষ হত্যা করা শুরু করলে!

এরপর, ওহে বাংলাদেশের মুরতাদ তাগুত বাহিনী!

তোমরা কি নিজেদের খুব চ্যাম্পিয়ন মনে করছো? আল্লাহ্*র ইচ্ছায় মোটা দাগে তোমাদের কিছু পরাজয় দেখিয়ে দেই ...

১. তোমাদের অপ্স রুমে যে বড় বোর্ড টা থাকে বা যদি না থাকে কল্পনা করে নাও, আর বোর্ডের সামনে যাও। একটা গ্রাফ আঁক। এক্স অক্ষে সময় প্রতি দাগে ১ বছর ওয়াই অক্ষে নাম্বার অফ মুজাহিদিন কনফ্রন্টেশন এবং টেরিটোরিয়াল এক্সপানশান। বিগত ১৫ বছরের গ্রাফ টা কেমন দেখাচ্ছে? তোমার মোটা মাথা এখান থেকে কিচ্ছু বের করতে পারবেনা একজন অ্যানালিসিস্ট কাছে পাঠিয়ে দাও, আর এর সাথে যোগ করে সেই সব ফ্যাক্টর যা এই গ্রাফে নাই। **এটাকে কি বলে জানো? যুদ্ধের ভাষায়, "ক্লিন শট" তোমাদের পরাজয়ের ছবি একটা ক্লিন শটের মতই পরিষ্কার!**

২. তোমরা অনেক ট্রেনিং করেছো, কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড রিজিওনাল থ্রেট হ্যান্ডলিং। এটা তো তোমাদের জন্য একটা অবশ্যিক পাঠ। ব্যাক্তিগত ভাবে আমি মনে করিনা সত্যিই সত্যিই তোমরা রিজিওনাল থ্রেট হ্যান্ডলিং এর সামান্য কিছুও জানো! রিজিওনাল থ্রেট তো অনেক দুরের কথা, লোকাল থ্রেটকেই তোমরা কোনভাবেই মুকাবিলা করতে পারোনি।

৩. ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড, ইডিওলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। তোমাদের বুদ্ধিজীবীরা দিন রাত টিভিতে বকবক করে যাচ্ছে, তোমাদের বেশ্যারা দিন রাত নেচে গেয়ে যাচ্ছে, তোমাদের শয়তানেরা দিন রাত মুক্ত চিন্তা ছড়াচ্ছে, তোমাদের টিভি চ্যানেল গুলো দিন রাত প্রচারনা চালাচ্ছে ... কিন্তু এরপরেও তোমরা ইসলামের এই নতুন জাগরন, যুবকদের মাঝে জিহাদের ভালোবাসা, তোমাদের ঐ জঘন্য সেকুলার সমাজ ব্যাবস্থা কে বুড়াআঙ্গুল দেখনো বন্ধ করতে পারোনি। বরং দিন দিন তা আরো বেড়েই চলেছে! **বরং তোমাদের হাতের মুঠোয় থাকা পত্রিকায় এসেছে, জঙ্গিরা এমন কথা বলে যে তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত অবস্থান ধরে**

রাখতে পারোনা। আর তোমাদের স্বার্থে সেই কথা প্রকাশ করতে চাওনা। বাক্য টা এখানেই শেষ করেছো কিন্তু বাক্যের অসমাপ্ত অংশটুকু হচ্ছে, ... কারন সেই সব কথা প্রকাশ করলে সাধারন মানুষের উপরেও তার প্রভাব পড়তে বাধ্য! অর্থাৎ তোমাদের বুদ্ধিজীবী, তোমাদের বেশ্যা বাহিনী, মুক্ত চিন্তার নর্দমার কীট গুলও সবই ব্যার্থ হয়ে গেলো! চাইলে আবার একটা গ্রাফ একে ফেলতে পারো। ফলাফল, লজ্জাজনক পরাজয়!

৪. আসো এবার তোমাদের একটা "অন গ্রাউন্ড" সিনারিও দেখাই। "মাসল পাওয়ার" কিংবা "ফায়ার পাওয়ার" এগুলো তোমাদের খুব সন্তুষ্টি দেয়। তোমাদের আর আমাদের এই যুদ্ধের ছোট একটা ফ্রন্ট ছিলো "নাস্তিক ফ্রন্ট" এই ফ্রন্টে তোমাদের অবজেক্টিভ ছিল যে কোন মুল্যে নাস্তিকদের নিরাপত্তা দেয়া। কি যেন বল তোমরা "নিরাপত্তা বলয়"! **আর আমাদের অবজেকটিভ ছিলো ৩ টা।**

নাস্তিকদের তাদের নোংরা কাজ বন্ধ করতে হবে
অথবা এই দেশ ছাড়তে হবে
অথবা নিজেদের ঘাড় কে উন্মুক্ত করে দিতে হবে

নাস্তিক দের কে নিয়ে যত সাক্ষাৎকার এবং পত্রিকার প্রতিবেদন হয়েছে দেশী কিংবা বিদেশী সব গুলোর সারমর্ম হচ্ছে, নাস্তিক রা আর আগের মত লেখা লেখির সাহস পায়না, অনেকে লেখা বন্ধ করে দিয়েছে, অনেকে গোপনে বিদেশ চলে গেছে, আর অনেকে তাদের যথাযথ কর্মফল পেয়েছে। আল্লাহ্*র ইচ্ছায়, ঠিক যা আমাদের লক্ষ্য ছিলো। **আর দিন শেষে তোমাদের উক্তি ছিলো, "আমাদের পক্ষে তো সবার নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব না" মনে করিয়ে দেই কথাটা হবে, "চিহ্নিত কয়েক জন"। নাস্তিক রা চিহ্নিতই ছিলো প্রকাশ্যেই ছিলো। দিন শেষে তাহলে আবার এই একই কথা," লজ্জাজনক পরাজয়"**

হয়তো তোমাদের কেউ ভেবে দেখবে!

আর যদি না দেখে, আল্লাহ্*র ইচ্ছায় আমরা প্রস্তুত আছি, অপেক্ষায় আছি তোমাদের জন্য! কথা দিচ্ছি দেখা হবে ইনশাআল্লাহ,

আর যখন দেখা হবে, বিশ্বাস করো, তোমাদের জোড়ায়

জোড়ায় আঘাত করবো, তোমাদের দুই টুকরা করে কেটে ফেলবো, ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবো, স্রেফ উড়িয়ে দিবো, হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ! কথা দিচ্ছি আমাদের মধ্যে কোন দয়া দেখতে পাবেনা ইনশাআল্লাহ।

আর সবশেষে তোমাদের মহান আল্লাহর একটা অপুর্ব সুন্দর ওয়াদা স্মরন করিয়ে দিচ্ছি, যা আমাদের অন্তর সমূহ কে প্রশান্ত করে। ঘোষণা হচ্ছেঃ

"আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ কথা আগেই বলা আছে যে, তাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করা হবে, আর আমার সৈন্যরাই বিজয়ী হবে"

এখন সব শেষে একটাই প্রশ্ন থেকে যায়, তোমরা আল্লাহ্*র সৈন্য নাকি আমরা আল্লাহ্*র সৈন্য? তোমরা যদি আল্লাহ্*র সৈন্য হও তাহলে হাসিনার সৈন্য কারা? আর তোমরা যদি আল্লাহ্*র সৈন্য না হও, তবে আল্লাহ্*র সৈন্যরাই বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ।

৮.আর তোমরা প্রস্তুতি গ্রহন কর, সাধ্য মত –

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ -

সমস্ত প্রশংসা জগত সমূহের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। যিনি মুমিনদের জন্য অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট!

কিছু দিন থেকে একটা বিষয় মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো - পত্রিকায় মাঝে মাঝেই দেখা যায় - পরিচয় বিহীন গাড়ি সহ লোক এসে কাউকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে -

কাজের ধরণ লক্ষ্য করলে বুঝা যায় এই গ্রুপ টির বেশ দাপটে আছে, ধরে নেয়া যায় এদের জবাদিহিতার ব্যাপারটা অস্পষ্ট এবং এদের বড় পরিসরে ক্ষমতা দেয়া আছে। কখনো দেখা যায় এরা ৫-৬ মাস পরে গ্রেফতারকৃত ব্যাক্তি কে ফেরত দিয়ে যায়, পুলিশ বা র্যা ব এর মত মেরে ফেলেনা।

আমার মুল পয়েন্ট এরা কারা সেটি না - মুল পয়েন্ট হচ্ছে এদের কাজের ধরণ/ তুলে নিয়ে যাবার ধরণ সম্পর্কে যত টুকু পত্রিকা পড়ে জানতে পারলাম তা নিয়ে কিছু কথা বলা। বেশির ভাগ সময়েই এরা পরিচয় বিহীন গাড়ি নিয়ে আসে (অধিকাংশ সময়েই মাইক্রো বা জীপ) এবং এক সাথে কমপক্ষে ৭ থেকে ১০ জন এর টিম হয়।

অস্ত্রের কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা পেপারে না আসলেও ধারনা করে নেয়া যায় কমপক্ষে তাদের কাছে অটোমেটিক পিস্তল থাকবেই।

যাই হোক - ৭ থেকে ১০ জন এর একটা টিম বনাম এক জন দীনি ভাই - বিষয় টা হিসাবে মিলেনা। কিন্তু আমাদের হিসাব আসলে- "ইন্নি তাওয়াক্কুল তু আলাল্লাহি রব্বি ওয়া রব্বিকুম" - আর আমাদের সাধ্যমত প্রস্তুতি/সতর্কতা হিসেবে কিছু পয়েন্ট শেয়ার করছি ইনশাআল্লাহ – আর কাফিরদের পরিকল্পনা আল্লাহ নস্যাত করবেনই।

১। এদের কাজ গুলো অধিকাংশ সময়ে রাতে হয়, রাত্রে শেষ ভাগে যখন মানুষ জনের উপস্থিতি সবচেয়ে কম থাকে।

প্রকাশ্য দিবালোকেও হয়।

২। এদের কাজ খুব দ্রুত হয়, আর দ্রুত হবার অন্যতম একটি কারন হতে পারে এরা তাদের উপস্থিতি যত টুকু সম্ভব কম রাখতে চায়, অর্থাৎ তারা আম পাবলিকের হাউ কাউ এর মাঝে পড়তে চায়না। এখানে মনে রাখতে হবে এটি সত্য হলে এবং আমরা ধরে নিচ্ছি এটিই সত্য - তাহলে এটা তাদের একটা বড় দুর্বলতা। অর্থাৎ যে কোন শোরগলে তারা কিছুটা হলেও ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাবে। ঘরে চোর ঢুকলে হঠাত আলো জ্বলে উঠলে যেমন হয়।

৩। এরা দলগত ভাবে কাজ করে, এর মানে হচ্ছে এদের অপারেশনের একটা ফরমেশন/বিন্যাস থাকবে। সুনির্দিষ্ট না হলেও একটা ফরমেশন থাকতেই হবে। অর্থাৎ ৭ জন মানুষ হলে এই ৭ জনই গোল হয়ে টার্গেট কে ঘিরে ধরবে ব্যাপার টা এমন না। এটার দুইটা কারন - গোল বা সার্কুলার ফরমেশন এর মুভমেন্ট সহজেই চোখে ধরা পড়ে, এবং আপনি যদি লোকেশন বা গ্রাউন্ড এর কথা চিন্তা করেন তাহলে অধিকাংশ সময়ে টার্গেট কোন না কোন এক টা পাশে থাকবে। টার্গেট যদি বাম পাশে থাকে তাহলে বাম

পাশ টা ব্লক করা তাদের জন্য সহজ নয়, একই ভাবে এটা ডানপাশ হতে পারে, পিছন হতে পারে, সামনে হতে পারে।

৪। এমন সারপ্রাইজ মুভমেন্ট বা কিডন্যাপ এর বেশির ভাগ সময়ে এই টিমটি পিছন থেকে আক্রমন করে, সামনের দিক টা ফাকা থাকে, বা পিছন সহ যে কোন একটা সাইড থেকে আক্রমন করে এবং যে কোন এক টা সাইড ফাকা থাকে।

৫। টার্গেট এর সামনে এবং পিছন মিলিয়ে যদি ৩৬০ ডিগ্রি হয় তাহলে পিছনের ১৮০ ডিগ্রি বাদ দিলে সামনে বা পাশ থেকে আরো হয়তো ৯০ ডিগ্রি বা এর কিছু বেশি একটা জায়গা ফাকা থাকতে পারে।

৬। আমি নিজে কখনো এমন কাপুরুষতা! দেখিনি, তবে বাস্তবে একটা টার্গেট এর উপরে এক সাথে ৩ জনের বেশি মানুষ হুমড়ি খেয়ে বা জাপটে ধরতে পারেনা, কারন ৩ জন মানুষ আসলে একজন মানুষের পুরা টা কাভার করে ফেলে।

৭। টার্গেট কে ধরার পর সম্ভবত তাদের সর্ব প্রথম লক্ষ্য থাকে টার্গেট কে ফেলে দেয়া এবং হাতকড়া পরানো।

৮। টার্গেট কে যদি হাতকড়া পরানোর উদ্দেশ্যে ফেলা হয় তাহলে তাকে সামনের দিকে ফেলতে হবে যেন, হাত পিছনের দিকে ফ্রি থাকে। তাহলে ধরে নিতে হবে টার্গেট সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়ে যাবে।

এবার দেখা যাক আমাদের করনিয় কি হতে পারে -

সবার আগে -

সকাল সন্ধ্যার আজকার, এবং ঢেকে রাখার দুয়া গুলো আমল করেন
প্রতিনিয়ত আল্লাহর কাছে নিরাশ্রয় ভিখারীর মত আশ্রয় এবং সাহায্য ভিক্ষা চাইতে থাকেন -

এরপর -

১। যে সময়ে সাধারন মানুষ কম চলে সে সময়ে চলাচল, মিটিং, যাত্রা শেষ করা বা শুরু করা যাবেনা।

২। একাকী চলাচলের সময়ে ফাকা জায়গা, মোড়, আইল্যান্ড, জাংশান এগুলো পার হবার সময় সতর্ক থাকতে হবে। সম্ভব হলে এই ওপেন প্লেস গুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। চোখের ব্যাবহার বাড়ানো, যথাসম্ভব প্রতিটি অবজেক্ট গাড়ি, সিএনজি ট্রাফিক সিগন্যাল – এগুলো কে চোখ দিয়ে স্ক্যান করা।

৩। এই টিম গুলো গাড়ি ছাড়া চলেনা, মনে রাখতে হবে তার গাড়ি আশে পাশেই কোথাও থাকবে। আরো মনে রাখতে হবে তাদেরে এই আক্রমন টা কোন স্পটে তারা করবে এটা অনেকটা পুর্বনির্ধারিত। অর্থাৎ টার্গেট কে আক্রমন করার জন্য তাদের মাইন্ড সেটআপ আগে থেকেই থাকবে।কাজ দ্রুত সারতে হলে স্পট থেকে গাড়ির দূরত্ব খুবই কম হতে হবে। সুতরাং লক্ষ্য রাখতে হবে ১০০-৩০০ মিটার এর মধ্যে কোন অলস গাড়ি/মাইক্রো/জিপ বসে আছে কিনা। ২০০-৩০০ মিটার আগে থেকে যদি অলস গাড়ী লোকেট করা যায়, আল্লাহ চাইলে তাদের অ্যাভয়েড করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

৪। এই ধরনের আক্রমনের মুল প্রতিরক্ষা শত্রু কে আগে

লোকেট করতে পারা। গাড়ি রাস্তার এপাশ ওপাশ যে কোন পাশেই হতে পারে - তাই দুই দিকেই খেয়াল রাখা দরকার।

৫। রাস্তার মোড়, যেমন বামে রাস্তা গেছে বা ডানে গেছে এমন ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা কারন সেক্ষেত্রে গাড়ি বাঁকের আড়ালে থাকবে।

৬। দিনের বেলায় হলে গাড়ি লোকেট করা কঠিন হবে। তখন খেয়াল রাখতে হবে সম্ভাব্য কোন কোন জায়গা গুলো তে ৭-১০ জনের একটা টিম মিশে থাকতে পারে। প্রত্যেক টা অপারেশন এর জন্য একটা লাঞ্চিং প্যাড লাগে। আপনাকে ভেবে দেখতে হবে আমার চলাচলের রুটে ৫ -১০ জনের একটা টিম এবং গাড়ী সহ একটা লাঞ্চিং প্যাড কোন কোন পয়েন্ট গুলো হতে পারে। এবং সেই পয়েন্ট গুলোকে রুটিন চলাচলের সময়ে নজরে রাখা। এর ফলে কোন একদিনের সুক্ষ পরিবর্তন বা অ্যাবনর্মাল উপস্থিতি দ্রুত ধরা যাবে ইনশাআল্লাহ। অ্যাবনর্মাল উপস্থিতি বলতে কি বুঝাচ্ছি সেটা যদি আমি একটু খুলে বলি তা হচ্ছে - ধরেন রাস্তার ধারে একটা সিএনজি স্ট্যান্ড, সেখানে সকাল ৮ তা থেকে ১০ টা পর্যন্ত প্রায় ৪-৫ টা সিএনজি থাকে। এই বিষয় টা

আপনি কিছু দূর থেকেই লক্ষ্য করতে পারবেন আশা করা যায়। একদিন দেখলেন কোন সিএনজি নাই উলটা সেখানে একটা গাড়ী আছে - লক্ষ্য করেন কিভাবে স্বাভাবিক উপস্থিতিও অস্বাভাবিক হয়। একটা গাড়ি এসে দাড়ালে খুব সম্ভব সিএনজি গুলোকে সরিয়ে দিবে কারন গাড়ি টান দেয়ার সময় আগে পিছে কোন সিএনজি থাকুক সেটা কাম্য না। সুতরাং এটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন যা চাইলেও তারা হাইড করতে পারবেনা। এজন্য এধরনের পয়েন্ট গুলো আগে থেকে নোটে এনে সেগুলোকে ভালো ভাবে লক্ষ্য করা।

৭। আল্লাহ না করুন যদি আক্রমন হয়েই যায় তবে সবার আগে সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকবির দেয়া, আল্লাহ চাইলে এক তাকবিরেই তারা জায়গায় জমে যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি তারা আপনাকে ধরেই ফেলে আর মাটিতে ফেলে দেয়ার আগ পর্যন্ত কোন সুযোগ না পান তাহলে চেস্টা করা হাত এবং দুই হাটু যেন বুকের নিচে থাকে, তাহলে মাটির পড়ার সাথে সাথেই আপনার হাত এবং পা ফ্রি থাকবে এবং খুব সম্ভব একটা ধাক্কা দিয়ে আপনি গা ঝাড়া দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। সম্ভব হলে মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই এক

দিকে গড়ান দেন, এরপর উঠে সব টুকু শক্তি দিয়ে দৌড় দেন।

৮। যদি ধস্তাধস্তি শুরু হয় মনে রাখবেন, আপনার জন্য সুযোগ প্রথম ৫ সেকেন্ড, কারন তারা আপনার থেকে মারাত্মক কোন প্রতিরোধ আশা করবেনা। ৩ জন বনাম একজনের ক্ষেত্রে ৩ জনের দল মানসিক ভাবে কিছুটা রিল্যাক্স থাকে (অবচেতন ভাবে হলেও) সেটাই আমাদের জন্য সুযোগ। পিছন থেকে যদি আক্রমন হয়, নিজেকে সামনের দিকে গুটিয়ে নেন, এতে পিছন থেকে আক্রমন কারী সামনের দিকে ঝুকে পড়বে এবং কিছুটা হলেও ব্যালান্স হারাবে, আর যদি সামনে থেকে আক্রমন বুঝতে পারেন, নিজেকে যে কোন এক সাইডে কিংবা পিছন দিকে ফেলে দেন, তাহলে সামনের আক্রমনকারী কিছুটা ব্যালান্স হারাবে। আক্রমন এর প্রথম ৫ সেকেন্ড এর মধ্যে নিজেকে যদি গুটিয়ে ছোট করে নিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য একটা ছোট ফোকর তৈরি হবে যেটা আপনি পরবর্তী ঝটকায় কাজে লাগাতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

৯। আক্রমন এর দিক যেদিকে আপনার ফোকর তৈরি হবার

সুযোগ সেই দিকে, পিছন থেকে সামনের দিকে ধাক্কা আসলে আপনি সামনের দিকেই সেই চান্স টা পাবেন ইনশাআল্লাহ, আর সামনে থেকে পিছন দিকে হলে সেটা পিছনেই পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

১০। যদি এমন হয় যে আপনি আসলে ৪-৫ জনের মাঝে পড়ে গেছেন, বাকি সব দিক বন্ধ, নিজেকে নিচের দিকে গুটিয়ে নিতে হবে, মনে রাখবেন দুই পায়ের মাঝে যথেষ্ট ফাক থাকে।

১১। আঘাত হানা, আঘাত হানবেন আঙ্গুল দিয়ে চোখে, কনুই দিয়ে বুকের নিচে বা গলায়, পা দিয়ে নাভির নিচে। কয়েকজনের মাঝে পড়ে গেলে দুই কনুই ব্যাবহার করে নিচের দিকে বসে পড়ার চেস্টা করেন, তবে সাথে সাথেই পায়ের ফাক দিয়ে বের হয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হএ ধস্তাধস্তির প্রতি সেকেন্ডের সাথে আপনি শক্তি হারাবেন তাই একটা আঘাত ও বিক্ষিপ্ত হওয়া যাবেনা।

১২। ধস্তাধস্তির সময়ে নিজেকে যে কোন একজনের শরিরের সাথে মিশিয়ে দেন, তাহলে অন্তত একজন কে অক্ষম করতে

পারবেন, আপনি যার শরিরের সাথে মিশে যাবেন তার খুব বেশি কিছু করার থাকবেনা।

১৩। অবিরাম প্র্যাক্টিস করেন, আমরা সবাই যে কোন একদিকে শক্তিশালী, হয় ডান দিকে অথবা বাম দিকে, আপনি খুজে দেখেন আপনি কোন দিকে শক্তিশালী, কোন চিন্তা করা ছাড়াই যে কোন এক সাইডে লাফ দেয়ার চিন্তা করেন, কিংবা বুড়া আঙ্গুল কে উপরে রেখে দুই হাতের আঙ্গুল গুলো কে একটার ভিতরে আরেকটা ঢুকিয়ে মুঠি বন্ধ করেন। এবার দেখেন কোন হাতের বুড়া আঙ্গুল উপরে? ডান হাতের হলে আপনি বাম দিকে দুর্বল আর বাম হাতের হলে আপনি ডান দিকে দুর্বল। পালানর সময় দুর্বল দিক পরিহার করেন, এতে আপনার শক্তি এবং সময় নষ্ট হবে।

১৪। পুশআপ, দৌড়, ধাক্কা দেয়া প্রাক্টিস করেন। ধাক্কা দিবেন কাছ, থেকে দূর থেকে নয়। ৩ জন কে বলেন ১০ সেকেন্ড এর মধ্যে আপনাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে, আর আপনি ৫ সেকেন্ডের মধ্যে ছুটার চেস্টা করেন।

১৫। আছাড় মারার টেকনিক গুলো শিখে নেন, কিছু ডেডলি

শট শিখে নেন। হিউম্যান বডির কিছু নার্ভ পয়েন্ট আছে, সেগুলো তে হিট করা শিখেন।

১৬। রাস্তায় হাটার সময় খেয়াল রাখেন কোন সাইড টা আপনি কম তাকান, এটা হতে পারে, ডান বাম, উপর নিচ - যে দিকে আপনি কম তাকান সেই দিকে তাকানোর অভ্যাস করেন।

১৭। মাইন্ড সেট আপ - অপ্রতিকুল কোন অবস্থায় কি করনীয় এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য যেন আপনাকে খুব বেশি সময় ব্যয় না করতে হয়। এজন্য নিজেকে বলে রাখেন আমি আক্রান্ত হলে কোন চিন্তা ছাড়াই আগে শত্রুর চোখে আঘাত করবো, কিংবা গলায় আগাহত করবো - মনে রাখবেন স্বাভাবিক ভাবে আমাদের মধ্যে এক ধরনের জড়তা কাজ করে। আপনাকে একটি রাইফেল দিয়ে দিলেই আপনি গুলি করতে পারবেন না। কারন আপনার ব্রেন এবং শরীর এই কাজের সাথে পরিচিত না। এজন্য দেখা যাবে দরকারের মুহূর্তে আপনি হয়ত ১ সেকেন্ড বা ২ সেকেন্ড দেরি করে ফেলবেন, বা দ্বিধায় ভুগবেন। একই ভাবে আপনাকে যদি বক্সিং এর রিং এ উঠিয়ে দেয়া হয় আপনি

একটা ঘুষি মারার আগে চিন্তা শুরু করবেন - কোথায় মারবো? আমাকে যদি আগে মেরে দেয়? এগুলো হচ্ছে জড়তা। এই জড়তা দূর করার জন্য দকরকার অবিরাম অভ্যাস, প্র্যাকটিস।

তাই আগেই নিজের মাইন্ড সেটআপ এবং করনীয় গুলো অভ্যাস করতে থাকেন।

একটা সাদা কাগজে দুইটা গোল বৃত্ত একে চোখের মত করে দেয়ালে লাগিয়ে দেন- স্বাভাবিক মানুষের চোখের উচ্চতায়। যখনই এটা চোখে পড়বে ঐ চোখ দুটিতে আঘাত করেন। এটি শুধু একটি উদাহরণ আপনি নিজে নিজের প্র্যাক্টিস করার তরিকা সেট করে নেন।

যুদ্ধের অন্যতম কৌশল হচ্ছে প্রতিরক্ষা, আমাদের সাধ্যমত নিজেদের প্রতিরক্ষা কৌশল সাজানো এবং চর্চা করা দরকার। এই কৌশল কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নাই, এবং এই কৌশল এর কোন শেষ নাই, প্রতিনিয়ত আমাদের এই কৌশল খুজতেই থাকতে হবে এবং চর্চা করতে হবে, (যতটুকু সম্ভব)। ফাইট ব্যাতিত কোন কথা নয়! আর আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে যথেষ্ট ।

সব শেষে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, মানুষ এবং জিন শয়তান থেকে, আল্লাহ ব্যাতিত কোন কুউওয়াত নাই, আর আমাদের দুশমন রা আমদের ভিতরে হিংস্রতা ছাড়া যেন অন্য কিছু না দেখে!

সবশেষে -

বালিল্লাহি মাওলাকুম ওয়া হুয়া খাইরুন নাসিরিন

৯.আর যে কেউ এর মাঝে - তার জন্য শুধু আমি আর আমার তরবারি!

ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ -

আমার প্রিয় ভাইয়েরা কেমন আছেন? কিছু কথা আমার এবং

আপনাদের মাঝে - আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত যে আল্লাহ আমাদের কে জিহাদের মত এত বড় শানদার এক কাজের সাথে শরীক থাকার তাউফিক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই কাজের সম্মান, এই কাজের আজর কে আমি কোথায় বা লেখনীতে প্রকাশ করতে পারব এই কথা বলা এক চরম বেয়াদবি! তবে হ্যা, আমরা যা করতে পারি ইনশাআল্লাহ তা হচ্ছে, আল্লাহ আমাদেরকে যে বুঝ দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়েছেন সেগুলো ব্যাবহার করে সাধ্য মত বুঝার চেস্টা করা। কারণ আল্লাহর নিয়ামতকে চিনতে পারা, বুঝতে পারা এবং নিয়ামতকে স্বীকৃতি দিতে পারা - এইটাও আল্লাহর আরেক নিয়ামত! আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছে - ওয়াল্লাহি যাদের সামনে দুনিয়া গড়াগড়ি খায় অথচ তারা বলে আমি এই কস্টে আছি, ঐ কস্টে আছি! তার কথা শুনলে হয়ত মিসকিন ও লজ্জা পাবে! কিংবা তার কাজ দেখলে হয়ত ভিখারী ও লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিবে। কারণ? আল্লাহ তার সামনে ধন দৌলত উজাড় করে দিয়েছেন কিন্তু তারপরেও সে আরেকজনের ধন দৌলত চুরি করার ফিকিরে থাকে। **আল্লাহ তাকে কি দিয়েছেন এদিকে না তাকিয়ে আল্লাহ তাকে কি**

দেননি সেই ফিকিরে পড়ে থাকে আর বলে - হায় আমার তো কিছুই নাই!

ধিক এমন জিন্দেগী কে! - তাহলে বলেন আল্লাহর নিয়ামতকে চিনতে পারা, বুঝতে পারা এবং স্বীকৃতি দিতে পারা কি আরেক নিয়ামত নয়? - আলহামদুলিল্লাহ।

যাই হোক - আসলে বলতে চাচ্ছিলাম অন্য কথা। ভাইয়েরা বলে আমি নাকি এক কথা থেকে আরেক কথায় দৌড় মারি। কি যে বলতে চাই সেটা ই নাকি ঘোলা হয়ে যায় - আসলে তা

কিছু তো সত্য

বলছিলাম সে কথা যে - আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের মত এমন শানদার এক কাজের সাথে শরীক থাকার তাউফিক দিয়েছেন। এটা এক বিশাল নিয়ামত আর এটার স্বীকৃতি দিতে পারা আরেক নিয়ামত, আলহামদুলিল্লাহ। দুনিয়াতে কত মানুষ আছে - তার মধ্যে কতজন আল্লাহ কে বিশ্বাস করে? আর যারা করেনা তারা নিশ্চিত জাহান্নামী সারা জিন্দেগীর জন্য। আর যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যেও আছে কত ভ্রান্ত আকিদাহ এর। আবার যাদের আকিদাহ শুদ্ধ আছে এদের

মধ্যেও কতক আছে যারা ব্যাস্ত আছে দুনিয়া নিয়ে। আবার কতক আছে গণতন্ত্র নামক শিরক মন্ত্রের দাসত্বের বেড়াজালে। এরকম সমস্ত জনগণের মধ্যে খুব সামান্য খুব খুব সামান্য কিছু বান্দা - যাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেছেন এই জন্য যে -

তারা দুনিয়া কে তুচ্ছ মনে করবে
তাগুতের চোখ রাঙ্গানি কে উপহাস করবে
তাগুতের সমস্ত শক্তি আর অহংকার কে বুড়া আঙ্গুল দেখাবে
নিজের তাজা রক্ত দিয়ে দ্বীনের রাজপথ রঙিন করবে - আর চিৎকার করে বলবে -

ওহে তাগুতেরা - আল্লাহ কি বলেন নি - ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ? হুকুম চলবে শুধুই আল্লাহর? তাহলে তো তোমাদের ধ্বংসের দিন গুলো চলেই এসেছে! আর নিশ্চয়ই শুধু মাত্র আল্লাহর কালিমা এবং আল্লাহর দ্বীনই সমুন্নত থাকবে!

আর তারা প্রতিযোগিতা করবে - আল্লাহর সামনে নিজের খুন রাঙ্গা শরীর নিয়ে হাজির হতে! আহ কত সুন্দর সে প্রতিযোগিতা! যদি আমি হতে পারতাম তাদের একজন! আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন - আমিন।

খুব সামান্য - এমন যারা তারা খুবই সামান্য! আর সেই সামান্যদের মধ্যে আল্লাহ আমাদের পছন্দ করেছেন ইনশাআল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের অবিচলতা দান করেন - আমিন।

আমি কি এটাই বলতে চাচ্ছি? না আসলে এটাও আমার মুল কথা না -

আমার মূল কথা হচ্ছে এখন -

প্রিয় ভাই - এই জিহাদের পথে শয়তান আমাদের নানা রকমে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে, নানা রকম ভয় দেখায়। তাগুতের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে ভীতি তৈরি করার চেষ্টা করে যেন ভয় পেয়ে আমরা এই রাস্তা ছেড়ে দেই। আর আল্লাহ আমাদের কে এই ব্যাপারে বলেছেন ও - যে - **শয়তান তোমাদের কে তার আউলিয়াদের ব্যাপারে ভয় দেখায় ...**

অনেক সময় দেখা যায় আমাদের অন্তরে তাদের ব্যাপারে কিছু ভয় ভীতি বা দুশ্চিন্তা কাজও করে - আল্লাহর পানাহ, (আমিও

তার ব্যাতিক্রম না)

কিন্তু আমি আরও যা দেখলাম - হাসিনার বাহিনী - হাসিনার নিরাপত্তায় আল্লাহ কে ভয় পায়না! তাগুতের বাহিনী আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ কে ভয় পায়না! আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তারা আল্লাহর আজাব কে ভয় পায়না!

আমি জানলাম, পথিমধ্যে এক ভাই এর মোবাইল চেক করছে তাগুতের বাহিনী। ভাই বললেন আমার মোবাইলে এমন ছবিও থাকতে পারে যা দেখা আপনার জন্য হারাম। **তাগুতের বাহিনী বললো "আমাদের জন্য না" অর্থাৎ যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে সে বললো - আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আমাদের জন্য হারাম না! সে কার ভরসায় এই কথা বলার সাহস পেল? হাসিনা - যদি তাই হয়, সুবহানাল্লাহ! তাহলে আমরা যদি আল্লাহর নিরাপত্তায় থেকে ঐ তাগুতদের ভয় পাই - আমি জানিনা এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু আছে কিনা!**

দিপু মনি বলেছে - শেখ হাসিনার নেতৃত্বে থাকলে ভয়ের কিছু নাই!

-

ওয়াল্লাহি ভাই - তারা যদি আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ কে ভয় না পায় - আর আমরা যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সামনে তাদের কে ভয় পাই তবে তা আমাদের জন্য লজ্জা!

প্রিয় ভাই - গুলি মারি তাগুত কে !! কি শক্তি আছে তার! কিচ্ছুনা! স্রেফ কিচ্ছুনা - **আপনি তার থেকে ঐ অস্ত্র টা নিয়ে নেন আর তার র*্যাবের পোশাক খুলে নেন- এবার তার সামনে শুধু একবার তাকবির দিলে সে কাপড় নষ্ট করে দিবে।**

তার কোন শক্তি ই নাই - সে আমার কিচ্ছু করার ক্ষমতা রাখেনা একদম কিচ্ছুনা - কেমন একদম? একটা পশম নাড়ানোর ক্ষমতা তার নাই! স্মরন করেন - আগুন ইবরাহিম আঃ এর একটা পশমও পুড়াতে পারেনি! অথচ তাগুত মাসের পর মাস ধরে সেই বিশাল আগুন জ্বালিয়েছিল।

প্রিয় ভাই - আমাদের মালিক আল্লাহ - আর আল্লাহ বলছেন -

বালিল্লাহি মাওলাকুম ওয়াহুয়া খাইরুন নাসিরিন

আর কি লাগে!

আর তাগুতেরা - তোমাদের কেই বা কি করে ভুলে যাই? দু কথা তো তোমাদের স্মরনেও লেখা দরকার -

দেখো সাফ কথা বলে দেই - তোমাকে হত্যা করব ইনশাআল্লাহ! এটাই আমার সপ্ন!
বিশ্বাস কর, তোমাকে হত্যা করব ইনশাআল্লাহ, আজ অথবা কাল -আমি যদি নাও পারি আমার পরে কেউ না কেউ আসতেই থাকবে যতক্ষণ না তোমাকে হত্যা করা হয়।

-

আল্লাহর কালিমাই সুউচ্চ - আল্লাহর সম্মান ই সবার উপরে - আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আর যে কেউ এর মাঝে - তার জন্য শুধু আমি আর আমার তরবারি!

১০.আল জিহাদ, উম্মতের যুবকদের ব্র্যান্ড!

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালার জন্য! দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক রাসুল (সাঃ) এবং তার পরিবার বর্গের উপর

জিহাদ হচ্ছে উম্মতের সম্মান! জিহাদ হচ্ছে উম্মতের ইজ্জতের বর্ম। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্* সুবহানাহু ওয়াতালা দুনিয়ার বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাবস্থা করে রেখেছেন। আপনি পরিসংখ্যান দেখেন ইতিহাস দেখেন.. উম্মতের মাঝে যখন জিহাদ ছিলো তখন কতজন মুসলিম মারা গেছিলো? আর আজ জিহাদ ছেড়ে দিয়ে অস্ত্র নামিয়ে রাখার পর কত জন মুসলিম মারা যায়? যখন উম্মতের মাঝে জিহাদ ছিলো তখন কতজন উম্মতের মা আর উম্মতের বোন ধর্ষিত হয়েছিলো আর আজ জিহাদের অনুপস্থিতিতে কতজন উম্মতের মা এবং বোনেরা ধর্ষিত হচ্ছেন? জিহাদ যখন জারি ছিলো তখন উম্মতের বিস্তার কেমন ছিলো? আর আজ জিহাদের অনুপস্থিতিতে উম্মতের কি হাল! জিহাদ যখন উম্মতের ঘোড়ার পিঠে আর তরবারির আগায় আর বর্শার ফলায় ঝিলিক মেরেছে তখনি কাফির রা আর তাদের পা চাটা দাসেরা উম্মতের সামনে মাথা তুলে দাড়ানোর ও সাহস পায়নি! আর আজ!

আজ আমার আর আপনার পরিবারের আপন কাউকে যদি আইফোন ৭ এর ঝকঝকে একটা প্যাকেট উপহার দেয়া হয় তাহলে তাদের অনুভুতি কেমন হবে? আর যদি সিম্ফনি ডি

৫৫ দেয়া তাহলে তাদের অনুভূতি কেমন হবে? দুই অনুভূতি কি এক হতে পারে? প্রশ্ন হচ্ছে আইফোন ৭ এর মধ্যে কি আছে যা আমাদের অনুভুতিকে নাড়া দেয়? উত্তর হচ্ছে আইফোন ৭ হচ্ছে ব্র্যান্ড!

ব্র্যান্ড! হ্যাঁ আজ আমি এই ব্র্যান্ড নিয়েই কথা বলতে চাই ইনশাআল্লাহ্*। আপল, স্যামসাং, গুচি, নাইক, এডিডাস এই ব্রান্ড গুলো কে না চেনে? মানুষ এগুলোর পিছনে ছুটে।নিজের ঘাম নিজের সমস্ত মেধা ব্যায় করে আইফোন এর জন্য, ম্যাকবুকের জন্য। নিজের শরিরে একটা দুইটা ব্র্যান্ড এর গেজেট লাগাতে পারলে ধন্য হয়ে যায়! আইফোন টা একবার এ হাতে নেয় একবার ঐ হাতে নেয়! এক শাইখ যথার্থই বলেছিলেন, **তোমার পায়ে নাইক আছে তাই আমি তোমাকে রেস্পেক্ট করবো? ইয়েস তোমার দাম ঐ জুতার দামের সমানই, কাওরন ঐ জুতা টা খুলে নিলে তোমার আর কোন দাম নাই!**

কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন ব্র্যান্ড কিভাবে ব্র্যান্ড হয়? ব্র্যান্ড হয় মার্কেটিং এর মাধ্যমে, প্রচারের মাধ্যমে, কথা বলার মাধ্যমে, অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে, সেটাকে অর্জন করার

জন্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সেটার জন্য লাইনে রাত ভর দাঁড়িয়ে থাকার মাধ্যমে.. ব্র্যান্ড হয়ে কোন কিছু সৃষ্টি হয়না, ব্র্যান্ড কে আমরাই ব্র্যান্ড বানাই। হয়তো ভাবছেন আসলে আমি বলতে চাই কি?

আমি বলতে চাই,

আসেন এবার আমরা জিহাদ কে ব্র্যান্ড বানাই! আসলে কথাট ঠিক হলোনা, আমি বলবো আসেন জিহাদ নামের ব্র্যান্ড কে আমরা আবার রিভাইভ করি, আবার এই ব্র্যান্ড কে আমাদের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কারন আল্লাহর হুকুমে রাসুল (সাঃ) বহু আগেই জিহাদ কে আমাদের জন্য ব্র্যান্ড বানিয়ে দিয়ে গেছেন। নিজেদের অবহেলায় আমরা সেই ব্র্যান্ড কে হারিয়ে ফেলেছি। সময় হয়েছে সেই ব্র্যান্ড কে রিভাইভ করার।

জিহাদ! এই উম্মতের ব্র্যান্ড! রক্ত ফুটতে থাকা উম্মতের যুবকদের ব্র্যান্ড এই জিহাদ! এই ব্র্যান্ড আল্লাহ্*র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য! আর এই ব্র্যান্ড কারা ব্যাবহার করেছেন? কোন কোন সেলিব্রেটি এই ব্র্যান্ডের জন্য পাগল ছিলেন?

সবার আগে.. মুহাম্মাদ (সাঃ)! মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজে এই ব্র্যান্ডের জন্য পাগল ছিলেন। আজ যদি আমরা জানতে পারতাম আর রাসুল (সাঃ) কোন ব্র্যান্ডের আতর ব্যাবহার করতেন তাহলে সেই ব্র্যান্ডের আতর কেনার হিড়িক পড়ে যেত। আর যদি জানা যেত যে সেই আতর আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), উমর (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), হামযা (রাঃ), খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ), তালহা ইবনু জুবাইর (রাঃ), আবু দুজানা (রাঃ) সহ সমস্ত সাহাবী গণ এবং তাদের সালফে সালেহিন গণ পাগলের মত ভালবেসেছেন তবে এবার চিন্তা করেন!

চিন্তার খোরাক! **চিন্তা করে দেখেন তো পৃথিবীর আর কোন ব্র্যান্ড এর পিছনে এভাবে মানুষ পাগল হয়েছেন এক জেনারেশন এর পর আরেক জেনারেশন**? কোন ব্র্যান্ড এভাবে হাজার বছর পরেও যুবক দের বুকের রক্ত কে গরম করে তুলেছে! সর্বোপরি দুনিয়ার আর কোন ব্র্যান্ড কে আল্লাহ্* মনোনীত করেছেন আর রাসুল (সাঃ) নিজের রক্ত ঝরিয়ে আমাদের জন্য সেই ব্র্যান্ড কে পছন্দ বানিয়ে দিয়ে গেছেন!

চিন্তার খোরাক ভাই। আমি এমন এক ব্র্যান্ডের কথা বলছি যা আল্লাহ্*র পক্ষ থেকে, যার জন্য রাসুল (সাঃ) সহ সমস্ত সাহাবা পাগল ছিলেন, পুরুষ মহিলা, যুবক বৃদ্ধ কেউই এর ব্যাতিক্রম ছিলেন না। **শুধু তাই নয় এই ব্র্যান্ডের অনুসারীদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা একদল ফেরেশতা প্রস্তুত থাকেন! একদল ফেরেশতা ডেডিকেটেড ফর অনলি দিস ব্র্যান্ড! সুবহানাল্লাহ!**

এখন সময় হয়েছে সেই ব্র্যান্ড কে রিভাইভ করার। জিহাদ নিয়ে কথা বলেন, জিহাদ নিয়ে লেখেন, জিহাদ নিয়ে প্রেজেন্টেশন করেন, দাওয়াহ দেন, যা সম্ভব সবই করেন। স্ত্রীর সাথে আলোচনা করেন সন্তানের সাথে কথা বলেন, বাবা মার সাথে গল্প করেন। দিল খুলে দেন, মন খুলে দেন.. আর কথা বলতে থাকেন। একসময়ে একটা জেনারেশন এই জিহাদ নিয়ে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলো আর সেটার মাশুল আজ উম্মত নিজের রক্ত দিয়ে আর ইজ্জর দিয়ে পরিশোধ করছে!

কেন আমাদের পরিবার জিহাদ কে ভয় পাবে? জিহাদ কি ভয় পাবার কিছু? জিহাদ তো জান্নাতের সুগন্ধ আর

ফিরদাউসের চাবি! জিহাদ তো আল্লাহ্*র সন্তুষ্টি! এমন জিহাদ কে কেন আমাদের পরিবার ভয় পাবে? কারন তাদের মধ্যে এই জিহাদের চর্চা হয়না, কথা হয় না আমল হয়না, তারা কাউকে দেখেনা যে আইফোন ৭ এর মত জিহাদ কে ভালোবাসে। এছাড়া বাতিল মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা তো আছেই! এভাবেই আজ তাদের দিলে জিহাদের ব্যাপারে ভয় ঢুকে গেছে।

আর ভয় কাটানোর জন্য আমাদের বেশি জিহাদ নিয়ে কথা বলতে হবে। খানা খেতে বসেছেন জিহাদের ফজিলত আলোচনা করেন, বৃষ্টি হচ্ছে বাসায় সুন্দর খাবারের খুশবু আসছে, সাহাবিদের জিহাদী জীবনের গল্প শোনান, বিকালে চায়ের কাপে চুমুকের সাথে জিহাদ এর মর্যাদা বর্ণনা করেন, রাতে ঘুমাতে যাবার আগে বাচ্চারা গল্প শুনতে চায়, তাদের কে জিহাদের গল্প শোনান, ব্যাটমান এর ছবি ওয়ালা ব্যাগ না কিনে দিয়ে উমর (রাঃ) কিংবা আবু দুজানা (রাঃ), কিংবা তালহা ইবনু জুবাইর (রাঃ) এর মত সাহাবীদের জীবনী কিনে দেন। জিহাদ জিহাদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যান। **এমন ভাবে জিহাদ নিয়ে কথা বলেন যেন মানুষ অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে! একদিন তারা আপনাকে**

জিজ্ঞেস করবে, "জিহাদের মধ্যে কি আছে?" সেই সময়ে আপনি বলেন, "জিহাদের মধ্যে কি নাই?"

আপনি বলেন, শহীদের প্রথম রক্ত ফোটা বের হবার আগেই তার পাপ মাফ হয়ে যায়, তার কবরের আজাব নাই, তার কোন হিসাব নাই, তার কবরে কোন সোয়াল জওয়াব নাই, সে ঘুরে বেড়াবে জান্নাতের বাগানে বাগানে, তার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস বরাদ্দ, সে তার সাথে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে আরও ৭০ অজন পরিবারের সদস্য কে! আপনি তাদের কাছে শাহাদাত এর মর্যাদা তুলে ধরেন। **আপনি তাদের কে সেই ঘটনার কথা শুনিয়ে দেন, "উহুদ প্রান্তরে সাহাবারা যখন উহুদ পাহাড় থেকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছিলেন আর সেই সুগন্ধ তাদের পাগল করে তুলেছিলো"**

এভাবে ধীরে ধীরে তার বুঝবে ইনশাআল্লাহ্*, জিহাদ কি! একই সাথে তাদের মনের খোরাক এর জন্য কিতাব দিতে থাকেন, কুরআন খুলে আয়াত গুলো পড়ে পড়ে শোনান। আর দুয়া করতে থাকেন।

আপনার কাজের জন্য আল্লাহ্* যদি একজন কেও মুজাহিদ

হিসাবে কবুল করে নেন! একবার চিন্তা করেন। আর আল্লাহ্* যদি এই কাজের জন্য আমাকে কিংবা আপনাকে জিহাদের কাজের জন্য কবুল করে নেন! এত দিন যেই শাহাদাতের মর্যাদা আপনি বলে আসছিলেন সেই কাজ যদি আল্লাহর পছন্দ হয় আর যদি আমাকে আর আপনাকে আল্লাহ্* শাহাহাদত এর জন্য কবুল করে নেন! একবার চিন্তা করেন!

আমাদের যুবকদের আর সন্তানদের বুঝাতে হবে, জিহাদ এর সৌন্দর্য এর সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কথা না বলার জন্য, আমল না করার জন্য যে জিহাদ হারিয়ে গিয়েছিলো কথা এবং আমল দিয়ে আবার সেই জিহাদ কে ফিরিয়ে আনার চেস্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ্*।

এমন দিন আসবে ইনশাআল্লাহ্* যেদিন দলে দলে মানুষ জিহাদের কাতারে শামিল হবে, কিন্তু এই আজকের কাজের পুরষ্কার আর সেই দিনের কাজের পুরষ্কার এর মধ্যে আসামান আর জমিন এর চেয়েও বেশি ফারাক।

ইয়া আল্লাহ্*, আপনি আমাদের পরিশুদ্ধ করে দিন আর আমাদের কবুল করে নিন।

আমীন

১১.আল্লাহ আমাদের সম্পর্কে যা বলেছেন - এবং আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ –

এক শায়েখ বলছিলেন – ডাক্তার যখন আপনাকে বলে আপনার ক্যান্সার, আপনার আর ৩ মাস সময় আছে তখন মৃত্যুর উপলব্ধির কারনে আপনার চোখমুখ শুকিয়ে যায়। প্রথমবারের মত আপনি মৃত্যু কে উপলব্ধি করেন। বুঝতে পারেন মৃত্যু আসলে হাক্ক! কিন্তু আল্লাহ আপনাকে বলে রেখেছেন আমাদের জন্য মৃত্যু যেকোন সময়েই আসতে পারে, কোন আগাম নোটিশ ছাড়া। কিন্তু তা আমাদের উপলব্ধি তে আসেনা। ডাক্তার তো ৩ মাসের নোটিশ দিয়েছে

কিন্তু আল্লাহর বর্ণনায় মৃত্যু আসতে পারে যে কোন মুহুর্তে। আমরা তো বরং প্রতিরাতে একবার করে মারা যাই – আর সকালে উঠে বলি – আলহামদুলিল্লাহিল লাজি আহ ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর! তার পরেও আমাদের চেতনায় আল্লাহর সাবধান বাণী আসেনা, কিন্তু ডাক্তার এর কথা আমাদের ইয়াকিন এ পরিনত হয়ে যায়! এই শাইখ তার আরেক লেকচারে বলছিলেন, এই যে প্রতি রাতে মৃত্যু – সকালে জীবন, রাতে মৃত্যু – সকালে জীবন, এটা কেন? কি ফায়দা? শাইখ বলছিলেন – **সম্ভবত আমরা মৃত্যু নিয়ে ফিকির করবো, আমরা প্রতি রাতে একবার মারা যাই, মৃত্যু আমাদের এত নিকটে! সম্ভবত আমরা ফিকির করবো!**

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালার কথার ব্যাপারে কত গাফেল অথচ আল্লাহর এক বান্দার কথার ব্যাপারে আমাদের ইয়াকিন কত মজবুত! একই ভাবে দেখেন আল্লাহর কুরআনের কিছু জায়গায় বলেছেন "ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল – " এই বলে আল্লাহ কিছু কাজ বা সিফাত বর্ণনা করেছেন। যেমন মুহসিনিন, তাওয়াবিন, মুতাতহহিরিন, মুত্তাকিন, মুতাওয়াক্কিল্লিন, মুকসিতিন,

আল্লাজিনা ইউকতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ।

একই ভাবে আল্লাহ ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বুল এই বলে কিছু সিফাত বর্ণনা করেছেন, যেমন – মুউতাদিন, কাফিরিন, মুফসিদিন, কুল্লা মুখতারিন ফাখুর, খঅইনিন।

আল্লাহ যদি বলেন ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বু অর্থাৎ আল্লাহ যদি কাউকে মুহাব্বাত করেন তাহলে সেটা কেমন হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না! আল্লাহ যদি আপনাকে বলতেন, ইয়া ফুলান আমি তোমাকে ভালোবাসি যদি তুমি মুহসিনিন হও – তাহলে কেমন লাগবে! কিন্তু আসলে আল্লাহ তো তাই বলেছেন! আল্লাহ যদি বলেন, ইয়া ফুলান তমার সাথে আমার কোন মুহাব্বাত নাই যদি তুমি সীমা লঙ্ঘন কর, আপনার কেমন লাগবে? কিন্তু আল্লাহ তো আসলে ঠিক সে কথাই বলেছেন!

কিন্তু আমরা এগুলো আমদের ইয়াকিনে আনতে পারিনা। এর কারন আমরা আল্লাহর এই কথা গুলো নিয়ে ফিকির করিনা। ফিকির ছাড়া কোন কিছু দিলে বসেনা। কেন ডাক্তার এর কথায় আমাদের ইয়াকিন আসে কিন্তু আল্লাহর কথায়

আমাদের ইয়াকিন আসেনা? আমি বলছি ইয়াকিন – ইয়াকিন হচ্ছে ঈমানের সেই স্তর যে স্তরে গেলে ঈমানের শক্তি আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রন করে। যেমন ডাক্তার যদি বলে আপনি ৩ মাস বাচবেন, শুধু এটা শুনেই রোগির প্রতিদিনের কাজ কর্ম অনেক পরিবর্তন হয়ে যায়! কারন ডাক্তার বলেছে তোমার আর ৩ মাস সময় আছে। এই যে পরিবর্তন, এটিই হচ্ছে ইয়াকিন। তাহলে আমাদের কেন এরকম আল্লাহর মুহাব্বাতের আয়াত গুলো শুনে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়না। এর কারন আমরা যথাযথ ভাবে আল্লাহ কে এবং আল্লাহর সিফাত কে চিনতে পারিনি। যেমন ঐ রোগীর ক্ষেত্রে একই কথা যদি কোন অচেনা কেউ বলত তবে সেই কথার কোন মুল্য থাকতনা। কিন্তু যখন ডাক্তার বলেছে তখনই সেই কথার মুল্য বেড়ে গেছে। কারন এই ডাক্তার কে এবং তার সিফাত কে আমরা জানি, বিশ্বাস করি। সে ক্যান্সার এর ডাক্তার সে ক্যান্সার সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানে এটা তার সিফাত। তাই ডাক্তার এর কথায় আমাদের ইয়াকিন চলে আসে। কিন্তু আল্লাহর কথায় আমাদের এমন ইয়াকিন আসেনা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদিন আল্লাহর থেকে আমাদের

অনেক দূরত্ব থেকে যাচ্ছে। আমি বলছিনা আমাদের কেউই ইহসান করেন না, তাওয়াক্কুল করেন না। আমি বলতে চাচ্ছি – এই পুরা বিষয়টির উপলব্ধি কি আমরা আনতে পারছি!

আল্লাহ আমাকে মুহাব্বাত করবেন যদি আমি এটা করি। আরবিতে মুহাব্বাত একটি অনেক গভীর শব্দ। আল্লাহ যদি বলেন তিনি কাউকে মুহাব্বাত করেন তবে তার জন্য আর কি লাগতে পারে! কিছুই না! কিন্তু এরপরেও আমরা এই আমল গুলোতে পিছিয়ে যাই – একমাত্র কারন এগুলো আমাদের উপলব্ধিতে থাকেনা। আমরা এগুলো হয়ত আমল হিসেবে করি, আলহামদুলিল্লাহ যা ভালো, কিন্তু যখন এগুলো আমরা উপলব্ধি হিসেবে করতে পারবো তখন তা প্রশান্তিদায়ক! এর মধ্য দিয়েই মুমিনদের অন্তর, মন, চিত্ত প্রশান্ত থাকে। কারন তা তখন উপলব্ধি হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় বিষয় টি হচ্ছে এগুলো যদি শুধু আমল হিসেবে জারি রাখি এবং এই আয়াত গুলো নিয়ে চিন্তা না করি তবে আরেকটি মুল্যবান নিয়ামত থেকে আমরা বঞ্চিত হব তা হচ্ছে, আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক এবং কুরআনের শীতলতা! **রাসুল (সাঃ) বলতেন হে আল্লাহ আপনি কুরআন কে আমার বক্ষের প্রশান্তি বানিয়ে দিন! সুবহানআল্লাহ!**

কুরআন কখন বক্ষের প্রশান্তি হবে? যখন না আমি আপনি কুরআন কে বুঝতে পারবো! আর রাসুল (সাঃ) যার উপরে কুরআন নাজিল হয়েছেন তিনি (সাঃ) পর্যন্ত কুরআন কে বক্ষের প্রশান্তি বানিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করেছেন! তাহলে আমাদের তা কত প্রয়োজন হতে পারে! তাই কুরআনের এই নিয়ামত উপভোগ করার জন্য কুরআন কে বুঝা অনেক জরুরি! (আমি অবশ্যি বলছিনা যারা শুধু তিলাওয়াত করেন তাদের জন্য কুরআন বক্ষের প্রশান্তি না)

সবশেষে, আল্লাহ আমাদের জন্য এই কুরআন নাজিল করেছেন, শিফা, রহমত, এবং হিদায়াত হিসেবে! এই কুরআন কে না বুঝলে আমরা এই কুরআনের অবারিত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকে যাবো। আর আল্লাহ যে আমাদের সাথে কত সুন্দর সম্পর্ক করে রেখেছেন তাও আমাদের অজানা থেকে যাবে যদি আমরা এই কুরআন কে না বুঝার ফিকির করি।

মনে করেন আপনার বাবা আপনাকে একটি চিঠি লিখেছেন আর সেটা অনেক দিন ধরে আপনার কাছে রয়ে গেছে কিন্তু কখনো পড়া হয়নি। একদিন আপনার ইচ্ছা হল চিঠিটা

পড়তে, আপনি পড়লেন আর জানতে পারলেন আপনার বাবা আপনাকে ভালবেসে কত সুন্দর সুন্দর কথাই না লিখেছেন! সেই মুহূর্তে আপনার উপলব্ধি কি এটা হবে না যে, "এই চিঠি কেন আমি আগে পড়লাম না!"

তাহলে মনে রাখবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সবচেয়ে উত্তম কালামে আপনার সাথে আর আমার সাথে এমন অনেক কথা বলেছেন, যা আমরা ফিকির করিনা!

আল্লাহু আলাম সম্ভবত এই কথাটিই আমি বলতে চেস্টা করেছি।

আল্লাহ আমার কথার ভ্রান্তি থেকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

১২.আল্লাহ দিতে ক্লান্ত হোন না- তাই আমরাও যেন নেয়ার ব্যাপারে গাফেল না হয়ে যাই!

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আসসালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আবু সাইদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে বর্নিত, - এক ব্যাক্তি আরেক ব্যাক্তিকে বারবার সুরা ইখলাস তিলাওয়াত করতে শুনলো। পরদিন সে এসে রাসুল (সাঃ) কে বিষয় টি এমন ভাবে জানালো যেন এটি যথেষ্ট নয়। এর পরে রাসুল (সাঃ) বললেন, যার হাতে আমার প্রান তাঁর কসম এই সুরা হচ্ছে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ

- বুখারী

ছোট ছোট এমন অনেক আমল আছে যা আমরা লক্ষ্য করিনা, আর আল্লাহু কারীম এই নামটি স্মরন থাকে না।

রমাদান এ তারাবী হয় ২০ রাকাত। প্রতি দুই রাকাত পরে কিছু বিরতি থাকে। শুদ্ধ ভাবে ৩ বার সুরা ইখলাস পড়তে সময় লাগে ৩০ সেকেন্ড। প্রতি দুই রাকাত নামাজের পর

যদি ৩ বার করে সুরা ইখলাস পড়া হয় তাহলে এক দিনের নামাজের সাথে বোনাস ১০ বার কুরআন খতমের সওয়াব ইনশাআল্লাহ –

কুরআন এ অক্ষর আছে ৩২০০১৫ টি। প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি হলে তা হয় - ৩২০০১৫০ নেকি এবং তার সাথে আরো ১০ গুন হলে হয় -

৩২০০১৫০০ !!!!

অবশ্যই বলছি এটি কোন হাদিসে উল্লেখিত নয় - আমি এটিকেই সাব্যস্ত করছিনা - তবে যা হাদিসে আছে তা হচ্ছে, ৩ বার সুরা ইখলাস এক খতমের সওয়াব, এবং কুরআন এর এক অক্ষরে ১০ নেকি। আমি আশা করি আল্লাহ আমাদের কে আরো বেশি দিবেন ইনশাআল্লাহ!

এখানে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন। ৩ বার সুরা ইখলাস পড়লেই কুরআন আলাদা ভাবে খতমের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়না, বা ৩ বার সুরা ইখলাস পড়তে বলে কুরআন খতম কে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে না কোন ভাবেই। যে

পারবে সে তো অবশ্যই কুরআন খতম দিবে। **জাঝা এবং ইজ্জাহ এই দুইটি বিষয় আলাদা। কুরআন খতমের জাঝা এবং কুরআন খতমের ইজ্জাহ এক নয়।**

কথা হচ্ছে তারাবির নামাজের দুই রাকাত নামাজের ঐ বিরতি টুকুর মধ্যে আসলে কত হাসানাত অর্জন করার সম্ভাবনা আমাদের জন্য খুলে দেয়া আছে!

কেন তারাবি? কেন অন্য সময় নয়? তারাবী উল্লেখ করা মানে অন্য সময় না এমন নয়। বরং তারাবীহ এর ঐ সল্প সময় উল্লেখ করার কারন হচ্ছে তাহলে সারা দিনে আসলে আরো কত হাসানাত অর্জন করা সম্ভব ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে চিন্তা করা। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে - সবাই যখন মসজিদে থাকে দুই নামাজের মধ্যে তার অন্য দুনিয়াবি চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত থেকে শুধু মাত্র সওয়াব প্রাপ্তির আশায় আমল করা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ দিতে ক্লান্ত হোন না- তাই আমরাও যেন নেয়ার ব্যাপারে গাফেল না হয়ে যাই ইনশাআল্লাহ!

১৩.আল্লাহর নবী তখন বিস্মিত হয়ে আল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন - ইয়া আল্লাহ এর মানে কি!

বিসমিল্লাহ - ওয়াসসালাতু আসসালাম আলা রাসুলাল্লাহ -

বানী ইসরাইলের যুগে এক ব্যাক্তি ছিল এমন যে মারাত্মক রকম পাপী ব্যাক্তি ছিলো। তার পাপ এবং তার খারাপ কাজে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে তাকে শহর থেকে বের করে দেয় এবং তাকে সবাই পরিত্যাগ করে। বাধ্য হয়ে এই পাপী ব্যাক্তি শহরের বাইরে চলে যায় -

কিছু দিন পরে সে একাকী থাকতে থাকতে, না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার পাশে কেউ নেই, একাকী কস্টে কাতরাতে কাতরাতে সে মারা যায়। আল্লাহ সেই কওমের নবীর কাছে ওহি করেন, যে উমুক জায়গায় আমার এক বান্দা মারা গেছে তুমি তার জানাজার ব্যাবস্থা কর এবং সবাই কে জানিয়ে দাও যে ব্যাক্তি এই জানাজায় অংশ গ্রহন করবে তাকে ক্ষমা

করে দেয়া হবে। আল্লাহর নবী সেই ব্যাক্তিকে নিয়ে আসলেন, গোসল দিলেন এবং যখন জানাজার জন্য প্রস্তুত করছিলেন তখন মানুষ দেখলো যে এ সেই ব্যাক্তি যাকে তারা তার পাপ কাজের জন্য পরিত্যাগ করেছিলো। **তারা যখন নবী কে এই বিষয় জানালো আল্লাহর নবী তখন বিস্মিত হয়ে আল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন - ইয়া আল্লাহ এর মানে কি!**

আল্লাহ উত্তর দিলেন, সে ছিলো একা, নিগৃহীত, অবহেলিত - তার কোন বন্ধু ছিলোনা, তার পাশে তার সেবা করার মত কোন আত্মীয় ছিলনা, সে যখন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যেতে লাগলো সে তার পাশে কাউকে পায়নি, আর এমন দুর্বল সময়ে সে যখন কাউকে পায়নি সে আল্লাহর দিকে ফিরেছে আর আল্লাহকে ডেকে বলেছিলো -

ও আল্লাহ আমি যদি জানতাম আমাকে শাস্তি দিলে আপনার রাজত্বের, আপনার সম্মানের, আপনার বড়ত্বের কোন বৃদ্ধি হবে বা আমাকে ক্ষমা করে দিলে আপনার রাজত্বের, আপনার সম্মানের, আপনার বড়ত্বের কোন কমতি হবে তাহলে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতাম না। কিন্তু ও

আল্লাহ আমি জানি আমাকে শাস্তি দিলে আপনার কিছুই বৃদ্ধি পাবেনা আর আমাকে ক্ষমা করে দিলেও আপনার রাজত্বের কিছুই কমে যাবেনা, তাই ও আল্লাহ আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নাই, আপনি ছাড়া আমার আর কোন গন্তব্য নাই, আপনি ছাড়া আমার আর কোন আশ্রয় নাই, ও আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন আর এই হালতে সে মৃত্যু বরন করে।

আল্লাহ বলছেন, তার তাওবা এত সুন্দর ছিলো, আল্লাহর সাথে তার কথোপকথন এত আন্তরিক ছিলো আর আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য তার দেহ মন এত উদগ্রীব হয়েছিলো আর তার তাওবা আল্লাহ এত পছন্দ করেছেন যে, **আল্লাহ বলছেন সে তাওবার ব্যাপারে আর ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে খুবই সংকীর্ণমনার পরিচয় দিয়েছে, সে শুধু নিজের জন্য ক্ষমা চেয়েছে। সে যদি পুরা মানবজাতির জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইতো, আমার ইজ্জতের কসম আমি পুরা মানব জাতিকে মাফ করে দিতাম!**

*হে আমার ভাইয়েরা, **ফাফিররু ইলাল্লাহ, ফাফিররু ইলাল্লাহ, ফাফিররু ইলাল্লাহ** - চলেন আল্লাহর দিকে ফিরে যাই, আল্লাহর কাছে মাফ চাই! আর আমার জন্যও আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন এমন আশা রাখি - আমি জানিনা আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কাছে এমন ভাবে মাফ চাইবেন আর যা আল্লাহর পছন্দ হয়ে যাবে আর যদি সেই সময়ে আমার জন্য মাফ চাওয়া হয় আল্লাহ আমাকেও মাফ করে দিবেন -*

১৪.আল্লাহর যে উত্তর শুনে আমাদের থেমে যেতে হয় !!!

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

সমস্ত প্রশংসা জগত সমূহের মালিক, আসমান সমুহের মালিক, জমিন সমুহের মালিক আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাত এর জন্যই। যার দিলে এমন রবের পরিচিতি প্রকাশ পেয়ে যাবে (রবের ই অনুগ্রহে) তার দেহ মন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভূলুণ্ঠিত

হবে ভয় মিশ্রিত ভালোবাসায়!

মুসা (আঃ) আল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া আল্লাহ আপনি আদম কে নিজের কুদরতি হাতে সৃস্টি করেছেন, (অর্থাৎ আপনি নিজ হাতে আদম (আঃ) কে তৈয়ার করেছেন) এর পর আপনি নিজে থেকে তাঁর ভিতরে রূহ ফুকে দিয়েছেন, এবং ফেরেশতাদের হুকুম করেছেন তাকে সাজদা করতে, তাকে জান্নাত দিয়েছেন এবং তাঁর তাওবাও কবুল করেছেন। ইয়া আল্লাহ এত নিয়ামতের বিনিময়ে আদম (আঃ) কিভাবে আপনার শুকরিয়া আদায় করেছিলেন?

আল্লাহ বলেন, "হে মুসা আদম এর জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিলো যে সে বলেছিলো, আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন"

মুসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন,

ইয়া আল্লাহ কেউ যখন রুকু অবস্থায় আপনাকে ডাকে "ইয়া রাব্ব" - আপনি সেই বান্দার প্রতি কি উত্তর করেন?
আল্লাহ বলেন, আমি বলি লাব্বাইয়াকা ইয়া আবদ -

মুসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন,

ইয়া আল্লাহ কেউ যখন সাজদারত অবস্থায় আপনাকে ডাকে "ইয়া রাব্ব" - আপনি সেই বান্দার প্রতি কি উত্তর করেন?
আল্লাহ বলেন, আমি বলি লাব্বাইয়াকা ইয়া আবদ -

মুসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন,

ইয়া আল্লাহ কোন পাপী বান্দা যখন আপনাকে ডাকে "ইয়া রাব্ব" আপনি সেই বান্দার প্রতি কি উত্তর করেন?
আল্লাহ বলেন, আমি বলি

লাব্বাইয়াকা, লাব্বাইয়াকা, লাব্বাইকা ইয়া আবদ !!!

এমন রবের খুব সামান্য প্রশংসাই আমরা করি, কিংবা করিইনা, আল্লাহ বলছেন -

-"বরং আল্লাহর ইবাদত কর আর শোকরগুজারদের অন্তর্ভুক্ত

হও। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়না। কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবি তাঁর হাতের মুঠিতে থাকবে, আর আকাশ মণ্ডলী থাকবে গুটানো অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। মাহাত্ম্য তাঁরই, তারা যাদের কে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরিক করে তিনি তাদের বহু উর্ধে"

যুমার - ৬৬-৬৭

হে আল্লাহ আপনি আমাদের কে তাদের মধ্যে শামিল করুন যারা আপনার প্রশংসাকারী

১৫.আল্লাহ্*র সাথে সম্পর্ক

প্রসংশা শুধু আল্লাহ্*র জন্য, কারন তিনিই সমস্ত প্রশংসার মালিক, শুধু মালিকই নন বরং সমস্ত উত্তম প্রশংসা শুধু মাত্র আল্লাহ্*র জন্যই। আল্লাহ ব্যাতিত কেউ এটা দাবি করতে পারেনা। আমাদের ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক,

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, স্বীকার করি বা না করি, প্রশংসা তো শুধুমাত্র সেই মহান আল্লাহ্*র জন্যই! আর কেউ যদি বলে, না আমি ও প্রশংশার দাবীদার, তাহলে তাকে আমরা বলবো, "বেশ তো তুমি এক কাজ করো, প্রশংসা যদি নিতে চাও, নিজেকে প্রশংসার দাবীদার প্রমান করতে চাও তবে তেমন একটা কাজ করে কেন দেখাও না!

আল্লাহ তোমার জন্মের আগে থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন সূর্য কে পুর্ব থেকে উঠিয়ে এনে পশ্চিমে ডুবিয়ে দেন, তুমি আক দিন পশ্চিম থেকে উঠিয়ে এনে পুর্বে ডুবিয়ে দাও, মাত্র একদিন!

আল্লাহ বলছেন, **"তারা কি এমন কিছু বলে যে সম্পর্কে আমি তাদের কাছে কোন দলিল/প্রমান পাঠাইনি"**

আমরা চোখ খুলে একটা ব্যাস্ত পৃথিবী দেখি! সবকিছু অনেক ব্যাস্ত, সবাই অনেক ব্যাস্ত! কেউ কারো দিকে তাকানোর সময় পায় না, চিন্তা করার ফুরসত পায় না। জিন্দেগী টা কেমন যেন চাবি দেয়া পুতুল হয়ে গেছে। সকালে উঠে রাতে ডুবে! খায়, ঘুমায়, হাসে, কাঁদে.. ঘুরে ফিরে ..

অতি তুচ্ছ বিষয় পাহাড় সমান গুরুত্ব বহন করে আমাদের সামনে হাজির হয়! আপনি মনে করেন একটা পাখি, সবার মাথার উপর দিয়ে যদি উড়ে যেতে পারতেন তাহলে দেখতেন, সবাই কত ব্যাস্ত। সত্য করে বললে ঠিক ব্যাস্ত নয়, মোহাবিষ্ট, উদ্ভ্রান্ত! আমি দেখি, সকাল বেলা ছোট ছোট বাচ্চা স্কুলে যায়, তার শরীর স্কুলের দিকে যায়, কিন্তু চোখের ভাষা আমি উদ্দেশ্যহীন দেখেছি! আমি দেখেছি এসি লাগানো কোস্টারে আর এসি লাগানো মার্সিডিজে মানুষকে অফিসে যেতে, বাইরের আবরনে কোন খুঁত নাই, সবচেয়ে দামি সুগন্ধি তার চারপাশ মাতিয়ে রাখে, কিন্তু তার চোখ উদাস, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ফেসবুক ব্রাউজ করে, কিংবা কানে হেডফোন ঠেসে দিয়ে বসে থাকে! আমি দেখেছি মানুষ যখন অফিস থেকে ঘরে ফিরে, **তারা ফিরে আসা গরুর পালের চেয়েও বেশি ক্লান্ত থাকে**.... এমন উদাহরন অসংখ্য, আর হবেই বা না কেন? কারন আমাদের প্রত্যেক টা মুহূর্ত আর প্রত্যেকটা কাজ উদ্দেশ্য হীন হয়ে গেছে! আমি মানুষ কে হাসতে দেখেছি, উচ্চ কন্ঠে! আমার পাশ থেকে, কিন্তু তারা যা দেখে হেসেছে তার মধ্যে আমি বিন্দু মাত্র হাসির কোন উপকরন খুঁজে পাইনি। শুধু মাত্র বলার জন্য বলছি না,

আসলেই সত্য! আমি ভেবেছি তাহলে তারা হাসছে কেন? পরে উত্তর পেয়েছি, কারন তাকে হাসতে হবে ..তার অন্তর প্রকৃত আনন্দ থেকে অনেক দূরে এখন সে তার ইচ্ছা মত যেকোন একটা কিছু কে হাসির উপাদান বানিয়ে নেয়।

আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন, আমি প্রমান দিয়ে দেই.. আমি দেখেছি মানুষ সেলফি তুলে ক্লিক করার আগ মুহূর্তে তার মুখে যে হাসি থাকে ক্লিক শেষ হয়ে যাবার পর তার সেই হাসি উধাও হয়ে যায়, এখনো কি বিশ্বাস করবেন না, সে হাসে কারন তাকে হাসতে হবে তাই। **এক শাইখ খুব সুন্দর করে বলছিলেন, মানুষ ফেসবুকে স্মাইলি সেলফি কেন দেয়? কারন তার বাস্তব জীবনে প্রকৃত আনন্দের মুহুর্তের এত বেশি অভাব যে সে বাধ্য হয় মিথ্যা আনন্দের আর সুখের অভিনয় করতে!**

একটা সমাজ ঘুরছে, দিন রাত এভাবে ঘুরছে, কে কোথা থেকে কোন জায়গায় চলে যাচ্ছে কোন ঠিকানা নাই! দুনিয়ার মোহ, ভ্রান্ত মতবাদ, ছলনা, প্রতারনা, নাপাকি, ফাহেশা, বেহায়াপনা লাগামছাড়া ভাবে আমাদের পেচিয়ে নিয়ে এক দুর্বিসহ পাপের গুহায় নিয়ে যাচ্ছে! **আর পাপ মানুষকে ক্লান্ত**

করে দেয়, জীবনী শক্তি নষ্ট করে ফেলে।

অনেক ভাই হয়তো বলবেন এগুলো তো জানা কথা, এগুলো নতুন করে বলার মধ্যে কি আছে? জানা কথা অবশ্যই কিন্তু করে বলার একটা কারন অবশ্যই আছে... এটা হচ্ছে একজন ভালো ডাক্তার যখন রোগের চিকিৎসা দেন তখন তিনি রোগের তাৎক্ষনিক উপসর্গ কে খুব বেশি বিবেচনায় না এনে রোগের পিছনের উপসর্গ গুলো খুঁজে দেখেন। কারন সেটাই রোগের মূল কারন।

আল্লাহ বলছেন,তোমরা তাদের মত হয়োনা জাআর আল্লাহ কে ভুলে গেছে, এর ফলে আল্লাহ তাদের নিজ অবস্থাকে ভুলিয়ে দিয়েছেন" আর আল্লাহ যদি কাউকে তাঁর নিজের অবস্থা সম্পর্কে বেখেয়াল করে দেন তবে তার অবস্থা কেমন হতে পারে। আল্লাহ বলছেন, যে আমার স্মরন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্য একটা শয়তান নিযুক্ত করে দেই। আমাদের আজকের এই অবস্থার পিছনে মূল কারন আমরা আল্লাহ কে ভুলে গেছি, আরো বাস্তবসম্মত ভাবে বলতে গেলে, আমরা আল্লাহ কে পরিত্যাগ করেছি। আমাদের জিন্দেগি তে প্রত্যেক্টা অনর্থক কাজ করার সময় আছে কিন্তু

আল্লাহ কে স্মরন করার মত কোন সময় নাই।

আমি আরো একটু ভাংতে চাই ...

আমাদের অন্তর গুলো আজ আল্লাহ্*র সাথে সম্পর্কিত না। আমাদের অন্তর আজ আল্লাহ্ সম্পর্কে অনুভূতি শুন্য! সমস্ত তুচ্ছ বিষয়ে অন্তরে আবেগ সৃষ্টি হয়, কিন্তু আল্লাহ্*র ব্যাপারে অন্তর মরা কাঠ হয়ে পড়ে থাকে। দুনিয়ার তুচ্ছ কোন বিষয়ে অন্তর বিগলিত হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন, **"আল্লাহু নূর উস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ" তখন এই কথা আমাদে দিলে প্রবেশ করে না অনুভুতি জাগায়না! "আল্লাহ", "নূর", "আস সামাওয়াত", "আল আরদ" এই শব্দ গুলো আমাদের প্রভাবিত করেনা। আমাদের পুলকিত করেনা। দুনিয়ার সামান্য আতশবাজি আমাদের পুলকিত করে কিন্তু, "আল্লাহু নূর উস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ" এ কথা আমাদের পুলকিত করে না! আফসোস, বড় আফসোস** ....

কিন্তু কেন? কেন আমাদের এই হাল? অধিকাংশই আমরা মুসলিম পরিবারে বড় হই, ইসলামের শিক্ষা পাই, (আমি

একেবারে জাহেল সমাজের কথা যদি বাদ দেই) আলহামদুলিল্লাহ এখনো অনেক পরিবার দ্বীন কে আবার নিজেদের জিন্দেগি তে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তারপরেও দেখা যায় আমাদের সন্তানদের উপরে তার প্রভাব খুবই সামান্য! কেন? সন্তান আমার নামায পড়ে, রোজা রাখে, কুরআন পড়ে তবুও কথায় যেন কি একটা নাই! কি সেটা ....

সেটা হচ্ছে সম্পর্ক। সেটা হচ্ছে সম্পর্ক। সেটা হচ্ছে সম্পর্ক। একজন দিনমজুর সারা দিন মাটি কাটে তার মানে এই নয় যে সে মাটি কাটা পছন্দ করে, আর একজন বছরে একবার বিশাল আয়োজন করে মাছ ধরতে যায় তার মানে এই নয় যে সে মাছ ধরা অপছন্দ করে। বরং বাস্তবতা সম্পূর্ণ উলটা, মাত্র একবার মাছ ধরতে যে যায়, তার কাছে ঐ মাছ ধরাটাই সবচেয়ে প্রিয়, আর যে সারাদিন মাটি কাটে তার কাছে মাটি কাটাই সবচেয়ে অপ্রিয়! সমস্ত কিছুর আগে হচ্ছে আমার রবের সাথে আমার সম্পর্ক। আমার রবের প্রতিটা হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে তা আমাকে আল্লাহ্*র সাথে সম্পর্কিত করবে! আল্লাহ্*র আরও কাছে নিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাহদের মধ্যে কতক এমন আছে

যারা আমার ফরজ ইবাদত গুলো যথাযথ ভাবে আদায় করে, এরপর সে নফল ইবাদত করতে থাকে আর এক পর্যায়ে এমন ইবাদত করতে থাকে যে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি, আমি তখন হয়ে যাই তার হাত, তার কান, তার পা!

এই হচ্ছে সেই নার্ভ পয়েন্ট.. নার্ভ পয়েন্ট! এই জায়গায় আমরা কখনো তাকাইনা! ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে আমাদের অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে কিনা, যদি না হয় তাহলে আবার গোড়াতে ফিরে আসতে হবে। আর এই কাজ সময় সাপেক্ষ এবং মনোযোগের দাবীদার! এই শিক্ষাই আমাদের কেউ দেয় না, আমরা কেউকে দেই না। সবচেয়ে বড় কথা এই শিক্ষা দেয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় আমাদের জ্ঞান হবার সময় থেকে। একজন লোক ইংরেজি কথা বলতে পারে আর আরেকজন ইংরেজি লেখা দেখে দেখে পড়তে পারে। এরা দুইজনে কি এক! একজন ইংরেজি কে বুঝে এবং সে অনুযায়ী নিজের ভাব কে প্রকাশ করতে পারে। আর আরেকজন শুধু তোতাপাখির মত কিছু বুলি আওড়ায়।

আল্লাহ্*র সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়ে গেছে তোতাপাখির মত। আমরা শুধু কিছু বুলি আওড়াই, কিন্তু এর গভীর অর্থ,

এর গভীর প্রশান্তি অধরাই থেকে যায়। আর এজন্যই তো আমাদের জিন্দেগীর কোন পরিবর্তন আসেনা। আর এক শাইখ বলেছিলেন, **"আপনি যদি সামনে না যান তার মানে আপনি নিশ্চিত পিছনে যাচ্ছেন, আমাদের জন্য স্থিতি অবস্থা বলে কিছু নাই, ঈমান হয় বাড়ে, না হয় কমে, এটা কখনো স্থির থাকেনা"** ফলে কি হলো, সেই ৫বছর থেকে নামজ পড়ে আসছি, কুরআন পড়ে আসছি, কিন্তু তার গভীর কে আমি স্পর্শ করতে পারিনি আর এভাবে আমি ২০ বছর ধরে নামাজ পড়ে এসে ২৫ বছর বয়সে যখন গার্লফ্রেন্ড নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম, তখন আমার সামনে আল্লাহ্*র আয়াত, **"তোমরা অশ্লীলতার ধারে পাশেও যেওনা"** স্রেফ কলমের কালির কিছু লেখা হয়ে গেলো। এমন কি কেউ যদি আমাকে বুঝাতেও চায় তাও আমি বুঝতে পারিনা, আন্তরিকতা থাকা স্বত্বেও .. আমি পারিনা... স্রেফ পারিনা .. কেন? কারন আমার দীর্ঘ ২০ বছরে আমি কখনো এরকম কিছু করিনি। আল্লাহ্*র সাথে সম্পর্ক তো আর একদিনে হয় না! আর এজন্যই আজ আমাদের অবস্থা বড় অদ্ভুত হয়ে গেছে!

আল্লাহ বলছেন,

"শয়তান তাদের ভ্রান্ত বিষয়গুলোকে সুদর ভাবে উপস্থাপন

করে"

এইভাবে সময়ের স্রোতে আজ আমরা দিশে হারা এক সমাজে পরিণত হয়েছি।

আল্লাহ যে বলেছেন, কেউ যখন আল্লাহ কে বাদ অন্য কাউকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নেয়, আল্লাহ তখন তাকে তার ইলাহ এর হাতে ছেড়ে দেন, আর আজ আমাদের সমাজে আমাদের উপরে কত রকম ইলাহ জেঁকে বসে আছে, আমরা টেরও পাইনা।

এজন্য সবার আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা। আল্লাহ্*র সাথে সম্পর্ক তৈরির শিক্ষা দেয়া, সন্তান কে যেভাবে হাত ধরে হাটতে শিখানো হয় তার চেয়েও অধিক সময় এবং যত্ন নিয়ে সন্তান কে আল্লাহ্*র সাথে সম্পর্ক করা শিখাতে হবে। আলাহ কে চিনতে শেখাতে হবে। শাইখ আওলাকি (রহঃ) একবার বলছিলেন "যখন আমরা আল্লাহ্*র কোন সিফাত নিয়ে আলোচনা করি, তখন সেটা আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনা, আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দয়া আর আল্লাহ্*র দয়া এক না। আমাদের ক্ষমা

আর আল্লাহর ক্ষমা এক না। শুরুতেই আমাদের এই বিষয় টা পরিষ্কার থাকতে হবে" এই বিষয়টা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আমাদের সন্তানদের আল্লাহ্*র সিফাত কে উপলব্ধি করাতে ব্যার্থ হই! **এজন্য আমাদের সন্তান আল্লাহ্*র কাছে দুয়া করার চেয়ে কোচিং সেন্টারের উপরে বেশি ভরসা করতে পছন্দ করে!**

আমাদের এই পরিনতি এক দিনে হয়নি আর একখান থেকে ফিরে যাওয়া এক দিনেও সম্ভব নয়, তবে আমাদের এখন থেকে চেষ্টা শুরু করতে হবে, না হলে হয়তো আর কখোনই হবেনা।

এক শাইখ এক ঘটনা বলছিলেন, "একজন মাতাল, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিলোনা, রাস্তায় বসে মদ খেতো আর নামাজের সময় মুসল্লিদের বিভিন্ন কটু কথা বলত। একদিন মুসল্লিরা মসজিদ এ গিয়ে দেখেন ফজর সলাতে প্রথম কাতারে সেই মাতাল ব্যাক্তি, জোহর সলাতে প্রথম কাতারে সেই ব্যাক্তি, আসর সলাতেও তাই .. এবার একজন গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার ঘটনা বল দেখি। সেই

ব্যাক্তি বললো, "তোমরা প্রতিদিন নামাজে যেতে কিন্তু তা আমার মনে কোন দাগ কাটতোনা। কিন্তু বিগত দিন মাগরিব এর আজানেরর সময় মুয়াজ্জিন যখন বললো, আল্লাহুআকবর.. আমার মনে হলো সেটা আমার হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে, আমি সাথে সাথে বাড়ি ফিরে গেলাম, আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, আমার সমস্ত শরীর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো, আর আমি হাত তুলে আল্লাহ্*র কাছে দুয়া করলাম,

... ইয়া আল্লাহ আমার আর আপনার মাঝে একটা দেয়াল আছে যা আমি সরাতে পারিনা কিন্তু আপনি পারেন আপনি আমার আর আপনার মাঝের সেই দেয়াল কে সেই বাধা কে সরিয়ে দিন" আর এরপর থেকে আমি এখানে!

ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য সহজ করে দেন আর আমাদের অন্তর কে আপনার সাথে সম্পর্ক করারা জন্য প্রশস্ত এবং পবিত্র করে দেন।

১৬.আসেন, আমরা চিন্তা করে দেখি - যদি আমি ভুল হই!

যত সময় যাবে তত দাগ পরিষ্কার হবে। কিসের দাগ? ঈমান বনাম কুফর এর। সে দাগ কেমন? সেটা কি চোখে দেখা যায়? এপার ওপার এমন কিছু? না সে দাগ আপাত ভাবে চোখে দেখা যায়না, সে দাগ এমন না যে - ঈমান ওয়ালারা দাগের এ পাশে আসো আর কুফর এর দল ওই পাশে যাও।

কিন্তু দাগ পরিষ্কার হচ্ছে, হবে - আল্লাহ ওয়াদা করেছেন **কুফর কে ঈমান থেকে পৃথক করেই ছাড়বেন।** রাসুল সাঃ বলেছেন এমন সময় আসবে মানুষ রাতে মুমিন থাকবে সকালে কাফির হয়ে উঠবে আর দিনে মুমিন থাকবে কিন্তু রাতে কাফির হয়ে যাবে। (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

প্রশ্ন হচ্ছে - **আমি ঈমানের ভিতরে আছি নাকি কুফর এর ভিতরে আছি? আমি কোন দাগের ভিতরে আছি?** কারন আল্লাহ আমার কাছে খাস কোন সতর্কবানী পাঠাবেন এমন না। আল্লাহর ফায়সালা আসবে, আর ঐ ফায়সালা আসবে

ঈমান এবং কুফর আলাদা হয়ে যাবার পর। এমন ফিতান আসবে যে সামান্য সন্দেহ থাকলেও সে ঝরে যাবে, ফিতনা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কেমন ব্যাপার টা? প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ হয়ত কোন রকম একটা ডাল বা পাথর এর মাথা ধরে টিকে আছে তার ১০০% মনোযোগ সেই দিকেই থাকতে হবে টিকে থাকার দিকে, পাথর কে ধরে রাখার দিকে। এক মুহূর্তের অসতর্কতা তাকে তলিয়ে নিয়ে চলে যাবে। সামান্য স্রোত যদি তাকে ছাড় না দেয় তাহলে দাজ্জালের ফিতনা আমাদের কে ছাড় দিয়ে দিবে বা আমরা দাজ্জালের ফিতনাকে সামাল দিয়ে নিজেদের ঈমান কে ঠিক রাখতে পারবো এমন মনে করা কে - কি বলা যায়!

আমি বললাম দাজ্জাল এর ফিতান। এটা কেমন ফিতান? রাসুল সাঃ বলেছেন কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এর চেয়ে বড় কোন ফিতান আর নাই। দাজ্জাল হচ্ছে কিয়ামতের আগে সবচেয়ে বড় ফিতান!!! দাজ্জালের ফিতান এতই ভয়াবহ যে রাসুল সাঃ বলেছেন প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত কে দাজ্জালের ফিতান সম্পর্কে সাবধান করেছেন কিন্তু আমি তোমাদের কে তার বর্ণনাও দিয়ে দিচ্ছি দাজ্জাল হচ্ছে আওয়ার - এক চোখ কানা কিন্তু তোমাদের রব্ব আওয়ার নন। এরকম আরো

অনেক অনেক হাদিস। কেন দাজ্জালের ফিতান এত ভয়াবহ? অনেক অনেক কারন আর সবচেয়ে বড় কারন হচ্ছে - দাজ্জাল নিজেকে খোদা প্রমান করবে আল্লাহও দাজ্জাল কে তেমন ক্ষমতা দিবেন। চিন্তা করে দেখি - দাজ্জাল ছাড়াই আমরা সামান্য কিছু দুনিয়াবি স্বার্থের জন্য আল্লাহর হুকুম কে সাইডে সরিয়ে রাখি, আর যখন দাজ্জাল নিজে প্রকাশ পাবে তখন কি হবে!

বিষয় টা শুধু দাজ্জাল নিয়ে নয়, **দাজ্জাল এর কথা টা শুধু মাত্র একটা উদাহরন হিসেবে**। মূল বিষয় টা হচ্ছে - দ্বীন এবং দ্বীনের জ্ঞান থেকে আমরা অনেক অনেক দূরে অবস্থান করি। আমার এখনো মনে আছে - কোন এক বই মেলায় আসাদুজ্জামান নূর ঘোষণা দিয়েছিলো - **এবারের বই মেলায় দাজ্জালের বই সিডি এগুলো বিক্রি করতে দেয়া হবেনা,** কথাটা শুনে একটা হাদিসের কথা মনে পড়ে যায় (ভাবার্থে) - যখন দেখবে মানুষ দাজ্জালের ব্যাপারে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে বা এমন বলে যে দাজ্জাল এখনো অনেক দেরি তখন বুঝবে হয় দাজ্জাল চলে এসেছে অথবা সময় খুবই নিকটে।

দাজ্জাল আসার একটা চিহ্ন হচ্ছে মানুষ দাজ্জাল কে নিয়ে

কথা বলা বন্ধ করে দিবে।

যে কথা বলছিলাম - **দ্বীন এবং দ্বীনের জ্ঞান থেকে আমরা অনেক অনেক দূরে অবস্থান করি।**

আল্লাহ বলেছেন আমি আজ তোমাদের জন্য দ্বীন কে পরিপূর্ণ করে দিলাম - কম বেশি প্রত্যেক মুসলিম এই আয়াত টা জানে। কিন্তু এই আয়াতের বাস্তবায়ন টা কেমন হতে পারে? কুরআন শুধু কোন কিতাব না, এই আয়াতের বাস্তবায়নের স্বরূপ কেমন হতে পারে তার একটা উদাহরন হচ্ছে কুরআনেরই আরেকটা আয়াত আর সেটা হচ্ছে - আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম/দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এটার ই বা বাস্তবায়ন কেমন? এই আয়াতের বাস্তবায়নের স্বরূপ কেমন হতে পারে তার একটা উদাহরন হচ্ছে কুরআনেরই আরেকটা আয়াত আর সেটা হচ্ছে, "তাহলে কি তোমরা আল্লাহর কিতাবের এক অংশ গ্রহন কর আর আরেক অংশ ছেড়ে দাও - "আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

এখন আমাদের সন্তানেরা অনেক ব্যাস্ত দুনিয়ার ইলম শেখার জন্য কিন্তু আমাদের সন্তানেরা কি এই আসন্ন ফিতান

সম্পর্কে জানে? দুনিয়ার ডিগ্রি, দুনিয়ার সফলতার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের কত কিছুই না শেখাই,কিন্তু দ্বীন এর ব্যাপারে, অনন্ত জীবনের সফলতার ব্যাপারে আমরা তাদের কতটুকু শেখাই? আমরা নিজেরা কত টুকু শিখি?

বানী ঈসরাইলের একটি ঘটনা হয়ত আমরা জানি যে - তাদের শিরক এর অপরাধে আল্লাহ তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিলেন নিজেদের কে হত্যা করে। কেন? কারন শিরক আসলে এত বড় পাপ যে এই পাপের সামনে নিজেকে হাজার বার হত্যা করে ফেলাও অনেক কম। **এখন আমরা আমাদের সন্তানদের বড় করি শিরক এর আবহে আমাদের কোন খোঁজ ই নাই যে এটা শিরক!!** দাজ্জাল তো না হয় আপাতত বাদ ই দিলাম!

আমি জানি কথা গুলো বিক্ষিপ্ত হচ্ছে - এটা আমার অক্ষমতা এবং বিষয়টাও আসলে এমনই। এক শায়েখ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো শায়েখ ইসলামে সব কিছু শুধু হারাম কেন? শায়েখ বলেছিলেন **কারন সমস্ত হারাম গুলো কে টুকিয়ে নিয়ে এসে তুমি সেগুলোর ব্যাপারে আমার থেকে হালাল ফাতওয়া আশা করছো, তাই**। আমরা আজ দ্বীন থেকে এত

দূরে চলে গেছি যে তা এখন অনুধাবন করাও কঠিন! এবার এটাও ঠিক যে আমরা এই দ্বীন কে অস্বীকার ও করতে চাইনা। এই দুই এর সমন্বয় করতে গিয়ে আমরা যা করেছি তা হচ্ছে - দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের ভিতরে যে শুন্যতা ছিলো সেগুলোর মধ্যে এখন চলে আসছে নানা রকম ভ্রান্ত ধারনা এমন কি শিরক পর্যন্ত যাকে আমরা আসলে দ্বীন ই ভাবছি!

যেমন মক্কায় প্রথম যে মূর্তি উপাসনা শুরু হয়েছিলো তা কিন্তু শিরক কে প্রতিপাদ্য করে নয়, বরং তারা তো ভেবেছিলো এটা আসলে একটা খুব ভালো কাজ! আর এটা হয়েছিলো দ্বীন এর ব্যাপারে তাদের উদাসিনতা এবং অজ্ঞতার কারনে।

সব শেষে আমি কি বলতে চাচ্ছি?

আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের হাতে সময় খুব কম - একবারেই নাই এমন ধরা যায়। কিন্তু কিভাবে আমার কথার সত্যতা প্রমান করবো! এটা তো প্রায় অসাধ্য কাজ বলা যায়। ঐ যে আমরা সরে গেছি অনেক অনেক দূর।

তারপরেও আমাদের কাজ একে অপরকে সাবধান করা। আমাদের জন্য সময় অনেক কম। রাসুল সাঃ হাদিস গুলো সব সামনে চলে আসছে, দেখেন না হয় ফিতান এর কিতাব খুলে। এর জন্য অনেক বড় আলিম হতে হবে না। **"ফিতান হাদিস বাংলা" লিখে সার্চ দিয়ে দেখেন। না হয় শুধু বুখারী মুসলিম এর হাদিস গুলোই দেখেন যার ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস আছে।**

আমরা একটা মারাত্মক সময় পার করছি - ওয়াল্লাহি যদি আমরা বুঝতাম !!! এখন এই শেষ সময়ে আমাদের আপ্রান চেস্টা করা নিজেদের দ্বীন কে বুঝা এবং জানা। আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা তাঁর রাসুল সাঃ এর উপরে যে দ্বীন নাজিল করেছেন, রাসুল সাঃ যে দ্বীন প্রচার করেছেন আমি সেই দ্বীনের কথা বলছি। **কোন ফুলান কিংবা মুফতি ব্র্যাডলি এর কথা বলছিনা। একটু সময় নিয়ে চিন্তা করেন - আমি বা আপনি ইসলাম সম্পর্কে যেভাবে জানি - এটা আমরা কার থেকে শিখেছি। কে আমাদের কেই এই ইসলাম শিখিয়েছে? আমি যে ভাবছি, আমি তো ইসলামের উপরেই আছি এই ইসলাম টা আমি কোথা থেকে শিখেছি? এই ব্যাপারে আসলেই আল্লাহ কি বলেছেন? কুরআনে কি বলা আছে?**

রাসুল সাঃ কি বলেছেন? আমার ঈমান কি ঠিক আছে? নাকি তা নস্ট হয়ে গেছে? সাহাবারা মদিনার রাস্তায় চিৎকার করে উঠতেন - আমি মুনাফিক হয়ে গেছি ! ওয়াল্লাহি।

কিন্তু আমরা আজ পরিপূর্ণ ঈমানের বিলাসিতা নিজের উপরে চাপিয়ে নিয়েছি। কিন্তু যদি ভুল হয়? আমি আমার সন্তান কে যেভাবে বড় করেছি যদি তা ভুল হয়! **একটা জমি কেনার আগে ফ্ল্যাট কেনার আগে আমরা কত হিসাব মিলাই আখেরাত এর জিন্দেগির হিসাব টা ঠিক থাকলো কিনা এই হিসাব লাস্ট কবে মিলিয়েছি!!**

সে মৃত্যু একবারই এর পরে আর কোন মৃত্যু নাই। সেই দিনের জন্য আমি আপনি আমার পরিবার কতটকু প্রস্তুত?

আল্লাহ আপনি আমাদের উপরে রহম করুন - আমীন

১৭.ইমাম মাহদি আসলে জিহাদ হবে এই গল্প বনাম কিছু ভয়াবহ বাস্তবতা!

জিহাদের ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর চেহারায় সবচেয়েয় কমন যে অজুহাতটি সামনে আসে তা হচ্ছে - **"আমি তো জিহাদকে অস্বীকার করছিনা। আমি বলছি, জিহাদ এখন নাই। জিহাদ হবে ঐ সময়ে যখন ইমাম মাহদি আসবেন, ঈসা আঃ আসবেন, দাজ্জাল আসবে তখন"**

আচ্ছা, বেশ! চলেন ব্যাপারটা একটু নাড়া চাড়া দিয়ে দেখি।

এর আগে কিছু প্রশ্ন করে নেই।

- **ইমাম মাহদি এর ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন?**
- **উনি দেখতে কেমন হবে আপনি জানেন?**
- **উনি কোন দেশের হবে তা আপনি জানেন?**
- **উনি কোথায় বের হবেন তা কি আপনি জানেন?**
- **উনি কি কথা বলবেন তা কি আপনি জানেন?**
- **ঐ সময়ে পরিস্থিতি কেমন হবে তা কি আপনি জানেন?**

- **কারা ঐ সময়ে উনার সাথে থাকবে তা কি আপনি জানেন?**
- **উনি কোথায় থেকে কোথায় যাবেন, কি করবেন এ ব্যাপার গুলো কি আপনি জানেন?**

যাই হোক, চলেন একটা লম্বা লাফ দেই। ধরে নিলাম ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাস্তবতার আলোকে আমরা বিষয়গুলো দেখার চেস্টা করি ইনশা আল্লাহ। আরো একটা বিষয় বলে রাখি - আমি, আপনি, আমরা, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে যতটা উদাসীন কাফিররা ততটাই সিরিয়াস। যে গাজওয়া হিন্দ আমার আপনার কাছে **"দূর কি বাত"** মনে হয় সেই গাজওয়া হিন্দ দিয়ে CIA এবং FDD longwar journal এর মত রাঘব বোয়ালরা গবেষণা করে। কেন? সে না হয় আরেক দিনের আলোচনা ইনশা আল্লাহ। যা বলছিলাম, জি - আমি আপনি উদাসীন থাকলেও কাফেররা উদাসীন নয়।

তাহলে বলছিলাম চলেন দেখা যাক, বাস্তবতার আলোকে আমরা বিষয় গুলো দেখার চেস্টা করি ইনশাআল্লাহ।

কাফেররা ইমাম মাহদি এর ব্যাপারে জানেন না এমন মনে করার কোন কারণ নাই, বরং তা হবে মারাত্মক বিলাসিতা! আমাদের চেয়েও তারা এ ব্যাপারে বেশি সজাগ। বেশ, চলেন সামনে আগাই। যদিও ইচ্ছা করছে ইমাম মাহদি এর আত্মপ্রকাশের সময়ের কিছু খন্ডচিত্র বর্ণনা করতে, যেন বাস্তবতা কেমন হবে তা আমরা কিছুটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু দুটি কারণে তা করলাম না। **এক - এই লেখার অন্যতম একটা উদ্দেশ্য অন্তত একজন ভাই কিংবা বোনকে এ ব্যাপারে আরো বিশদ ভাবে জানতে উদ্বুদ্ধ করা।** দুই - আজকের এই লেখার উদ্দেশ্য সেটি না।

যা বলছিলাম - ধরে নিলাম "ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন"। প্রথম প্রশ্ন কিভাবে জানলেন? নিউজ, মিডিয়া, ফেসবুক? আমি প্রায় নিশ্চিত এর বাইরে আমাদের মত সাধারণ জনগনের জন্য আর কোন সোর্স নাই। আমি প্রায় নিশ্চিত করে বলে দিতে পারি অধিকাংশই ইমাম মাহদি আসলো কিনা এই নিউজ জানার জন্য টিভি টিউন করে বসে থাকবেনা। তাহলে লাস্ট অপশন - আমাকে, আপনাকে কোন একটা গসিপ এর জন্য ওয়েট করতে হবে। যেহেতু এমনকি আপনিও বিশ্বাস করেন ইমাম মাহদি এসে

জিহাদের ডাক দিবেন, ম্যাটার অফ দা ফ্যাক্ট তিনি হবেন মুসলিম আর্মির কমান্ডার, আপনি কি মনে করেন তাহলে মিডিয়া "গসিপ" টা কিভাবে পরিবেশন করবে? এভাবে? --

ব্রেকিং নিউজ - "মুসলিমদের বহু প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন, তিনি বিশ্ব ব্যাপী মুসলিমদের তার দলে শামিল হতে আহবান জানিয়েছেন"

এটা আশা করছেন? যদি না করেন তা হলে কি? এটা? ----

ব্রেকিং নিউজ - **"উমুক এলাকায় টেরোরিস্ট ফুলানের আত্মপ্রকাশ"** এবং এই কথাকে স্ট্যাবলিশ করার জন্য বিশ্বমিডিয়া ব্যাপী বিভিন্ন নাটকের মঞ্চায়নের সমারোহ! আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন,

এমনকি আপনি যখন শায়েখ উসামা রহঃ কে মুজাহিদ কমান্ডার মানেন না, এবং তাঁকেই (আল্লাহ উনার উপরে রহম করুন) বিকৃত ভাবে উপস্থাপনের জন্য ক্রুসেডার শক্তি কোনকিছুই কম করেনি, এবং আমাদের অনেকের কাছে সফলও হয়েছে। এখন আপনিও যখন ইমাম মাহদিকে

জিহাদের কমান্ডার হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছেন তাহলে এই ব্যাপারে ক্রুসেডারদের কাছ থেকে কি আশা করেন? তারা বসে থাকবে! এই যে, শোন - "তোমাদের মাহদি এসেছে" এরকম কিছু!

প্লিজ চিন্তা করেন। আবার, আবার, আবার ---

বরং নিশ্চিত থাকেন ইমাম মাহদি প্রকাশ পাবার আগে থেকেই নাটকের মঞ্চায়ন শুরু হবে যেন তিনি প্রকাশ পাবার সাথে সাথে নাটক গুলো তার সাথে জুড়ে দেয়া যায়। আরো জেনে রাখেন রাসুল সাঃ হাদিস, -

" উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন মদিনার একজন লোক পালিয়ে মক্কা চলে আসবে (এই আশঙ্কায় যে, পাছে মানুষ আমাকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে কিনা)। মক্কার লোকেরা তাঁকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে।

বাইয়াতের খবর শুনে সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা মদিনার মাঝামাঝি বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছানোর পর এই বাহিনীটিকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে... হাদিসের শেষ পর্যন্ত।"

অর্থাৎ **ইমাম মাহদি বের হয়েছেন শুধুমাত্র এতটুকু জানার পরে একটা ফুল আর্মি মার্চ করবে উনাকে হত্যা করে ফেলার জন্য!** এবার আপনি অতিরিক্ত আর কি আশা করছেন! হুম কিছু যদি আশা করতে হয় তবে এমন আশা করা উচিৎ যে, সারা দুনিয়ার মিডিয়া ইমাম মাহদিকে টেরোরিস্ট হিসেবে উপস্থাপন করবে (আল্লাহর পানাহ)। কারণ? খুব সিম্পল - কারণ আমি এবং আমরা সবাই তার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি আসলেই আমরা জিহাদ শুরু করে দিব, রাইট? ওয়েল, কাফেররা তা কেন হতে দিবে?

ওকে তাহলে সেই আগের প্রশ্নই রইল - কিভাবে জানবেন ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন? বলতে পারেন ঐ যে আল্লাহ যে আর্মি কে ধসিয়ে দিবেন তাদের নিউজটা পাবো আর তাহলেই বুঝে যাবো। কিভাবে নিশ্চিত হলেন, এই "নিউজ" নিউজে আসবে? আপনি যা "দূর কি বাত" বলে

কোনদিন ফিরেও তাকাননি তারা সেটা নিয়ে বছরের পর বছর স্টাডি করে আসছে! আফগান যুদ্ধে কয়জন অ্যামেরিকান সোলজার নিহত হবার খবর পান? **হোলি আর্টিসান এর অপারেশনের সম্প্রচার র*্যাব বন্ধ করে দিতে পারে আর এখানে কথা হচ্ছে ইমাম মাহদি এর সাইন নিয়ে, সে ব্যাপারে আমরা আশা করছি ক্রুসেডাররা এটাকে বিশ্ব মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিবে, তাও আবার শুধু আমাদের জন্য! ধরে নিলাম আপনি জেনেই গেলেন। কুয়েতের হসপিটাল গুলোতে ইনকিবিউটর থেকে কোন শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেনি, ইরাকে কোন উয়েপন অফ ম্যাস ডেস্ট্রাকশন ছিলোনা, আপনি এগুলো জানতে পেরেছেন, কিন্তু কি করতে পেরেছেন?**

।

চলেন ধরে নেই, আমরা জেনে গেছি ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেছেন। **কাউন্ট ইট, লিভ ইট, রিয়েল টাইম, রাইট নাও!** আপনি জেনে গেছেন। এখন কি করবেন? উড়াল দিবেন। কেন? জিহাদ করতে। কারণ ইমাম মাহদি বাংলাদেশে আসবেন এমন বর্ণনা নাই,বরং উনার অবস্থান এবং কাজের ব্যাপারে অন্য বর্ণনা আছে। ওকে, আপনি উড়াল দিবেন। **তাহলে হাসিনা কি করবে? র*্যাব কি**

করবে? ডিবি কি করবে? কলা খাবে? এতদিন জিহাদ না করে বসে ছিলেন এখন সেই আমি, আপনি, উড়াল দিচ্ছি জিহাদ করার জন্য তো তারা কি করবে? আঙ্গুল চুষবে? আমাকে একটা "গুড রিজন" দেখান কেন আপনি ইমিগ্রেশন ক্রস করতে পারবেন?

।

আবারো একটা লাফ দেই - ধরে নিলাম আপনি উড়াল দিলেন। ডেসটিনেশন কোথায়? কোথায় নামবেন? ইউ নেইম ইট। ধরে নিলাম "স্বপ্নপুরী"। আপনি জানেন ইমাম মাহদি আছেন, স্বপ্নপুরী তে কিন্তু তা অ্যামেরিকা জানেনা! আর যদি জানে তাহলে অ্যামেরিকা ওয়েট করছে সারা দুনিয়া থেকে আমার আপনার মত এই জিহাদিরা সেখানে উড়ে উড়ে হাজির হোক!

আবারো একটা লাফ দেই - **আপনি স্বপ্নপুরীতে ল্যান্ড করলেন। এবং স্বপ্নপুরীর ইমিগ্রেশন পুলিশ জানে তাদের দেশে বর্তমানে ইমাম মাহদি আছে। কেন তারা আপনাকে ক্রস করতে দিবে?** ব্রিং মি ওয়ান, জাস্ট ওয়ান গুড রিজন।

এতগুলো লাফ যখন দিলাম ই চলেন আরেকটা লাফ দেই -

আপনি এখনই বুঝে পান না কোনটা হক্ক দল। বিভ্রান্ত হয়ে যান, তাই জিহাদ করেন না। তখন সব দলই দাবি করবে তাদের সাথে ইমাম মাহদি আছে। আপনি জীবনে ইমাম মাহদি দেখেন নি, কিভাবে বুঝবেন কোন দলে ইমাম মাহদি আছে?

ইমাম মাহদি এর বিষয় টা কি আমাদের কাছে রূপকথার গল্প মনে হয়! জাদুর কাঠি নিয়ে আসবেন, ছোঁয়া দিবেন আর সব কাফের রা ঘুমিয়ে যাবে আর আমরা পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চেপে পোঁছে যাবো উনার কাছে! আপনি কি সত্যি তা মনে করেন? সত্যি?

ইমাম মাহদি হবেন মুহাম্মাদ সাঃ এর পরে এই উম্মতের জন্য কমান্ডার। ঈসা আঃ আসার আগ পর্যন্ত। তাঁর সময়ে শুরু হবে আল-মালাহিম। আমি আপনি বাস করছি গাযওয়া হিন্দের ভূমিতে। ইমাম মাহদি এসেই এই ক্রুসেডারদের সাথে জিহাদ ঘোষণা করবেন আর আমি, আপনি আশা করি এসব কিছু "ভ্যাকেইশন প্ল্যানিং" এর মত হয়ে যাবে! আপনি বলবেন, আলিম রা কথা বলবে। বলছি শুনে নেন, এখনো ইমাম মাহদি আসেননি, কাবা ঘরের ইমাম সুদাইস, সে বিশ্ব

মিডিয়ার সামনে বলে - "অ্যামেরিকা এবং সৌদি মিলে বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে!" সুদাইস, কাবার ইমাম! আপনি তাহলে কি মনে করেন যখন ইমাম মাহদি এসে এই অ্যামেরিকার বিরুদ্ধেই জিহাদ ঘোষণা করে দিবেন তখন সুদাইস কি বলবে? সুদাইস হক্ক বলতে চাইলেও অ্যামেরিকা বলতে দিবেনা। অ্যামেরিকা বলবে, সুদাইস, এতগুলো বছর তোমাকে ডলার আর রিয়াল দিয়ে আমি এজন্য পালিনি। যা বলতে বলবো তাই বলবে। না হলে খাশৌগির মত টুকরা করে ফেলবো! আপনি কি আশা করেন আজ যারা মুজাহিদদের জঙ্গী বলে সেদিন তারা মুজিবের চেতনাকে ধ্বংস করার জন্য ইমাম মাহদির বাহিনীকে হক্ক বলবে? হাসিনা তাদেরকে তা বলতে দিবে? আপনি সত্যি তা বিশ্বাস করেন? - প্লিজ একটু চিন্তা করেন।

এখন আপনি বাস্তবতার দোহাই দিয়ে বলেন - কে এই তামিম আদনানি, তাকে কোনদিন দেখলামই না, তার আবার কথা, তাও আবার জঙ্গিদের নিয়ে। আপনি তো ইমাম মাহদিকেও দেখেননি, কিভাবে বুঝবেন ইনিই ইমাম মাহদি। কাফেররা আরো দশটা ইমাম মাহদি দাঁড় করিয়ে দিবে, কি করবেন? আলিমরা ফাতওয়া দিবে, ইনি ইমাম মাহদি না।

ইমাম মাহদি হতেই পারেনা। ইমাম মাহদি মুহাম্মাদ সাঃ এর আদর্শের উপরে। তিনি সারা দুনিয়ায় ভালোবাসা এবং শান্তি স্থাপন করবেন। তার জমানায় থাকবে শুধু ন্যায়বিচার। তিনি দু হাত ভরে দান করবেন, কেউ তার থেকে খালি হাতে ফিরে যাবেনা। মনগড়া কথা বলবেনা, হাদিস থেকেই বলবে, একটা ভালো কারণ দেখান - কেন সেদিন আপনি তাদের অবিশ্বাস করবেন? আজ যাদের আপনি খুব বিশ্বাস করেন? কেন? ইমাম মাহদির কাজকে তারা টেরোরিজম বানিয়ে দিবে। খারেজী বানিয়ে দিবে (নাউজুবিল্লাহ) [আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন আমি কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছি? আমার উত্তর কারণ আমি এখন আমার নিজের চোখে এটাই দেখতে পাচ্ছি]

কেন আপনি ধরে নিচ্ছেন, **হঠাত করেই কোন এক সুন্দর সকালে আপনি আপনার চাকরি, ক্যারিয়ার, লেখাপড়া, স্ত্রী সন্তান, পরিবার পরিজন, বিপিএল, আইপিএল, রিয়াল বার্সা, বার্গার, আইসক্রিম, ফেইসবুক, হ্যাংআউট থেকে ফুল ফ্রি হয়ে যাবেন। কেন ভেবে নিচ্ছেন, অল অফ আ সাডেন আপনি প্রস্তুত হয়ে যাবেন ইমাম মাহদি এর সাথে যোগ দেয়ার জন্য। আপনার স্ত্রী কিছুই বলবেনা, আপনার বাবা মা কিছুই**

বলবেনা এমন কি ফ্রেন্ড সার্কেলও আপনাকে জঙ্গি ট্যাগ লাগিয়ে এয়ারপোর্টে এগিয়ে দিবে! কেন বরং এভাবে ভাবছেন না, যে রাসুল (সাঃ) বলেছেন (ভাবার্থে) ফিতান আসবে ঢেউ এর মত, পুর্বের ফিতান পরের ফিতান এর তুলনায় কিছুই না। [আও কামা কলা আলাইহিস সালাম] অর্থাৎ যত দিন যাবে তত মনে হবে, আগের দিন গুলোই অনেক ভালো ছিলো! **আপনি যদি এখনই পরিষ্কার ভাবে জিহাদ না বুঝতে পারেন তাহলে তখন যখন ইমাম মাহদি প্রকাশ্যে সারা দুনিয়ার কুফুরি শক্তিকে জিহাদের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করবেন তখন কিভাবে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবেন? স্মরন করিয়ে দিচ্ছি - আপনি যখন যা জানেন, যা শিখেন তা তাদের আউটলেট, তাদের সোর্স এবং তাদের পছন্দের ইমামদের থেকেই মুফতি ব্র্যাডলিদের থেকেই, অস্বীকার করতে পারেন? তাহলে কেন আশা করছেন যে, ইমাম মাহদি যখন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন তখন তাদের এই সোর্স গুলোই, তাদের ইমাম ব্র্যাডলিরাই আপনাকে সব কিছু পরিষ্কার করে জানিয়ে দিবে! কেন?** অন্তত নিজের জন্য একটা উত্তর খুঁজে বের করেন। কেন এ কথা একবার ও ভাবলেন না, হোয়াট ইফ আই অ্যাম রং! দেখেন তাবুক এর সময়ে কা'ব বিন মালিক (রাঃ)

ভেবেছিলেন আমি রেডিই আছি, জাস্ট বের হয়ে যাবো। ম্যাটার অফ মোমেন্টস। ওয়াল্লাহি উনি আসলেই যুদ্ধকে পরিত্যাগ করতে চান নি। কিন্তু হয়নি! আল্লাহ বলছেন -

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَـكِن كَرِهَ اللهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক।

আমরা ইমাম মাহদির সাথে যোগ দিতে চাই, প্রস্তুতি কি? **কিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেলাম কোন প্রস্তুতি ছাড়াই, অনুশীলন ছাড়াই, এতবড় অভিযানে আমরা সফল হয়ে যাবো! কিভাবে? হোয়াট ইফ আল্লাহ আমাকেও বসিয়ে রেখে দেন!**

কি বলতে চাই? জি না, খুব বেশি আর কিছু বলতে চাইনা। আমার চেস্টা ছিলো - আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া, আমি চেস্টা করেছি। সাথে আমি এও চেস্টা করেছি এখনকার বাস্তবতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সেটাকে আমার সামনের দিনের চলার পথের কৌশল বানাতে। আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকেই

নিতে হবে। অন্য কেউ নিয়ে দিবেনা। **তবে হ্যা, এতটুকু বলা যায়, যদি ভেবে থাকি সময় অনেক বাকি আছে তবে তার মুল্য হয়ত অনেক চড়া হয়ে যাবে!**

১৮.ঈগল কিভাবে তার শিকার দেখা ছেড়ে দিতে পারে!

লড়াইটা ঈমান বনাম কুফর এর-
জন্ম থেকে এটা তাই ই ছিলো, ঈমান বনাম কুফর।

কিন্তু তুমি বেছে নিলে কুফর এর পথ, তাগুতের সেবা, তার দাসত্ব
সে পথেই তুমি তোমার অস্ত্র তুলে নিলে
হায়! তুমি তো যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলে আমার রবের সাথেই!

সেদিন থেকে তোমার আর আমার পথ আলাদা হয়ে গেলো
পথ আলাদা বটে কিন্তু আমরা মুখোমুখি হচ্ছি, হব, হতেই থাকব ইনশা আল্লাহ

কারণ, এ যে ঈমান বনাম কুফর এর লড়াই, আর এতো শেষ হবার নয়
যতদিন না- দুনিয়ার বুকে শুধুই কালিমার পতাকা উড়বে,
সুউচ্চ হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আমি তোমাকে দেখি, একবার, দুইবার, বারবার
দেখতেই থাকি, তোমাকে দেখে আমার মনের তৃষ্ণা মেটেনা
তুমি ঈগল দেখেছো কখনো?
সে থাকে অনেক উঁচুতে, কিন্তু নজর থাকে নিচে, সে ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে, তার দু'ডানা ক্লান্ত হয়না।
কেন জানো? কারণ তার শিকার যে নিচে, সে কিভাবে ক্লান্ত হতে পারে!
অবশেষে ঈগল ছোঁ মারে, চোখের পলকে!

আমি তোমার হাসি দেখি, কান্না দেখি, আনন্দ দেখি, বিরহ দেখি
গভীর ভাবে লক্ষ করি তোমার প্রতিটি নড়াচড়া
কেন? কারণ তুমি যে আমার শিকার, আমি কিভাবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি!

আমি তোমাকে দেখি, একবার, দুইবার, বারবার

দেখতেই থাকি, তোমাকে দেখে আমার মনের তৃষ্ণা মেটেনা

আমি তোমার দুর্বলতা খুঁজি, তোমার ভীতি খুঁজি, আমি দেখতে থাকি কখন তুমি ক্লান্ত হও

কখন তোমার হাত দুটো ক্লান্ত হয়ে যায়, অস্ত্র টা নামিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়

কারণ সেটিই আমার সময়, তোমাকে আঘাত হানার, তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়ার

তোমার অনেক গর্ব, অনেক অহংকার, তোমার ট্রেনিং, তোমার ইউনিফর্ম, তোমার হেভি ক্যালিবার আর্মস

আচ্ছা বলতো, তুমি কি নিশ্ছিদ্র? না, তুমি কখনই তা নয়

আমি ঠিকই তোমার ছিদ্র খুঁজে বের করে ফেলবো ইনশা আল্লাহ

এরপর সেই ছিদ্র বরাবর আমি তোমাকে আঘাত করব, তোমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিবো ইনশা আল্লাহ

তুমি যখন ঘুমিয়ে যাও, আমি তখনও দেখতে থাকি, তোমাকে, তোমাদেরকে

রাতের নিঃশব্দতায় আমি তোমার দুর্বলতা খুঁজতে থাকি
কারণ? ঈগল কিভাবে তার শিকার দেখা ছেড়ে দিতে পারে!
তুমি তো বেছে নিলে কুফর এর পথ, তোমার আর আমার
মাঝে একটি যুদ্ধ হতে যাচ্ছে-
আমি কী করে ভুলে থাকতে পারি তোমায়?

==

আমার লোন উলফ ভাইদের জন্য যারা ঈগলের মত কখনই শিকার দেখা ছেড়ে দেন না!

২০.উৎসাহিত হোন এবং উৎসাহিত করুন

প্রসংশা শুধু মহান আল্লাহর রাব্বুল ইজ্জাহ এর জন্য। দরুদ এবং সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাঃ এবং তাঁর পরিবার এবং সমস্ত সাহাবাদের উপর যাদের উপরে আল্লাহ সন্তুস্টির ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন।

আমার প্রিয় ভাই - আপনি এবং আমরা সবাই এমন এক

সময়ে বসে আছি যা বিভিন্ন দিক থেকে অকল্পনীয় গুরুত্ব বহন করে। এই সময় শুধু ফিতান এবং কস্টের তাই নয়, এই সময় অনেক বরকতের ও বটে!

আপনি আজ হয়ত শুধু মুখে জিহাদের কথা বলতে পারছেন, এখনো এখানে জিহাদের ময়দান খুলে যায়নি। কিন্তু তার মানে এই না যে কোনদিন ও খুলে যাবেনা! আপনি বিশ্বাস রাখেন একদিন এই জমিন জিহাদের শানে চমকিত হবে আর দলে দলে শাবাব রা জিহাদের কাফেলায় যোগ দিবে ইনশা আল্লাহ। না আমি বাড়িয়ে কিছু বলছিনা ইনশা আল্লাহ। আর আজ আপনি যদি তেমন এক কাফেলার জন্য রাস্তা তৈরি করেন তাহলে আপনার সম্মান কেমন হতে পারে!

রাসুল সাঃ এর একটি হাদিস আছে ফিতান এর সময়ে মুমিনের আমল সাহাবীদের ৪০ জনের আমলের সমান হবে। অবশ্যই এর অর্থ সাহাবিদের সম্মান এর সমান নয়।

আপনার উৎসাহিত হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে আপনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করছেন। আচ্ছা আপনাকে একটা উদাহরন দেই। আপনি দেখেছেন দুনিয়ার কোন বড়

কোম্পানির যেমন ধরেন গুগল কিংবা ফেসবুক, এরকম কারো হয়ে কেউ যদি কাজ করার সুযোগ পায় তবে তার অনুভূতি কেমন হয়? সে নিজেকে এমন ধন্য মনে করে যে ভাষায় বলে প্রকাশ করা সম্ভব না। এবার আপনি চিন্তা করেন সে যদি গুগলের সাথে কাজ করে নিজেকে এমন ধন্য মনে করতে পারে তবে আমি আপনি আল্লাহর কাজ করতে কেন এর চেয়েও বেশি ধন্য মনে করবোনা? যেখানে আমার এবং আপনার কাজ স্বয়ং আল্লাহ পর্যবেক্ষণ করছেন, ফেরেশতারা দেখছেন, দুয়া করছেন এমন কি হুর আল আইন রা পর্যন্ত কখনো কখনো আমাদের জন্য দুয়া করতে থাকেন!

প্রিয় ভাই আমার - আপনি উৎসাহিত হোন, উৎসাহিত করেন।

ভাই আমার - জিন্দেগী খুব বড় নয়। আর আল্লাহ তো খুব অল্পতেই আমাদের উপরে রাজি হয়ে যান! **যে আল্লাহ কে ইমপ্রেস করতে পারলোনা সে আর কাউকেই ইমপ্রেস করতে পারবেনা।** আল্লাহ কে ইমপ্রেস করা কত সোজা জানেন? আপনি পাপ করে যদি তাওবা করেন এতে আল্লাহ আপনার উপর এমন বেশি খুশি হয়ে যান যেমন আপনি মরুভুমিতে কোন উট হারিয়ে যাবার পর আবার ফিরে পেলে খুশি হোন,

আসলে আল্লাহ আপনার চেয়েও বেশি খুশি হোন। আমার এবং আপনার তাওবাতে আল্লাহ এই পরিমান খুশি হোন।

কিভাবে উৎসাহিত করবেন? আপনি যা কিছু তে উৎসাহিত হোন তা কিছু অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেন। আপনার কোন কাজকেই ছোট ভাববেন না। প্রিয় ভাই আমার - আপনার এবং আমার আল্লাহ অনেক দয়ালু। রাস্তা থেকে সামান্য কোন কাঁটা বা কস্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়াকেও আল্লাহ আমাদের জন্য ঈমানের লক্ষণ বানিয়ে দিয়েছেন। **তাই কোন কাজ বা কোন কথাকেই ছোট মনে করবেন না। আপনি জানেন না, আল্লাহ আপনার এই কথা বা কাজ থেকে কি বরকত বের করে নিয়ে আসবেন। আজ আপনি যাকে দাওয়াহ দিচ্ছেন আপনি জানেন না, হয়ত আল্লাহ তাকে একজন শহীদ হিসেবে পছন্দ করেই রেখেছেন!**

প্রিয় ভাই আমার - আপনি উৎসাহিত হোন, উৎসাহিত করেন।

কথা বলেন, লিখেন, ভিডিও বানান, নাশিদ করেন - দাওয়াহ দেন হালাকা করেন, সাদাকাহ করেন, দুয়া করেন, তিলাওয়াত করেন। এমন কি ঘুরেন ফিরেন তাফাক্কুর করেন, প্ল্যান করেন,

শেয়ার করেন, কমেন্ট করেন। কিংবা হক্ক থাকা স্বত্বেও মুসলিম ভাইদের কে মাফ করে দেন, বিবাদ কে পরিত্যাগ করেন, কিংবা কোন ভাইকে হাসি মুখে গ্রহন করেন, জি শুধু মাত্র এক টুকরা হাসি তাও সাদাকাহ ... আর কত বলবো ...

প্রিয় ভাই আমার - আপনি উৎসাহিত হোন, উৎসাহিত করেন।

জিহাদের এই মওসুম, শাহাদাতের মওসুম। নিজে জিহাদের জন্য উৎসাহিত হোন, অন্যকেও উৎসাহিত করেন। নিজে শাহাদাতের জন্য উৎসাহিত হোন, অন্যকেও করেন। **শাহাদাতের তামান্নাকে নেশা বানিয়ে নেন, আর অন্যকেও উৎসাহিত করেন।**

আমাদের জীবন তো এই একটাই - আর শেষ হয়ে গেলে রব্বের সামনে যেন শহীদ হয়ে দাড়াতে পারি, সেদিনের কথা চিন্তা করে দেখেন, যেদিন হবে ৫০ হাজার বছর এর সমান। যেদিন হবে সবাই হবে চিন্তিত আর ভীত, শঙ্কিত - **এমন দিনে যদি আমি আপনি আল্লাহর আরশের নিচে সবুজ পাখি হয়ে ঝুলে থাকতে পারি তবে তা কেমন লাগবে!**

সেদিন মানুষ সারা দুনিয়া এবং এর মধ্যেকার সব কিছু এবং যদি আরো কিছু থাকে তাও কোন চিন্তা ছাড়াই বিক্রি করে দিতে রাজি হয়ে যাবে শুধু মাত্র আপনার মত ঐ আরশের নিচে এক মুহূর্ত ঝুলে থাকার জন্য! সারা দুনিয়া বাসী আপনার দিকে দেখবে আর আফসোস করবে - এরা আল্লাহর জন্য শহীদ, হায় আমি যদি গুগলের মালিক না হয়ে ঐ রকম এক শহীদ হতে পারতাম!

আর কি লাগে !

প্রিয় ভাই আমার - আপনি উৎসাহিত হোন, উৎসাহিত করেন।

২১.এই জীবন বিক্রি করে দাও আল্লাহর কাছে, দাম হিসেবে জান্নাত পাবে -

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন উত্তম রুপে। যিনি মানুষ কে শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে। তিনিই আর রহমান যিনি মানুষ কে কুরআন শিখিয়েছেন। জগতের সমস্ত সৃষ্টি শুধু তারই তাসবিহ পাঠ করতে থাকে।

আসমান এবং জমিন সমুহ তারই অধীনে, আল্লাহ বলেছিলেন তোমরা আসো সেচ্ছায় বা আমি নিয়ে আসবো জোরপুর্বক, **তারা বললো আমরা আসলাম স্বেচ্ছায়**। প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি এক মুহূর্তের জন্য তার সৃষ্টির প্রতি উদাসীন না, আর এই কাজ তাকে সামান্য ক্লান্তও করেনা। তার কুরসি আসমান এবং জমিন সমুহ কে পরিবেষ্টন করে আছে, তিনি হচ্ছে আল হাইয়ুল কাইয়ুম, তিনিই হচ্ছেন আস সামিউল বাসির। তার কাছে গোপন থাকেনা কোন কিছুই কারন তিনি হচ্ছেন আলিমুল গাইব। তিনি আমাদের কে জানিয়েছেন - সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ।

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান।

দরুদ এবং সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসালাম এর উপরে।

অতঃপর -

দেখ ভাই আমার, এই জীবন কি আল্লাহর দেয়া নয়? তুমি আমাকে সত্যি করে বল, এটা কি আল্লাহর দেয়া নয়? আজ থেকে বেশি না মাত্র ১০০ বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে? ঠিক করে বল সৃষ্টিজগতের ঠিক কোন জায়গায় তোমার অস্তিত্ব ছিল? সে সময়ে কি কি সম্পদ তোমার কাছে ছিল? সৃষ্টি জগতের কত টুকু তোমার অধীনে ছিল? কে কে তোমাকে চিনত? তোমার নাম কার কার জবানে উচ্চারিত হত? কিছুই না, তাই না? **তুমি নিজের অস্তিত্ব টুকুও খুজে পেলে না হে আমার ভাই! অথচ এটা মাত্র ১০০ বছর আগের কথা!**

তাহলে ভেবে দেখ, কে তোমাকে এখানে নিয়ে আসলো? যেখানে তোমার কোন অস্তিত্বই ছিলোনা সেখানে কে তোমাকে অস্তিত্বে নিয়ে আসলো? শুরুতে কি ছিলে তুমি? সামান্য নুৎফা, নাপাক তরল! তাকিয়ে দেখ নিজের সৃষ্টির দিকে, **তুমি ছিলে নাপাক কিছু যা তুমি আজ নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ কর,** তুমি এবং আমি আমাদের সবার সৃষ্টি ঐ নাপাক নুতফা থেকেই। সেই তুমি আজ অস্তিত্বে এসে তোমার রব্ব কে ভুলে গেলে!

দ্যাখো - আল্লাহ কি বলছেন -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

মহাকালের (মধ্য থেকে) মানুষের উপরে কি এমন কোন সময় অতিবাহিত হয়নি যখন সে উল্লেখ করার মত কোন কিছুই ছিলোনা?
আমি তাকে সৃষ্টি করেছি মিশ্রিত শুক্রবিন্দু (নুৎফা) থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য তাকে শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি।
আমি তাকে পথ দেখিয়েছি, (এখন) হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে।
(সুরা আদ দাহর; ১-৩)

নিশ্চিত থাকো এই জিন্দগী যেমন তোমার অনুমতি নিয়ে শুরু হয়নি - একই ভাবে এটা শেষ হবার সময়েও তোমার অনুমতি নিবেনা। তাকিয়ে দেখ - যত রাজা বাদশা দেখতে

পাও তাদের কেউ কি মৃত্যুর থেকে ৫ মিনিট সময় চেয়ে নিতে পেরেছিলো? তাদের সমস্ত ধন সম্পত্তি সৈন্য বাহিনী তাদের কোন উপকারে আসতে পেরেছিলো কি?

হে আমার ভাই - কতই না উত্তম সেই জিন্দেগী যা শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য সৃষ্টি হয়েছিলো আর শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই শেষ হলো! তুমি চাও কিংবা না চাও এক দিন তোমাকে আল্লাহর সামনেই দাড়াতে হবে। সবাইকেই দাড়াতে হবে। তুমি কি দেখনো প্রতিদিন কত মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়। কেউ বিছানায় মরে, কেউ রাস্তায় মরে, কেউ পানিতে মরে, কেউ পতিতালয়ে মরে কেউ, মদের বোতল সামনে রেখে মরে, কেউ বা মরে মসজিদে আবার কেউ মারা যায় ময়দানে, আল্লাহর রাহে!

এদের সবার মৃত্যু কি এক! তুমি কি মনে কর সবাই যেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে এদের সবার হাল কি একই হবে?

যে মরলো নাপাক কোন মুশরিক নারীর জন্য আর যে মারা গেলো আল্লাহর জন্য তাআর দুই জন কি এক? দিন আর রাত কি এক?

যে মারা গেলো তাগুতের জন্য আর যে মারা গেলো আল্লাহর দ্বীনের জন্য তারা দুই জন কি এক? যার চোখ আছে আর চোখ নাই তারা দুই জন কি এক?

তুমি জানো, তুমি একদিন মরবেই - তাহলে বুদ্ধিমান তো সেই যে তার মৃত্যু কে আল্লাহর রাহে করতে চাইবে। কারন, আল্লাহু মালিক আল ইয়াওম আদ দিন। আল্লাহ হচ্ছেন সেই দিনের মালিক যেদিন আর কোন মালিক থাকবে না। সবাই উলঙ্গ অবস্থায় নিজ পা যত টুকু জায়গা নিতে পারে ততটুকু জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে ৫০ হাজার বছর ধরে। আর যারা আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয় তারা সেদিন আল্লাহর আরশের নিচে কিংবা জান্নাতে সবুজ পাখি হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

হে আমার ভাই - দেখ যারা দেশের জন্য মরে তাদের কে বীর বলে কত সম্মান দেয়! শহীদ বলে। কিন্তু তুমিই বল, তাকে যদি ঐ ২০, ২৫, ৩০ কিংবা ৫০ হাজার টাকা বেতন না দেয়া হত তাহলে সে কি নিজে থেকে এই কাজে আসতো? সে তো সামান্য কিছু রিজিকের জন্য এই কাজে এসেছে - আর তার মৃত্যুর সময়ে সে মরে গেছে। সে তো

পারিশ্রমিক ছাড়া এখানে আসেনি। আর তার পারশ্রমিক সে পেয়ে গেছে। **তাহলে এরা, আর যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে কুরবান করে দেয় - তারা কি এক? সাদা আর কালো কি এক?**

হে আমার ভাই - যদি তুমি বুঝতে আল্লাহর রাহে, আল্লাহর দ্বীনের জন্য মৃত্যু কত সম্মানের! তুমি তো মরবেই এটা নিশ্চিত! সন্দেহ করার অবকাশ ও নাই। তাহলে এই মৃত্যু টা তো তার সন্তুস্টির জন্যই হওয়া উচিত যিনি হচ্ছেন বিচার দিনের মালিক। কারন সেই দিন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাহ তোমাকে আলাদা করে ফেলবেন অন্যদের থেকে আর শাহাদাতের অনন্য মর্যাদা দান করবেন!

হে ভাই - এখনি নিয়াত কর শাহাদাতের। দুনিয়ার জিন্দেগি কে লাথি মারো। এই দুনিয়া তোমাকে কিছুই দিবেনা, এই দুনিয়া ধোঁকা আর ছলনা ছাড়া আর কিছুই না। সত্যি যদি তোমার দেখার চোখ থাকে তুমি দেখবে যারাই এই দুনিয়ার পিছনে ছুটেছে তারাই হতাশ হয়েছে। মনে রেখ প্রাপ্তিই সব না। **মরুভুমির বুকে তুমি যতই পানি ঢালো তা কখনোই নহর তৈরি করতে পারেনা। মরুভুমি শুধু পানি শোষণই**

করবে, এটাই তার ধরন। এই দুনিয়া সন্তুস্টির জায়গা না, মিছে মরিচিকার পিছনে ছুটে নিজেকে ধ্বংস করে দিওনা।

যে দুনিয়ার পিছনে ছুটলো আর এই ছুটতে ছুটতেই কবরে চলে গেলো - আল্লাহর দ্বীনের দিকে তাকানোর সুযোগ হলোনা - **তুমি কি মনে কর কেমন হবে তার ঐ জিন্দেগী, যার জন্য সে কিছুই করলোনা! আর যে দুনিয়াকে ঠেলে দিলো, আর আখিরাতের জন্য নিজেকে বরাদ্দ করলো কেমন হবে তার জিন্দেগী যে শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির তালাশেই বেচে ছিলো!! এই দুই জন কি এক? আলো আর অন্ধকার কি এক?**

হে আমার ভাই - আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন প্রশস্ত জান্নাতের, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের চেয়েও বেশি। আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন অনন্ত জীবনের, আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির। সেই ওয়াদা ছেড়ে আমরা কি ছলনাময় এই দুনিয়ার ওয়াদা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে যাবো?

প্রিয় ভাই তোমাকেই বলছি - এই জিন্দেগী কে বিক্রি করে দাও আল্লাহর কাছে - দাম হিসেবে জান্নাত পাবে। দাম হিসেবে জান্নাত পাবে। দাম হিসেবে জান্নাত পাবে। ভাবছো

বিক্রি করবে না, দাম টা কম হয়ে যাচ্ছে - তাহলে মনে রেখো তোমার অজান্তেই একদিন এই জিন্দেগী আল্লাহর কাছেই বিক্রি হয়ে যাবে। তাই এখুনি সুযোগ জান্নাতের দামে নিজের জিন্দেগি কে বিক্রি করে দাও।

এই ব্যাবসা বড়ই লাভজনক - প্রিয় ভাই যদি আমি তোমাকে বুঝাতে পারতাম। আর একবার যা বিক্রি হয়ে যায় তখন সেখানে আর তোমার কোন মালিকানা নাই। তাই আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দেয়া জিন্দেগী কে শুধু মাত্র আল্লাহর হুকুমেই চালাতে হবে।

হে ভাই - আমি তোমাকে আহবান করছি জান্নাত সমুহের দিকে, অনন্ত জিন্দেগীর দিকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে - শাহাদাতের দিকে। **তাগুত আরা কাফের রা যদি জানত তোমাকে শহীদ করে দিয়ে তারা তোমাকে কি নেয়ামত পাইয়ে দিলো তাহলে আফসোস করে তারা সম্ভবত নিজেদের কেও উড়িয়ে দিত!**

হে ভাই - জান্নাতের টিকিট বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, শাহাদাতের মওসুম এসে গেছে, শুহাদাদের বাজার বসে

গেছে, আর দুনিয়ার বেচা কেনা শেষ করে তারা আসমানে উঠে যাচ্ছে। আর তুমি কি তাহলে ঘরেই বসে থাকবে!

প্রিয় ভাই, আবার চিন্তা করে দেখো তোমার ঘর উত্তম, নাকি জান্নাত?

===

আল্লাহুম্মার ঝুকনি ওয়ার ঝুকি আহলি শাহাদাতান ফি সাবিলিক

তাকব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম

ভাই হিসেবে দুয়ার দরখাস্ত -

২২.এক ভাইয়ের একটি ঘটনা শেয়ার করলাম

এক ভাইয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি -

-

"আমার প্রিয় দ্বীনের ভাইয়েরা আপনাদের সাথে আমি আজ একটা বিষয় শেয়ার করতে চাচ্ছি ইনশা আল্লাহ, এটা এজন্য

যে, আমি আশা রাখি ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ এর থেকে সবার আগে আমাকে এবং আমাদেরকে কল্যান দান করবেন।

আজ রাতে হঠাত করে আমার ছোট মেয়ের খুব জ্বর আসে। সাধারণত আমার মেয়ের জ্বর আসলে প্রচন্ড জ্বর আসে ১০৩/১০৪ এরকম। তার বয়স ৩ বছর এর মত। এবং তার এই জ্বর একবার হলে কমপক্ষে ২/৩ দিন থাকে। যাই হোক আমি দেখলাম তার জ্বর আস্তে আস্তে শুধু বাড়ছে। এমন অবস্থা যে তার শরীর থরথর করে কাঁপছিলো। একটু পরে এমন অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো যে - সে জ্বরের ঘোরে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখা শুরু করলো। যেমন বারবার ভয় পেয়ে বিছানা থেকে উঠে যাচ্ছিলো আর বলছে - বাবা এখানে আগুন ধরে গেছে, জ্বরের তীব্রতায় তার মনে হচ্ছিলো যে আগুন ধরে গেছে। আর তার নিঃশ্বাস এর তাপ থেকেই আমি বুঝতে পারছিলাম তার শরীরের ভিতরে আরো বেশি গরম! এমন অবস্থা দাড়ালো যে সে আর বিছানাতে শুয়েই থাকতে পারলোনা, আমি তাকে কোলে নিয়ে নিলাম। একটু পরে বললো বাবা পেটে ব্যাথা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, আমি তাকে শুইয়ে দিলাম। একে তো জ্বর, তার উপরে পেট ব্যাথা - সে কাঁপতে কাঁপতে বললো - বাবা পেটে ব্যাথা।

আমি বললাম - আচ্ছা মা তুমি শোও আমি দুয়া পড়ে দেই আল্লাহ ভালো করে দিবেন ইনশা আল্লাহ। আমি তাকে শুইয়ে দিয়ে সুরা ফাতিহা পড়তে শুরু করলাম। আর মনে মনে আল্লাহ কে বললাম ইয়া আল্লাহ - আপনি জানেন আমার হাল। আমার মেয়ে আমাকে অভিযোগ জানালো বাবা পেটে ব্যাথা, কিন্তু আমার মেয়ে যা জানেনা তা হচ্ছে তার বাবা তার মতই অসহায়! ইয়া আল্লাহ আমি আমার মেয়ের মতই অসহায় - আমার মেয়ের আবদার নিয়ে আপনার কাছে আপনার রাসুলের শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে আপনার কালামের মাধ্যমে আপনার কাছেই সাহায্য চাচ্ছি আল্লাহ - আর বাকি সব তো আপনারই জিম্মায়। আমি আর আমার মেয়ে আমরা দুইজনেই আপনার অনুগ্রহের ভিখারী।

৭ বার সুরা ফাতিহা পড়ব এই নিয়াতে পড়তে পড়তে ৭ বার শেষ হবার আগেই আমি বুঝতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং মেয়ে আমার ঘুমিয়ে গেছে। আমি এর পরে আর কিছু দুয়া পড়ে শেষ করলাম এবং আল্লাহর কাছে তার সুস্থতার ব্যাপারে দুয়া চাইলাম। এর কিছু পরে তার শরীরে আবার হাত দিয়ে দেখলাম - আবার জ্বর চলে আসছে।

আমি নিজেকে বললাম - আল্লাহর কালাম দিয়ে সুস্থতা চেয়েছি আল্লাহর কাছে - জ্বর থাকতেই পারেনা। এটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এটা রাত ২টা বা ২.৩০ টার ঘটনা। রাত ৪ টার কিছু পরে আমার মেয়ে আমাকে বলছে - বাবা এটা (জ্বর) ভালো হয়ে গেছে, মশারি খুলে দাও (কারণ গরম লাগছে)।আমি বললাম মা, আল্লাহ ভালো করে দিয়েছে? মেয়ে বললো - হ্যা আল্লাহ ভালো করে দিয়েছে। আমি বললাম মা বল - আলহামদুলিল্লাহ। আমার মেয়ে বললো - আলহামদুলিল্লাহ, এরপরে ঘুমের দুয়া পড়ে ঘুমিয়ে গেলো আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় ভাই, আমাকে ভুল ভাববেন না, আমি শুধু নিজের গল্প শুনানোর জন্য এটি শেয়ার করিনি। এটির অন্য একটি কারণ আছে - যা আমি একটু পরে বলছি ইনশাআল্লাহ। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝেই আমাকে বলেন - আপনি একটু ছেলে মেয়েদের ঝাড়েন না কেন? (ঝাড় ফুক) আমি কিছু বলতে পারিনা। কারণ অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় আমার শরীর এবং মন আল্লাহর দারস্থ হয়ে আল্লাহর কালামের মাধ্যমে সাহায্য - চাওয়া এই ব্যাপারে এক হয়না। অর্থাৎ নিজের হাল আল্লাহর কাছে পূর্ণ সমর্পণ এবং আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর নুসরাহ এর ব্যাপারে যথাযথ তাওয়াক্কুল, ইখলাস এগুলো উপস্থিত

থাকেনা। যার কারণে ঝাড় ফুক করা হয়না, করলেও আমার ইখলাসের অভাবের কারণে আমি উপকার থেকে বঞ্চিত হই।

এই কথা শেয়ার করার মূল কারণ - এটিই।

আল্লাহ যেন আমাদের কে সকল অবস্থায় (ভালো কিংবা মন্দ) আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ সমর্পনকারী হিসেবে - আল্লাহর কাছে ভিক্ষা এবং সাহায্য চাওয়ার তাউফিক দান করেন।

আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটি দুয়াই শুনেন - কিন্তু আল্লাহ গাফেল অন্তরের দুয়া কবুল করেন না।

আল্লাহ তার বান্দাদের ব্যাপারে গাফেল নন, আল্লাহ সব অবস্থাতেই তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে যথেষ্ট।

আল্লাহর কালাম নিশ্চিত শিফা।

কল্যান পাওয়ার জন্য ইখলাস অন্যতম শর্ত।

হে আল্লাহ আপনি সবার আগে আমাকে এবং আমাদের সবাইকে এর থেকে উপকৃত হবার তাউফিক দান করেন।

"

আমিন

২৩.একজন মুমিনের জিন্দেগীর সাথে ঈমান, কুরআন এবং জিহাদের সম্পর্ক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“তারা তোমাকে আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল আনফাল হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের, কাজেই তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং নিজেদের সম্পর্কে সুন্দর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মুমিন তো তারাই যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত স্মরন করা হয় তাদের অন্তর কেপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরে নির্ভর করে”

সুরা আনফালের প্রথম ২ আয়াত নাজিলের প্রাসঙ্গিক ঘটনা ছিলো আনফাল বা গনিমত এর মালের ব্যাপারে। বদর এর পরে আল্লাহ যখন কাফিরদের লাঞ্চিত করলেন এবং মুমিনদের বিজয় দান করলেন, মুমিনদের হাতে প্রথম বারের মত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ/মালে গানিমাহ আসলো। এই মালের বন্টন নিয়ে মুমিনদের মধ্যে এক ধরনের দ্বিধাদন্দ এবং কিছু তিক্ত বাকবিতন্ডা ও শুরু হল। কিভাবে তা বন্টন হবে কে কোন অংশ পাবে এই সব নিয়ে আলোচনা শুরু হল। **সাইয়েদ কুতুব রহঃ এভাবে উল্লেখ করেছেন, এই মুমিনরাই কিন্তু তাদের নিজেদের ঘর বাড়ি সমস্ত সম্পদ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের জন্য বের হয়ে আসছেন। আবার একই ভাবে আনসার রাও তাদের নিজেদের সব কিছু মুহাজির দের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। এই বাহিনীটিই কিছু আগে ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর উপরে ভরসা করে কাফেরদের পরাজিত করেছেন। কিন্তু হঠাত যখন দুনিয়ার সম্পদ চলে আসলো এটা তাদের জন্য এক রকম পরীক্ষা হয়ে দাড়ালো।** কিন্তু আল্লাহ চান মুমিনদের সংশোধন করে দিতে। তাই তিনি এই ব্যাপারে আয়াত নাজিল করলেন। এবং পুরা বিষয় টির সুন্দর ফায়সালা করে দিলেন। শুধু তাই নয় - কিয়ামত পর্যন্ত মালে গানিমাহ এর ব্যাপারে আল্লাহর

বিধান কি তাও জানিয়ে দিলেন।

আমি যে প্রসঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি সেটার জন্য উপরোক্ত ঘটনার আরো একটু বিস্তারিত জেনে নিলে আমাদের জন্য সহজ হবে। আমার দেখবো আসলে ঐ সময়ে ঠিক কি কি ঘটনা ঘটেছিলো। বদর এর পরে মালে গনিমত নিয়ে বাস্তবে সেই দিন কি ঘটেছিলো। এটা এই জন্য যে আমরা যেন ঐ সময় টা কে যথাসম্ভব বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত করতে পারি। কারনে এটি মুল আলোচনার সাথেই জড়িত।

(হাদিসের মুল ভাব ঠিক রেখে নিজের ভাষায় বর্ননা) -

যখন বদররের যুদ্ধ সংঘটিত হল তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ব্যাক্তি এই ভাবে কাজ করবে সে এই প্রতিদান পাবে। এর পরে মুসলিম যুবকরা শত্রুর মুকাবেলায় পাল্লা দিয়ে এগিয়ে গেলো এবং প্রানপনে যুদ্ধ করলো। এ সময়ে বৃদ্ধ সাহাবারা পতাকার আশে পাষে অপেক্ষমান ছিলেন। পরে যুবকগন ফিরে এসে যখন নিজেদের সম্পদ (যা তারা নিজেদের যুদ্ধের কারনে অর্জিত বলে মনে করলেন) দাবি করলেন তখন বৃদ্ধ সাহাবীরা

বললেন – আমরা যদি তোমাদের পেছনে সাহায্যকারী হিসেবে না থাকতাম তবে তোমরা সাহস হারা হয়ে যেতে। এমন কথা চলতেছে এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন –

আরো একটি হাদিস থেকে জানা যায় সাদ রাঃ বলেছেন ইয়া রাসুলাল্লাহ অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুশরিকদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এখন মেহেরবানী করে আমাকে এই তরবারী খানা দান করুন। রাসুল সাঃ বললেন এই তরবারী তোমার ও না, আমার ও না, তুমি এটা রেখে দাও। তখন আমি ওটা রেখে দিলাম এবং ফিরে এলাম। তারপর আমি মনে মনে বললাম হায় তরবারী টা যদি এমন কাউকে দেয়া হয় যে আমার মত বিপদে পড়েনি আরা আমার মত পরিক্ষারও সম্মুখিন হয়নি। পরে তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম (সাদ রাঃ) এক ব্যাক্তি আমাকে পেছন থেকে ডাকছে। আমি বললাম কি? আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে কিছু নাজিল করেছেন? সে লোকটা বল্লো তুমি এই টা চেয়েছিলে না? আমকে এটা রাসুল সাঃ দিয়েছেন এখন এটা তোমার। রেওয়াতকারী উক্ত সাহাবী বলেছেন এরপরে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন।

তাহলে আমরা কিছু চিত্র পেলাম। সে সময়ে একটা বেশ ঘোলাটে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিলো মালে গানিমাহ নিয়ে। এবং আমরা স্মরন রাখি এখনো মালে গানিমাহ এর ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম নাজিল হয়নি। অর্থাৎ দুনিয়াতে এখনো আনফাল এর ব্যাপারে ইসলামী শরিয়াহ কি তা এখনো নাজিল হয়নি।

<u>মুল আলোচনাঃ</u>

এমন এক পরিস্থিতিতে আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

“তারা তোমাকে আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বল, আনফাল হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের, কাজেই তোমরা আল্লাহ কে ভয় কর এবং নিজেদের সম্পর্কে সুন্দর ভিত্তির

উপরে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। মুমিন তো তারাই যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত স্মরন করা হয় তাদের অন্তর কেপে উঠে, আর তাদের কাছে যখন আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপরে নির্ভর করে”

আল্লাহ বলে দিলেন আনফাল হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুলের এবং আল্লাহ তার শারিয়াহ অনুযায়ী এক পঞ্চমাংশ বের করে ফেলার পর বাকি বন্টন এর দায়িত্বও রাসুল সাঃ এর হাতে ছেড়ে দিলেন। কারন রাসুল সাঃ সাহাবাদের সাথে তাদের নিয়ে তাদের মাঝেই বাস করেন। তিনি জানেন কাকে কত টুকু দিতে হবে কেন দিতে হবে। এছড়া সাহাবাগন একটি ব্যাপারে বিশেষ ভাবে লালায়িত থাকতেন যে তারা আল্লাহ এবং তার রাসুল সাঃ এর থেকে উত্তম প্রশনংসা মূলক স্বীকৃতি শুনবেন। আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি প্রকৃত মুমিন এই দাবী টি করতে চাও তবে আল্লাহ এবং তার রাসুলের কথা শুন। একই সাথে আল্লাহ এটাও বলছেন প্রকৃত মুমিনদের সামনে আল্লাহর আয়াত স্মরন করা হলে, তিলাওয়াত করা হলে তাদের অন্তর কেপে উঠে এবং

তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে আল্লাহ দুনিয়ার একটি জীবন্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে গনিমাতের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম নাজিল করলেন, এমন অবস্থায় যখন একটি বিবাদমান অবস্থা বিরাজ করছিলো। আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন, হুকুম আসলো এবং সেই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের কে আল্লাহর সেই আয়াতকে বাস্তবে পরিনত করার ট্রেনিং দিয়ে দিলেন। মালে গানিমাহ এর হুকুম বাস্তবায়ন হলো, শুধু তাই নয় এর মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের সম্মানিতও করলেন, আর তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করে দিলেন। এবং এই হুকুম যে শুধু মালে গানিমাহ এর জন্য তাই নয় বরং "আল্লাহ এবং তার রাসুলের অনুগত্য কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো" - এটি একটি সার্বজনীন হকুম হয়ে গেলো। শুধু তাই নয়, এই হুকুম টি সামনের দিনেও কেন পালন করতে হবে এবং করলে তার কি ফায়দা তার ট্রেনিংও আল্লাহ এই ঘটনার মাধ্যমে করিয়ে নিলেন। আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিয়ে রাসুলের অনুগত্য করে মুমিনগন আল্লাহর প্রশংসাও পেলেন আবার তাদের বিবাদ ও আল্লাহ নিজে সমাধান করে দিলেন।

আল্লাহ এই বিধান নাজিল করে বান্দার দিলের অবস্থা কে মোটেও উপেক্ষা করেননি। বরং এই হুকুমের মধ্যে তাও উপস্থিত ছিলো। যেমন সাদ রাঃ যে তরবারীটা চেয়েছিলেন তিনি সেটা পেয়ে গেলেন। এভাবে সাহাবগন কুরআনের সাথে বাস করেছেন। তাদের বসবাসের সাথেই কুরআন নাজিল হয়েছে। কুরআন তাদের জিন্দেগীর বাইরে ছিলোনা আর তাদের জিন্দেগী কুরআনের খেলাফ ছিলোনা। আবার আল্লাহর আয়াতের স্মরন এবং তিলাওয়াত তাদের ঈমান কে বাড়িয়ে দিয়েছে। এভাবেই তারা কুরানের সান্নিধ্য পেয়েছেন। তাদের জিন্দেগীর সাথে কুরআন নাজিল হয়েছে আর সেই কুরআন কে তাদের জিন্দেগীর সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। আর এই সান্নিধ্য পাওয়ার যে আনন্দ তা প্রকাশ করা সম্ভব না। এটাই ছিলো কুরআনের সান্নিধ্যে জীবন পার করার প্রথম সুযোগ যা মানব জীবনে আর কখনো আসবে না। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সুযোগ এর মত অবস্থা আবারো তৈরি হবে যখন মুমিনদের মধ্যে থেকে কোন দল একতাবদ্ধ হয়ে কুরআনকে নিয়ে দুনিয়ার বুকে কুরআন এর সেই অপুর্ব হুকুম গুলোকে আবার দুনিয়ার বুকে ফিরিয়ে আনার জন্য জিহাদ শুরু করবে। তাগুত এবং মুরতাদ শাসকদের জন্য দুনিয়ার বুক থেকে কুরআনের হুকুম উঠে গেছে। কুরআন

নতুন ভাবে আর নাজিল হবে না। কিন্তু নাজিল হওয়া হুকুম গুলোকেই আবার নিজের জিন্দেগীর মাঝে ফিরিয়ে আনার জন্য যখন মুমিনদের কোন দল জিহাদে লিপ্ত হবে এবং নিজের জিন্দেগীর মাঝে কুরআন কে বসানোর জন্য মুজাহাদা শুরু করবে আবার তখন তারা এই মহাগ্রন্থের তেমন স্বাদ পাবে যেমন সাহাবারা পেয়েছিলেন। আর তা হলেই এই কুরআনের স্মরন এবং তার তিলাওয়াত তাদের অন্তরের ঈমানকে বৃদ্ধি করবে। আবার একই সাথে এই জিহাদের জন্য তারা শুধু মাত্র আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল করবে। আর তা করলেই, এর এক আয়াত পরেই আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন "উলা ইকা হুমুল মু'মিনিনা হাক্ক" - (এমন টা হলে) তারাই প্রকৃত মুমিন।

জিন্দেগীর জন্যই কুরআন - জিন্দেগী ব্যাতিত কুরআন নয়। আর যে জিন্দেগীতে কুরআন এর স্বাদ নাই সেই জিন্দেগী কোন জিন্দেগীই নয়। **আর অন্য ধর্মগ্রন্থের মত কুরআন শুধুমাত্র কিছু নীতি কথা সর্বস্ব নয় যার বাস্তব প্রয়োগ এর অনুসারীদের উপরে স্বাধীন ইচ্ছার উপরে ন্যাস্ত করে। বরং কুরআন হচ্ছে জীবন্ত গ্রন্থ এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কুরআন কে বাস্তবায়ন ব্যাতিত কুরআন এর সান্নিধ্য, হক**

কোনটাই আদায় হবে না। একই ভাবে কেউ যদি নিজকে প্রকৃত মুমিন দাবি করতে চায় এবং আল্লাহর আয়াতের স্মরনের সাথে নিজের অন্তরের অবস্থাকে প্রকম্পিত এবং ঈমান বৃদ্ধির অনন্য সুযোগ পেতে চায় তবে তাকে এই কুরআন কে নিয়েই বাস করতে হবে, যেমন ভাবে সাহাবারা করেছিলেন। আর যদি সে সুযোগ না থাকে তবে সে সুযোগ ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে আর তা শুধু জিহাদের মাধ্যমেই আসবে ইনশাআল্লাহ। অন্য কোন পন্থায় নয়।

সুরায় আনফালের এই আয়াত গুলো বদরের প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে। আর বদর কে আল্লাহ অভিহিত করেছেন - হক্ক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য কারী দিন হিসেবে। একই সাথে আমরা স্মরন রাখি সাহাবারা প্রথমে চেয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের কাফেলা আক্রমন করতে, কিন্তু আল্লাহ চেয়েছিলেন তাদের কে জিহাদের ময়দানে টেনে নিয়ে আসতে। কেন? যেন হক্ক এবং বাতিল আলাদা হয়ে যায়। আবার এই বদরের পরেই প্রকৃত মুমিনদের ব্যাপারে আলোচিত আয়াত নাজিল হল। তাই এখনো যদি কারও মনে সামান্য সন্দেহ থাকে যে জিহাদ ব্যাতিত প্রকৃত মুমিন হওয়া সম্ভব এবং হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য হওয়া সম্ভব

তাহলে সে দেখে নিক কিভাবে কিছু সাহাবার অনিচ্ছা স্বত্বেও আল্লাহ তাদের কে জিহাদের ময়দানে নিয়ে গেছেন, সম্ভাব্য সমস্ত রকম প্রতিকূলতা থাকা স্বত্বেও। **সুতরাং হক্ক এবং বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত মিমাংসা করার তরিকা হচ্ছে জিহাদ এবং এটা স্বয়ং আল্লাহর পন্থা। আর এই পন্থা ব্যাতিত প্রকৃত মুমিন দাবি করারও কোন সুযোগ নাই। আর জিহাদ কে পাশ কাটিয়ে হক্ক এবং বাতিলের ফায়সালা করা এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার স্বপ্ন - নিজের মনগড়া কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না।** আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করছেন -

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“(সেভাবেই তোমাদের বের হওয়া উচিত ছিল) যেভাবে তোমার মালিক তোমাকে তোমার ঘর থেকে বের করে এনেছেন, অথচ (তখনো) মুমিনদের মধ্য থেকে এক দল লোক ছিলো (এ কাজের দারুন অপছন্দকারী)। সত্য (তোমার কাছে) প্রকাশিত হবার পরেও এরা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছে, (মনে হচ্ছিলো) তারা যেন দেখতে পাচ্ছে যে তাদের (মনে হয়) ধিরে ধিরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। (স্মরন কর) যখন আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে দুটি দলের মধ্যে যে কোন একটি তোমাদের (করায়ত্ত) হবে (অবশ্য) তোমরা (তখন) চাচ্ছিলে (দুর্বল ও) নিরস্ত্র দলটিই তোমাদের (করায়ত্ত) হোক। অথচ আল্লাহ তায়ালা তার কথা দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন এবং (এর মধ্য দিয়ে তিনি) কাফেরদের শেকড় কেটে (তাদের নির্মুল করে) দিতে চেয়েছিলেন। (এর উদ্দেশ্য ছিলো) হক্ক কে হক্ক দিয়েই প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং বাতিল কে যেন (বাতিলের মতই) নির্মুল করা যায়, যদিও পাপিষ্ঠরা এটা কে পছন্দ করেনি”

২৪.এখন কথা হচ্ছে আমার ভাইদের প্রতি - আপনি কি করবেন?

এলাকার একটি বাসা গভীর রাতে ঘিরে রাখে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। সকালে "আবু ফুলান" নামে এক জঙ্গি কে গ্রেফতার করা হয় এবং তার কাছ থেকে প্রচুর জিহাদি বই উদ্ধার করা হয়।

এমন খবর আমরা সবাই দেখে দেখে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে এখন এগুলো আমাদের মনে কোন প্রভাব ফেলেনা। কিন্তু এগুলো আমাদের মনে শুধু প্রভাবই নয় বরং এগুলো নিয়ে আমাদের সর্বোচ্চ সচেতন থাকার দরকার ছিলো, কারন এগুলোই হচ্ছে সেই ভয়ংকর চক্রান্ত যার শিকার পুরা মুসলিম উম্মাহ। এই বিষয় গুলোর উপরে হাজার হাজার লেখা আছে, বই আছে, ভিডিও আছে লেকচার আছে কিন্তু দিন শেষে আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়না, কারন এগুলো আমাদের উপরে কোন প্রভাব ফেলেনা। কিংবা আমরা এগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হতে চাইনা। আমরা কচ্ছপের খোলের মত নিজের একটা ছোট্ট

জগত বানিয়ে নিয়েছি এর বাইরে আমরা কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত হতে চাইনা। মজার ব্যাপার হচ্ছে এমন কি ঐ ছোট্ট খোল, যেটাকে আমি আমার নিজের আপন জগত মনে করছি এমনকি সেটাও আমার নিজের না। বরং **সেটাও ঐ সিস্টেমের করে দেয়া একটা সীমানা, যেন আমি এর বাইরে না তাকাই, এর বাইরে কোন কিছু নিয়ে না ব্যাস্ত হই। খুব অবাক লাগে যখন এই খোলের বাসিন্দারাই আবার স্বাধীনতার কথা বলে! বড় অদ্ভুত!**

আজ জাতি হিসেবে আমাদের কে নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। বরাবরের মত এখনও আমাকে এই কথাই বলতে হচ্ছে, - এখানে আমাদের যেমন দোষ আছে কাফেরদেরও চক্রান্তের কোন শেষ ছিলোনা। অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন,

ভাই আপনার কথায় ঘুরে ফিরে একই কথা কেন আসে! কিংবা আপনি একই কথা কেন বারবার বলেন?

বারবার বলেও যখন এর প্রভাব শূন্য তখন আল্লাহ ভালো জানেন যদি সবাই শুধু একবার করে বলেই হাল ছেড়ে দিত না জানি কি হত!

জাতির পিতা শেখ মুজিব এই কথাটি, শুধু মাত্র এই কথাটি আপনি জীবনে কত বার শুনেছেন? কিন্তু জাতির পিতা অন্তত মুসলিম জাতির পিতা, তা সে যে ভুখন্ডেরই হোক না কেন, হ্যা এমন কি বাংলাদেশেরও হোক না কেন, আমাদের জাতির পিতা কক্ষনোই মুজিব না, আমাদের জন্য জাতির পিতা ইবরাহিম আঃ। আপনি এই কথা কয়বার শুনেছেন? যদি কম শুনে থাকেন তবে ন্যায্য প্রশ্ন হতে পারে কেন কম শুনেছেন?

তাহলে আমাদের কে একই কথা বারবার বলতে দেন।

যা বলছিলাম - জাতি হিসেবে আমাদেরকে নিঃশেষ করে ফেলা হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র নিজেদের সামান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের কে বিক্রি করে দিয়েছি। হ্যা, ঠিক তাই বিক্রি করে দিয়েছি। দাস বনে গেছি। প্রকৃত দাস। জালিমদের কে আমাদের উপরে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছি। এরপরে এই জালিমরা যখন আমাদের উপরে জুলুম, অত্যাচার আর নির্যাতন চালায় তখন অসহায়ের মত নিজেকে তাদের জুলুমের সামনে সমর্পন করা ছাড়া আর কিছুই করার

থাকেনা।

এখানে কেউ প্রশ্ন করার অধিকার রাখেনা এমন কি যদি নির্যাতিত, ধর্ষিত, লুন্ঠিত কিংবা খুন পর্যন্ত হয়ে যায়! তেমন সাহস কোথায়? তেমন মেরুদন্ড কার আছে? আর যাদের থাকে তাদের টা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এটা আমাকে কেন তত্ত্ব কথা বলতে হবে? এটাও কি আসলে বলার মত কোন কথা! **এটি তো আমাদের শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহিত হবার মতই বাস্তবতা! কেউ একে অস্বীকার করেনা, ঠিক। আবার কেউ এটাকে উপলব্ধিও করেনা, ঠিক।** উপলব্ধি হচ্ছে তা যার ফলে একজন মানুষের চিন্তাধারা এবং কাজের ধরন পরিবর্তন হয় উপলব্ধি অনুযায়ী। যারাই দাড়ানোর সাহস দেখিয়েছে, কিংবা আসলে সাহস নয় বরং নুন্যতম মৌলিক অধিকার এবং বিবেকের দাবী থেকে যারাই এর প্রতিবাদ করেছে তারাই খুব দ্রুত গল্প হয়ে গেছে। এবং এটার কারন, **সর্বপ্রথম আমাদেরই একদল যথেষ্ট কাপুরুষ, বেঈমান এবং স্বার্থপর ছিল।**

সাইয়েদ কুতুব রহঃ বলেন, অল্প কিছু তাগুত কখনই বিপুল পরিমান সাধারন জনগণের উপরে কখনই জয়ী হতে

পারেনা, যদিনা এই সাধারন মানুষ নিজেরাই এই সামান্য কিছু তাগুতের কাছে নিজেদের কে বিক্রি করে দেয়। আপনি তাকিয়ে দেখেন এই বিভীষিকাময় জানোয়াররা কিভাবে আমাদের উপরে প্রবল হল? নিজেকে প্রশ্ন করেন? বিবেকের শেষ খুটি টা ধরে নাড়া দেন! আর পাশ কাটিয়ে কোথায় যেতে পারবেন? এরপরে আপনি, আজ অথবা কাল যদি নিজের বিবেকের দাবির উপরে টিকে থাকতে চান। যদি নিজের ঈমান এবং আমল নিয়ে বেচে থাকতে চান তবে এর পরের টার্গেট আপনি। জি আপনাকেই বলছি!

যে লাইন টা দিয়ে শুরু করেছিলাম -... বিপুল পরিমানে জিহাদি বই... আজ পর্যন্ত আপনাদের কয়জন জিহাদি বই এর সংজ্ঞা পেয়েছেন? কিংবা তারা ব্যাখ্যা দিয়েছে যে জিহাদি বই বলতে আসলে সেগুলো কি? জিহাদি বই এর সীমা কি? কিসের ভিত্তিতে একটা বই জিহাদি বই হবে? এমন প্রশ্ন করার সাহস কিংবা সামর্থ্য কারো নাই।

চলেন দেখা যাক আমি কিংবা আপনি এই মুহূর্তে আমাদের কাছে জিহাদি বই আছে কিনা? চলেন আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর চোখ দিয়ে দেখি কি কি বই জিহাদি বই হতে

পারে?

আসেন - কুরআন। এই কুরআনে ৪০০ এর ও অধিক আয়াত আছে জিহাদ নিয়ে। ধরা যাক সুরা তাওবা। ৯ নাম্বার সুরা। আপনি এই সুরার একটি তাফসির কিংবা কিছু আয়াত এর ব্যাখ্যা লেখা আছে এমন কোন বই, খাতা নোট নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন,কিংবা আপনার বাসায় এমন কিছু আছে। কোন এক সুন্দর মুহূর্তে শুধু মাত্র এই সুরা তাওবার তাফসির রাখার কারনে আপনি জিহাদি হয়ে যেতে পারেন, আমি বলে দিচ্ছি লিখে নেন, তারা কখনই বলবেনা আপনার কাছে সুরা তাওবার তাফসির পাওয়া গেছে যেখানে জিহাদের ব্যাপারে আলোচনা ছিলো, বরং তারা বলবে আপনার কাছে জিহাদি বই/লেখা পাওয়া গেছে!

আর যেখানে কুরআনে ৪০০ এর ও অধিক আয়াত আছে শুধু জিহাদ নিয়ে, রাসুল সাঃ নিজে বলেছেন আমি হচ্ছি যুদ্ধের নবী, তাহলে আমাদের কাছে জিহাদের বই থাকবেনা তো কিসের বই থাকবে?

এমনকি আর রাহিকুল মাখতুম ও জিহাদি বই! কারন

সেখানে রাসুল সাঃ এর জিহাদি জীবনের বর্ণনা আছে, বিস্তারিত। এমনকি আপনি আপনার কোন এক সুন্দর দিনে শুধু মাত্র আমার এবং আপনার রাসুল সাঃ এর সিরাত এর বই রাখার জন্য জিহাদি হয়ে যেতে পারেন! আমি আপনাকে উৎসাহ দিচ্ছি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন কারন বিশ্বাস না করলে আপনি ই ধোঁকায় পড়ে যাবেন।

আমাদের মধ্যে এই পরিমান সাহস কি আছে যে আমরা এই প্রশ্ন করতে পারি - সেই জিহাদি বই/লেখা গুলো আসলে কি ছিল? না, না না - তেমন কেউ নাই। থাকলে আজ কেন জানোয়ারদের শক্তি এত বৃদ্ধি পাবে!

তাহলে একটা সুন্দর দিনে আপনি কিংবা আপনার ভাই কিংবা আপনারই কোন আত্মীয় গ্রেফতার হয়ে গেলো, জিহাদি বই রাখার জন্য। গতকাল আপনি যাকে নিয়ে এক সাথে বসে নাস্তা খেয়েছেন আজ সে জিহাদি, জঙ্গি! এবং আপনি এর বাইরে অন্য কোন কিছুই জানেন না, এর ব্যতিক্রম অন্য কোন কিছু প্রমান করার সামর্থ্য, সাহস কোনটাই আপনার নাই। গল্প কি এখানেই শেষ? **না, জজ মিয়াদের গল্প এই দেশে বার বার লেখা হতে থেকে প্রতি দিনে, প্রতি ঘন্টায়**

যদিও না হয় প্রতি মিনিটে।

এটি ছিলো দৃশ্যমান দিক, যা দেখা যায়, বলা যায়, অনুভব করা যায়, হয়ত আরো একধাপ সাহসী হয়ে ফেসবুকে পোস্ট করা যায়। কিন্তু আরো একটি দিক আছে যা দেখা যায়না। যা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল। এমনকি অধিকাংশ সময়ে এই ব্যাপারটা বুঝাও যায়না। কেমন?

এই যে আমাদের ভাইকে ধরে নিয়ে চলে গেল, জিহাদি বইয়ের নাটক সাজিয়ে জঙ্গি বানিয়ে দিল, আর আমি বা আপনি কিছুই করতে পারলাম না, এই বিষয় টি আমাদের বিবেক মানতে পারেনা, যদি না সে মরে গিয়ে থাকে। এমন ঘটনা গুলো আমাদের বিবেক কে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এভাবে একের পর এক যখন আমরা কিছুই করতে পারিনা বিবেক নিজের ভিতরে গুমরে গুমরে কাদতে থাকে **একদিন এই বিবেক আমাদের অজান্তেই মরে যায়, কিংবা আমরা নিজেরাই গলা টিপে মেরে ফেলি। আর সেদিন আমাদের মানুষ স্বত্বার মৃত্যু হয়!** এভাবেই আমরা সময়ের স্রোতে "লিভিং ডেড" চলে ফিরে বেড়ানো মৃত তে পরিনত হই! যদি তা নাই হবে তবে আমাকে বলতে হবে কেন

হাজার হাজার খুন ধর্ষণ এর একটি প্রতিকারও আমরা করতে পারিনা, আমি বলছিনা প্রতিবাদ, কারন এখন প্রতিবাদ হচ্ছে সেলুলয়েডের ঘটনা। এভাবে আমরা এক মৃত জাতিতে পরিনত হয়েছি। এবার যখন আমাদের শরীর থেকে ফিলিস্তিন কে, কিংবা গাজা কে কিংবা কাশ্মির কে,কিংবা আরাকান কে কেটে নিয়ে চলে যায় কিংবা সেখানে আগুন জালিয়ে দেয় তখন তা আর আমাদের কে প্রভাবিত করতে পারেনা! আমার প্রিয় শায়েখ আওলাকি রহিমাহুল্লাহ (আল্লাহ শায়েখ কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন) কত সুন্দর করেই না বলেছিলেন - .. and they (kuffars) have successfully desencetized us! **অবশেষে কাফের রা আমাদের কে অনুভূতিশূন্য করে দেয়ার ব্যাপারে সফল গেলো!**

এখনো শেষ হয়নি, বরং যখন এমন পরাজয় এবং বিবেকের মৃত্যু অহরহই ঘটতে থাকে তখন **আমাদের মধ্যেই অনেকে ক্যামেলিওন এর মত নিজেদের রং পরিবর্তন করে ফেলি।** ঐ যারা আমার ভাইকে ধরে নিয়ে চলে গেলো তারা যেমন রং দেখতে পছন্দ করে তেমন রঙে নিজেকে রঙিন করে রাখি! **সেই রঙে নয় যা আল্লাহ পছন্দ করেন।** আর এভাবেই নিজেদের চূড়ান্ত ধ্বংস আমরা ডেকে আনি আর তা হচ্ছে,

নিজেদের ঈমান এবং আকিদাহ কে বিক্রি করে দিয়ে তাদের মত মুসলিম হয়ে যাই, যেমন তারা পছন্দ করে, সুরা তাওবার তাফসির না পড়া, যেখানে জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে। কিংবা কি দরকার ঐ কুরআনের তাফসির দেখার। এটা যেমন আছে রেখে দাও, এখন সময় অনেক কঠিন!

আর এভাবেই আমরা নিজেদের স্বত্বাকে নিজেদের অজান্তেই বিক্রি করে দেই, ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল খুজি, আল্লাহ কে ভুলে গিয়ে জালিমের কাছে নিরাপত্তা আশা করি! আল্লাহর উপরে জালিম কেই নিজের জন্য অধিক যথেষ্ট মনে করি। আল্লাহ অপেক্ষা জালিমকেই বেশি ভয় করি!

ব্যাস! শেষ? না, কক্ষনই না। বরং সত্যি হচ্ছে এখান থেকেই আরেক নতুন শুরু। আল্লাহর কিছু বান্দা তো এমন থাকেনই যারা আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর। **যারা নিজেদের জান, মাল এবং আর সমস্ত কিছুকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন এই জানোয়ারদের জুলুমের মসনদ কে ধসিয়ে দেয়ার জন্য, আর আল্লাহর দ্বীন কে সমুন্নত করার জন্য। বান্দা কে বান্দার গোলামির জুলুম থেকে মুক্তি দিয়ে**

এক আল্লাহর প্রকৃত গোলামি করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

এখন কথা হচ্ছে আমার ভাইদের প্রতি - আপনি কি করবেন?

২৫.এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ! আর সেটাই আমরা ভুলে গেছি!

বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহর প্রশংশা সহকারে শুরু করছি, কেননা তিনিই শুধুমাত্র প্রকৃত প্রশংসার একমাত্র হক্কদার। দরুদ এবং সালাম মুহাম্মাদ সাঃ এবং তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের উপর।

প্রথমে একটি ছোট্ট কথা বলে নেই ইনশাআল্লাহ। সেটি হচ্ছে - আমরা আমাদের চারপাশে কতরকম কত কিছু দেখি। ঘটনার পর ঘটনা, একের পর এক ঘটেই চলেছে। দৃশ্যপট বদলের মত ঘটনা গুলো বদলে চলেছে। এই ঘটনা গুলো আমাদের সামনে দিয়ে যায় আসে, এভাবে চলতেই থাকে। অধিকাংশ সময়েই আমরা এগুলোর দিকে সেভাবে

তাকানোর সময় পাইনা। যদিও বা তাকাই সেভাবে কখনো আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করিনা। আর যদি চিন্তা ভাবনা কিছুটা করিও কখনো আমরা সেই চিন্তা ভাবনা থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধিকে বাস্তবে নিয়ে আসিনা। মনে রাখতে হবে এটি আমাদের একটি অনেক বড় সমস্যা। কত বড় সমস্যা? এতবড় যে, আমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদের আপাত সফলতার পেছনে অনেক বড় একটি কারণ এই যে, **আমরা ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে চিন্তা করিনা, করলেও তা উপলব্ধি পর্যন্ত আসেনা, আসলেও তা খুব কমই কাজে পরিণত করতে পারি।**

আজকের প্রসঙ্গ -

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এখন চীন, করোনা ভাইরাস এবং এ প্রাসঙ্গিক যে কোন ঘটনা এখন নিউজ। এবং এই নিউজগুলো এখন মিডিয়ার মেইন গল্প। কিভাবে তারা দশ দিনে হাসপাতাল বানালো, কিভাবে তারা দিনরাত খেটে যাচ্ছে, কিভাবে তাদের ডাক্তাররা ওভার ডিউটির জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে, কিভাবে তাদের মা রা সন্তানদের কাছে যেতে পারছেনা, ইত্যাদি ...

বিশ্বের সামনে এ যেন এক বিশাল মহাযুদ্ধের নায়কদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে! তাদের মত অকুতোভয় মহানায়ক যেন আর কেউ হয়ইনা! তারাই হচ্ছে মানবদরদী এবং মানবসেবার চুড়ান্ত মাপকাঠি!

অথচ এই রঙের আড়ালে তারা গোপন করে ফেলছে কিভাবে এই নরপশুরাই যুগের পর জুগ উইঘুরের লক্ষ লক্ষ মুসলিমের ওপর অকল্পনীয় নির্যাতন চালিয়েছে, চালিয়েই যাচ্ছে! **তাদের পাশবিকতা এমনকি কখনো কখনো আরেক পশু অ্যামেরিকাকেও লজ্জা দিয়েছে!** হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা মা বাবার কাছ থেকে আলদা করে ফেলেছে, হাজার হাজার মুসলিম যুবক তাদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে। হাজার হাজার মা বোনকে তারা নির্যাতন করতে করতে পাগল বানিয়ে দিয়েছে! কিন্তু এখন এগুলোর খুব সামান্য যা সামনে এসেছিলো তার সবই চাপা পড়ে গেছে, তাদের নতুন নাটকের আড়ালে।

এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলেনা। দশদিনে হাসপাতাল গড়ার কাহিনী সবাই ছাপায় কিন্তু আফগানিস্তানে আর শামে একের পর এক হাসপাতাল গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তার খবর আপনি

কোথাও পাবেননা! মোল্লা উমর রহঃ বুদ্ধা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা নিয়ে মুশরিকদের মায়াকান্নার জবাবে বলছিলেন, **সামান্য এই মূর্তির এত দাম তোমাদের কাছে অথচ আমাদের জীবনের কোন মুল্যই তোমাদের কাছে নাই!** বামিয়ান মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে বিশ্ব তোলপাড় হয়ে গেছিলো অথচ লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ, শিশু নিহত হয়ে যাচ্ছে - কার কি আসে যায়! কারণ তারা মুসলিম তাই!!!

একই ভাবে- কিছুদিন আগে বিবিসি বাংলায় নিউজ দেখলাম, (সুত্রঃ বিবিসি বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০) মালাউন রাষ্ট্র ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত অনুযায়ীঃ দেশভাগের পর কিংবা পঁয়ষট্টি ও একাত্তরের যুদ্ধের সময় যারা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, সেদেশে তাদের ফেলে যাওয়া জমি-বাড়িকেই ভারত সরকার শত্রু সম্পত্তি হিসেবে অধিগ্রহণ করে থাকে। শত্রু সম্পত্তি! খেয়াল রাখেন তারা কি নাম দিলো? শত্রু সম্পত্তি, অথচ তারা সবাই নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো। এই পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলো শত্রু! এবং তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি! এবং তা ভোগ করাও যায়।

অপর দিকে আপনাদের স্মরন থাকার কথা - **দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯** প্রতিবেদন ছাপিয়েছিলো যাতে তারা **আল্লাহর বিধান করে দেয়া গণিমতের মালকে লুটের মাল আখ্যা দিয়েছিলো!** মহান আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মাল করেছেন হালাল, যার প্রমান সুরা আনফাল, অথচ প্রথমআলো গংদের কাছে - যুদ্ধলব্ধ গনিমত নাকি লুটের মাল! কাপুরুষের মত মুসলিমদের সম্পত্তি ডাকাতি করে গ্রহন করে শত্রু সম্পত্তি আখ্যা দিয়ে অথচ তারাই আবার আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দ্বারা হালাল করে দেয়া যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি গনিমতকে বলে লুটের মাল!

তাহলে বলতে চাচ্ছি - আপনি যদি এগুলো লক্ষ্য না করেন এবং এগুলো স্মরন না রাখেন তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবার সফল হয়েই যাবে। হয়ত ভাবতে পারি আরে এগুলো আর এমন কি? এই প্রোপাগান্ডা নীরবেই কাজ করে, তা আমি আপনি যত দ্রুত বুঝতে পারি ততই কল্যাণ।

প্রথম কথায় ফিরে আসি - তাই যখনই আপনি এই চীন, করোনা ভাইরাস ইত্যাদি ঘটনা দেখবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে তার হিরো হয়ে যাক কিংবা ভিলেন হয়ে

যাক তার সাথে আমাদের কোন কাজ নাই। তারা ৭২ ঘন্টা কাজ করুক কিংবা ২ ঘন্টা কাজ করুক আমাদের কিছু যায় আসেনা! কেন? এর কারণ অনেক - প্রথম কারণ তারা আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা ব্যার্থ হয়েছি আর আল্লাহর সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউই জানেনা।

তাদের প্রতি আমাদের করুণার জায়গা কোথায়! **ইয়া আল্লাহ আপনি তাদের থেকে আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে প্রতিশোধ গ্রহন করুন!** তারা নিজেরা এই আজাব ডেকে এনেছে! তারাই নির্যাতন করে আর বলে **তোদের আল্লাহ কে ডাক!** লুত আঃ এর কওমকে আল্লাহ যখন উল্টিয়ে মাটিতে আছাড় মারলেন তখন আমরা সেখানে থাকলে কি তাদের জন্য করুণা দেখাতাম? কিভাবে সম্ভব?

কাফেররা চায় আমি আপনি তাদের জন্য করুণা দেখাই, যেন এতে করে তাদেরে কুকর্মগুলো আমরা দ্রুত ভুলে যেতে পারি। মনে রাখবেন সারা দুনিয়ার সমস্ত কাফেরও যদি মরে যায় আমাদের কিচ্ছু যায় আসেনা, আমাদের যায় আসে যদি মাত্র একজম মুসলিম কিংবা একজন মুসলিমা কাফেরদের

নির্যাতনে "আহ" করে উঠে!

এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ! আর সেটাই আমরা ভুলে গেছি!

২৬.এতগুলো বছর পরে এসে আমি এখন সেই পোস্ট দাতাকে স্মরন করি! আজ সে কোথায়?

শাহবাগ আমলের কিছু আগের কথা। যখনও শাহবাগ তার রমরমা ব্যাবসার পসার খুলে বসেনি -

সেই সময়ে ফেসবুকে একজন একটা ব্যাঙ্গাত্মক পোস্ট দিয়েছিলো - **"আমরা সবাই তালিবান - বাংলা হবে আফগান"** এমন কথা আগেও কিছু শুনেছিলাম। তবে তার সেদিনের এই পোস্ট টা দেখে অনেক কস্ট পেয়েছিলাম, এতটাই যে আজ পর্যন্ত ভুলতে পারিনি। আপনারা ভাবতে পারেন - কেন? কারণ এমন কথা তো আসলে অহরহ ই বলে।

ভুলতে পারিনি কারণ - ঐ সময়টা তে এমন একটা বাস্তবতা বিরাজ করছিলো যে দম বন্ধ হয়ে আসার মত। নাস্তিকদের দাপটে মনে হচ্ছিলো তারাই যেন দেশটা কে গিলে ফেলবে। অবস্থা তো এমন দাড়িয়েছিলো যে নাস্তিক পরিচয় দেয়া তখন ছিলো গর্বের বিষয়! এসব দেখে আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছিলাম, ভিতর ভিতর প্রাণ শক্তি কমে যাচ্ছিলো। হতাশ হয়ে যাইনি তবে ভাবছিলাম - কবে এর থেকে মুক্তি আসবে! এই নাস্তিকতার বিষাক্ত আবহ কবে কাটবে?

খুব বেশি দিন লাগেনি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর বরকতময় মুজাহিদগণ আল্লাহর হুকুমে জাহান্নামে তাদের জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুব বেশি দিন লাগেনি তাদের মিশে যেতে! শাহবাগ এর উত্থান যেমন হয়েছিলো তার পতনও তেমনি হয়েছিলো। শাহবাগ টিকে থাকেনি মোটেও - তবে এই শাহবাগ থেকে আল্লাহ মুমিনদের জন্য অনেক নিয়ামত বের করে এনেছেন। **এরপরে আস্তে আস্তে - একটা ধারা আসলো - আল্লাহর ইচ্ছায় যুক্তি ভিত্তিক লেখনী, আলিমদের লেখনী, বয়ানের মাধ্যমে নাস্তিকদের শেষ নিশানা টুকুও মুছে দেয়া হলো।**

আলহামদুলিল্লাহ এসব কিছু দেখে আমার অন্তর অনেক প্রশান্ত

হলো বটে - কিন্তু এখনো সেই কথাটা ভুলতে পারিনি - **"আমরা সবাই তালিবান - বাংলা হবে আফগান"**। প্রথম দিন থেকে শুধু চিন্তা করছিলাম কবে এই কথার জবাব দিতে পারব? আমি আশা করিনি আল্লাহ এত দ্রুত আমাকে সেই সুযোগ করে দিবেন -

যে তালিবানদের নিয়ে ব্যাঙ্গ করে এই কথা বলা হয়েছিলো আজ সেই তালিবানদের সাথে অ্যামেরিকা আপোষ করে নিজের জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়। মোল্লাহ উমার রহঃ এর সেই কথা টা আমি তখনও জানতাম না - আমার সামনে দুইটি ওয়াদা আছে, একটি আল্লাহর এবং আরেকটি বুশের। আমি দেখতে চাই কোনটি সত্য হয়! তিনি আরো বলেছিলেন, আমি ধারণা করছি - এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাদের ইচ্ছায় কিন্তু ইনশাআল্লাহ এটি শেষ হবে আমাদের ইচ্ছায়। ভয়েস অফ অ্যামেরিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন - **"দয়া করে লিখে রাখুন: আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আর বেশি কিছু করতে পারি না। যদি কেউ আল্লাহর উপর ভরসা করে তবে সে এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারে যে সর্বশক্তিমান তাকে সাহায্য করবেন, দয়া করবেন এবং সে সফল হবে"**

আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

কই - আজ তারা কই? বুশ চলে গেছে, বারাক চলে গেছে, ট্রাম্প এসে মাঝ পথে - ১৭ বছর পরে তারা ট্রিলিওন ট্রিলিওন ডলার খরচ করে আর হাজার হাজার নিরীহ জনগণ কে হত্যা করে নিজেদের জান নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। আফগানের বুকে টিকে রইলো - আল্লাহর সত্য কালিমা - **"আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদের শাস্তি দিবেন, আর মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন"**

আজ তারা কই? বুশ আজ ইতিহাস, বারাক আজ ইতিহাস, বদরের অন্ধকুপে নিক্ষিপ্ত কাফেরদের মত তারাও আজ নিক্ষিপ্ত! এমনকি তাদের জাতি ভাই পর্যন্ত তাদেরকে অভিশাপ দেয় আফগানে তাদের এই নির্লজ্জ আগ্রাসনের জন্য! আল্লাহ বলেন - **"সত্য এসেছে, মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে"** আল্লাহ আরো বলেন - **মিথ্যা ব্যার্থ হবেই**।

আল্লাহ বলেন - **আমি লিখে দিয়েছি যে আমি এবং আমার রাসুলগণই বিজয়ী হবে**।

এতগুলো বছর পরে এসে আমি এখন সেই পোস্ট দাতাকে স্মরন করি! আজ কোথায় সে? আল্লাহ চাইলে একদিন বাংলাও আফগান হবে এবং আমরা তালিবান হব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর দুশমনেরা - নিশানা দেখতে চাইলে দেখে নাও - আমরা আসছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কাছে দুয়া চাই তোমাদের সাথে প্রথম মুকাবেলার সময় আমাদের অন্তর গুলো যেন পাথর হয়ে যায়, কারণ ওয়াল্লাহি আমরা তোমাদের কোন করুণা দেখাতে চাইনা!

বিজয় শুধু আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের জন্য। সুমহান মর্যাদা এবং সুউচ্চ কালিমা শুধুই আল্লাহর জন্য। যাবতীয় প্রশংসা এবং মালিকানা শুধুই আল্লাহর জন্য। এই জমিন আল্লাহর - এই জমিনে হুকুম ও চলবে শুধুই আল্লাহর। আল্লাহ সত্য, তাঁর ওয়াদা সত্য, আল্লাহর সাহায্য সত্য, আর তাঁর দ্বীনের বিজয় সত্য -

নাসরুম মিনাল্লহা ওয়া ফাতহুন কারিব - ওয়া বাশ-শিরিল মু'মিনিন

তাকবীর - আল্লাহু আকবার

২৭.এমন দুটি ব্যাধি যা যুবক ভাইদের জন্য জিহাদের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়

বিসমিল্লাহ ওয়াসসালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ।

জিহাদের পথে খাস করে যুবক ভাইদের জন্য প্রধান ২ টা বাধা। **এক ভয়, দুই দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বাত, বা দুনিয়ার সাথে লেগে থাকা। এই ২ প্রধান বাধার কারনে অনেক ভাই জিহাদ এর স্বরূপ এবং ফারজিয়াত এবং ফাজায়েল বুঝার পরেও এই কাজের সাথে জুড়তে পারেনা।**

এই ২ টা বাধার বেপারে আমার কিছু কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইনশা আল্লাহ

ভয়:

ভয় আসলে এক মারাত্মক ব্যাধি। ভয় কম বেশি সবার ই থাকে। সেটা খুব একটা সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে দিন শেষে যদি ভয় ই আমার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে। আমার কাজ এবং আমার সিদ্ধান্তের উপরে যদি ভয় জয়ী হয় তবে সমস্যা। এজন্য দাওয়াহ দেয়ার পাশাপাশি ভয় কে দূর করার জন্য খাস ভাবে কিছু কাজ করা। আমার কাছে মনে হয়েছে ভয় দূর করার জন্য আল্লাহর কালামের আয়াত গুলোর বার বার মুজাকারা এবং সেগুলোর ব্যাপারে তাফাক্কুর করা এবং বার বার আলোচনা করে সেগুলো কে দিলের মধ্যে বসিয়ে নেয়া - এই পদ্ধতি খুব উপকারি। একই সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালার আসমা ওয়াস সিফাত এর উপলব্ধি ও এই ক্ষেত্রে অনেক কাজে দেয় আলহামদুলিল্লাহ। শাইখ আহমেদ মুসা জিবরীল এর এই বেপারে একটা ছোট ক্লিপ আছে যেটা আমি এখানে শেয়ার করলাম ইনশা আল্লাহ - উপকারে আসবে

Fear the Creator, Not the Creation | Sheikh Ahmad Jibril

https://www.youtube.com/watch?v=FQ_7JGy75Cs

শুধুমাত্র এই ভয়ের কারনে অনেক ভাই কাজের ব্যাপারে পিছিয়ে যান। শুধু তাই ই নয় কাজে জুড়ার পরেও অনেক ভাই এই ভয়ের কারনে ইতমিনানের সাথে কাজ করতে পারেন না। কারন শয়তান বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কে ভয় দেখায় এবং আমাদের অন্তর কে অশান্ত করে রাখে। এটার কারনে অন্তর আস্তে আস্তে আল্লাহর দিক থেকে সরে যায়। তাই যে সব ভাই কাজের সাথে আছেন তাদের জন্যও নিয়মিত তাজকিয়া এবং তাফাক্কুর করে নিজের অন্তরের সাথে বুঝা পড়া করে নিতে হবে যে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো ভয় অবশিষ্ট আছে কিনা? থাকলে সেই ভয়ের সাথে আল্লাহর কালাম দিয়ে মুকাবেলা করা যতক্ষণ পর্যন্ত না দিল শুধু মাত্র আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে, অন্তত তাগুতের ব্যাপারে কোন ভয় না থাকে। এটা এমন একটা বিষয় যে - একবার করলেই হয়ে যাবে এমন না, বরং এটাকে মাঝে মাঝে ঝালাই করে নিতে হবে আর চেক দিয়ে দেখতে হবে আমার অন্তর কি আল্লাহ ব্যাতিত আর কারো ভয়ে ভয় পাচ্ছে কিনা? এটা আসলে নিজেদের কেই করতে হবে কোন মাসুল ভাই বলে বসে এই চেক দেয়া টা সম্ভব না। আল্লাহ সহজ করুন আমীন।

আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন শয়তান এবং তার আউলিয়াদের ভয় না করতে এবং শুধু আল্লাহকেই ভয় করতে। এটা আমাদের উপরে হুকুম। আসলে বিষয় টা তো এমন যে ভয় তো আসলে তাদের পাওয়া উচিত! **যারা আল্লাহর সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা দিয়েছে যারা আল্লাহর সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তারাই যদি ভয় না পেয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরাতে পারে তবে আল্লাহর বান্দা হয়ে আমাদের ভয় পাওয়া টা খুবই লজ্জাজনক!**

আর একটা কথা এমন যে - খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ যখন রোমানদের সাথে কঠিন যুদ্ধে লিপ্ত এমন সময়ে তিনি রাতে টহলে বের হতেন। মুসলিম আর্মি ঘুমিয়ে গেলে তিনি একাই ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে যেতেন শত্রু দলের খবর জানার জন্য। উনার এমন কাজ দেখে মুসলিম রা বলত আপনি এ কি করছেন! আপনি হচ্ছেন সেনাপতি, আল্লাহ না করুন যদি আপনার কিছু হয়ে যায়! অন্তত আমাদের মধ্যে থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে তো যেতে পারেন! খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ কি বলছিলেন? **তিনি বলেছিলেন - তারা আমার কি ই বা করবে? তোমরা কি রাসুল সাঃ এর সেই হাদিস শুনোনি? রাসুল সাঃ বলেছেন যারা আল্লাহর স্মরন করে আর যারা করেনা তাদের**

উদাহরন হচ্ছে জীবিত আর মৃতের মত। হাজার হাজার মৃত সৈন্যের এক সেনাদল আমার কি ক্ষতি করতে পারে! আমি তো জীবিত, তারা তো মৃত! শত্রুর ব্যাপারে এই ছিলো খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ বুঝ - সুবহান আল্লাহ!

খাস ভাবে ভয় দূর করার জন্য আমরা কিছু বিষয় আমল করতে পারি ইনশা আল্লাহ

১। কুরআন এর মাধ্যমেঃ কুরআনের সেই সমস্ত আয়াত যেগুলো তে আল্লাহ মুমিনদের ভয় না পেতে, হতাশ না হতে, আল্লাহ উপরেই শুধু তাওয়াক্কুল করতে বলেছেন, যেসব আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করে আল্লাহর সাহায্য, নুসরা এর কথা বলে দিয়েছেন সেগুলো কে মুখস্ত করা, বার বার আলোচনা করা, সম্ভব হলে সেগুলোর তাফসির, শানে নুজুল এগুলো জেনে রাখা। এবং এই আয়াত গুলো কে বার বার তিলাওয়াত করতে থাকা। ভয়ের মুকাবেলায় এই আয়াত গুলো কে ব্যাবহার করা। যেমন একটা আয়াত -

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا

আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ভালো করেই জানেন, অভিভাবক

হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট, এবং সাহায্যকারী হিসেবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (নিসা ৪৫)

যেমন আরেকটি আয়াত হচ্ছে -

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

এই লোকেরা হচ্ছ শয়তান তোমাদের কে তার আউলিয়াদের ব্যাপারে ভয় দেখায় - তোমরা তাদের কে ভয় করোনা, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা প্রকৃতই মুমিন হয়ে থাকো। (আল ইমরান ১৭৫)

এমন আরো অনেক আয়াত আছে যেগুলো তে আল্লাহ সরাসরি মুমিনদের হতাশ হতে, ভয় পেতে না করেছেন। শুধু তাই নয় কাফেরদের চক্রান্তের ব্যাপারে আল্লাহ নিজে জিম্মাদারি নিয়েছেন এবং কাফের রা আল্লাহকে পরাস্ত করতে পারেনি, পারবে না, তারা আল্লাহর পরিকল্পনার বাইরে নয়, তারা পরাজিত হবেই, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে উদাসিন নন। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

স্মরন কর সেই সময়ের কথা যখন কাফের রা তোমাকে বন্দি করার কিংবা হত্যা করার কিংবা দেশ থেকে বের করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলো, তারাও চক্রান্ত করছিলো আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেছিলেন - আল্লাহই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। (আনফাল - ৩০)

আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট এমন অনেক আয়াত আল্লাহ আমাদেরজন্য নাজিল করেছেন। এই আয়াত গুলো কে বাস্তবে নিয়ে আসা, যেমন শাইখ আওলাকি রহঃ বলতেন সাহাবারা কুরআনের সাথে বাচতেন। কুরআন কে নিয়ে বাচতেন। তাই আমাদের এই আয়াত গুলো কে নিয়ে বাচতে হবে অন্তত ভয়ের সময় এই আয়াত গুলো দিয়ে ভয় কে মুকাবেলা করতে হবে।

২। আসমা ওয়াস সিফাত - এর আলোচনার মাধ্যমেঃ

আল্লাহর গুনবাচক নাম গুলো ভালো ভাবে বুঝা এবং নামের সিফাত এর পরিব্যাপ্তি, আল্লাহ নাম সমুহ এবং নামের সিফাত কিভাবে আমাদের জিন্দেগী এবং আসমান এবং জমিন

সমুহতে পরিব্যাপ্ত তা জানা দরকার। আসমা ওয়াস সিফাত এর উপরে ঈমান এবং ইয়াকিন থাকলে এই সমস্ত ভয় মুকাবেলা ইনশা আল্লাহ সহজ হয়ে যাবে। এছাড়া আল্লাহর গুনবাচক নাম সমুহ এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। আল্লাহর নাম সমুহের মধ্যে এমন কিছু নাম আছে যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসমে আজম বলেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এগুলো এমন কিছু নাম যা দ্বারা চাইলে তাকে দেয়া হয়, তার দুয়া কবুল করা হয়। [হাদিস দ্রষ্টব্য]

৩। নিজেকে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর সৈন্য মনে করাঃ কারন আমাদের এই যুদ্ধে দুই টা দল। একটা হচ্ছে শয়তানের দল আরেক টা হচ্ছে আর রহমানের দল। এই দুই দলের সৈন্য রা এক না। আর রহমানের সৈন্য রা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে, তাদের সাথে থাকেন আল্লাহ নিজে এবং আল্লাহর এমন সেনাবাহিনী দিয়ে তাদের সাহায্য করেন যাদের ব্যাপারে কেউ জানেনা।

৪। আল্লাহর ভয় নিজের মধ্যে উপস্থিত রাখাঃ কারন আল্লাহর ব্যাপারে ভয় এমন এক অদ্ভুত নিয়ামত যে শুধু মাত্র

আল্লাহকেই সব ব্যাপারে ভয় পায় আল্লাহ তার থেকে অন্য সব ভয় দূর করে দেন, বরং অন্য সব কিছু তাকে ভয় পায়।

দ্বিতীয় হচ্ছে দুনিয়ার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াঃ

দুনিয়ার ব্যাপারে বিতৃষ্ণা আসা, দুনিয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট বিরক্ত হওয়া। আমাদের প্রায় সবারই অন্তরে দুনিয়ার মুহাব্বাত থাকে কম কিংবা বেশি। দুনিয়ার মুহাব্বাত আমাদের কে দুনিয়ার সাথে পেরেকের মত আটকায়ে রাখতে চায় আর আখিরাতের পথের দিকে হাটতে ভয় দেখায়। **দুনিয়া যার দিলে যতটুকু কাছে থাকে আখিরাত তার দিল থেকে তত দূরে থাকে।** জিহাদ এর কাজ এমন এক কাজ এই কাজে দুনিয়ার সাথে মুহাব্বাত থাকা খুব বিপদের কারন। এই দুনিয়া, দুনিয়ার পেরেশানি, চিন্তা আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা কে প্রভাবিত করে এমন কি কাজের উপরেও প্রভাব ফেলে।

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন অধিকাংশ মানুষ ই কিন্তু দুনিয়ার উপরে হতাশ, তারা ক্লান্ত! এই দুনিয়া তাদের কে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি, যা পারার কথাও না। কিন্তু শুধু

মাত্র এই দুনিয়াতে আরো কিছু দিন টিকে থাকার জন্য এত কস্টের পরেও মানুষ দুনিয়াকে ছাড়তে চায়না, নিজেকে মিথ্যা প্রলোভন দেখায়। আজ না হোক, ৫ বছর, ১০ বছর পরে আমি সুখী হবই, আর এই ফিতনাই তাকে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়না। আল্লাহ যা সুরা তাকাসুরে ইঙ্গিত করেছেন। তাই বলছিলাম যেহেতু মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই দুনিয়ার জিন্দেগী নিয়ে পেরেশান, এখন শুধু দরকার এই বাধন টা আলগা করে দেয়া। মানুষ দুনিয়া কে ছাড়তে চায়না কারন দুনিয়া ছেড়ে দিয়ে সে কোন দিকে তাকাবে সেটা দেখতে পায়না। তাই আমাদের কে ভাইদের সামনে দুনিয়ার বাধন আলগা করে দেয়ার জন্য আখিরাতের জিন্দগির সাথে বেশি বেশি পরিচয় করাতে হবে। উঠতে বসতে যখনই সম্ভব।

আর এক্ষেত্রে রাসুল সাঃ এর শিক্ষা পদ্ধতি আমরা গ্রহন করতে পারি রাসুল সাঃ সাহাবাদের যখনই সুযোগ পেতেন বাস্তব কোন ঘটনার সাথে মিলিয়ে শিক্ষা দিতেন। যেমন সেই হাদিস - একজন মা তার হারানো ছেলে কে ফিরে পেয়ে আদর করছিলেন আর সে ঘটনা দেখিয়ে রাসুল সাঃ আল্লাহর ভালোবাসা সম্পর্কে সাহাবাদের শিক্ষা দিলেন। তিনি সাঃ এমন ভাবে যখনই কোন বাস্তব ঘটনা আসতো যেখানে

শিক্ষা আছে তিনি সেটার মাধ্যমে সাহাবাদের শিক্ষা দিতেন। আমাদের উচিত হবে এমন বাস্তব ঘটনা বা বর্তমান দুনিয়ার জীবনের নোংরা, কঠিন বাস্তবতা গুলো কে সামনে নিয়ে এসে শিক্ষা দেয়া। এই যেমন ধরেন মানুষ আজ খাচায় বন্দী, বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট - কিন্তু দেখেন সবাই খাচার ভিতরে। এক খাচা থেকে মানুষ আরেক খাচার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, এই খাচা থেকে অফিসে যায় অফিস থেকে এই খাচায় ফিরে আসে। আল্লাহ কি এই জন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন? এটা ই কি আল্লাহর প্রতিনিধিদের অবস্থা হবার কথা ছিল? এরকম আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অসংখ্য উদাহরন আছে যা একজন বিবেকবান মানুষের জন্য চিন্তা করে দেখার জন্য যথেষ্ট। এভবে বার বার এরকম আলোচনা এবং একই সাথে জান্নাতের জিন্দেগীর বর্ণনা তার সামনে থাকবে তখন ইনশা আল্লাহ সে নিজেই একদিন আল্লাহর তাউফিকে দুনিয়ার জিন্দেগি ছেড়ে দিয়ে জান্নাতের জিন্দেগী বেছে নিবে।

দুনিয়ার মুহাব্বাত কে আলগা করার বেপারে কিছু বিষয় আমল করতে পারি ইনশাআল্লাহ

১। দুনিয়াকে ভালো ভাবে চিনা দুনিয়া কি এটা বুঝাঃ

আমাদের সবার আগে বুঝা উচিত এই দুনিয়া কি? এর স্বরূপ কি? এটা খুব ভালো ভাবে বুঝা এবং তা আমাদের ইয়াকিনে নিয়ে আসা জরুরী। ইয়াকিন হচ্ছে ইমানের সেই অবস্থা যা আমাদের কাজ কে নিয়ন্ত্রন করে। দুনিয়া কে বুঝা আমাদের জন্য অনেক অনেক জরুরী। কারন এই দুনিয়াই হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার জায়গা। এখন পরীক্ষার জায়গা কেই যদি ঠিক মত আমরা না জানি তাহলে সেটা অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে। আসলে যদি আমরা বাস্তবতা দেখি তাহলে অনেক ভাই আছেন যারা আলহামদুলিল্লাহ পাক্কা দ্বীন বুঝেন এবং আমল ও করেন মাশাআল্লাহ। কিন্তু দুনিয়ার ফিতনা উনাদের কাছে পরিষ্কার না। দুনিয়া এমন একটা কিছু যাকে মুল্য দেয়ার কিছু নাই। যার কোন মুল্য নাই, যেটা ছলনা, প্রতারনা, ধোকা, কৌতুক, নস্ট পচা গলিত মৃত পশুর দেহের মত কিংবা এর চেয়েও খারাপ। দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ অনেক আয়াত নাজিল করেছেন - وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

কিন্তু এই দুনিয়া আমাদের সামনে এক ভিন্ন বাস্তবতা নিয়ে হাজির থাকে। প্রতিটি মানুষের জীবনে যদি ১০০ টি চিন্তা থাকে তবে তার ৮০ টির অধিক চিন্তা থাকে শুধু রিজিক

নিয়ে! সুবহান আল্লাহ! হয়ত সবার না, কিন্তু আম ভাবে আমাদের হাল এমনই। আর এই কথা গুলো বলা অনেক সহজ কিন্তু আমল কঠিন, কারন দুনিয়ার এই বাস্তবতা আসলে আমাদের অস্থি মজ্জায় ঢুকে যায়, আমাদের চারপাশ আমাদের পরিবেশ আমাদের সমস্ত কিছু আমাদের কে শুধু দুনিয়াই শেখায়। তাই প্রথম কাজ - দুনিয়া কে চিনা।আল্লাহ দুনিয়ার যে রুপ আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন তার উপরে ইয়াকিন নিয়ে আসা।

২। আখিরাত কে চিনাঃ দুনিয়ার হাল যখন পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন এর বিপরিতে আল্লাহর ওয়াদা আখিরাত কে ও জানতে হবে। কারন আল্লাহর দুনিয়াকে ঠেলে দিয়ে জান্নাতের ব্যাপারে আগ্রহি হতে বলেছেন। তাহলে আমাদের কে অবশ্যই জান্নাত কে জানতে হবে,এবং জাহান্নামকেও। এখন শুধু জানাই যথেষ্ট না। এটা এমন হতে হবে যে দুনিয়ার কোন হাই স্যালারির চাকরি আমাকে যেমন উৎসাহিত করে জান্নাতের বর্ণনা আমাকে যেন তার চেয়েও বেশি উৎসাহিত করে যদিও আসলে এখানে এই তুলনা টাই ঠিক না। জান্নাত এবং জাহান্নাম কে আমাদের সামনে রেখে বাচতে হবে। জান্নাত এর কথা চিন্তা করে উৎসাহিত হতে

হবে আর জাহান্নামের কথা চিন্তা করে নিজেকে হারাম থেকে নিয়ন্ত্রন করে রাখতে হবে। এই দুই এর ইয়াকিন ছাড়া দুনিয়ার মায়া কাটানো অনেক কঠিন।

৩। মৃত্যু কে বেশি বেশি স্মরন করাঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন - বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরন দুনিয়ার স্বাদ কে নষ্ট করে দেয় (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

৪। দুনিয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের সীমারেখা ঠিক করাঃ আমাদের চাহিদা অফুরান, যা কখনো শেষ হবার না। এই চাহিদাই মানুষ কে দুনিয়াতে ব্যাস্ত রাখে। তাই নিজের চাহিদার উপরে লাগাম পরানো। আমরা যদি আমাদের চাহিদা গুলোকে নিয়ন্ত্রন করতে পারি ইনশা আল্লাহ কমপক্ষে অর্ধেক দুনিয়া আমাদের থেকে সরে যাবে। **যেমন একটা জামার দাম হতে পারে ৫০০০, আবার হতে পারে ৩০০০ আবার হতে পারে ১৫০০ আবার হতে পারে শুধুই ৩০০। এখন আমাদের কে ঠিক করতে হবে আমার দুনিয়ার জন্য আমি কত টুকু বরাদ্দ করব।** এই ভাবে আস্তে আস্তে প্রতিদিন দুনিয়া কে একটু একটু করে কাটা শিখতে হবে,

তাহলে একদিন দুনিয়া মরে না গেলেও অন্তত নিয়ন্ত্রনে থাকবে ইনশা আল্লাহ। এটা একদিনে হবেনা, বরং মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর এমন কি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ভাবে দুনিয়াকে কাটতে হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের জন্য আমাদের কাজ কে সহজ করুন, আর আমাদের ভুল ভ্রান্তি ভরা কাজকে কবুল করুন। আমীন

খাস ভাবে আপনাদের কাছে দুয়ার দরখাস্ত

২৮.ও ভাই আমার, - জান্নাতের চিঠি লিখে গেলাম তোমার কাছে

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

কেমন আছেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা? শুধু বলার জন্য বলা নয়, আসলেই আমি আপনাদের ভালোবাসি, কম অথবা বেশি। ভালোবাসি আল্লাহর জন্যই।

আজ খুব জরুরী এক কথা বলার জন্য এসেছি।

ভাই সময় অনেক কম, কেমন যেন সবাই হুট হাট করেই মরে যাচ্ছে। তার মানে কি আবারও প্রমানিত হয়ে গেলো না যে একদিন আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে? আর আল্লাহ তো তাই বলেছেন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ

আমিই জীবন দেই, আমিই মৃত্যু দেই, আর আমার কাছেই (সবাইকে) ফিরে আসতে হবে।

তাই বলছিলাম ও আমার প্রিয় ভাই, আসেন না, আমরা দ্রুত ফিরে আসি আল্লাহর দিকে। সময় খুবই কম নয় কি! এখনো যে পিছনে পড়ে গেলো সে তো মহা ভুল করে ফেললো! আপনি কি দেখছেন না দুনিয়া ফুঁসে উঠেছে। ধ্বসে পড়ছে যুগের হুবালরা! এই কি মহা রণের মহা প্রস্তুতি নয়? যা বলে গেছেন প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লালহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ভাই আমার, **দেখেন আমরা কত বোকা! তাদের জাতি ভাইয়ের মধ্যে থেকে একজন মরে গেছে তাই তারা আজ সারা দুনিয়ার রাজপথ গুলো কাঁপাচ্ছে, দাপাচ্ছে! এক হয়েছে**

তারা অবিশ্বাসের মাপ কাঠির উপরে। তারা বলছে - "ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার"। কালো মানুষের জীবনের মূল্য আছে।

আরে বাহ! তাহলে শুধু মূল্য নাই বিশ্বাসীর জীবনের! পবিত্র তাওহিদে বিশ্বাসীদের জীবনের তার মানে কোনই মূল্য নাই! সাদার মূল্য খুব আছে, কালোর ও মূল্য আছে, এমনকি নাস্তিকেরও মূল্য আছে শুধু নাই যারা বলে থাকেন - আহাদুন আহাদ! এই কি তাদের অপরাধ যে তারা শুধু বলে আমাদের রব্ব আল্লাহ এবং শুধুই আল্লাহ!

শয়ে শয়ে, না হলো না, হাজারে হাজারে, না এবারো হলোনা, লাখে লাখে আমার মা বোন, বাবা আর ভাইদের এমন কি নিষ্পাপ শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে ফেলা হল -

হায়! তাদের হত্যা কর হলো -

গুলি করে

হাজার পাউন্ড বোমা ফেলে

ভারি ভারি কামান দাগিয়ে

ড্রোন থেকে আগুনের গোলা বর্ষণ করে

আগুন লাগিয়ে দিয়ে

এমনকি কীট পতঙ্গের মত বিষ আর গ্যাস দিয়েও তারা মেরে ফেললো

মেরে ফেললো প্রিয় ভাই আমার। তারা আমার মা, বোনদের ধর্ষণ করে হত্যা করে ফেলে গেলো, এমনকি দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেললো, কখনো আগুনে জ্বালিয়ে দিলো, কখনো পাথর দিয়ে মাথা গুড়িয়ে দিলো, কখনো পানিতে ভাসিয়ে দিলো, কখনো মাটি চাপা দিয়ে দিলো -

আমাদের নিস্পাপ বাবুটা না খেয়ে রাস্তাতেই মরে পড়ে রইল, অবশেষে অভুক্ত পশু তাকে ছিঁড়ে খেতে শুরু করল - হায় পশুটাও কি জানত আমার সেই বাবু আরো বেশি ক্ষুধার্ত ছিলো!

ও আমার ভাইয়েরা - সবার দাম আছে তাহলে দাম নেই শুধু -

আমার মা এর?

আমার বোন এর?

আমার ভাই এর?

আমার বাবা 'র?

আমার নিস্পাপ বাবুদের?

কেন? এই জন্যই কি যে তারা বলে - **তেরা মেরা রিশতা কেয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!**

তাই যদি হয় তবে তো সময় এসেই গেছে -

দেনা পাওনা মিটিয়ে দেয়ার। রক্তের দাগ গুলো শুকিয়ে গেছে বটে কিন্তু মিশে তো আর যায়নি! কিভাবে মিশে যায়! সে যে আমার ভাইয়ের রক্ত, আমার বোনের কিংবা আমার মায়ের রক্ত। সে রক্ত যে আমার ই রক্ত! **তাদের দেহের স্পন্দন থেমে গেছে বটে কিন্তু এই দ্যাখো, এখনো আমার কলিজা তড়পাচ্ছে! তুমি আওয়াজ পাচ্ছো কি আমার ভাই? আমার মত তোমারও কি কলিজাটা এভাবে তড়পাচ্ছে?**

তাহলে চলে এসো জিহাদের কাতারে! আর দ্বিধা কিসের? শংকা কিসের? ভয় কিসের? তারা তো চলে গেছে আমাদের আগে। আর আগে গিয়ে জান্নাতের ফল খাচ্ছে ইনশা আল্লাহ!

কী তোমাকে আটকে রাখলো আমার ভাই? কী তোমাকে দ্বিধায় ফেলে রাখলো? ধোঁকা খেয়ে যেওনা যেন! তারা তোমাকে ছাড়বেনা, কারণ তুমি তো তাদের দলের নও। তুমি তো একজন বিশ্বাসী! তুমি কি তাদের মত কেউ?

আর আমাকে, তোমাকে আল্লাহ কী আদেশ করছেন - শুনেছো?

وَ مَا لَكُمۡ لَا تُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ وَ الۡمُسۡتَضۡعَفِیۡنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الۡوِلۡدَانِ الَّذِیۡنَ یَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَاۤ اَخۡرِجۡنَا مِنۡ هٰذِهِ الۡقَرۡیَۃِ الظَّالِمِ اَهۡلُهَا ۚ وَ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ۚۙ وَّ اجۡعَلۡ لَّنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ نَصِیۡرًا ؕ

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের (রক্ষার) জন্য লড়াই করবে না, যারা দু'আ করছে- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এ যালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকেও আমাদের সাহায্যকারী করে দাও।

তাহলে আর বাধা কিসের? এই দ্যাখো আল্লাহ কী বলছেন?

اِنَّ اللّٰهَ اشۡتَرٰی مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ وَ اَمۡوَالَهُمۡ بِاَنَّ لَهُمُ الۡجَنَّةَ ؕ
یُقَاتِلُوۡنَ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ فَیَقۡتُلُوۡنَ وَ یُقۡتَلُوۡنَ ۟ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقًّا فِی
التَّوۡرٰىةِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ وَ الۡقُرۡاٰنِ ؕ وَ مَنۡ اَوۡفٰی بِعَهۡدِهٖ مِنَ اللّٰهِ
فَاسۡتَبۡشِرُوۡا بِبَیۡعِکُمُ الَّذِیۡ بَایَعۡتُمۡ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِکَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ
﴿۱۱۱﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য (বিনিময়ে) আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। অতঃপর (দুশমনদের) হত্যা করে এবং (নিজেরা) নিহত হয়। এ ওয়া'দা তাঁর উপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে। আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশী নিজ ওয়া'দা পালনকারী? কাজেই তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও, আর এটাই হল মহান সফলতা।

ও ভাই আমার, - আমি যাচ্ছি জান্নাতের দিকে ইনশা আল্লাহ, আমার প্রাসাদ, আমার হুর আল ঈন, আমার জান্নাতি বাগান,

বালা খানা আর আমার রব্ব এর সেই হাসি দেখার জন্য যা দেখার পরে জান্নাতের নিয়ামত ও ম্লান হয়ে যাবে -

ও ভাই আমার, - আমি যাচ্ছি ইনশা আল্লাহ আমার রব্বের আরশের নিচে সবুজ পাখি হয়ে ঝুলে থাকার জন্য -

ও ভাই আমার, - জান্নাতের চিঠি লিখে গেলাম তোমার কাছে -

তুমি আসছ কী?

====

ও আমার আল্লাহ - আপনার কাছেই ভিক্ষা চাই - আপনার পর্যন্ত নিয়ে নিন

২৯.ওয়াল্লাহি এখন ঝাপিয়ে পড়ার সময়! - জিহাদে ...

রমাদান - মুসলিমদের জন্য রক্ত ছলকানোর মাস। আল্লাহ এই রমাদানেই বদর দান করেছিলেন। যাকে বলা হয়েছে পার্থক্যকারী দিন। ঈমান এবং কুফর এর মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালাকারী বদর। কাফের রা চেয়েছিলো তারা এবার ঘটিয়েই ফেলবে, ইসলামে মুছেই ফেলবে। এমনকি তারা

দুয়াও করেছিলো ও আল্লাহ তুমি হক্ক দলটিকে বিজয় দাও (তারা নিজেদের কে হক্ক দল ভেবেছিলো) - বদর অতিবাহিত হয়েছে আর আল্লাহ হক্ক দল কে বিজয় ও দিয়েছিলেন! আর সেদিন মক্কার কলিজার টুকরা রা, শ্রেষ্ঠ সন্তান রা নিক্ষপ্ত হয়েছিলো অন্ধ কুপে! -

ইতিহাস ঘুরতেই থাকে - মানুষ শিক্ষা নেয় না -

আগামীবার ক্ষমতায় এলে রাষ্টধর্ম ইসলামও তুলে দিব - সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত

সুরঞ্জিত, মক্কার কাফেরদের মত তোমার ফায়সালাও হয়ে গেছে - কিন্তু তোমার সাথীরা বুঝবে কি, ইসলাম যে এখনো রয়েই গেলো কিন্তু চলে গেল সে যে কিনা ইসলাম কে তুলে দিতে চেয়েছিলো

ঈমানদার দীনি ভাইয়েরা আমার -

কেন এ কথা বিশ্বাস করবেন না যে কাফের রা, মুরতাদ রা এবং আমাদের দেশের তথাকথিত সরকার আমাদের দ্বীন ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তারা আমাদেরকে ঈমান হারা

না করে অবসর নিবেনা। তারা এই পথ কেই বেছে নিয়েছে। এটা ই তাদের কাজ। **এটার জন্য তারা বেতন প্রাপ্ত হয়। তাদের স্ত্রীরা ভালো শাড়ি আর ভালো গয়না পায় এ কারনে যে তারা আল্লাহর দ্বীনের সাথে শত্রুতা করবে। তাদের সন্তান রা ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় এজন্য যে তারা সততার সাথে মুজাহিদিন দের ধ্বংস করার কাজে ব্যাস্ত থাকবে! তবুও কি আমার আপনার রক্ত গরম হয়না! মুসলিম উম্মাহ কে রক্তাক্ত করে তারা মজা পায়! তাদের নেতার নামে কটুক্তি হলে তাদের সহ্য হয়না কিন্তু মুহাম্মাদ রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে কটুক্তি করলে তাদের গায়ে লাগে না। আমি আর আপনি কি মায়ের দুধ খাইনি?**

আবার ও জিজ্ঞেস করিনি মায়ের দুধ কি আমরা খাইনি? কাফের রা, আর তাগুত রা, আর মুরতাদ রা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জমিনের উপরে চরে বেড়ায় তাহলে আমরা এখনও জমিনের উপরে কেন! **এমন জিল্লতি অপেক্ষা জমিনের নিচটাই হয়ত আমাদের জন্য উত্তম হত!**

প্রিয় দীনি ভাইয়েরা আমার - যুদ্ধের দামামা বেজে গেছে,

এখন বসে থাকবেন নাকি উঠে দাড়াবেন সিদ্ধান্ত আপনার। কিন্তু মনে রাখবেন আল্লাহর দুশমন রা আপনাকে কোন সুযোগ দিবেনা, **গুজরাটে দেয়নি, কাশ্মিরে দেয়নি, আরাকানে দেয়নি,শামে দেয়নি, ফিলিস্তিনে দেয়নি, ইরাকে দেয়নি, চেচনিয়ায় দেয়নি, উইঘুরে দেয়নি, মালিতে দেয়নি -** **আপানাকেও দিবেনা, লিখে রাখেন।**

প্রশ্ন আসতে পারে, ভাই কি করব? - সবার আগে নিজের ঘর কে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজেকে একজন মুজাহিদ হিসেবে তৈরি করেন, নিজের বিবি কে একজন মুজাহিদা বানান, নিজের সন্তান কে একজন জানবাজ মুজাহিদ হিসেবে ট্রেনিং দেন। ঈমান কে মজবুত করেন। ঈমান এবং কুফর এর লড়াই কে পরিষ্কার ভাবে চিনে নেন। কোন পক্ষ ঈমান এবং কোন পক্ষ কুফর তা বুঝে নেন।

কথা গুলো এলোমেলো, কবিতা নয় কিংবা সুন্দর কোন গল্প মত নয় - ভাই আমার, যুদ্ধের ময়দানে কবিতা আশা করা কঠিন!

হে আমার ভাই, **ওয়াল্লাহি এখন ঝাপিয়ে পড়ার সময়! - জিহাদে** ...

৩০.কত সহজ অথচ কত বিশাল!!!

সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহ্*র জন্য।

আজ আপনাদের সাথে অদ্ভুত সুন্দর এক হাদিস শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ ..

হাদিস টি সাহিহ বুখারির

كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن:
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

কালিমাতান.. খাফিফাতান আ'লাল লিসান.. থাকী'লাতান ফিল মিঝান... হা'বিবাতান ইলার রাহ'মানঃ সুবহা'নাল্লাহি ওয়াবি হা'মদিহি সুবহা'নাল্লাহিল আ'জিম

রাসুল (সাঃ) বলছেন, "কালিমাতান" .. দুটি কালিমা আছে.. দুটি শব্দ আছে.. "খাফিফাতান - আ'লাল লিসান" .. এমন দুটি শব্দ যা জিহব্বায় (উচ্চারনে) খুব সহজ খাফিফাতান .. খুবই সহজ, একেবারেই হালকা .."থাকী'লাতান ফিল মিঝান" সেই শব্দ দুটি মিঝানে (পাল্লায়) অত্যন্ত ভারী .. দুইটা কালিমা বা শদ আছে এমন যা উচ্চারন করা খুবই সহজ কিন্তু মিঝানে বা পাল্লায় অনেক ভারী। এবং বিভিন্ন শায়েখগণ এই ভারী কে ব্যাখ্যা করেছেন, পাল্লায় ভারী কিন্তু কত ভারী? শায়েখ রা বলেছেন *এই ভারী হচ্ছে তার চেয়েও বেশী ভারী যত আপনি কল্পনা করতে পারেন! অর্থাৎ আপনি যতই ভারী মনে করেন না কেন পাল্লায় এটা তার চেয়েও বেশি ভারী হবে!* সুবহানাল্লাহ!

কিন্তু এটাই শেষ না, বরং হাদিসের সবচেয়ে সুন্দর অংশ হচ্ছে এখন! "হা'বিবাতান - ইলার রাহ'মান"

আসেন, এইখানে আমরা একটু সময় নেই, কথা টা খেয়াল করি.. "হা বি বা তা ন - ই লা র রাহ' মা ন" রহ'মান এর কাছে যা অত্যন্ত প্রিয়, প্রিয় শব্দ টা হা'বিবাতান এর যথাযথ

ভাব প্রকাশ করতে পারেনা, বরং বলি অত্যন্ত মুহাব্বাতের। অর্থাৎ এই কালিমা দুইটা আল্লাহ্*র কাছে অত্যন্ত মুহাব্বাতের!

ভাই, আল্লাহ্* যদি আজ আমাদের কারো কাছে এমন ওহী করেন, "হে ফুলান, আমার কাছে এই জিনিষ টা অত্যন্ত মুহাব্বাতের!" আমি বা আপনি কি করবো? মনে হচ্ছে না, কি করবো মানে? সব কুরবান করে দিবো! ভাই কিচ্ছুনা, মাত্র ৫ সেকেন্ড! *তাজ-উইদ সহ পড়লেও মাত্র ৫ সেকেন্ড! যা আল্লাহ্*র কাছে অত্যন্ত মুহাব্বাতের! বুখারী, সাহিহ বুখারী!* আল্লাহ্* কি বলেন নি রাসুল (সাঃ) তাই বলেন যা আল্লাহ্* বলতে নির্দেশ করেন ..

কত ছোট অথচ কত বিশাল তাই না!

ভাই আমাদের রব আমাদের প্রতি অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। কত অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে যান তার একটা প্রমান তো পেয়েই গেলাম, মাত্র ৫ সেকেন্ড! আমরা আলহামদুলিল্লাহ আজ অনেক বড় বড় কাজ করি, আল্লাহ্* কবুল করুন কিন্তু বড় কাজের ফাঁক ফোঁকরে এই ৫ সেকেন্ড গুলো যেন

হারিয়ে না যায়।

আল্লাহ্* বান্দার অসহায়ত্ব, দীনতা পছন্দ করেন...

ধরেন, কোন উপলক্ষে আপনার জন্য ভাইরা হাদিয়া নিয়ে আসছেন, সবাই এক এক করে আসছেন আর আপনাকে হাদিয়া দিয়ে মুসাফা করে চলে যাচ্ছেন। বড় বড় সব হাদিয়া! আপনি প্রথম থেকে লক্ষ করেছেন, একদম এক কোনে সাদা মাটা এক ভাই দুই হাত পিছনে লুকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, আর একটু পর পর আপনার দিকে তাকাচ্ছে। চোখে চোখ পড়লে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে, সবাই চলে গেলে আপনি যখন সেই ভাই এর কাছে গেলেন সেই ভাই একেবারে লজ্জায় খুব ছোট হয়ে গেল, আপনি জিজ্ঞেস করলেন,কি ব্যাপার ভাই আপনার এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? ভাই বললো, "ভাই আমি তো আপনার জন্য একটা হাদিয়া নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু এখন অন্য ভাই রা এত বড় বড় হাদিয়া নিয়ে আসছে যে এখন আমি আমার হাদিয়া নিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেছি" আপনি জিজ্ঞেস করলেন," কই ভাই দেখি আপনি কি নিয়ে আসছেন? ভাই খুব লজ্জার সাথে পিছন থেকে হাত টা বের করে আনলো, আপনি দেখলেন

ভাই এর হাতে খুব সুন্দর করে মুড়ানো ছোট্ট একটা আতর! আপনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে, *সেই আতর টাই হবে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হাদিয়া!*

কেন? এটা আতর তাই? না...

প্রথম কারনঃ সেই ভাই নিজেকে উনার ছোট হাদিয়ার জন্য এমন ছোট করে রেখেছিলেন যে সেটাই আপনার কাছে সব্বচেয়ে বড় হয়ে গেছে, কারন এখনে হাদিয়া মুখ্য না, মুখ্য হচ্ছে ভাই এর অন্তরের সেই সংকোচ, সেই দীনতা। আর সেই ভাই এর প্রতি আপনার ভালোবাসা এই দীনতা দেখে এক মুহূর্তে সেই হাদিয়ার মুল্য কে বিশাল করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় কারনঃ ভাই জানেন যে এটা একটা ছোট্ট আতর ছাড়া কিছুই না, তবুও তিনি এটাকে আপনার কাছে আরো সুন্দর করার জন্য এটাকে খুব যত্ন করে রঙ্গিন একটা কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। ভাই এর আন্তরিকতা এর মুল্য কে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

এবার বলেন তো ভাই, আল্লাহ্* আপনাকে যেই ভালোবাসা

দিয়েছেন সেই ভালোবাসা ব্যাবহার করে একটা আতর যদি আপনার কাছে এত প্রিয় হয়ে যায়, সেখানে সমস্ত ভালোবাসা যে আল্লাহ্* নিজের কাছে রেখেছেন সেই আল্লাহ্*র কাছে এই কালিমা দুটি কত প্রিয় হতে পারে!

তাই নয়, আর যদি খুব লজ্জা আর বিনয়, আর সংকোচ নিয়ে যদি এই কালিমা দুটি বলা হয় তাহলে তা কত প্রিয় হতে পারে!

তাই নয়, আপনি কিন্তু এই ভাই কে বলেন নি যে, এই আতর আমার কাছে *"হাবিবাতান"* কিন্তু আল্লাহ্* নিজে যেখানে বলে দিয়েছেন, এই কালিমা দুইটা আমার কাছে *হাবিবাতান..* তাহলে তা আসলে কত প্রিয় হতে পারে!

তাই নয়, আল্লাহ্*র কি আসলেই এমন কিছু প্রয়োজন আছে, যা আল্লাহ্*র কাছে প্রিয় এবং সেটা আমাদের কাছে থেকে আল্লাহ্* চান, না কক্ষনো না, আল্লাহ্*র তাসবীহ পাঠ করার জন্য তো বিলিওন বিলিওন ফেরেশতা আছেনই! তাহলে কেন?

এটাই হচ্ছে সবচেয়ে অন্তর প্রশান্ত করা বিষয়, আর তা হচ্ছে, কারন আল্লাহ্* আপনাকে আল্লাহ্*র সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করার, আল্লাহ্*র সাথে মুহাব্বাতের সম্পর্ক তৈরি করার সুযোগ দিতে চান! আল্লাহ্* চান আপনি আল্লাহ্* কে মুহাব্বাত করতে পারেন! আল্লাহু আকবর! *এরচেয়ে মধুর আর কোন সম্পর্ক কি হতে পারে! বান্দা আর আল্লাহ্*র সম্পর্ক!* আল্লাহ্* জানেন তার বান্দা বড়ই গাফেল, এজন্য আল্লাহ্* মাত্র ৫ সেকেন্ড করে দিয়েছেন! মাত্র ৫ সেকেন্ড .. আল্লাহ্* বলছেন এই কালিমা দুইটা আমার অনেক মুহাব্বাতের ... আর আপনি যদি আল্লাহ্*র মুহাব্বাতের সেই জিনিষ কে কুড়িয়ে কুড়িয়ে আল্লাহ্* কে দিয়ে দেন, তবেই না আল্লাহ্*র সাথে আপনার মুহাব্বাতের সম্পর্ক হয়ে গেল!

ও ভাই, এত কিছু মাত্র ৫ সেকেন্ড.. ও ভাই মাত্র ৫ সেকেন্ড... সুবহা'নাল্লাহি ওয়াবি হা'মদিহি সুবহা'নাল্লাহিল আ'জিম! আর এভাবেই ৫ সেকেন্ড ৫ সেকেন্ড করে করেই এক দিন দেখবেন আপনার দিল আল্লাহর সাথে এত মুহাব্বাতের সম্পর্ক হয়ে গেছে যে, আপনি তখন আপন মনে বলে উঠবেন, ইয়া রব্ব আপনি কি আমার প্রতি রাজি! আমি

আপনার উপর রাজি.. আপনি বলবেন ইয়া রব্ব, আপনি কি আমার উপর রাগ হয়েছেন, আপনি যদি আমার উপর রাগ হন তাহলে তো আমি ধ্বংস হয়েই গেলাম আর আপনি আমাকে মাফ করে দেন তবে আমি আপনার রহমতের ভিখারী! *আল্লাহ্*র সাথে দিলের সম্পর্ক!*

আর সবশেষে

"আল্লাহ্*র স্মরনেই আছে অন্তর সমূহের প্রশান্তি"

৩১.করোনা লকডাউন এবং এক ভাইয়ের প্রশ্নঃ "এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?"

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্ললাহ

মহান আল্লাহর স্মরণের সাথে শুরু করছি। যে আল্লাহর স্মরণ এই নগন্য, হীন বান্দারা ভুলে যায় কিন্তু মহান আল্লাহ

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ভাবে তাঁর বান্দাদের ফিরিয়ে আনেন তাঁর স্মরণের দিকে। এটি এজন্য নয় যে বান্দার স্মরণ আল্লাহর প্রয়োজন (নাউজুবিল্লাহ) বরং এটি এজন্য যে, আল্লাহ জানেন, বান্দাহর বড় প্রয়োজন আল্লাহকে। আল্লাহ ব্যাতিত আর কে আছে যে বান্দাহকে পথ দেখাতে পারে? হেদায়েতের পথে পরিচালিত করতে পারে? আল্লাহ ব্যাতিত কে এমন আছে যে রিজিক দিতে পারে? নিরাপত্তা দিতে পারে? আসমান যদি খুলে যায় আর প্রবল বেগে বর্ষণ সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ ব্যাতিত বান্দাহকে বাঁচানোর আর কে আছে? কিংবা সাগর যদি উত্তাল হয়ে উঠে আর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখনই আল্লাহ ব্যাতিত কে আছে যে এই প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মুখে লাগাম পরায়! **কেউ নেই। কারো সাধ্য নেই!**

এই সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং এর পরিচালনার সুবিশাল দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন! **বড় আফসোস আমরা দুনিয়ার বড় বড় রাজা বাদশা চিনি যারা মরে যায়, পচে যায়, মাটির সাথে মিশে যায় অথচ মালিকদের মালিক - মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাহ কে চিনি না!**

অতঃপরঃ

এক ভাই জিজ্ঞেস করলেন, "**ভাই এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?**" ভাইয়ের প্রশ্নটা বেশ ভারী। এতবড় প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সামর্থ্য আমার মত নগন্যের নাই। তবে প্রশ্নটা আমার পছন্দ হয়েছিলো আলহামদুলিল্লাহ। একই সাথে বেশ কিছুদিন ধরে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা করছিলো। এই দুই মিলিয়ে আজ এই লেখার নিয়াত করেছি। আল্লাহ তাউফিক দাতা।

১। করোনা ভাইরাস নিয়ে অধমের কিছু চিন্তাঃ

প্রথম যখন আমি এটির ব্যাপারে শুনি তখন আমি এটির দিকে তেমন কোন মনোযোগ দেইনি। এমনকি আমি এটার কোন সংবাদ ও শুনতাম না আগ্রহ ও ছিলোনা। এতটুকুই যে খুশি লাগতো আল্লাহর দুশমনেরা মারা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন আমি এটার কোন খবরও দেখিনি। কিন্তু আস্তে আস্তেএমন হতে থাকলো যে সারা দুনিয়া এটা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে উঠলো। বাংলাদেশের দুয়ারেও এসে হাজির হল। যা হোক, আমি সে

গল্প এখানে বলতে আসিনি, এখন এগুলো সবাই জানেন। আমি করোনার ব্যাপারে যতই দেখলাম ততই আমার কাছে বিষয়টা খুব অদ্ভুত ঠেকলো। আরো অবাক হলাম যখন দেখালাম এই একই কথা আরো অনেকেই বলছে।

এমন জিনিষ যা কিনা চোখে দেখা যায়না, এই ক্ষুদ্র জিনিষটাই সারা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিলো, অস্থির করে তুললো। সুপার পাওয়ার দাবি করা রাষ্ট্র গুলো, নিজেদের সভ্যতার প্রতীক দাবি করা ইউরোপ দিনে দুপুরে হাটু ভেঙ্গে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে গেলো। নিজেদের বিশাল সামরিক বাহিনী, আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স সব কিছু নিজ নিজ জায়গায় পড়ে থাকলো, কেউ কিচ্ছু টেরও পেলোনা, সুযোগ ও পেলোনা, আঘাত করলো এই অদৃশ্য ভাইরাস! এ সব দেখে আমার মনে হলো এটি আল্লাহর সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনি ব্যাতিত আর কেউই জানেনা।

কেনই বা ভাববোনা? আপনি লক্ষ্য করেন,

আঘাত করার কৌশল

আঘাতের তীব্রতা

আঘাতের ভয়াবহতা

নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করে নেয়ার কৌশল

কোন একটি নির্দিষ্ট টার্গেট নয় বরং একই সাথে মাল্টিপল টার্গেটকে ধসিয়ে দেয়ার ধরণ

ভীতি সৃষ্টি করার নমুনা

প্রভাব বিস্তার করার উদাহরণ

দিনে দুপুরে কিভাবে শত্রুপক্ষকে তার সমস্ত শক্তিকে কচু দেখিয়ে, শত্রুপক্ষের সমস্ত উপকরণ, সৈন্য সামন্তের সামনে দিয়ে এমন আক্রমন - তা শুধু আল্লাহর সেনাবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব!

দুনিয়ার সমস্ত পরাশক্তি গুলোর শক্তির ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে, নিজেদের জায়ান্ট ইকোনমি দাবি করা রাষ্ট্রগুলোর ইকোনমির দফা রফা করে দিয়েছে, সভ্য দাবি করা এই সমাজের সমস্ত ঠুনকো মুল্যবোধকে উড়িয়ে দিয়ে তাদের ভিতরের স্বার্থপরতা বের করে দিয়েছে। এমন কোণ সেক্টর নাই যেখানে আঘাত করেনি এই বাহিনী!

সামরিক, অর্থনৈতিক, পোশাক শিল্প, জনসম্পদ, টেকনোলজি, ট্যুরিজম, জঘন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, জুয়ার জগত, খেলাধুলা কোন

কিছুই বাদ নাই! এ সমস্ত কিছু দেখে শুধু একটা কথাই মনে আসে আর তা হচ্ছে, এ হচ্ছে সামান্য এক ভাইরাস যা আল্লাহর হুকুমে কাজ করে যাচ্ছে। **সামান্য ভাইরাসই যদি এই অবস্থা করতে পারে তাহলে কি হবে যদি আল্লাহ এক প্রবল হুংকার দেন!**

কি অদ্ভুত, এত কিছুর পরেও আমরা আল্লাহর মুকাবেলায় নিজেদের দাঁড় করিয়ে নেই! আল্লাহকে পরিত্যাগ করে এসব কীটপতঙ্গের মত নগন্য মানুষকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে নেই!

২। "ভাই এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?"

উপরের আলোচনা করার আরেকটা উদ্দেশ্য ছিলো যেন এই প্রশ্নের উত্তর কিছুটা সহজ হয়। নিঃসন্দেহে করোনা ভাইরাস আমাদের জন্য সতর্কবার্তা। যারা এখান থেকে সাবধান হয়ে যাবে তাদের জন্য এটি সফলতা আর যারা নিজেদের শুধরে নিবেনা তারা আসলে ধ্বংসের উপরে আরো ধ্বংস চাপিয়ে নিলো।

করোনা ভাইরাসের এই সংকট কালে কোন কাজটি সবচেয়ে ভয়াবহ? বাজারে যাওয়া? মাস্ক না পরা? বার বার সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া? নিরাপদ দূরত্ব বজায় না রাখা? - না এগুলো কোনটাই না। **বরং সবচেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে, এমন কঠিন আযাবের সময়েও পাপে ডুবে থাকা, পাপ থেকে সরে না আসা।** আল্লাহর কদর অনুযায়ী কোন একটি কাজ একেক জনের জন্য একেক উদ্দেশ্য পূরন করে, কারো জন্য যদি আযাব হয়,কারো জন্য হেদায়েতের কারণও হয়। বিশ্বাসীদের জন্য, বালা মুসিবতের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য যে সে পাপের পথ থেকে ফিরে আসবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

‘তারা কি লক্ষ্য করে দেখে না যে, প্রতিবছর তাদের উপর দুই-একবার বিপদ আসছে? এরপরও ওরা তওবা করে না, উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না।’ (সুরা আত-তাওবা, আয়াত:১২৬)

রাসুল সাঃ হাদিসে এসেছে, দুর্যোগ বা এমন মহামারী'র সময়ে যে নিজেকে সংশোধন করে নিলোনা বরং পাপের

উপরেই অটল থাকলো সে প্রকৃত অর্থেই ধ্বংস হয়ে গেছে! তাই করোনা সময়ে মুমিনের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর বিপদের কথা, সাবান দিয়ে হাত না ধোয়া নয়, বরং পাপ থেকে ফিরে না আসা, পাপ পরিত্যাগ না করা, তাওবাহ না করা। **দেখেন, মহামারী আসার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে - ব্যাপক হারে অশ্লীলতার প্রচার। এখন মহামারীর মধ্যে বসে থেক দিন রাত সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে কেউ যদি অশ্লীলতা থেকে না বের হয়ে আসে তবে কি আশা করা যায়!** আমি, আপনি দিনে ১০০ বার স্যানিটাইযার দিয়ে হাত পরিষ্কার করলেন, কিন্তু আমাদের চোখ অশ্লীল দৃশ্য থেকে সরলোনা, তাহলে নিশ্চিত থাকেন আমরা করোনা সংক্রমন অপেক্ষা ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছি!

সুরা আনয়ামের ৩ টি আয়াতের মধ্যে আল্লাহ এই সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে কতই না পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন! আল্লাহ বলেন -

وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ

আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর

প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা বিনয়ের সাথে নতি স্বীকার করে। [সুরা আন’য়াম ৬:৪২]

فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন তারা নম্রতা এবং বিনয় প্রকাশ করলোনা ? বরং তাদের অন্তর আরো কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল। [সুরা আন’য়াম ৬:৪৩]

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ

অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। [সুরা আন’য়াম ৬:৪৪]

আল্লাহ আগের জাতির কথা উল্লেখ করে বলছেন, তারা যখন

নবী রাসুল প্রেরনের পরেও অবাধ্য হয়েই যাচ্ছিলো তখন আল্লাহ তাদের ওপর বিপদ, মহামারী দ্বারা পাকড়াও করেছিলেন, যেন তারা বাধ্য এবং অনুগত হয়। অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরে আসে। অতঃপর আল্লাহ জানাচ্ছেন তাদের অবস্থাটা কেমন হয়েছিলো। তারা না নতি স্বীকার করেছিলো, না তারা তাদের পাপ পরিত্যাগ করেছিলো। বরং এই বিপদের মধ্যেও শয়তান তাদের পাপ কাজগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেখাচ্ছিলো যেন তারা এই পাপ আরো বেশি, বেশি করে করতে থাকে। এতে করে তাদের অন্তর আরো কঠিন হয়ে গেলো এবং সব শেষে তাদের পরিণতি কি হয়েছিলো? আল্লাহ আবার তাদেরকে আরো কঠিন এক পাকড়াও করলেন, চূড়ান্ত আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন এবং তারা সেই অবাধ্যতার উপরেই ধ্বংস হয়ে জাহান্নাম নিশ্চিত করে নিলো!

আমরা ভেবে দেখি আমাদের অবস্থা এমন কিনা?

কিছুদিন আগে নিউজে দেখলাম যে, ঘরে থাকার এই সময়ে নোংরা ফিল্ম জগতের কোন এক প্রতিষ্ঠান তাদের দর্শকদের জন্য নোংরা ছবি দেখার সাবস্ক্রিপশন ফ্রি করে দিচ্ছে! চিন্তা

করা যায়!

তাহলে প্রশ্নটিতে ফিরে আসি - "ভাই এই লকডাউনের সময়টাতে আমরা কিভাবে কিছু দাওয়াতি কাজ করতে পারি?"

সবার আগে আমরা পাপ পরিত্যাগ করা এবং তাওবাহ এর দাওয়াত নিয়ে কাজ করতে পারি ইনশা আল্লাহ। এরপরে তাওহিদের দাওয়াত দিতে পারি, আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি ইনশা আল্লাহ। **এই কঠিন অবস্থায় মানুষ কিছু আশা চায়, ভরসা চায়। তাদেরকে আল্লাহর দিকে নির্দেশ করে দেয়া, একমাত্র আশা ভরসার স্থান চিনিয়ে দেয়া।** কিভাবে মানুষের উপরে রব সেজে বসে থাকা এই সিস্টেম এই তাগুত রা আজ মানুষের কোন উপকারই করতে পারছেনা তা দেখিয়ে দেয়া। প্রকৃত অর্থে এটা কতবড় প্রতারণা, কতবড় ছলনা তা জানিয়ে দেয়া! তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর দিকে বিনীত ভাবে ফিরে আসার আহবান জানানো। এটি স্মরণ করিয়ে দেয়া, সামান্য করোনা সংকটে এই তাগুতি সমাজ ব্যাবস্থা আজ এত অসহায় তাহলে আল্লাহর সামনে যেদিন সবাই দাঁড়িয়ে যাবে

সেদিন তারা আমাদের কি উপকারে আসবে? তাহলে কেন আমরা আল্লাহ কে ছেড়ে এই তাগুতদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহন করলাম? বাস্তবে তারা তো নিতান্তই অসহায়! সামান্য এক ভাইরাস যা চোখেই দেখা যায়না এত ক্ষুদ্র, এমন কিছুর মোকাবেলায় যদি তারা আমাদের সুরক্ষা দিতে ব্যার্থ হয় তবে এটা কিভাবে মেনে নেয়া সম্ভব যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে তারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে? তাহলে কেন আজ আমরা আল্লাহর নির্দেশনা অমান্য করে তাদের নির্দেশনা মেনে চলব? আমাদের ভালো মন্দের উপরে তাদের কি কচু অধিকার? তারা নির্লজ্জ, মিথ্যাবাদী, স্বার্থলোভী শয়তানের আউলিয়া ছাড়া আর কিছুই না!

একই সাথে এই জঘন্য পাপে ডুবে থাকা সমাজ ব্যাবস্থার আসল চিত্র দেখিয়ে দেয়া। কুরআন এবং সুন্নাহ'র আলোকে বর্তমান দুর্দশার কারণ দেখিয়ে দেয়া। দেখিয়ে দেয়া কিভাবে রাসুল সাঃ মহামারীর কারণ সমূহ উল্লেখ করে গেছেন আর সেই সমস্ত কারণ গুলোই এই সমাজ এবং রাস্ট্র ব্যাবস্থা আমাদের উপরে চাপিয়ে দিয়েছে! আল্লাহর রাসুল বলেছেন,

‘যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে,

তখন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করে, যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিল না।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪০১৯)

আজ কি আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যাবস্থা এই কাজটিই করছেনা? দেখিয়ে দিন, চোখে আঙ্গুল দিয়ে।

অধিকাংশই আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ এর জীবন্ত সান্নিধ্য বঞ্চিত, এই সুযোগে সাধ্যমত কুরআন এবং সুন্নাহকে অন্যদের সামনে জীবন্ত ভাবে পেশ করার চেস্টা করেন ইনশা আল্লাহ।

একই সাথে সামনের দিনের অনাগত ফিতান সম্পর্কে এবং প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে যাওয়া বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। জানান এই ফিতানের পড়ে বরং ঢেউ এর মত এর চেয়ে আরো ভয়ংকর ফিতান আসবে, আসতেই থাকবে। আর সেই ফিতানের মুকাবেলায় শুধুমাত্র ঈমানই কাজে আসবে, অন্য কিছু নয়। তাই সেই ফিতানের প্রবল তোড় আসার আগেই আমরা যেন ঈমান মেরামত করে নেই।

নিশ্চয়ই দাওয়াতের পরিধি অনেক বিশাল, সামান্য ক' লাইনে তা তুলে ধরা অধমের পক্ষে সম্ভব না। **তবে অবশ্যই দাওয়াতি কাজের প্রথম লক্ষ্য থাকা উচিৎ, বিশুদ্ধ তাওহিদের দাওয়াত এবং তাগুতকে অস্বীকার করার দাওয়াত। কুরআন এবং সুন্নাহ এর সাথে পরিচিত হবার দাওয়াত।**

৩। শেষ কথাঃ

এই ফোরামে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভাই আছেন। আল্লাহ যাদের সামনে এই লেখাটি উপস্থাপন করবেন তাদের মধ্যে থেকে ১ জন ভাই কমপক্ষে ১ জন ভাই এর কাছে এই দাওয়াত দিতে পারেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ যাকে হেদায়ের দেয়ার তাকে হেদায়েত দিবেনই। কেমন হয় যদি এই সমস্ত হেদায়েতের কাজ এবং এর সাওয়াব আল্লাহ আপনার জন্যই বরাদ্দ করে দিবেন! হতেই পারে আল্লাহ আপনাকেই এ কাজের জন্য পছন্দ করে রেখেছেন, শুধু আপনার কদম উঠানোর অপেক্ষা।

পরিশেষে, করোনা নিয়ে সতর্ক হবার দরকার আছে কারণ তা সুন্নাহ। তবে করোনা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নাই। ভয়

তো শুধু আল্লাহর জন্য। করোনা যদি আমাদের সংক্রমন না করে আর আমরা যদি আল্লাহর নিকট তাওবা করতে থাকি, আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে আশ্রয় চাইতেই থাকি তাতেও আমাদের লাভ। করোনা যদি আমাদের সংক্রমিত করে আর আমরা যদি সবর করি, ইবাদতে মশগুল থাকি, রাসুল সাঃ বলেছেন এমন কাজ রাসুলের দিকে হিজরত করার মত সাওয়াব! আর আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা যদি সবরের সাথে করোনা সংক্রমিত হয়ে মারা যাই তাহলে শহিদ ইনশা আল্লাহ!

আমাদের ক্ষতি কোথায়? আমরা শুধু ক্ষতি আর ভয় এজন্য দেখি কারণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাঃ আমাদের এই মহামারির দিকে যেভাবে তাকাতে বলেছেন আমরা সেভাবে তাকাইনা, বরং শয়তানের আউলিয়ারা আমাদের যেভাবে তাকাতে বলে সেভাবে তাকাই আর সেজন্যই আমরা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করি। কারণ নিরাপত্তা তো শুধুই আল্লাহর কাছে।

তাই --

ফাফিররু ইলাল্লাহ, ফাফিররু ইলাল্লাহ, ফাফিররু ইলাল্লাহ ...

৩২.কাম অ্যান্ড ফাইট মি

সাইয়েদিনা হূদ (আঃ) এর কওম এর ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন তাদের মত প্রভাবশালী, শক্তিশালী দুনিয়াতে আর কোন কওম আল্লাহ বানাননি। আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন দৈহিক শক্তি এবং প্রতিপত্তি। আদ জাতির এই শক্তির কথা আল্লাহ নিজেই আমাদের জানিয়েছেন। এই আদ জাতি যখন হূদ (আঃ) এর কোন ভালো কথাতেই কান দিলোনা আর তাদের গর্ব অহঙ্কারে বুঁদ হয়ে থাকলো সাইয়েদিনা হূদ (আঃ) তারা যা নিয়ে অহঙ্কার করতো সেটাকেই চ্যালেঞ্জ করে বসলেন, বললেন আমি একা আর তোমরা সবাই এবং আমাকে প্রস্তুতি গ্রহনের কোন সময় দিয়োনা - **"কাম অ্যান্ড ফাইট মি"** পুরা একটা জাতির বিরুদ্ধে হূদ (আঃ) বললেন "আমাকে প্রস্তুতি নেবার/প্রস্তুত হবার কোন সুযোগ পর্যন্ত দিওনা, দিনে কিংবা রাতে - পারলে আমাকে পরাজিত কর!"

সুবহানআল্লাহ পুরা আদ জাতি মিলে হূদ (আঃ) পরাজিত করতে পারা তো বহুত দুরের কথা - তাফসির বলছে "হূদ (আঃ) এর কেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি তারা" আর তা কেন? হূদ (আঃ) কিসের ভরসায় এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন?

হূদ (আঃ) বলেছিলেন - **"ইন্নি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রব্বি ওয়া রাব্বিকুম" আমি ভরসা করলাম আমার এবং তোমাদের রবের উপর!**

হায়! আদ - শেষ পর্যন্ত তাদের পরিনতি কি হয়েছিলো? আল্লাহ তাদের ধংসের বিবরন দিয়ে বলছেন, "তুমি তাদের কাউকে রক্ষা পেয়ে বেচে থাকতে দেখছো কি?"
(আল হাক্কাহ - ৮)

আল্লাহ ওয়াদা করেছেন - তিনি কাফিরদের ধ্বংস করেই ছাড়বেন, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তিনি তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করেই ছাড়বেন, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তিনি তাদের কে জাহান্নামে একত্রিত করবেন

আমরা বলি, ওহে, আল্লাহর দুশমনেরা, আমরাও অপেক্ষায়

আছি তোমরাও অপেক্ষায় থাকো - খুব শীঘ্রই আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন!

৩৩.কিছু কথা আমার জন্য এবং আমার প্রিয় ভাইদের জন্য -

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আমার জন্য এবং আমাদের জন্য নিজের কিছু কথা - আমি আশা রাখি আল্লাহ এর মধ্য থেকে আমাকে কল্যান কিছু দান করবেন।

দ্বীন বুঝার প্রথম দিকে কিছু আয়াত আমাকে খুব হিট করে - সুরা আস সফ এর ১০ থেকে ১৩ এই আয়াত ৩ টা আমার কাছে এত ভালো লাগে যে, বলার মত না। খুব ছোট ছোট আয়াত অথচ অনেক অনেক ভারী - আসলে আমরা আল্লাহর কথার দিকে মনোযোগ দেইনা যে কথা টা কি এবং আরো যেটা মনোযোগ দেইনা সেটা হচ্ছে কথা টা কার!

আল্লাহ মুমিনদের জন্য জিব্রিল আলাইহিস সালাম কে দিয়ে একটা ব্যাবসার অফার পাঠালেন - শুধু মুমিনদের জন্য - ইয়া আইয়ু হাল্লাজিনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আল তিজারাত - মানে এই অফার অন্য কারও জন্য না। শুধুই মুমিনদের জন্য। আর এই অফার আল্লাহ শেষও করেছেন মুমিনদের উল্লেখ করে - ওয়াবাশশিরিল মুউ'মিনিন।

আলহামদুলিল্লাহ আশা রাখি যে আমরা আল্লাহর সেই ব্যাবসার উপরে আছি ইনশাআল্লাহ - আমরা অন্য কারো ব্যাবসা করিনা, সরাসরি আল্লাহর ব্যাবসা করি। বাস্তব! ওয়াল্লাহি আল্লাহ তাই বলেছেন - "তিজারাত" এই এই আয়াত জিবরিল আমীন আলাহিস সালাম ই নিয়ে এসেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনের জন্য!

কোন এক দিন কুরআন পড়ছিলাম - হঠাত একটা আয়াত চোখে পড়ল - সুরা আলইমরান ১৭৫ -

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

এই যে এই শয়তান তোমাদের কে তার আউলিয়াদের

ব্যাপারে ভয় দেখায় - তাদের কে ভয় পাবার কোন দরকার নাই - বরং আমাকেই ভয় কর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো! আজিব এক আয়াত!!!

আল্লাহ বলতেসেন - এই র*্যাব, ডিবি, হেনো তেনো এদের ব্যাপারে শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় - তাদের ভয় পাবার দরকার নাই, বরং আমাকেই ভয় কর। অদ্ভুত - আল্লাহ সোজা সাপ্টা বলে দিচ্ছেন - তারা হচ্ছে শয়তানের চ্যালা চামুন্ডা তাদের কে ভয় পাবার কোন দরকার নাই। ভাই এখানেও সেই একই সমস্যা। আল্লাহ বলে দিলেন ভয় পাবার দরকার নাই, কিন্তু আমরা আবার ও মিস করি কথাটা কার। আল্লাহ বলে দিয়েছেন ভয় পাবার দরকার নাই - ব্যাস কথা এখানেই শেষ। **আমাদের কে আল্লাহর কালামের উপর ইয়াকিন রাখতে হবে। আর ইয়াকিন হচ্ছে বিশ্বাসের সেই ধরন যা বিশ্বাস কে কাজে পরিনত করে।** যেমন স্মরন করেন - রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহিস সালাম বলছিলেন বদর এর আগে, আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ২ টি দলের যে কোন একটির উপরে আমাদের বিজয় দিবেন, আমি যেন মক্কার কাফের পরাজয় দেখতে পাচ্ছি (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)। এটা হল ইয়াকিন।

সুবহান আল্লাহ - আল্লাহ জানেন এমনও হাল হয়ত আসবে তাঁর দুর্বল বান্দারা খুব ভয় পাবে, আল্লাহ জিব্রিল আলাইহিস সালাম কে পাঠায়ে দিলেন যাও বলে দাও - তাদের ভয় পাবার কোন দরকার নাই।

ট্রিক অফ হুদ আলাইহিস সালাম - হুদ আলাইহিস সালাম এর কওম যখন হুদ আলাইহিস সালাম কে থ্রেট দেয়া শুরু করলো, হুদ আলাইহিস সালাম বললেন, ওকে আমাকে কোন সুযোগ দিওনা, দিনে কিংবা রাতে তোমরা আমাকে আক্রমন কর। বছরের পর বছর ধরে তারা হুদ আলাইহিস সালাম এর সাথে ফাইট করতে থাকলো কিন্তু ক্ষতি করা তো অনেক দুরের কথা, তারা হুদ আলাইহিস সালাম কে ছুঁয়েও ও দেখতে পারলোনা!! **আর শেষে হুদ আলাইহিস সালাম কাফিরদের কে তাঁর ফর্মুলা টা বলে দিলেন - ইন্নি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি রব্বি ওয়া রব্বুকুম। আমি তো ভরসা করেছি আমার এবং তোমাদের রব্ব এর উপরে !!! (তোমাদের মত নিজের বাহুর আর পেশির শক্তির উপরে না)**

প্রিয় ভাই আমার - **তারা তো ইব্রাহীম আঃ কে আগুনে ফেলে দিলো আর সবার চিন্তা ছিলো কিভাবে আগুন কে নিভানো যায়! আর আল্লাহ বলে দিলেন আগুন তুমি ইব্রাহীম এর জন্য আরামদায়ক হয়ে যাও, সাগর ডুবাতে পারেনি মুসা আলাইহিস সালাম কে, তিমি হজম করতে পারেনি ইউনুস আলাইহিস সালাম কে -আল্লাহ বলছেন, ফা'লামু - আন্নাল্লাহা মাওলাকুম নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির - জেনে রাখো আল্লাহ তোমার জন্য অভিভাবক/রক্ষাকারী, আর সাহায্যকারী/রক্ষাকারী হিসেবে আল্লাহ কতই না উত্তম!!**

একটা হাদিস শুনেছিলাম - জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতেসেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনার উম্মতের সব আমল পরিমাপ করা হয়/লিপি বদ্ধ করা হয় কিন্তু তাদের চোখের পানি লিপিবদ্ধ করা হয়না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে চাইলেন কেন? জিবরিল আলাইহিস সালাম উত্তর দিলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনার উম্মতের এক ফোটা চোখের পানি জাহান্নামের আগুনের সমুদ্র কে নিভিয়ে দেয় - তা কিভাবে লিপিবদ্ধ অরা সম্ভব! (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

এই দ্বীনের পথ কিছু টা তো কঠিনই, তবে এমন আহামরি কঠিন কিছু না। আল্লাহ আপনার বেপারে বেখায়াল নন আমার ভাই। ওয়াল্লাহি আল্লাহ আপনাকে যত মুহাব্বাত করেন আপনি নিজে নিজেকে তত মুহাব্বাত করেন না। আল্লাহ আপনার জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন, আপনাকে যদি বলা হত নিজের জন্য কিছু বানাও আর সমস্ত উপকরন দিয়ে দেয়া হত, নিজের জন্য আমি আপনি আলসেমি করে এক সময়ে হয়ত বসে যেতাম, কারন এটাই আমাদের ফিতরাত কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন আমাদের জন্য ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ বলেন - লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআআহা - আল্লাহ তার উপরে ততটুকুই দেন যে যতটুকু সহ্য করতে পারবে। বালা মুসিবত যা আসে তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই আসে, কল্যানের জন্যই আসে। হয়ত ঈমান এ মজবুত করে অথবা সম্মান কে বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ তার পসন্দের কোন বান্দার জন্য জান্নাতে অনেক মর্যাদার একটি স্তর নির্ধারন করে রাখেন, এতই মর্যাদাবান

যে বান্দা নেক আমল দিয়ে কখনই সেখানে যেতে পারবেনা। কিন্তু আল্লাহর এটা পসন্দ যে এই বান্দা সেখানে যাক, আল্লাহ তখন বান্দা কে কিছু পরিক্ষার মধ্যে ফেলে দেন, আর বান্দা যখন এই হালাত এ সবর করে আল্লাহ নিজ দয়ায় তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন।

হাদিসে কুদিসেত পড়েছিলাম - **আল্লাহ বলেন বান্দা যখন ঠোঁট নাড়ে এবং আমেক স্মরন করে আমি তার সাথেই (আমি আছিই তোমার সাথে)**

প্রিয় ভাই আমার -এই দুনিয়া আমাদের জন্য না। এই দুনিয়া এই তাগুত আর মুরতাদ দের জন্য! পরকালে তাদের কিছুই নাই। **হায় আফসোস, তারা তো এক গ্লাস পানিও পাবেনা। তারা তো খাবে গলিত পুঁজ আর দুর্গন্ধ ময় কাঁটাযুক্ত জাক্কুম।** (আল্লাহর পানাহ) আমাদেরই কতক এখন জান্নাতে তাদের নিজ ঠিকানা দেখে নিয়েছেন ইনশাআল্লাহ - আর আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলে থাকেন সবুজ পাখি হয়ে!!! আহ! কতই না সফল সেই জিন্দেগী!

সাহাবাদের এমন এক দল বলছিলেন আমাদের এই হাল

কেউ যদি আমাদের ভাইদের জানিয়ে দিত! আল্লাহ বলছেন আমি জানিয়ে দিব - আল্লাহ বলছেন তোমরা তাদের কে মৃত বলোনা তারা জিবিত! আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত !!!

প্রিয় ভাই আমার - তারা তো আমাদের হত্যা করে জান্নাতে পাঠিয়ে দিবে ইনশাআল্লাহ আর প্রতি টা জুলুমের সাথে আমকে আল্লাহর আরশের নিকটবর্তি করবে ইনশাআল্লাহ।

আজ আর কথা বাড়াবোনা ভাই -

আল্লাহ বলছেন আমি বান্দার আমল নষ্ট করিনা, আল্লাহ আরো বলছেন, সাওয়াবাম মিন ইনদিল্লাহ ওয়াল্লাহু ইনদাহু হুসনুস সাওয়াব! **প্রিয় ভাই আমার আমরা তো আশা রাখি এক দিন আল্লাহ আমাদের দিকে তাকায়ে হাসবেন, একদিন আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা গুলো খুলে দেয়া হবে আর ফেরেশতারা বলবে সালামুন আলাইকা, এক দিন আমাদের জান্নাতী স্ত্রী গন দৌড়ে আমাদের দিকে আসবে, একদিন রাসুলে আকরাম সাঃ আমাদের সাথে কথা বলবেন। রাসুল কে বলব আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি আমাদের জন্য কত দুয়া করেছেন আজ আমাদের দেখ হয়ে**

গেল! ও ভাই আমাদের জন্য তো আছে আমাদের রব্ব এর খুশি - আজকের পর থেকে আমি আর কোনদিন ও তোমাদের উপরে নারাজ হবোনা !!!

প্রিয় ভাই -আল্লাহ আমাদের ভুল গুলো ক্ষমা করুন, এই দুয়া করি। আল্লাহ আমাদের সকল বন্দী ভাইদের উপরে রহম করুন, তাদের পরিবারকে সম্মানিত করুন এবং নিরাপত্তা নসিব করুন। আল্লাহ তাঁর রাসুল সাঃ কে বলেছিলেন - আপনি আমাদের চোখের সামনেই আছেন। আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কোন কিছুর বেপারেই গাফেল নন, ওয়ামা কুন্না আনিল খালকি গফিলুন।

ভাই সবশেষে আমি খাস ভাবে আপনার কাছে দুয়ার দরখাস্ত করেতসি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন, আল্লাহ যেন আমাকে কবুল করে নেন এবং আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাত নসিব করেন। আল্লাহ যেন আমাদের কে তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে একত্রিত করেন আমীন।

৩৪.কিছু ছোট নাসিহা

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

ফোরামে মাঝে মাঝে দেখা যায় একটি সুন্দর পোষ্ট শেষ পর্যন্ত খুব কস্টদায়ক চেহারায় রুপ নেয়, অসহনশীল এবং ইচ্ছা মাফিক কমেন্টের ছড়াছড়িতে। এতে একদিকে ফোরামের মান যেমন নস্ট হয় তেমনি অনেকে কোন কথা লেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তাই আমি বিনীত ভাবে কিছু কথা বলতে চাই -

১। প্রতিটি কাজের নিয়াত শুদ্ধ করে নেন।

২। কাজের ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করেন, দুনিয়ার ফলাফল নয়।

৩। কাজটি কার হক্ক আদায়ের জন্য করছেন এই প্রশ্নের উত্তর নিজের সামনে হাজির রাখেন।

৪। কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দুয়া করেন যদি তা আল্লাহর পছন্দ হয় তবে যেন তা আল্লাহ আপনার জন্য

সহজ করে দেন আর যদি এ কাজ আল্লাহর পছন্দ না হয় তবে তা যেন কঠিন করে দেন, ছোট কিংবা বড় যাই হোক না কেন।

৫। লেখা, কমেন্ট পোষ্ট সাধ্য মত সহজ রাখেন। (সহজ মানে এই নয় যে মন গড়া, দলিল নির্ভর নয়)

৬। কমেন্ট করার আগে কমেন্টের জরুরত চিন্তা করে দেখেন, - একজন ভাইকে উৎসাহিত করেন। ভুল ধরিয়ে দিতে চাইলে খুব বিনয়ের সাথে তা করেন। মনে রাখবেন আল্লাহ ইউনুস (আঃ) কওম কে হিদায়াত দিয়ে দিয়েছিলেন আর ইউনুস (আঃ) এর উপরে রাগ করেছিলেন তাঁর কওম কে ছেড়ে যাবার জন্য। আজ যার ভুল আপনি ধরিয়ে দিবেন সে কাজে সতর্ক থাকেন - এটি যেন ব্যাক্তিগত ইলমের প্রকাশ না হয়, নিজের ইলমের উপরে সন্তুস্টির কারন না হয়। আল্লাহ ভীতি দিলে হাজির রাখেন, আল্লাহর কালাম এবং সুন্নাহ ছাড়া ভুলের সুযোগ থাকেই এই খেয়াল রাখেন।

৭। ফোরাম বিতর্কের/বাহাসের টেবিল না, না আমরা এদিকে কাউকে আহ্বান করি। বাহাস এড়িয়ে চলেন।

৮। তিক্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে কোন একজন ভাই নিজ জিম্মাদারি নিয়ে অন্যকে ইহসান করার নাসিহা দেন - মোডারেটর ভাইরা যে সব করবেন এমন তো নয়! দ্বীন

হচ্ছে নাসিহা।

৯। কি বিষয়ের উপরে বাহাস হচ্ছে তা লক্ষ্য রাখেন - বাহাস শেষে, কমেন্ট যুদ্ধ শেষে যে ফলাফল আসবে তা আসলে কতটুকু প্রয়োজন, আমাদের সবার জন্য তা কতটুকু কাজে আসবে এই দিকে লক্ষ্য রাখেন। যদি তা আহামরি কোন সিদ্ধান্ত না হয় যা আমাদের জন্য খুব বেশি জরুরী তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইহসান বজায় রাখেন। নিতান্ত জরুরী কিছু হলে সে বিষয় সিনিয়র, বিজ্ঞ আলিম ভাইদের জন্য ছেড়ে দেন। সব কিছু নিজের জ্ঞানে বিচার না করতে যাওয়াই উত্তম।

১০। এমন বিষয়ে কথা বলা উত্তম যা জরুরী - যা ইলম এর জন্য সহায়ক যা বাস্তবধর্মী - যা অন্যকে অনুপ্রানিত করে।

আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই - আমার চিন্তা ভাবনা কথা ও কাজের ক্ষতি থেকে -

৩৫.কুফফার দের ইন্টেলিজেন্স বনাম মুমিনের ইন্টেলিজেন্স !!!

সমস্ত প্রশংসা জগত সমূহের মালিক আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের জন্য – আর বান্দার কোন প্রশংসা ছাড়াই তিনি সুবহানাহুওতায়ালা নিজ গুনে প্রশংসিত!

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা বলেন –

অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট – নিসা – ৪৫

এরকম আল্লাহ আরো অনেক জায়গায় বলেছেন –

তিনি বিশ্বাসীদের জন্য যথেষ্ট
মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব

আল্লাহ যদি বলেন তিনি মুমিনদের জন্য যথেষ্ট তাহলে এই একটি আয়াতই আসলে আমাদের জন্য যথেষ্ট! **মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব!**

আচ্ছা সূর্য যে সকালে উঠে এই ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে? না। কেন? কারন আমরা জানি সূর্য আল্লাহর হুকুমের অধীন, সে এই হুকুমের বাইরে যেতে পারেনা। তাহলে আল্লাহ যদি নিজে বলেন – মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব তাহলে সেই ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে? না। হ্যাঁ সন্দেহ থাকতে পারে আর সেটা হচ্ছে আমি মুমিন কিনা!

তাহলে এটা আমাদের বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী যে – মুমিনকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। কিরকম সাহায্য? সবরকম। তবে আজ একটা বিশেষ সাহায্য নিয়ে বলার ইচ্ছা ইনশাআল্লাহ, আর সেটা হচ্ছে ইস্তেখারা!
ইস্তেখারা! **ইয়েস – ইস্তেখারা!**
হাদিসে আছে রাসুল সাঃ সাহাবীদের এমন ভাবে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন যেমন ভাবে তিনি সাঃ কুরআনের আয়াত/সুরা শিক্ষা দিতেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন:
“সে ব্যক্তি অনুতপ্ত হবে না যে স্রষ্টার নিকট ইস্তিখারা করে এবং মানুষের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার

উপর অটল থাকে।”

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“আর তুমি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে পরমর্শ কর। অত:পর আল্লাহর উপর ভরসা করে (সিদ্ধান্তে অটল থাক)। আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।“
[সূরা আলে ইমরান: ১৫৯]

কাফির এবং তাগুতি শক্তির অনেক গর্ব, অহঙ্কার তাদের এত এত ইন্সট্রুমেন্ট আছে, এত এত টেকনোলজি আছে, ইন্টেলিজেন্স আছে। আরে ভাই, আমাদের ও ইন্টেলিজেন্স আছে! আমাদের ইন্টেলিজেন্স আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা নিজেই! বিশ্বাস হচ্ছেনা? এজন্যই উপরে বলে এসেছি – আল্লাহ বলেছেন মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। রাসুল সাঃ বলেছেন “যে ইস্তেখারা করে সে কখনো ব্যার্থ হয়না, যে মাশোয়ারা করে সে কখনো আফসোস করেনা। তাই আমাদের জন্য ইন্টেলিজন্স হচ্ছে ইস্তেখারা – যে কোন বিষয়ে সন্দিহান বা সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হলে ইস্তেখারা করেন। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। ইন্টেলিজেন্স

রিপোর্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা নিজে আপনার অন্তরে ঢেলে দিবেন।

ইস্তেখারা এর অভ্যাস তৈরি করা। ছোট বিষয় হোক আর বড় বিষয় হোক –

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে 'ইস্তেখারাহ' শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর বলবে।–

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ: (وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ)- رواه البخارىُّ-

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া

আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল ‘আযীম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়া লা আক্বদিরু, ওয়া তা‘লামু ওয়া লা আ‘লামু, ওয়া আনতা ‘আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুনতা তা‘লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা‘আ-শী ওয়া ‘আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা‘লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দ্বীনী ওয়া মা‘আ-শী ওয়া ‘আ-ক্বিবাতি আমরী, ফাছরিফহু ‘আন্নী ওয়াছরিফনী ‘আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে ওটা আমার জন্য

নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর'।

এখানে হা-যাল আমর (এই কাজ) বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

** নিজে ইস্তেখারা শিখে নিন এবং অন্যকেও শিখিয়ে দিন ইনশাআল্লাহ -*

আল্লাহ আমাদের জন্য ইস্তেখারা এর আমল সহজ করে দিন, আর কাফির দের মুখ মলিন করে দিন – আমিন।

৩৬.কুরআন এক মহা নিয়ামত - এর থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হয়ে যাই!

বিসমিল্লাহ , ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আমাদের কে এক বিশাল বড় নিয়ামত দান করেছেন - সেটা হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা বলেন -

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আরো বলেন -

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি

বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা নিজে কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআনের ব্যাপারে প্রসংশা করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন এই কুরআন হচ্ছে -

এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সুরা জাসিয়া - ২০)

এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (সুরা আম্বিয়া - ১০৬)

আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবর্তীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (সুরা আম্বিয়া - ১০)

এরকম আরো অনেক!

প্রশ্ন হচ্ছে - আমরা কুরআন থেকে কতটুকু ফায়দা নিতে

পারছি? কুরআনের ভিতরে আল্লাহ আমাদের জন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান রেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সেই সমাধানের কতটুকু নিতে পারছি? কুরআন শুধু আমাদের ধর্মীয় জীবন নিয়ে কথা বলেনি, বরং এর বাইরে ব্যাক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমরনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসা সমস্ত কিছু ব্যাপারে কথা বলেছে। কুরআন যেমন বাদ দেয়নি মহাকাশ এর মত বিশাল বিষয়বস্তু তেমনি বাদ দেয়নি অনু পরমানুর মত সূক্ষ বিষয়বস্তু। কুরআন যেমন দুনিয়ার জীবনকে বর্ণনা করেছে তেমনি বর্ণনা করেছে আখিরাতের জীবন। কুরআন যেমন আমাদের সূচনা বর্ণনা করেছে, তেমনি করেছে এই সৃষ্টি জগতের, তেমনি করেছে অন্য মাখলুকের। **এতে যেমন সমাধান আছে তেমনি আছে চ্যালেঞ্জ**। এতে যেমন ভয় আছে তেমনি ভালোবাসা আছে।

আমার মত অধমের জন্য কুরআনের ব্যাপারে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হাস্যকর ।

আল্লাহ কুরআনের ব্যাপারে কেমন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন দেখেন -

তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে

তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (হুদ - ১৩)

মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (ইউনুস - ৩৮)

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (বাকারা - ২৩)

আজ পর্যন্ত কি কেউ পেরেছে? কেউ? দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে। সারা দুনিয়ায় মানুষ কত কি করে দেখাচ্ছে? কেন তারা একটা সুরা বানিয়ে দেখাতে পারলোনা! আল্লাহ নাজিল করলেন সুরা বুরুজ এর প্রথম আয়াত - ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ। রাসুল সাঃ এই আয়াত কে কাবার দরজায়

ঝুলিয়ে দিতে বললেন আর মক্কার কাফের কবিদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন - যাও পারলে এই আয়াতের পরের আয়াত নিয়ে আসো। মক্কার কাফেররা পেরেশান হয়ে গেলো, ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ - ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ ... এর পরে কি হবে! কোন কিছুই বের করতে পারেনা। সব শেষে তাদের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি নিয়ে আসলো -<< ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ >> // ওয়ান নিসা ইজা তিল ফুরুজ! // - এর পরে আল্লাহর আয়াত আসলো

ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ
ওয়া ইয়াওমিল মাওউদ
ওশাহিদিও ওয়া মাশহুদ ...

মক্কার কাফের রা পর্যন্ত তাদের কবিকে বললো - **তুমি এইটা কি লাইন নিয়ে তৈরি করলা! তোমার জন্য লজ্জা ছাড়া আর কিছুই না!!!** এরকম আরও আছে - মিথ্যা নবি মুসায়ালামা ও কুরআনের অনুকরনে সুরা বানানোর চেস্টা করেছিলো - যা হাস্যরস ছাড়া আর কিছুই না।

এই উদাহরন আমি এই জন্য পেশ করলাম যেন - এতদিন

আমরা শুনে এসেছি এই কুরআনের মত আরেক টা সুরা কেউ বানাতে পারেনি, পারবে না। কিন্তু কেন? আমাদের জানতে হবে কেন পারবে না? এটা না জানলে এই বেপারে আমাদের ইয়াকিন আসা হয়ত কঠিন হতে পারে। এমন না যে কেউ চেষ্টা করেনি! করেছে আপ্রান চেষ্টা করেছে। আরবের বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরা আপ্রান চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা মুসায়ালামার সুরা তুফা এর অপেক্ষা উত্তম কিছু আনতে পারেনি! জি পারেনি - স্রেফ পারেনি। আর এটাও মনে রাখা দরকার মুসায়ালামর আরবি যেন তেন কিছু ছিলনা, সেই যুগে আরবদের মধ্যে সম্মানিত হতে হলে তার আবশ্যিক যোগ্যতার মধ্যে একটি হচ্ছে আরবি সাহিত্য/ভাষার উপরে দক্ষতা। কারন আরবরা তাদের সাহিত্য এবং ভাষা নিয়ে গর্বিত ছিল!

আর আর কোন দিন পারবেও না। কারন সাহিত্যবিদ দের মতে - কুরআন এর যে আরবি এই আরবি এখন আর নেই - এই আরবির পারদর্শিতা এখন আর কারো নেই!

যাই হোক - এটা আমার মূল কথা ছিলোনা। আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তা আসলে অন্য প্রসঙ্গ। তবে এই কথাগুলো

এজন্য বললাম যেন কুরআন সম্পর্কে আমাদের সামনে কিছু তথ্য হাজির থাকে।

মূল কথাঃ

মূল কথায় যাবার আগে একটা ঘটনা বলি। ডক্টর মরিস বুকাইল এর নাম তো আপনারা অনেকে শুনেছেন। তাকে ফিরাউনের মমি পরীক্ষা করার জন্য প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো। ডক্টর মরিস গবেষণা থেকে যা পেলেন তা হচ্ছে - ফিরাউনের দেহ সাগরে ডুবেছিলো। এবং তার অনুসারীরা সাগর থেকে ফিরাউনের দেহ তুলে নিয়ে এসে মমি করে। ডক্টর মরিসের মনে যে প্রশ্ন ছিলো তা হচ্ছে - সাগর থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা এই শরীরকে কিভাবে মমি করা গেলো! আর করা হলেও কিভাবে তা এতদিন পর্যন্ত টিকে থাকলো! কারন - পানিতে ডুবে গেছে এমন দেহ মমি করে সংরক্ষন করা অসাধ্য! **ইতিমধ্যে ডক্টর মরিস কোন ভাবে জানতে পারলেন যে কুরআনে এই কথা ১৪০০ বছর আগেই উল্লেখ করা আছে - আল্লাহ বলেছেন - তিনি ফিরাউনের দেহকে সংরক্ষন করবেন যেন তা মানব জাতির জন্য নিদর্শন হতে পারে! ডক্টর মরিস এই কথা শুনে - কোন**

ভাবেই বিশ্বাস করতে চান নি, এর পরে তিনি নিজে কুরআন খুলে এর সত্যতা যাচাই করেন এবং মুসলমান হয়ে যান!

এরকম ঘটনা এক, দুই টা নয় বরং অনেক রয়েছে।

তাহলে আমরা কেন কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারছিনা? আমরা কেন কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারছিনা? বিধর্মীরা এই কুরআন নিয়ে গবেষণা করে এর থেকে উপকৃত হচ্ছে, কুরআনের বিজ্ঞান, কুরআনের সাহিত্য, কুরআনের সৌন্দর্য অনুভব করছে কিন্তু কেন আমরা অধিকাংশ মুসলিম এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? কেন কুরআনের দ্বারা আমাদের জিন্দেগীতে কোন প্রভাব তৈরি হয়না? অথচ আমরাই সর্বপ্রথম এই কিতাবের থেকে উপকৃত হবার হক্কদার ছিলাম।

সাহাবাগন তাদের জিন্দেগীর সাথে কুরআন কে এক করে নিয়েছিলেন। তাদের জিন্দেগী আর কুরআন আলাদা কিছু ছিলোনা। কিন্তু আমরা আজ আমাদের জিন্দেগী থেকে কুরআন কে আলাদা করে ফেলেছি। আর এটাই কাফেরদের সফলতা যে তারা আমাদেরকে কুরআন থেকে আলাদা করে

ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একবার এক মন্ত্রী কুরআন হাতে নিয়ে বলেছিলো যতদিন মুসলিমরা এই কুরআন কে ধরে রাখবে - তোমরা তাদেরকে শাসন করার কথা ভুলে যাও। আর এভাবে যখন আমরা কুরআন থেকে আলাদা হয়ে গেলাম তখনই আমরা অন্ধ দিশেহারা জাতিতে পরিনত হয়েছি আর জালিমরা আমাদের উপরে চেপে বসতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লাহ সুরা হাদিদে - এমন কথাই বলেছেন -

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (হাদিদ - ১৬)

কুরআন থেকে দূরে সরে গেলে আমাদের হাল কি হতে পারে সে ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে কুরআন থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছি!

যে কোন ভাবেই হোক সাধারন ভাবে আমাদের মধ্যে ধারনা হয়ে গেছে - কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্য। কিন্তু এ কথা কে বলেছে? আল্লাহ বলেছেন? রাসুল সঃ বলেছেন? সাহাবারা এমন কিছু করেছেন? তাহলে আমাদের মনে এমন ধারনা কে দিলো? কেন আমরা কুরআনের ব্যাপারে এত সংকীর্ণ হয়ে গেলাম! কুরআন হচ্ছে হিদায়েতের জন্য, রহমতের জন্য, শিফা'র জন্য। আমি বা আপনি যদি কুরআন কে নাই ই বুঝি তাহলে কিভাবে এর রহমত, হেদায়েত, শিফা আশা করতে পারি? যে হার্টের ডাক্তার সার্জারির বই এ কি লেখা আছে তাই বুঝেনা সে কিভাবে হার্টের চিকিৎসা করবে! তাহলে জাতি হিসেবে আমরা যদি কুরআন কে বুঝতে ব্যার্থ হই তাহলে এটাই নিশ্চিত যে - আমরা হেদায়েত, রহমত, শিফা, বিজ্ঞান এগুলো সব কিছু থেকে বঞ্চিত হব। আর বাস্তবেও হচ্ছি।

হায়, মুসলিম তো আজ কুরআন কে বিজ্ঞানময় ভাবতেই লজ্জা পায়! আল্লাহ বলছেন - ইয়া সিন, ওয়াল কুরআনিল হাকিম। (প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম)। মরিস বুকাইল এর কথা - কুরআন বিজ্ঞানের যা কিছু উল্লেখ করেছে তার সবই সত্য, তবে কুরআনের মধ্যে এমন আরো অনেক কিছুই আছে যা এখনো বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে!

তাহলে কেন আমরা এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? নিচে আমি আমার খেয়াল থেকে কিছু কারন উল্লেখ করছি এ ব্যাপারে যা আমাদের সাথে কুরআনের দূরত্ব কমানোর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১। **আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি।** কুরআনের দিকে আমাদের যেভাবে তাকানো দরকার আমরা সেভাবে তাকাইনা। আমাদের মনে কুরআনের ব্যাপারে যে বদ্ধমূল ধারনা রয়ে গেছে সেটা নিয়েই আমরা টিকে আছি। কুরআনের সর্বোচ্চ ব্যাবহার শুধু তিলাওয়াত, কিছু সুরা মুখস্ত। আর এটা সম্ভবত আমরা আমাদের বাবা মা পরিবার সমাজ থেকেই শিখেছি। কিন্তু দ্বীন শেখার উৎস পরিবার নয়! এটাও একটা সমস্যা যে - দ্বীন কোথা থেকে শিখতে হবে কার থেকে শিখতে হবে এটা

পর্যন্ত কেউ আমাদের শিক্ষা দেয়না!

২। কুরআনের ব্যাপারে ইয়াকিনের অভাব। আল্লাহ যে কুরআন কে হেদায়েত, রহমত, শিফা হিসেবে নাজিল করেছেন, কুরআন যে সত্যই শিফা - এই ব্যাপারে আমাদের ইয়াকিন এর অভাব আছে। আরে ভাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই কুরআন দিয়ে শিফার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। আমরা পারিনা এটা আমাদের ব্যার্থতা, কুরআনের নয়! এই কুরআন প্রতিনিয়ত মানুষ কে হেদায়েতের পথ দেখাচ্ছে!

আল্লাহ বলেন -

যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (আল ইমরান - ৬০)

আল্লাহ আরো বলেন -

আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (রাদ - ১)

৩। কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভাব। কুরআনের সাথে আমাদের সময় খুব কম কাটে। খুব সম্ভব কুরআন কে আমরা সবচেয়ে কম সময় দেই! অথচ উমার রাঃ ১০ বছরের ও অধিক সময় দিয়েছিলেন শুধু সুরা বাকারা মুখস্ত করার জন্য। আমরা দুনিয়ার যে কোন সস্তা কিছুর জন্য সময় ব্যায় করতে কার্পণ্য করিনা কিন্তু কুরআনের সাথে আমাদের কোন সময় দেয়া হয়না। রমাদান ব্যাতিত হয়ত কুরআনের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই থাকেনা।

৪। শিক্ষার অভাব। খোদ কুরআনের ব্যাপারেই আমাদের শিক্ষার অভাব। কুরআন কি বলেছে এই বুঝ তো অনেক পরের কথা, শুদ্ধ ভাবে তিলাওয়াত পর্যন্ত আমরা করতে পারিনা। কিন্তু এর চেয়েও যা দুঃখজনক তা হচ্ছে এই ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ দেখা যায়না! হায় আমি কত দুর্বল কুরআন শিক্ষার জরুরত আপনাদের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে! আরে ভাই - এটা কুরআন - কুরআন। একবার এটার দিকে ফিরে তাকান। এটা আপনার রব্ব এর কালাম! দুনিয়ার সমস্ত কিছু শেখার ব্যাপারে আমাদের সময় হয় কিন্তু কুরআন শেখার জন্য আমাদের সময় হয়না!

আল্লাহ বলেন -

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (স্বদ - ২৯)

৫। প্রয়োগ এর অভাব। যাদের জন্য কুরআন এর শিক্ষা, কুরআনের বুঝ সহজ করে দিয়েছেন তারা সাম্ন্য দুনিয়ার স্বার্থে এই কুরআনের শিক্ষা কে আমল পর্যন্ত নিয়ে আসেনা। কুরআন কোন তত্ত্ব কথা না। বা আগের দিনের গল্পকথা ও না। কুরআন হচ্ছে এর প্রতিটি কথা জীবন্ত! এর নাজিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির মুতির জন্য। তাহলে কেমন করে কুরআন বাস্তব প্রয়োগ ব্যাতিত থাকতে পারে! কিন্তু যে মানবেনা যে - কুরআন মানব জাতির মুক্তির দিশারী তার কথা ভিন্ন! আফসোস আমরা অনেকে মুসলিম হয়েও এটি মানতে পারিনা! অনেকে তো দুনিয়ার জন্য - কুরআনের শিক্ষাকে বিক্রি করে দেয়। খুব সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে! আল্লাহ তাদের ব্যাপারেও বলেছেন -

নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (বাকারা - ১৭৪)

এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য্য ধারণকারী। (বাকারা - ১৭৫)

অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। যারা আমার আয়াত সমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে-জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে। (আনয়াম - ৫৭)

৬। তাফাক্কুর এর অভাব। আমরা কুরআন এর ব্যাপারে তাফাক্কুর/তাদাব্বুর করিনা। এটা নিয়ে চিন্তা গবেষণা

করিনা। দুখের কথা অনেক বিধর্মী যেটা করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহুওতায়ালা এই কুরআনের মধ্যে যে কত কি রেখেছেন কোন দিনও আমরা তা খুজে পাবোনা যদি না আমরা কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করি।

আল্লাহ বলেন -

এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (আম্বিয়া - ১০৬)

আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে (ঝুমার - ২৭)

এই কুরআনের মধ্যেই আমাদের জন্য সফলতা আছে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে হলেও তা এই কুরআন এর সাহায্যেই করতে হবে। আপনি আল্লাহ কে ভালোবাসতে চান? তাহলে তার আগে আমাকে আপনাকে কুরআন কে ভালোবাসতে হবে। আপনি আল্লাহ সম্পর্কে না জানলে আল্লাহ কে ভালোবাসবেন কিভাবে? আর কুরআন ব্যাতিত অন্য কি এমন আছে যা আপনাকে আল্লাহর ব্যাপারে জানাতে

পারে?

এই কুরআন ই আমাদের জন্য সবকিছু, মানব জাতির জন্য মুক্তির দিশা। কুরআন ই আমাদের জীবন বিধান, আমাদের সংবিধান। যে কেউ এই কুরআন থেকে বঞ্চিত হল সে তো সমস্ত নিয়ামত থেকেই বঞ্চিত হল, আর যে কেউ এই কুরআন এর স্বাদ আস্বাদন করতে পারলো সে যেন সফল হয়ে গেল!

ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য আপনার কিতাব কে সহজ করে দেন আর কুরআনের বুঝ কে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

আল্লাহ বলেন -

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (হা মিম - ৫৩)

পরিশেষে -

এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। (বাকারা - ২৫২)

৩৭.কুরান সম্পর্কে -

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ -

শাইখুল ইসলাম ইবনে তায়িমিয়াহ রহঃ বলেন,

এই দুনিয়াতে কুরআন যদি তোমার অন্তর কে বিগলিত না করতে পারে, তাহলে নিশ্চিত থাকো যেদিন জাহান্নাম কে সামনে আনা হবে সেদিন তোমার অন্তর বিগলিত হবেই!

আল্লাহ সুরা ইউনুস এ বলছেন, "জেনে রেখো আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নাই, আর তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমঅ্যান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য

সুসংবাদ দুনিয়া এবং আখিরাতেও। আল্লাহর কথার কোন অদলবদল হয়না, এটাই হল ময়া সাফল্য!

ইউনুস - ৬২-৬৪

আসলে শুধু এই আয়াত দুইটি আমাদের অন্তর প্রশান্ত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ বলছেন, আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহ - আল্লাহ তাঁর আওলিয়া, তাঁর বন্ধুদের ব্যাপারে সম্বোধন করছেন আর বলছেন তাদের কোন ভয় নেই। এখানে কাজ হচ্ছে শুধু কারা আল্লাহর আওলিয়া তা খুজে বের করা, আর তাদের অনুসরন করা। আর এরপরেই আল্লাহ তাদের দুটি সিফাত জানিয়েছেন, তারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে। এই দুইটি সিফাত কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আরো অনেক বার এসেছে।

তবে যদি এভাবে দেখি যে, যারা তাগুতের আওলিয়া তারা অবশ্যই আল্লাহর আওলিয়া না। আর যারা আল্লাহর আওলিয়া তারা তাগুতের আওলিয়া না বরং তাগুতের দুশমন! তাহলে এখান থেকেই কিছুটা বুঝে আসে আল্লাহর আওলিয়া রা কেমন হতে পারেন বা তারা কারা?

এরপর তো আল্লাহ বলেই দিচ্ছেন তাদের কোন ভয় নাই! আচ্ছা আল্লাহ যদি বলে দেন "তাদের কোন ভয় নাই" তাহলে কে এমন আছে যে আল্লাহর নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ করে আলালহর আওলিয়াদের ক্ষতি করতে পারে!

শুধু তাই নয়, আল্লাহ এর পরে আরো বলছেন, লা তাবদিলা লি কালিমাতল্লাহ - আল্লাহর কথা এমন নয় যে তা রদ বদল হবে বা কারো সেই সামর্থ্য আছে!

ভাই দেখেন, প্রথমে আল্লাহ ঘোষণা দিলেন, আমার আওলিয়া, অর্থাৎ ইনসানের মধ্যে এমন কেউ আছে যাদের আল্লাহ নিজের আওলিয়া এর সম্মান দিয়েছেন। এর পর ঘোষণা দিচ্ছেন তাদের কোন ভয় নাই! শুধু এখানেই শেষ নয়, আল্লাহ বলছেন, এটা আমন কারো কথা নয় যে তা রদ বদল করার সামর্থ্য কারো আছে!!!

সারা দুনিয়ার উপরে আল্লাহ এই চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিয়েছেন - আল্লাহ আমি আমার আওলিয়াদের ব্যাপারে নিরাপত্তা দিচ্ছি, আর এটা এমন কোন কথা নয় যে কারও সামর্থ্য আছে এই

কথাকে রদ বদল করে ।

ভাই আমার, আমাদের দেশে যখন কোন ভিআইপি গেস্ট আসে তখন তাকে কি পরিমান নিরাপত্তা দেয়া হয়! সামান্য মানুষ যদি এই নিরাপত্তা দেয় তাহলে সারা জাহান সমুহের মালিক যখন বলবেন তাদের কোন ভয় নাই তখন সেই নিরাপত্তা কেমন হতে পারে!!! শুধু তাই নয় আল্লাহ যদি আরো বলেন, আলালহর (এই কথা) রদবদল হবার নয় - তখন তা কেমন দাঁড়ায়!!!

মাত্র দুই টা আয়াতের মধ্যে আল্লাহর আওলিয়াদের জন্য আসলে কত বড় নিরাপত্তার কথা বলে দেয়া হয়েছে!!!

সমস্যা তো এটা যে আমরা কুরআনের দিকে অন্তর দিয়ে তাকাইনা!! হে ভাই আমার চলেন কুরআনের দিকে ঝুকে পড়ি, এই কুরান কে বুঝার চেস্টা করি!! আল্লাহ আমাদের সাথে অনেক কথা বলেছেন সেগুলো জানার চেস্টা করি। আল্লাহর নিরাপত্তার ওয়াদা যদি আমাদের বুঝে না থাকে তাহলে তো আমরা ভীত শঙ্কিত হবোই, আর আল্লাহর কালামের সাথে যদি আমাদের বন্ধুত্ব থাকে তবেইনা আমরা

বলতে পারবো -

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট"

--

৩৭.কে মৃত্যুর জন্য আমার নিকট বাইয়াত গ্রহন করবে?

ইকরামা ইবনে আবু জাহাল (রাঃ) এমন সাহসিকতার সাথে ইয়ারমুকের যুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন যা অকল্পনীয়! তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর তাবুর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতেন -

"কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহন করবে? কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত গ্রহন করবে?

ইকরামা (রাঃ) একাই শত্রুর সারির ভিতরে ঢুকে যেতেন আর শত্রু সারি ছিন্ন ভিন্ন করে, শত্রু কে জখম করে, হত্যা করে

বেরিয়ে আসতেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে সাহাবীরা বলতেন, ইয়া ইকরামা আপনি নিজের উপর রহম করুন!" উত্তরে ইকরামা (রাঃ) বলতেন, রাসুল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমি ছিলাম দুর্বার এবং সাহসী, এখন রাসুল (সাঃ) এর শত্রুদের বিরুদ্ধে আমি কি আরো বেশি দুর্বার এবং সাহসী হবোনা?

ইয়ারমুকের যুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ইকরামা (রাঃ) শহীদ হয়ে যান।

৩৮.কে হবে সেই ভাগ্যবান যার কাজ হবে নবী রাসুলদের মত!

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ – আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা সুরা ফুসসিলাতে বলেন,

“কথায় ঐ ব্যাক্তি অপেক্ষা কে আর উত্তম যে মানুষ কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, এবং সৎ কাজ করে আর বলে আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন।

আল্লাহ সুরা আলইমরানে বলেন, তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত,

মানব জাতির কল্যানের জন্য তোমাদের আবির্ভূত কর হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও আর অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।

আল্লাহ সুবহানাহুওতায়ালা যুগে যুগে নবী রাসুল প্রেরন করেছেন শুধু মাত্র একটি কাজের জন্য আর তা হচ্ছে – বিপথগামী মানুষ কে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য। আল্লাহ কুরআন এ নবী রাসুলদের (আলাইহিমুস সালাম) বিভিন্ন বর্ণনায় নবীওয়ালা এই কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন মুসা (আঃ) কে বলেছেন ফিরাউন এর কাছে গিয়ে আহ্বান করতে, নুহ (আঃ), ঈসা (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), লুত (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), ইউনুস (আঃ), সব শেষে মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবী রাসুল দুনিয়াতে এসেছেন শুধু মাত্র একটি মিশন নিয়ে আর তা হচ্ছে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা।

মুহাম্মাদ সাঃ এর পরে আর কোন নবি/রাসুল আসবেনা। কিন্তু এই কাজ বন্ধ হবেনা, তাই এই কাজের জন্য আল্লাহ আমাদের কে মনোনীত করেছেন। প্রত্যেক যুগে সেই যুগের নবী বা রাসুলের মৃত্যুর পর তাদের উপরে নাজিল হওয়া

কিতাব বা সহিফা বিলুপ্ত বা বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মত কিয়ামত এর আগ পর্যন্ত এই দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবে আল্লাহ আমাদের আমাদের কিতাব কুরআন কে সংরক্ষন করেছেন।

উপরের দুটি উদাহরন দিয়ে আমি বুঝাতে চাইলাম যে, আই দাওয়াহ কাজের গুরুত্ব কত! নবী রাসুল গন আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে যে কাজ করতেন, আল্লাহস এই একই কাজের জন্য আমাদের পছন্দ করেছেন, শুধু তাই নয় আমাদের কাজের জন্য আল্লাহর কিতাব কেও আল্লাহ নিজে সংরক্ষন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। দুটি বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট ভাবে প্রমান হয়ে যায় যে, দাওয়াহ ইলাল্লাহ হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য খাস কাজ! এই কাজের গুরুত্ব, সম্মান আর মর্যাদা বুঝিয়ে বলা মুশকিল! শুধু এত টুকু বুঝে আসলেও যথেষ্ট যে শুধু মাত্র এই কাজের জন্য আল্লাহ নবী এবং রাসুলদের প্রেরন করেছেন।

দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর মত উত্তম কাজ আর কি হতে পারে, এটা তো স্বয়ং আল্লাহই বলছেন। সুতরাং এই কাজের সম্মানের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নাই। তাই দাওয়াহ

ইলাল্লাহ এর কাজে নিজের সাধ্যমত সময় শ্রম এবং মেধা ব্যাবহার করি। এই কাজে নিজের সমস্ত আন্তরিকতা উজাড় করে দেই। আপনি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকছেন এর চেয়ে সম্মানের কিছু হতে পারে! আল্লাহ আপনাকে আমাকে এই কাজের অনুমতি দিয়েছেন, এই কাজের ব্যাপারে প্রশংশা করেছেন, সুতরাং এই কাজে নিজের সবটুকু মেহনত ঢেলে দেয়ার চেস্টা করা। আল্লাহ কবুল করুন।

দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর মধ্যে যেমন তাওহিদ আছে, ঈমান আছে, আকিদাহ আছে, তেমনি জিহাদ আছে, শারিয়াহ আছে এবং আছে পরিপূর্ণ দ্বীন এর কায়েম অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণ বাস্তবায়ন। এগুলোর কোন কিছুই দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর বাইরে নয়। এই জমিনের বুকে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবেই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আপনি কি এমন এমন সুযোগ হাতছাড়া করবেন যে একটা জমিনের বুকে আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ ভাবে কায়েম হবে আর সেখানে আপনার দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর সুযোগ ছিল! আল্লাহ কি আপনার দাওয়াহ কে দ্বীন কায়েমের জন্য কবুল করে তার পূর্ণ আজর দিতে পারেন না!

আসলে আমরা দাওয়াহ এর মুল্যই বুঝতে পারিনা – দাওয়াহ হচ্ছে সেই কাজ যার জন্য নবী রাসুল রা এই দুনিয়াতে এসেছেন, হ্যা জিহাদ ও দাওয়াহ ইলাল্লাহ, এবং জিহাদ দাওয়াতু ইলাল্লাহ এর বাইরে না। তবে হ্যা এই দাওয়াহ কাজ মন মত করলে চলবেনা, মনগড়া গল্প কাহিনী বানিয়ে দাওয়াহ দেয়া যাবেনা। দাওয়াহ এর জন্য ইলম শর্ত। তাই দাওয়াহ এর আগে ইলম অর্জন করতে হবে। আবার ইলম অর্জন এর জন্য বসে থাকা যাবেনা, বরং ইলম অর্জন করতে হবে এবং সেই সাথে যে বিষয়ে আল্লাহ ইলম দান করেছেন তার উপরে দাওয়াহ কাজ জারি রাখতে হবে। যে বিষয়ে ইলম নাই সে বিষয়ে সরাসরি না বলে দিতে হবে। **ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ এর কাছে অনেক দূর থেকে এক লোক কিছু ফাতওয়া জানার জন্য এসেছিলো যার অধিকাংশর উত্তরে ইমাম আহমাদ (রহ) বলেছিলেন "আমি জানিনা" এই অবস্থায় সেই ব্যাক্তি টি বললো, আপনি যদি না জানেন তাহলে আমি আমার গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে কি বলবো? ইমাম আহমাদ রহঃ বলেছিলেন, "তুমি বলবে ইমাম আহমাদ বলেছে "আমি জানিনা" –**

দাওয়াহ এর মুল সফলতা হচ্ছে ইখলাস! আসলে সকল

ইবাদতের সফলতাই ইখলাস। কয়জন কে দাওয়াহ দেয়া হচ্ছে এটা মুখ্য নয় বরং কার জন্য এবং কিভাবে দাওয়াহ দেয়া হচ্ছে সেটাই মুখ্য। নূহ (আঃ) ৯০০ বছর ধরে দাওয়াহ দিয়েছিলেন! আমরা হয়ত ৯ বছর ও ব্যয় করিনি।

নিজের দাওয়াহ কাজ প্রকাশ করা উচিৎ নয়, নিজে থেকে এমন বলা উচিত নয় আমি উমুককে দাওয়াহ দিচ্ছি, উমুক কে নিয়ে হালাকা করছি। এতে নিজের কাজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি বা ফখর চলে আসতে পারে। (তবে নিয়মিত কাজের রিপোর্ট হিসেবে এমন বলা যেতে পারে ইনশাআল্লাহ)
দাওয়াহ এর ব্যাপারে সবসময়ে বিনয়ী থাকা উচিৎ, হ্যা তবে কিছু ব্যাতিক্রম আছে যেখানে কঠিন হবার দরকার আছে।
দাওয়াহ আলাদা কোন কাজ নয়, এটি আমাদের জিন্দেগীর সাথেই জড়িত। কুল ইন্না সলাতি, ওয়া নুসুকি, ওমাহ ইয়া ইয়া, ওয়ামা মাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন –
অর্থাৎ আমার সলাত, আমার ইবাদত আমার জীবন আমার মরন সব কিছুই আল্লাহর জন্য! সুবহানআল্লাহ – আমাদের জীবন আল্লাহর জন্য। ওমাহ ইয়া ইয়া, আমার পুরা হায়াত, আমার জিন্দেগী ই হচ্ছে আল্লাহর জন্য। অর্থাৎ আমার জিন্দেগীই হচ্ছে সলাত, ইবাদত এবং দাওয়াহ ইলাল্লাহ এর

জন্য। কারণ এটাই তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজ। তাই বুঝা যায় যে দাওয়াহ আলাদা কোন বিষয় নয়, কারো জন্য খাস কোন কাজ নয়, বরং আমাদের জন্মের সাথে সাথেই দাওয়াহ আমাদের কাজ হিসেবে গন্য।

সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহর জন্য।

৩৯.কো ইই শাক্ব??

আকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু শুধুই আল্লাহর -
আকাশ এবং পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, এদের প্রতিপালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও করেন আল্লাহ - তিনি এ কাজে কোন ক্লান্তি বোধ করেন না। তিনি এ কাজ কে নিজে নিজের উপরে অর্পণ করেছেন।
যখন কিছুই ছিলোনা তখন সেই না থাকা থেকে সব কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন

তিনি কিভাবে সৃষ্টি করেছেন -

প্রশংসা শুধু মহান আল্লাহর যিনি আরশের অধিপতি, কে এমন আছে যে আল্লাহর সামনে আল্লাহর অনুমতি ব্যাতিত কোন কথা বলে?

জীবনের মালিক কে? - আল্লাহ

মৃত্যুর মালিক কে? - আল্লাহ

আসমান সমুহের মালিক কে? - আল্লাহ

জমিন সমুহের মালিক কে? - আল্লাহ

জান্নাত সমুহের মালিক কে? -আল্লাহ

জাহান্নাম সমুহের মালিক কে? - আল্লাহ

এই জমিনে বৃষ্টি দেয় কে? হাসিনা নাকি আল্লাহ?

এই জমিনে আলো দেয় কে? হাসিনা নাকি আল্লাহ?

এই জমিনে ফসল হলে কার হুকুমে? হাসিনা নাকি আল্লাহ?

হাসিনা আগে এসেছিল নাকি এ জমিন আগে এসেছিলো? যদি জমিন আগে এসে থাকে তাহলে এ জমিন কি হাসিনা পয়দা করেছিলো? আর হাসিনা যদি না পয়দা করে তবে এই জমিনে হাসিনার হুকুম চালানোর অধিকার কিভাবে আসে?

জমিন আল্লাহর হুকুম ও চলবে আল্লাহর -

কোইই শাক্ক!

আল্লাহর বান্দা রা - আল্লাহর জমিনে আমরা আল্লাহ ব্যাতিত আর গোলামি মানিনা, আর কারো হুকুম মানিনা - যে মরে যায় পচে যায় গলে যায় গন্ধ হয়ে যায় সে কিভাবে আমার উপরে হুকুম চালাতে পারে?

আল্লাহর বান্দারা বুঝে নিন গণতন্ত্র আপনার আর আমার গলায় গোলামির বেড়ী পরায়, আর মানুষের দাসত্ব করতে শিখায় -

কখনো কি হাসিনার জন্য সিগন্যাল এ ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকেন নি?

আল্লাহ আমাকে আর আপনাকে হাসিনার গোলাম সেজে থাকার জন্য পাঠান নি -

তার চেয়ে হতভাগা আর কে যে আল্লাহ কে ত্যাগ করে মানুষের গোলামি করে!

তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় গোলাম হয়ে জিন্দেগী পার করতে চায় - তবে তার কথা ভিন্ন

৪০.True Skills Radio এর চক্রান্তকারীদের চক্রান্তের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সতর্কতা!

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আল্লাহ বলেন -

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোন রূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্নরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। [সুরা নিসা ৪:১০২]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উট বেঁধে রেখে আল্লাহর উপর ভরসা করব, না বন্ধনমুক্ত রেখে? তিনি বললেন, উট বেঁধে নাও, অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা কর।

মুমিনের সিফাত হচ্ছে সতর্ক থাকা, আমরা আল্লাহর কাছেই সাহায্য এবং তাউফিক কামনা করি। এটি মুমিনের সিফাত নয় যে, সে অসতর্ক থাকবে এবং তার এই অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কাফেররা মুমিনের উপরে চড়াও হবে। আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন, কাফেররা চায় আমরা যেন অসতর্ক থাকি। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

প্রিয় ভাই আমার,

জানেন, আমরা যুদ্ধের ময়দানেই আছি। এই ময়দানে সতর্ক থাকা অনেক জরুরী। সামান্য অসতর্কতার জন্য অনেক বড় মুসিবত চলে আসতে পারে, আল্লাহর পানাহ। ইদানিং কাফের মুরতাদদের কিছু কাজ লক্ষ্য করলাম। তারা আমাদের সহজ সরল দীনি ভাইদের ধোঁকায় ফেলার জন্য, প্রতারনা করে তাদেরকে বন্দি করার জন্য বিভিন্ন রকম ছলনার আশ্রয় নেয়। **যেমন, আমাদের দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের কপি ফোরাম বের করেছিলো তারা। এ ব্যাপারে ফোরামে আলাদা পোস্ট করে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।**

আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং তারা তাদের পরাজয় টের পেয়ে গেছে। **হতাশায় তারা খুব সম্ভব তাদের হাত গুলো কামড়াতে শুরু করবে।** ইদানিং একটি ইউটিউব চ্যানেল আমার নজরে এলো, নাম "True Skills Radio". সঙ্গত কারনে এই চ্যানেলটির ব্যাপারে কিছু বিষয় আলোচনা করার নিয়াত করলাম ইনশা আল্লাহ।

মুল আলোচনায় যাবার আগে একটা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কথা সেরে নেই ইনশা আল্লাহ -

কাফের মুরতাদদের একটি জঘন্য কৌশলের নাম হচ্ছে - **"স্টিং অপারেশন"** যখন তারা কোনভাবেই আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদ ভাইদের সাথে পেরে উঠেনা তখন তারা **কাপুরুষের মত এই ঘৃণ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে।** সহজ ভাষায় স্টিং অপারেশন হচ্ছে একটি ফাঁদ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে এমন কাউকে গ্রেফতার করা যে কোন অপরাধ করেনি কিন্তু সে হয়ত করতে পারত। ***অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কারো কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে সুনির্দিষ্ট কোন একটি কাজ করতে প্ররোচিত করা, কাজটি করার জন্য সমস্ত রকম উপায় উপকরন তার সামনে হাজির করে দেয়া।***

হয়ত কাজটি করার কথা সে কোনদিন কল্পনাও করেনি কিন্তু যখন দেখে সব কিছু এভাবে তার সামনে একে একে হাজির হয়ে যাচ্ছে এবং তাকে অনবরত প্ররোচিত করা হচ্ছে তখন কোন এক অসতর্ক মুহুর্তে সে কাজটি করে বসে বা হয়ত শুধু মাত্র মৌখিক স্বীকৃতি দেয় - আর এটুকুর ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এখন আমি উপরে যে চ্যানেলটির কথা উল্লেখ করলাম এই চ্যানেলটির ব্যাপারে এক দুইটি নয় বরং অনেক কারন রয়েছে **এটি তাগুতের একটি সম্ভাব্য ফাঁদ বা স্টিং অপারেশন এর একটি মেকানিজম হবার**, নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম জানেন। তবে এর আ আমি মৌলিক কিছু বিষয় আলোচনা করার চেস্টা করব ইনশা আল্লাহ, যা থেকে আমারা খুব সহজেই এরকম ফাঁদ, প্রতারনা কিংবা স্টিং অপারেশন/মেকানইজম এর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে পারি ইনশা আল্লাহ।

১। আল কা'ইদা অনলাইনে কোন সাথী নিজেদের সাথে যুক্ত করেনাঃ এই কথাটি একাধিক বার বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। আল কা'ইদা কখনই অনলাইন ভিত্তিক যে

কোন রকম প্ল্যাটফর্মে কোন সাথী নিজেদের সাথে যুক্ত করেনা, কাউকে করতে বলেনা বরং এর বিপরীত বলে থাকে। একই সাথে অনলাইন ভিত্তিক যে কোন প্ল্যাটফর্মের যে কোন আইডেন্টিটি/পরিচয় নির্ভরযোগ্য এবং দায়িত্বশীল কারো দ্বারা ভেরিফাইড না হওয়া পর্যন্ত সে আইডেন্টিটি/পরিচয় এড়িয়ে চলতে উতসাহিত করে। অফিশিয়াল কোন প্ল্যাটফর্ম ব্যাতিত অন্য কোন মিডিয়া আউটলেট/প্ল্যাটফর্মের ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকে।

২। আল কা'ইদা অনলাইনে কখনই কারো ব্যাক্তিগত তথ্য জানতে চায় নাঃ যেমন নাম জানাতে বলে না, জায়গার নাম বলতে বলেনা, এমন কি কেউ জানাতে চাইলেও তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর যদি তা ইউটিউবের মত প্রকাশ্য আউটলেট সে ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই আসেনা! হ্যা, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাথমিক নির্ভরযোগ্যতা যাচাই এর পরে কিছু প্রশ্ন করতে পারে তবে সেটি ২ পক্ষের সিগনেচার ভেরিফাইড হবার মতই। ২ পক্ষই যখন একে অপরের সাথে এক্টি বিশেষ অবস্থা পর্যন্ত নির্ভরযোগ্যতা প্রমান করতে সক্ষম হয়, শুধুমাত্র এরপরেই তা করা হতে পারে।

৩। এমন যে কোন কাজ বা কাজের গাইডলাইন দেয়না যা কোন একজন মুসলিমকে কাফের মুরতাদদের হাতে সহজ টার্গেটে পরিণত করে। তা আল কা'ইদার আদর্শ এবং কাজের নীতিমালার মধ্যে পড়েনা।

এই ৩ টি মুলনীতি যদি কেউ ভালো ভাবে বুঝে নিতে পারেন তাহলে আসলে বাকি যে কোন কিছু যাচাই করে নেয়া আল্লাহর তাউফিকে খুব ই সহজ হবে ইনশা আল্লাহ।

এখন আসি উক্ত ভিডিওটির ব্যাপারে।

যারা ভিডিওটি দেখেছেন আশা করি ইতিমধ্যে আপনারা বুঝে নিয়েছেন যে, শুধু মাত্র মৌলিক ৩ টি বিষয়ের আলোকেই এই ভিডিওর অবস্থান পরিষ্কার! **এবং ওহে,** - **মুরতাদ এবং মূর্খের দল! আমি নুন্যতম আশা এও রাখি, বিষয়টি তোমাদের কাছেও পরিষ্কার!**

এবার আমি আপনাদের সামনে এই ভিডিও এর ব্যাপারে **কিছু বড় রকম গরমিল** তুলে ধরছি ইনশা আল্লাহ

১। হাদিসের মান যাচাই এর ক্ষেত্রে মুহাদ্দিস গণ একটি

পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা হচ্ছে - হাদিসের কথা যাচাই করে দেখা। অর্থাৎ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকরণ, প্রকাশ ক্ষমতা, প্রাসঙ্গিকতা, উপমার প্রয়োগ এরকম আরো অনেক কিছুকে সামনে রেখে তাঁরা শুধু মাত্র কথা গুলো লক্ষ্য করে সিদ্ধান্তে আসতে পারেন এটি হাদিস নয়। এটি হাদিসের মত শুনতে নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র জবান এমন নয়, তাঁর উপমা দেয়ার ভঙ্গি এবং উপমা নির্বাচন এমন নয়। **একই ভাবে আমি শুধু মাত্র এই ভিডিও কথা শুনেই আমার প্রথম অনুমান এবং আল্লাহ উত্তম জানেন, এটি কোন ইলমের অধিকারী, কল্যানকামী কোন মুজাহিদের কথা নয় বরং এটি হচ্ছে কোন ধোঁকাবাজ মূর্খের কিছু সস্তা কথা!**

২। এই ভিডিও তে কিছু সস্তা কৌশল ব্যাবহার করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে এমন ভাইদের জন্য যারা তেমন কিছু বুঝেন না, দ্বীনকে অন্তর থেকে ভালোবাসেন তাদেরকে লক্ষ্য করে। তারা সুকৌশলে কিছু "শব্দ" বারবার ব্যাবহার করেছে যার দ্বারা মনে হবে যেন খুব আহামরি কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন আলোচনা চলছে কিন্তু বাস্তবে এটি মূর্খতা এবং ছলনা। এমন কিছু কথা হচ্ছে -

মোবাইল ফ্ল্যাশ করে দিবেন
ঐ জিমেইল আর এই ফোনে ব্যাবহার করবেন না
এসব জিনিষ সবাই বুঝেনা

এগুলো হচ্ছে মুল ভিডিওর আগে নিজের ক্রেডিবিলিটি অর্জন। অর্থাৎ কিছু সস্তা শব্দ উচ্চারন করে আপনার মনে একটা জায়গা করে নেয়া, এমন যে সে আসলে সিকিউরিটি নিয়ে খুব সচেতন!

এরপরে উপস্থাপন করা মুল বিষয় আর তা হচ্ছে - গ্রুপ তৈরি করা, এক হওয়া যত বেশী সম্ভব এক সাথে সরল মনা দীনি ভাই গুলো কে এক করা। এটা কিভাবে ভাবা যায় বলেন তো, একটু আগে সিকিউরিটির সবক দিয়ে আসা মহাবিজ্ঞ! শায়েখ আমাদের প্ল্যান দিচ্ছেন আমরা গ্রুপ বানাবো এবং গ্রুপের নাম দিবো এলাকার নাম দিয়ে! পুরা ভিডিও জুড়ে মুল মাকসাদ একটিই আর তা হচ্ছে যত বেশী সম্ভব সরল মনা দীনি ভাই গুলোকে এক জায়গায় করা।

এবং এই কথার ফাকে কিছু মিস্টি কথা ছেড়ে দেয়া -

এর দুইটি মাকসাদ। যদি সচেতন ভাবে কোন ভাই তাদের এই ধাপ্পাবাজি হঠাত বুঝেও ফেলেন সাথে সাথে তিনি আবার শুনলেন আমাদের দরকার **"ট্যালেন্টেড ভাই"** এই কথা তাকে আবার আগের বিষয় গুলো ভুলিয়ে দিবে, নিজেকে উৎসাহী মনে হবে।

তারা প্রত্যেকটি ভিডিওর সাথে - উম্মাহ নেটওয়ার্ক, উম্মাহ নিউজ এবং এএফএন রেডিও এর নাম ব্যাবহার করেছে। এর একটাই অর্থ, তারা এই নামে সার্চ দেয়া ট্রাফিক গুলো যতটুকু পারে তাদের দিকে নিতে চায়।

সব শেষে তারা আবার কিছু নাম উল্লেখ করেছে, যেমন তামিম আল আদনানি, যদিও নামটাও ঠিক ভাবে উচ্চারন করতে পারেনি। **এই জায়গায় এসে এমন একটা উপস্থাপনা করতে চেয়েছে যেন, তামিম আল আদনানি মাঝে মাঝেই তাদের সাথে জিহাদের কাজের ব্যাপারে বিস্তর আলাপ আলোচনা করে থাকেন!**

পরিশেষে আবার এও বলেছে - **আমরা তো শহিদ হয়ে যাব! আল্লাহর দ্বীনের কোন মুজাহিদ কখনই এভাবে শাহাদাতের**

কথা বলতে পারেন না, এটি তাদের সিফাত না! যদি কোন মুজাহিদ ভাই এ কথা উল্লেখ করতেও চান, তিনি এই কথার সাথে নিজের চূড়ান্ত নীচতা, হীনতা, অসহায়ত্ব, গুনাহ, এবং আল্লাহর দয়া অনুগ্রহকে সংযুক্ত করে দেন।

আসলে আল্লাহর তাউফিকে পুরা ভিডিওর প্রতিটি লাইনের অসারতা প্রমান করে দেয়া সম্ভব ইনশা আল্লাহ। কিন্তু সেটির কোন জরুরত নেই ইনশা আল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহর কালামই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, **ওহে চক্রান্তকারীর দল, তোমাদের আর আমাদের মাঝে রইলেন আল্লাহ! আর মুমিনদের জন্য কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি!**

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের

পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে কর।

৪১.চলেন কথা বলি - চুপ না থাকি

অনেক দিন আগের কথা - আমি কোথাও যাচ্ছিলাম। খুব সম্ভব শীতের সময় হবে, রাস্তার পাশে ওয়াজ হচ্ছিলো। শীত কালীন মজাদার ওয়াজ। যাই হোক কিছু কথা কানে আসলো - যা ছিলো মারাত্মক বিদয়াত এবং ভ্রান্ত আকিদার কথা বার্তা। কিন্তু ওয়ায়েজ - এমন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলে যাচ্ছিলো মনে হচ্ছিলো গিয়ে তাকে থামাই আর বলি এসব মিথ্যা বন্ধ কর। কিন্তু পারিনি।

সেদিন রাতে আমার মনে হল ঠিক এই ভাবে আমি আমার সমাজ টা আজ এই অবস্থায় চলে এসেছে। ঠিক এই ভাবে আমরা শুদ্ধ দ্বীন থেকে বহু দূরে চলে গেছি। কারন আমরা কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। আমরা অন্যায় কে বাধা দেয়া ছেড়ে দিয়েছি। কালের পরিক্রমায় আজ পাপ আমাদের জীবনের উপকরণ হয়ে গেছে, পাপের উপকরণ ছাড়া আমরা বাচার কথা চিন্তাও করতে পারিনা! আমি বাড়িয়ে বলছিনা।

আল্লাহ ইল্ম উঠিয়ে নেন না বরং আলিমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্ম উঠে যায়। আজ আমাদের প্রত্যকে টা অবস্থার জন্য কোন না কোন ভাবে আমাদের এই পাপ দায়ী, আমরা কথা বলা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমরা দ্বীনের ব্যাপারে উদসিন হয়ে গেছিলাম।

সেই রাতে তো আমি কিছু করতে পারিনি তবে সেই ঘটনা টা আমি ভুলেও যাইনি।

সেই ঘটনার স্মরনে আমি আমার ভাইদের কাছে অনুরোধ করব - আপনারা আপনাদের সাধ্য মত আল্লাহর দ্বীনের যতটুকু ব্যাপারে কথা বলতে পারবেন - তা বলবেন। নিজের

ভিতরে কোন কথা চেপে রাখবেন না যদি তা একটি মাত্র বাক্যও হয়। আপনি দেখেন কাফের রা, আর তাদের দালাল রা তাদের মতবাদ প্রচার প্রসার করার জন্য অক্লান্ত কথা বলে যায় - তাহলে আমরা আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলতে কেন ক্লান্ত হব!

আমরা অনেকে ভাবি - আরে এটা তো ছোট বিষয়। জি হয়ত আসলেই ছোট বিষয়, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের বিষয়! সুতরাং আপনি বলেন, তা যত ছোটই হোক না কেন। অনবরত আল্লাহর দ্বীন এবং আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলার মধ্যে অনেক অনেক ফায়দা আছে। যখনই যে হালাত এ সম্ভব আপনি অন্যের সাথে দ্বীনের কথা বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলেন। তারা না শুনুক, আপনি শুনিয়ে দেন। কাউকে দাওয়াত দিচ্ছেন - আল্লাহর কালাম থেকে তাকে কিছু শুনান। আল্লাহর কালামের সাথে তার সম্পর্ক করে দেন। তাকে জিজ্ঞেস করেন দ্বীনের ব্যাপারে তুমি যে কোন একটি প্রসঙ্গ উপস্থাপন কর -এর পরে চল আমরা দেখি এই ব্যাপারে কুরআন কি বলে -

একটি বাস্তব ঘটনা দিয়ে শেষ করব ইনশা আল্লাহ। আমি

এক ভাই এর ঘটনা জানি -

তিনি অনেক দিন যাবত তাঁর বন্ধুদের মাঝে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তো এতে কোন পরিবর্তন আসছিলোনা। ভাই ও প্রায় হতাশ হয়ে যান এরকম অবস্থা। এমন সময়ে ভাই কোন এক লেকচারে শুনলেন আল্লাহর রাসুলের দাওয়াহ ছিলো সবচেয়ে উত্তম - আর তিনি কুরআন দিয়েই দাওয়াহ দিয়েছেন। পরে সেই ভাই চিন্তা করলেন - আরে! তাইতো কুরআন অপেক্ষা উত্তম আর কি হতে পারে! আমার এত কিছু চিন্তা করা কি দরকার? কুরআনে যা আছে আমি সেটাই পড়ে শুনিয়ে দিবো। হেদায়েত এর মালিক তো আল্লাহ। যেই ভাবা সেই কাজ। সেই ভাই উনার এক বন্ধুকে নিয়ে মসজিদে কুরআন থেকে কোন একটা সুরা বাংলা অর্থ সহ পড়ে শুনালেন। আর কিচ্ছুনা। এর পরে চলে আসলেন। এরপর থেকেই উনার সেই বন্ধু দ্বীনের পথে চলে আসলো! ঠিক এর পরেই।

তাই আমাদের ঘর, আমাদের আলোচনা, আমাদের দাওয়াহ, আমাদের চিন্তা এবং চেতনায় আমরা আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, তাঁর কালাম, তাঁর রাসুল, তাঁর রাসুলের সুন্নাহ - এই গুলো কে

নিয়ে আসি। যত অল্পই হোক আর যত বেশিই হোক।

আল্লাহ আপনি আমার জন্য এবং আমাদের জন্য আমল করা কে সহজ করে দিন - আমিন।

৪২.ছবির ভিতরে লুকিয়ে থাকা জঘন্য নীল নকশা!

দিল্লির মুসলিমদের উপরে মালাউনদের জুলুম এবং নির্যাতন যখন সারা দুনিয়ার নিউজে প্রতিফলিত হচ্ছে তখন দেখে নেয়া যাক মালাউনদের পা চাটা দালাল এবং লেজ নাড়া কুকুরের মত আনুগত্যের চূড়ান্ত নমুনা প্রদর্শনকারী এদেশের হলুদ মিডিয়ার কি অবস্থা!

বাজারে প্রচলিত একটি নিউজ পোর্টাল হচ্ছে বাংলা ট্রিবিউন। ষড়যন্ত্রের দিক থেকে এরাও প্রথম আলোর চেয়ে কোন অংশে কম যায়না। তারা দিল্লির ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন ছেপেছে যার শিরোনাম দিয়েছে "**দিল্লিতে বিক্ষোভ অব্যাহত, সংঘর্ষে নিহত ৭**"

শিরোনামের পরেই খবর হিসেবে প্রথম যে লাইন ক'টি আছে তা হচ্ছে -

"ভারতের রাজধানী দিল্লিতে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) নিয়ে সোমবারের সংঘাতের পর মঙ্গলবার সকালে নতুন করে বিক্ষোভ জোরালো হয়েছে। এদিন সকালে মৌজপুর এবং ব্রক্ষপুরীতে ফের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একে অপরকে লক্ষ্য করে শুরু হয় পাথরবৃষ্টি। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেলও। এদিকে সোমবারের সংঘর্ষে একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ এ পর্যন্ত ৭ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে"

লক্ষ্য করুন, একজন পুলিশকর্মকর্তা সহ ৭ জন। সবার আগে রয়েছে একজন পুলিশের উল্লেখ! এ ব্যাপারে আলাদা কোন উল্লেখ না করলেও আমরা জানি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে পুলিশের অবস্থান কেমন হতে পারে!

এই লাইন ক'টির পরেই রয়েছে একটি ছবি, যে ব্যাপারে আজ আমি আপনাদের দৃস্টি আকর্ষণ করছি। [ছবিটির লিঙ্ক

কমেন্টে]

আপনি যখন কোন একটি বিক্ষোভ এর ছবি নিতে চাইবেন তখন শ'য়ে শ'য়ে তা নেয়া সম্ভব । কিন্তু তারা খুব সুনির্দিষ্ট একটি ছবি বেছে নিয়েছে। যেখানে সবার আগে দুজন দাড়ি ওয়ালা যুবক দেখা যাচ্ছে, যাদের একজন পাঞ্জাবি পায়জামা পরা। এর পিছনে এমন কিছু তরুন যাদের মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা।

আপনি যখনই এ দাঙ্গা, বিক্ষোভ এর খবরটি পড়বেন তখন একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন আসবে - কারা দায়ী এই দাঙ্গার জন্য? নিউজে কোথাও তা স্পস্ট করে বলে দেয়া নাই। বরং নীরবে তারা ইঙ্গিত করেছে ছবির দিকে। অর্থাৎ এই যে ছবি টা দেখো, তারপর পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নাও!

এটি হচ্ছে অনেক পুরনো মনস্তাত্ত্বিক খেলা! এভাবে তারা অজান্তে মানুষের মনে একটি ধারনা, একটি ছবি তৈরি করে, যেমন ছবি তারা জনগনের সামনে উপস্থাপন করতে চায়। আর তা করার জন্য, তারা নীরবে এমন হাজার হাজার ছবি আমার আপনার সামনে ফেলতে থাকে। আমরা কোনদিন

ভাবতেও পারিনা প্রতিদিনের দেখে যাওয়া এই ছবিগুলো আস্তে আস্তে আমাদের অজান্তেই আমাদের মনের ভিতরে স্থান করে নেয়। যখন উপযুক্ত কোন পরিবেশ আসে তখন আমরা ঠিক ঐ ছবিটাই দেখি যেটা তারা এতদিন আমাদের দেখাতে চেয়েছে! সে সময়ে আমাদের চেতনায় তাদের ছেপে দেয়া ছবির বাইরে আর কোন ছবি ধারনায় আসতে পারেনা।

এতখন আমি যা বললাম, তা হচ্ছে আজ আমাদের চারপাশে চলতে থাকা বিশাল এক নীরব যুদ্ধের সামান্য অনুকণা মাত্র। এই যুদ্ধ যে আমাকে আপনাকে ঘায়েল করছে তার একটি বাস্তব উদাহরন আপনাদের দেখাই। নিচে আমি একটি শব্দ/নাম উচ্চারন করব, এই নাম/শব্দ টি শোনার পর কোন আলাদা চিন্তা ছাড়াই সর্বপ্রথম কোন চিন্তা বা কোন ছবিটি আপনার মাথায় আসে তা লক্ষ্য করুন।

শব্দটি হচ্ছে - **"ভাড়াটিয়া ফর্ম"** - কি চিন্তা আসে মাথায়? জঙ্গি ঠেকানোর জন্য প্রত্যেক ভাড়াটিয়ার সামনে দেয়া এক বিশেষ ফর্ম, তাই কিনা? এই ছবিটি তারা আমাদের মন মগজে তৈরি করেছে। একই ভাবে **"জঙ্গি"** শব্দটি। এটা শুনার পরে আপনার মাথায় নিউজিল্যান্ড এর ক্রাইস্ট চার্চের সেই নরাধম

শুটার এর কথা কখনই মনে আসবেনা, বরং মনে আসবে তাদের কথা যারা নিজেদের জীবন বাজি রাখে দ্বীনের জন্য। একই ভাবে **সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি** - মনে আসে পহেলা বৈশাখ কিংবা মঙ্গল শোভা যাত্রা! ভাবতে পারেন!!!

আসেন প্রশ্ন করি, এটা কিভাবে হল? এটিই হচ্ছে সেই মেকানিজম যা উপরে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলার চেস্টা করেছি। এটাই তাদের দীর্ঘদিনের যুদ্ধের ফল! এভাবেই তারা আমাদের সামনে দাড়ি টুপিকে উগ্রতার লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করে, পর্দাকে দাসত্ব হিসেবে দেখায় আর কুরআন কে শুধু ঘরে বসে পড়ার বই হিসেবে! একই ভাবে ধর্ম যার যার ব্যাক্তিগত জীবনে কিন্তু মঙ্গল শোভা যাত্রা সবার জীবনে! - হায়!

তাহলে আমাদের করনীয় কি? করনীয় হচ্ছে যথাসম্ভব এ ব্যাপারে সচেতন করা এবং সচেতন হওয়া। তাদের এই প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তাদেরকে ছেড়ে না দেয়া।

আর সাহায্য তো শধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

৪৩.জাতিসংঘ, আমাদের জিল্লতি এবং কিছু কথা

জাতিসংঘ এবং রাস্তার নেড়ি কুকুর এর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নাই। বরং নেড়ি কুকুরের ক্ষমতা জাতিসংঘের চেয়ে কিছুটা বেশি। কারন নেড়ি কুকুর আর কিছু না পারলেও ঘেউ ঘেউ করতে পারে ... এবং নিজের খোরাক নিজেই জোগাড় করে নেয়।

কিন্তু জাতিসংঘ তাও পারেনা !!!

জাতিসংঘের ব্যাপারে কমবেশি সবারই জানা আছে। যেমন সর্বশেষ ঘটনাটাই যদি আমরা দেখি -

জেরজালেমে ইউএস অ্যাম্বাসি নিয়ে আসার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে আসলে জেরুজালেম কে ইজরায়েল এর রাজধানী হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছে ট্রাম্প এবং তার আমেরিকা। এর বিরুদ্ধে জাতিসংঘ একটি খসড়া প্রস্তাবনা নিয়ে আসে যা ইউএস এর ভেটো এর কারনে যেখানে শুরু হয়েছিলো

সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপরে জাতিসংঘ আবার এটির বিরোধিতা করার চেস্টা করে এবং ১২৮ টি দেশ এর পক্ষে ভোট দিয়েও এটি যেখানে ছিলো সেখানেই থেকে যায় ইউএস এর ভেটো এর কারনে।

সারা দুনিয়ার শান্তিরক্ষী হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয় - সেই জাতিসংঘ দুনিয়ার একনম্বর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র - **মাদার অফ অল টেরর** অ্যামেরিকার কাছে নেড়ি কুত্তার চেয়েও অধম!

আর অবাক হতে হয় যখন দেখি কিছু মুসলিম আলেম উলামা, আর স্কলাররা এটা বিশ্বাস করেন এই জাতিসংঘ আরাকানে গিয়ে আমাদের মুসলিম ভাইবোনদের উপরে যে জুলুম হচ্ছে তা বন্ধ করবে। আমি শুধু নিউজে দেখি - জাতিসংঘ প্রমান পেয়েছে আরাকানে জাতিগত নিধন হয়েছে! এটা অনেকটা এমন যে ভর দুপুর বেলা কেউ অনেক গবেষণা করে, মিলিওন মিলিওন ডলার খরচ করে বললো - হুম সূর্য উঠেছে তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে! এটাকে কি বলে অভিহিত করা যায়!!!

কিন্তু দুঃখজনক হএলো সত্যি আমাদেরই কিছু অংশ এরকম

নেড়িকুত্তা টাইপ কারো আশায় বসে আছে !!! এটা কতটুকু লজ্জার হতে পারে! **আমার বোন ধর্ষিত হচ্ছে আর আমি ধর্ষণ কারীকে বলছি, ইসলামে কোন উগ্রবাদ নাই, জঙ্গিবাদ নাই, তুমি ধর্ষণ করতেই থাকো আমি পঞ্চায়েত এর মড়োল এর জন্য অপেক্ষা করবো যে কিনা আরো বড় ধর্ষক! তুমি ধর্ষণ করতেই থাকো আমি তোমার জন্য দুয়া করবো, আমি তোমাকে দাওয়াতের কথা বলবো!**

(আরে ভাই ধর্ষণ কারীকে প্রতিহত করার সাথে উগ্রবাদের কোন সম্পর্ক নাই, জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নাই, এমন পশু পাখিদের মধ্যেও যদি কেউ এমন করে - পুরুষ পশু পঞ্চায়েত, প্রধানমন্ত্রী, জাতিসংঘের জন্য বসে থাকে না, সে নিজের সবটুকু সামর্থ্য আর শক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে, হায় আমরা সেটুকুও পারিনা!!!)

কারন আমার গিরাহ এত কম দামে বেচে দিয়েছি যে আমার বোনের ইজ্জত টুকু বাচানোর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট নাই।

তার চেয়েও লজ্জার কথা - এইটাকে আবার আমরা ইসলামের লেবেল দিয়ে ঢাকতে চাই!!! দাওয়াতের তকমা

দিয়ে ঢাকতে চাই।

এই জিল্লতি শুধু এই কারনে যে আমি ভয় পাই আমাকে হত্যা করবে, কিংবা শূলী তে চড়াবে, কিংবা আমার হাত পা কেটে ফেলবে - কিংবা আমার রিজিক সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, কিংবা আমাকে বন্দী করবে ...

কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমরা আমাদের নিয়তি পরিবর্তনের কোন ক্ষমতা রাখিনা !!!

কি অদ্ভুত - কত সহজেই আমরা আমাদের ঈমান বেচে দেই আর নিজেদের জিল্লতি কে হাসি মুখে বরন করে নেই!!!

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের কে সত্য পথে অবিচল রাখুন আর কাফিরদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কঠোরতা সৃষ্টি করে দিন।

৪৪.জান্নাতের জন্য ব্যবসা!

দুনিয়াতে আমরা কত রকম ব্যবসাই তো দেখি, আজ আমরা ভিন্ন এক ব্যবসা নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ্। যে ব্যবসা নিয়ে কথা বলা মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, যে ব্যাবসা আজ আমাদের অন্তর থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অথচ এর মত লাভজনক ব্যবসা আর দ্বিতীয় টি নেই।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা সুরা আস-সাফ ১০-১২ নাম্বার আয়াতে বলেন,

"হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যাবসার সন্ধান দিবো যা তোমাদের কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক এক আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিবে। তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে, এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরাবুঝতে। আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন, এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত থাকবে, তিনি তোমাদের কে আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী

নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহে; আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য"

আল্লাহ্* সুবহানাহু তায়ালা সুরা বাকারার ২৬১ নাম্বার আয়াতে বলেন,

*"যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ্*র পথে খরচ করে তাদের উদাহরন হচ্ছে একটি বীজের মত, যা থেকে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ, আবার প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) একশ শস্য দানা। আল্লাহ্* তায়ালা যাকে চান তাকে বহু গুন বৃদ্ধি করে দেন, বস্তুত আল্লাহ্* হচ্ছেন বিপুল দাতা ও মহাজ্ঞানী"* ___ (সুরা বাকারাহ ২৬১)

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ***আল্লাহর রাস্তায় ব্যায়কৃত প্রত্যেকটি আমলের আজর ৭০০ গুন বৃদ্ধি পাবে।***

রাসুল (সাঃ) বলেন, যায়িদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, যে আল্লাহর রাস্তায় একজন মুজাহিদ কে প্রস্তুত করে দিলো সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো, যে একজন

মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করলো সেও জিহাদ করলো।

___ সাহিহ বুখারী

শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি (রহঃ) এর বিখ্যাত জিহাদে অংশগ্রহনের ৪৪ উপায় এর মধ্যে কিছু হচ্ছেঃ

নিজের সম্পদ দিয়ে জিহাদ

মুজাহিদিনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ

মুজাহিদিনদের আর্থিক সাহায্য করা

মুজাহিদিনদের পরিবারের দেখাশোনা করা

শহীদ পরিবারের দেখাশোনা করা

যুদ্ধ বন্দী পরিবারের দেখাশোনা করা

আজ আমি আপনাদের এমন এক ব্যবসার কথা বলতে চাই যার তুলনায় আর কোন ব্যবসা সামনে দাঁড়াতেও পারবেনা! এমন এক ব্যবসা সারা পৃথিবীতে যার দ্বিতীয় কোন উদাহরন কেউ দিতে পারবেনা! এমন এক ব্যবসা যার সমতুল্য আর কিছুই নাই! এই ব্যাবসার কথা কিন্তু আমি নিজে বলছিনা,

এই ব্যবসার কথা বলছেন, সমস্ত জাহানের মালিক, আসমান সমূহের মালিক, জমিন সমূহের মালিক, জান্নাত সমূহের মালিক, জাহান্নাম সমূহের মালিক, আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আর মহান আল্লাহ্*র এই লাভজনক ব্যবসা সম্পর্কে জানার আগে আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। যেমন দুনিয়াবি কোন ব্যবসার আগে আমরা এর আগে পিছের মানুষ গুলো সম্পর্কে জানতে চাই! যার সামর্থ্য যত বেশি, যার টাকা পয়সা যত বেশি, যার যত ইন্ডাস্ট্রি আছে, যার কোটি কোটি টাকা আছে, যার কাছে দেশের পুলিশ র্যাতব জিম্মি, যার টাকার খেলায় মন্ত্রী এমপি পুতুল নাচ নাচে এমন কেউ যদি আমাদের কোন ব্যবসার প্রস্তাব দেয় সবাই তার এই প্রস্তাব লুফে নিবে। কারন সবাই জানে এই লোকের কাছে ক্ষমতা আছে, টাকা আছে, লবিং আছে, সবকিছুই আছে। সুতরাং এমন কোন বোকা আছে যে এমন লোকের ব্যাবসার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবে, কারন এমন লোকের সাথে ব্যবসায় কোন লস নাই! সুতরাং এমন ব্যবসার প্রস্তাব এক কথায় অসাধারন! এবার দেখি আমরা এখানে যে ব্যবসার কথা বলছি সেই ব্যবসা কার পক্ষ থেকে আসছে। তাকে আমরা কত টুকু চিনি!

আল্লাহ্ তিনি, যিনি ব্যাতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, চির স্থায়ী। আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক, আসমান সমূহের মালিক, জমিন সমূহের মালিক, জান্নাত সমূহের মালিক, জাহান্নাম সমূহের মালিক। তিনি মালিক জিবরীল (আঃ)। তিনি মালিক ইস্রাফীল আঃ, মিকাইল (আঃ) এর, আজরাইল (আঃ) এর। তিনি মালিক আরশ বহন কারী ফেরেশতাদের আর তিনিই মালিক সমস্ত আরশের। তিনি মালিক বিলিওন বিলিওন ফেরেশতাদের, তিনি মালিক সমস্ত সৃষ্টি জগতের। তিনি কখনো ঘুমাননা, কখনো ক্লান্ত হননা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর ইশারা ব্যাতিত কোন কিছু হয়না, আর তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ কোন কিছু লুকাতে পারেনা। তিনি খাওয়ান সাগরের সমস্ত প্রানী কে, আকাশের সমস্ত পাখিকে আর জমিনের সমস্ত প্রানীকে আবার তিনি জানেন সমুদ্রের তীরে ঠিক কতগুলো বালুকনা আছে! মায়ের গর্ভে তিনি নাপাক বীর্য কে রক্তপিন্ড বানিয়ে দেন, রক্ত পিন্ড কে সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেন, তার ভিতরে হাড় তৈরি করেন আর সেই হাড়ের উপরে গোশতের আবরন দিয়ে সুন্দর মানুষ তৈরি করেন, তিনি কাউকে করেন ছেলে আবার কাউকে করেন মেয়ে। তিনি জীবন দেন, আবার তিনি মরন দেন। তিনি জীবিত থেকে মৃত বের করান আবার মৃত থেকে

জীবিত বের করান। তার সমকক্ষ কেই নাই, তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ নাই, তিনি সূর্য কে পূর্ব থেকে উঠান কারো সামর্থ্য নাই সেটাকে পশ্চিম থেকে উঠানোর আবার তিনি যদি সূর্যকে পশ্চিম থেকে উঠাতে চান কারো সাধ্য নাই সেটাকে পূর্ব থেকে উঠানোর! তিনি যদি কাউকে সম্মান দিতে চান কেউ তাকে অপমান করতে পারেনা আর তিনি যদি কাউকে অপমান করতে চান কেউ তার কোন উপকার করতে পারেনা। তিনিই আল্লাহ্, ইব্রাহীম (আঃ) রব্ব, মুসার (আঃ) এর রব্ব, ঈসা আঃ এর রব্ব, মুহাম্মদ সাঃ এর রব্ব। সৃষ্টির সমস্ত কিছু তাঁর প্রশংসা করে আর তাঁর তাসবিহ পড়তে থাকে। আল্লাহর কাছে থেকেই আমরা এসেছি আর তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি সুবহানাল্লহিল আজিম

আসলে আজ তো আমরা আল্লাহর পরিচয়ই ভুলে গেছি তাই আল্লাহ দেয়া ব্যাবসার প্রস্তাব আমাদের মনে কোন দাগ কাটেনা। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ পক্ষ থেকে সরাসরি ব্যাবসাও আজ আমাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের এক ব্যাবসার প্রস্তাব দিচ্ছেন। অনেক টা এমন যে, আমি আল্লাহ, কেউ আছো কি যে আমার সাথে ব্যাবসা করতে রাজি আছ! যেমন আল্লাহ কুরানে অন্য এক জায়গায় বলছেন, "কে এমন হবে যে আল্লাহ কে উত্তম ঋণ দিবে.." আল্লাহ নিজে আমাদের কে এক ব্যাবসার সন্ধান দিচ্ছেন। সেই ব্যাবসার প্রথম লাভ, কঠিন এক আজাব থেকে বাঁচিয়ে দিবে। ব্যাবসা বুঝতে হলে ব্যাবসার লাভক্ষতি গুলোও খুব ভালো ভাবে বুঝে আসা দরকার। না হলে ব্যাবসা মনে ধরেনা।

ব্যবসার প্রথম লাভঃ

কি এই কঠিন আজাব! এ হচ্ছে সেই আজাব যার শুরু হবে উলঙ্গ অবস্থায়, কেউ সেদিন মুখের ভরে হাঁটবে, কেউ বুকের উপর ভর দিয়ে ছেচড়িয়ে সামনে আগাবে, কারো জিহবা কুকুরের মত সামনে বেরিয়ে আসবে, ঘামের সাগরে মানুষ সাতার কাটবে, পিপাসায় কাতর হয়ে যাবে, মাথার উপরে কোন ছায়া থাকবেনা আর সূর্য থাকবে কয়েক হাত উপরে! এটা কোন দিন! বিচারের দিন। হাদিস শরিফে এসেছে, এই

দিন হবে ৫০ হাজার বছর, আর আর এই ৫০ হাজার বছরের এক দিন আমাদের হিসাবের ৫০ হাজার বছর। আর এটা তো শুধু শুরু মাত্র! এদিন সবাই সবাইকে ভুলে যাবে, মা সন্তান কে চিনবেনা, কোন ধন সম্পদ কারো উপকারে আসবেনা। সেদিন কেউ কোন কথা বলার সাহস পাবেনা। সবাই নিশ্চুপ থাকবে। আল্লাহ্ বলেন সেদিন শুধু মাত্র সেই কথা বলার সাহস রাখে যাকে আল্লাহ্ কথা বলার অনুমতি দিবেন। আল্লাহ্ বলছেন সেই দিন কেউ যদি কোন ক্ষমতা রাখে তাহলে যেন এর ব্যাতিক্রম কিছু করে দেখায়। আল্লাহ্* বলবেন "ও আদম সন্তান যদি তোমাকে সারা পৃথিবী সমান স্বর্ণ দেয়া হতো আর আজ যদি তা মুক্তিপণ হিসাবে চাওয়া হতো তুমি কি তা দিতে? আদম সন্তান উত্তর দিবে অবশ্যই ইয়া আল্লাহ্। আল্লাহ্ বলবেন কিন্তু আমি তো তোমাদের কাছে এর চেয়ে অনেক কমই চেয়েছিলাম, কিন্তু আজ আর কোন কিছুই গ্রহন করা হবেনা। সেদিন মানুষের কর্মফলের প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, সেদিন তারা সব কিছুই দেখতে পাবে যা তারা আগে করে এসেছিলো। আল্লাহ বলেন সেদিন কতক মুখ হবে উজ্জ্বল আর কতক মুখ হবে হতাশায় ভরপুর। আল্লাহর ব্যাবসার প্রথম লাভ হচ্ছে, তিনি আমাদের এই কঠিন আজাব থেকে বাঁচিয়ে দিবেন।

এই আজাব এতই ভয়ঙ্কর যে শুধু মাত্র এই আজাব থেকে বাঁচতে পারাই আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত! সুতরাং ব্যাবসার প্রথম লাভ, হাশরের ময়দানে কঠিন আজাব থেকে আল্লাহ বাঁচিয়ে নিবেন।

ব্যবসার দ্বিতীয় লাভঃ

আল্লাহ সমস্ত গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। সারা জীবনে আমরা যত গুনাহ করেছি আল্লাহ সেই সমস্ত গুনাহ গুলোকে মাফ করে দিবেন। আমরা মনে করি আমরা অনেক নেক আমল করি, সালাত আদায় করি, সিয়াম রাখি, জাকাত দেই, সাদাকাহ করি, হাজ্জ করেছি আলহামদুলিল্লাহ্, তাসবিহ পড়ি, আর এই আমল গুলো আমাদের কে সন্তুষ্ট করে ফেলে। আমাদের এই আমল আমাদের এতটাই পরিতুষ্ট করে ফেলে যে আল্লাহ যখন গুনাহ সমূহ মাফের কথা বলেন তখন সেটা আমাদের মনে কোন প্রভাব ফেলেনা, আমরা নিজেদের কে সেই আয়াতের বাইরে মনে করি! আর তা যদি নাই হবে তাহলে কেন আমাদের মাগফিরাত দরকার হবেনা? কেন আমরা আল্লাহর গুনাহ সমূহ ক্ষমার অঙ্গীকারে উৎসাহিত হইনা? কেন ক্ষমার অঙ্গীকার আমাদের কাছে যথেষ্ট মনে

হয়না? মাসের শেষে ৫০০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি আমাদের যত টুকু অভিভূত করে আল্লাহর ক্ষমার প্রতিশ্রুতি কি আমাদের তারচেয়ে বেশি না হলেও ঠিক ততটুকু পরিমান অভিভুত করে! আরা তা যদি না করে তাহলে আসলে, আল্লাহর ক্ষমার অঙ্গীকার আমাদের কাছে ৫০০০০ টাকার সামনে বাতাসে মিলিয়ে যায়। রাসুল (সাঃ) বলছেন, "কেউ তার আমলের বিনিময়ে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া। সাহাবা গণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলাল্লাহ এমন কি আপনিও না? রাসুল (সাঃ) বললেন, এমন কি আমিও না" হযরত উমার (রাঃ) কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে বলতেন সম্ভব হলে আমি চাইতাম আমার আমলের কোন হিসাব নেয়া হবেনা, আর আমাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হবে। এমন অবস্থায় আমরা নিজেদের আমলের উপরে এত বেশি খুশি থাকি যে যখন আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিব তখন তা আমাদের অভিভূত করেনা। তা আমাদের মনে দাগ কাটেনা। আবু দারদাহ (রাঃ) বাগান বাড়ি সহ তাঁর পুরা একটা খেজুরের বাগান মুহূর্তের মধ্যে দান করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র জান্নাতের ভিতরে একটা গাছের ওয়াদা পেয়ে। কথা হচ্ছিলো এই

ব্যাবসার দ্বিতীয় লাভ, আল্লাহ সমস্ত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন। এমনকি লাভ হিসাবে শুধু এইটাই অনেক বেশি আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন! একবার নিজেদের জীবনের দিকে তাকাই, আর চিন্তা করি আমার জীবনে কত গুনাহ আছে! আর সেই গুনাহ সমূহের হিসাব যদি আল্লাহ একটা একটা করে নেয়া শুরু করেন তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে!

ব্যবসার তৃতীয় লাভ জান্নাতঃ

এই ব্যাবসার প্রথমে আল্লাহ্ বলেছিলেন, বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিবেন, এরপর বলেছেন সমস্ত গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারের কথা আল্লাহ বলছেন, আর তা হচ্ছে জান্নাত! একজনের বিশ্বাসীর জন্য জান্নাতের চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারেনা! আফসোস আজ জান্নাতও আমাদের মন গলাতে পারেনা। আমরা আজ জান্নাতের কাছেও বিক্রি হইনা। জান্নাতের চেয়ে বরং দুনিয়ার অনেক তুচ্ছ কোন বিষয়ে আমরা নিজেদের বিক্রি করে দেই। আর এর কারন এই যে, দুনিয়ার এই জীবন টা নিয়ে আমরা যত টা ভাবি জান্নাত নিয়ে কিংবা জান্নাতের

সেই জীবন টা নিয়ে আমরা বিন্দু মাত্র চিন্তা করিনা। নিজেদের কে প্রশ্ন করি, আসলেই কি আমরা জান্নাতে থাকতে চাই? তাহলে আরো একবার প্রশ্ন করি, প্রতিদিন আমার এবং আপনার সেই নতুন ফ্ল্যাট টার কথা কিংবা নতুন কেনা জায়গা টার কথা, নতুন চাকরির কথা, প্রোমোশনের কথা, নতুন ব্যাবসার কথা আমরা কয়বার চিন্তা করি আর জান্নাতের সেই চিরস্থায়ী আবাস স্থলের কথা কয়বার চিন্তা করি! আল্লাহ্* বার বার করে আমাদের স্মরন করিয়ে দিচ্ছেন, আর আল্লাহ বলেন,

"মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে, নারী, সন্তান, স্তূপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভান্ডার, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গৃহপালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্র, এসব পার্থিব জীবনের সম্পদ, আর আল্লাহ্- তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বল, আমি কি তোমাদের কে এসব হতেও অতি উত্তম কোন কিছুর সন্ধান দেব? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট এমন বাগান রয়েছে, যার নিম্নে নদী প্রবাহিত, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি, বস্তুত আল্লাহ্* বান্দাগনের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা*

ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আল্লাহর প্রতি আজ্ঞাবহ, আল্লাহর পথে ব্যায়কারী, এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী"

--- সুরা আল ইমরান, ১৪-১৭

আল্লাহ আরো বলেন, "আর জেনে রেখো এ দুনিয়ার জীবন তো খেল তামাশার ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই না।

এই দুনিয়া খেল তামাশার বস্তু ছাড়া আর কিছুই না, বরং আখিরাত হচ্ছে আমাদের আসল ঠিকানা। সেখানেই আমাদের জন্য অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে। কিন্তু এরপরেও আল্লাহর সেই কথাই সত্য হয়ে যায়, "শয়তান তাদের সামনে তাদের কাজ গুলোকে সুন্দর করে দেখায়" দুনিয়ার ব্যাপারে শয়তান আমাদের ফিতনায় ফেলে দেয়, এমন ফিতনায় ফেলে দেয় যে জান্নাতের কথাই ভুলে যাই। শেষ কবে আমরা নিজেদের জান্নাতের কথা কল্পনা করে আল্লাহর কাছে জান্নাত চেয়েছিলাম? নিজের বাড়ির টাইলস টা কি রঙের হবে, নতুন চাকরির পোস্টিং কোথায় হবে? নতুন ফ্ল্যাটে লিফট কবে দিবে? এই সব চিন্তা আমাদের

পেরেশান করে তুলে কিন্তু আমার জান্নাত জান্নাতুল ফিরদাউস হবে নাকি অন্য কোন জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে হবে, এই চিন্তা শেষ কবে করেছি! আমার বাড়িটা যেন অভিজাত এলাকায় থাকে, নতুন জায়গাটা যেন একটা অভিজাত এলাকায় থাকে যেখানে আমার স্ত্রী, আমার সন্তান সবাই যেন অভিজাত এবং সমাজের সম্মানিত মানুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এই চিন্তা বাস্তবায়নের জন্য দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রমেও আমাদের কোন ক্লান্তি নাই, কিন্তু জান্নাত সমূহের মধ্যে কোন জান্নাতে থাকলে আল্লাহর সবচেয়ে কাছে থাকা যাবে এই চিন্তায় আমরাকখনো কি একটা রাত পার করেছি? জান্নাতের ব্যাপারে আমাদের যেন নিশ্চয়তা দিয়েই দেয়া হয়েছে! আমরা তো এমন যে, নিজে তাই আশা করি যা কখনো আশাই করিনা। তবে যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য তৃতীয় লাভ জান্নাত!

এরপরেও কি কেউ এমন থাকতে পারে যে আল্লাহর এই ব্যাবসার প্রস্তাবে সাড়া দিবেনা!

এবার দেখা যাক আল্লাহ কিসের বিনিময়ে এই ব্যাবসার প্রস্তাব দিচ্ছেন? মাত্র তিনটা কাজঃ

- আল্লাহর উপরে ঈমান
- রাসুলের উপরে ঈমান
- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা নিজের মাল ও জান দিয়ে

আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই আল্লাহর উপরে এবং তাঁর রাসুলের উপরেও ঈমান এনেছি। আমরা দুয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের এই ঈমানে পবিত্রতা দান করেন। এরপরে, একবার ভেবে দেখেছেন কি আল্লাহর সেই অকল্পনীয় ব্যাবসা থেকে আমরা আর কত টুকু দূরে! মাত্র একটা কাজ বাকি। কি সেই কাজ? আল্লাহর রাস্তায় নিজের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা। শুধু মাত্র এই একটি কাজ করলেই আমরা আল্লাহর ওয়াদা কৃত জান্নাতের অধিবাসী হয়ে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ্। আমার ভাই এবং বোনেরা, আপনাদের অন্তরটা আমাকে কিছুক্ষনের জন্য ধার দিবেন। একটু লক্ষ্য করেন, আর দশটা লেখা পড়ার মত শুধু লাইন গুলো পড়ে শেষ করবেন না। আমরা জান্নাত নিয়ে কথা বলছি! জান্নাত হচ্ছে অনন্ত জীবনের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি! যে জীবনে কোন কষ্ট নাই, দুঃখ নাই। সবাই সেখানে থাকবেন আনন্দের

সাথে। আল্লাহ বলেন সেখানে তাদের কোন দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করবেনা, সেখানে তারা চিন্তিত হবেনা, সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবেনা। জান্নাতের অধিবাসীদের সঙ্গী হবেন আল্লাহর ফেরেশতা গণ, তারা জান্নাতীদের সালাম করবেন। সেখানে আপনার জান্নাতের প্রাসাদ গুলো আল্লাহ নিজে ফেরেশতাদের তৈরি করতে বলেছেন, আল্লাহ নিজে যেই প্রাসাদের ডিজাইন করেছেন, আর সেই প্রাসাদ সমূহ জান্নাতের আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়েছেন ফেরেশতাগন! কখোনো কি ভেবে দেখেছেন আপনার প্রাসাদ সমূহের ডিজাইনার আল্লাহ স্বয়ং নিজে! আর এই জান্নাতের ইন্টেরিওর ডিজাইন এর কাজ করেছেন আল্লাহর ফেরেশতাগন! এই দুনিয়ার পাহাড় দেখে, কিংবা সাগর দেখে কিংবা সুন্দর কোন জায়গা দেখে আমরা বিমোহিত হয়ে যাই, তাহলে কেন ভাবিনা এই সৃষ্টি যদি এমন সুন্দর হয় তাহলে জান্নাত কত সুন্দর হবে! জান্নাতের বর্ণনা বলে শেষ করে এমন সাধ্য কার! জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ! আল্লাহ বলবেন আমার বান্দারা এত দিন আমাকে না দেখেই আমার ইবাদত করেছে, আজ আমি আল্লাহ তাদের সামনে আসবো। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা জান্নাতীদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করে দিবেন আর

মুহূর্তের মধ্যে জান্নাতীদের কাছে জান্নাতের সমস্ত নিয়ামত ম্লান হয়ে যাবে, মানুষ বিভোর হয়ে সাজদায় লুটিয়ে পড়বে! আল্লাহ কে একবার দেখার পর জান্নাতীরা শুধু আল্লাহ কে আরো একবার দেখার অপেক্ষাতেই থাকবেন। এমন জান্নাত থেকে আমরা মাত্র একটা কাজ দূরে আছি।

কিন্তু এটাও ঠিক যে শয়তান আসে, আর বলে এটা তো জিহাদ। এর মত কঠিন কোন কাজ আর নাই। আমার প্রিয় ভাই এবং বোনেরা। ইনশাআল্লাহ্ আজ আমি চেস্টা করবো এই কথাটা বলতে যে, আমি এবং আপনি, আমরা সবাই এর চেয়ে অনেক কঠিন কাজ করছি, অক্লান্ত ভাবে করেই যাচ্ছি। শয়তান আমাকে আর আপনাকে দিয়ে চাকরের মত সেসব কাজ করিয়ে নিচ্ছে আর জাহান্নামের কাছে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঐ একই কাজ কিংবা তার চেয়েও অনেক সহজ কাজ যখন আল্লাহ্*র রাস্তায় করতে বলা হয় তখন শয়তান আমাদের ধোকা দিয়ে বসে। আর শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্*র রাসুল (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন, "আউজু বিল্লাহি মিনাশ শাইতনির রজীম" পড়তে। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে, যে শুধু আমাদের ধোঁকাই দিতে পারে এর বেশি কিছুই নয়। শয়তান আমাদের

শেখায় রিজিকের জন্য সকাল সন্ধ্যা পরিশ্রম করতে হবে না হলে রিজিক আসবেনা। আর যদি কখনো রিজিক সংকুচিত হয়েই যায়, শয়তান তখন বাতাসে মিলিয়ে যায়, আর আমরা হাত তুলে বলি ইয়া আল্লাহ্* আমার উমুক সমস্যা সমাধান করে দেন। প্রিয় ভাই বোনেরা নিজের সাথে এই প্রতারনা আর কতদিন! চরম সঙ্কটের সময় যদি আল্লাহ্* আমার এবং আপনার রিজিকের সমস্যা দূর করে দিতে পারেন তাহলে অন্য সময় কেন আমার এই বিশ্বাস থাকেনা আল্লাহই আমার রিজিকের উত্তম ব্যাবস্থা করবেন। রিজিকের পিছনে আমরা আমাদের কি পরিমান সামর্থ্য আর সময় নস্ট করি তা আর আজ এখানে বলবোনা। এতো গেলো পরিশ্রমের কথা, এবার আসি সম্পদের কথায়। আজ পর্যন্ত জীবনে কত টাকা কত জায়গায় খরচ করেছেন তার একটা হিসাব কষতে পারবেন? শুধু এইটা চিন্তা করেন কত টাকা শখের পিছনে খরচ করেছেন। একটা মোবাই কিনেছেন, চুরি হয়ে গেছে, ঘড়ি কিনেছেন নষ্ট হয়ে গেছে। সন্তান কে দামী খেলনা কিনে দিয়েছেন ভেঙ্গে গেছে। থিম পার্কে গেছেন, এভাবে চলতেই থাকবে। কখনো ভেবে দেখেছেন এই সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য চিরস্থায়ী কোন উপকার করেছে কিনা! আপনি হয়তো ভুলেই গেছেন গত বছর কত টাকা খরচ করেছেন শুধুমাত্র

আপনার আর আপনার পরিবারের বিনোদনের জন্য (এখানে আমি প্রয়োজন এর জন্য যে খরচ তা বলছিনা) আপনার এই সম্পদ স্রেফ মিলিয়ে গেছে। কিন্তু খরচ করা প্রত্যেক টা পয়সা আপনার জন্য বিনিয়োগ হতে পারতো যদি তা আল্লাহ্*র রাস্তায় ব্যায় করা হতো। কমপক্ষে ১০ গুন আর এর বেশি কত হতে পারে তা আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ্*র রাস্তায় আমার এবং আপনার একটা সাদাকাহ আমাকে এবং আপনাকে জান্নাতের আরো কাছে নিয়ে যাবে, এভাবে প্রতিটি সাদাকাহ আমার এবং আপনার জন্য জান্নাতের বিনিয়োগ হিসাবে লেখা হয়ে যাবে! সুতরাং যেই জিহাদ কে আমরা ভয় পাচ্ছি কষ্ট আর সম্পদের কথা ভেবে, সেই একই কাজ আমরা সবাই করি, শয়তান আমাদের কে দিয়ে করিয়ে নেয়। আফসোস সেই কাজ কে আমরা জিহাদ করে নিতে পারতাম যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্*র পথে করা হতো। আল্লাহ্* তো বলেছেন আমি আমার বান্দার উপরে সাধ্যের বাইরে কোন কিছুই চাপিয়ে দেইনা। নিজের মন কে বিশ্বাস না করে বরং আল্লাহ্*র কথাকেই বেশি বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ, সব কিছু অনেক সহজ হয়ে যাবে।

যেদিন রাসূল (সাঃ) মক্কার রাস্তায় প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন সেদিন থেকে হক্ক আর বাতিলের যুদ্ধ শুরু। সেদিন থেকে আল্লাহ্*র দুশমনেরা তাদের ক্যাম্প গোছানো শুরু করে দিয়েছিলো, তাদের তরবারি গুলোতে শান দিচ্ছিলো, বর্শার ফলা গুলো আরো তীক্ষ্ণ করছিলো। তারা তাদের সম্পদ গুলো ঢেলে দিতো যুদ্ধের ময়দানে যেন শুধু মাত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইসলাম কে চিরতরে শেষ করে দেয়া যায়। আর এর বিপক্ষে মুসলিমরাও তাদের সাধ্য মত চেস্টা করে যাচ্ছিলেন, তাদের সব কিছুই কম ছিলো কিন্তু তারপরেও আল্লাহ্*র ওয়াদা সত্য হয়ে আসছিলো। কারন আল্লাহ্* ওয়াদা করেছেন, আল্লাহ্* তাঁর দ্বীন কে প্রতিষ্ঠিত করেই ছাড়বেন। আল্লাহ্* বলেন,

"কাফির রা তাদের মুখের এক ফুঁৎকারে আল্লাহ্*র নূর (দ্বীন) কে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্* তা প্রজ্বলিত করেই ছাড়বেন এতে কাফিরদের যতই গায়ে জ্বালা ধরুক না কেন"

আজও সেই দৃশ্য এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি, আজো কুফরার রা তাদের অস্ত্র গুলোতে শান দেয় এই জমিনের বুক থেকে

আল্লাহ্*র দ্বীনের নাম নিশান মুছে দেয়ার জন্য। কিন্তু তাদের জন্য আফসোস ছাড়া আর কিছুই নয়! শাইখ আওলাকি রহঃ বলেছিলেন, "আমার খুব আশ্চর্য লাগে এটা দেখে যে কুফফার রা বিলিওন বিলিওন ডলার ব্যায় করছে ইসলাম কে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য অথচ প্রতিদিন ইসলাম আগের চেয়ে আরো বেশি প্রসার পাচ্ছে। ইসলাম কে মুছে দেয়ার জন্য তারা তাদের সমস্ত অর্থ সম্পদ ঢেলে দিচ্ছে, সমস্ত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করছে, কিন্তু ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারা তো অনেক দুরের কথা, বরং তাঁর নিজেরাই দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে! আর জ্বলে পুড়ে মরছে। আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা সুরা আনফালের ৩৬ নাম্বার আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলেন,

*" যে সব লোক সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহ্*র পথ হতে লোকদের বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন সম্পদ ব্যায় করেকরে থাকে, তারা তা ব্যায় করতেই থাকবে, অতঃপর এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারন হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে"*

ইসলামের প্রিয় ভাই এবং বোনেরা! উম্মত ঘুমিয়ে ছিলো

আর সেই উম্মতের সেই ঘুমের সুযোগে কাফির রা এই উম্মতের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে! উম্মতের মা বোনের সম্মান নস্ট করেছে! আল্লাহ্*র ঘরকে শহীদ করে দিয়েছে, আল্লাহর পবিত্র কালাম কে পুড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্*র পবিত্র কালাম কে সামনে রেখে টার্গেট শুটিং করেছে। এ যুগের নব্য ফিরাউন রা মানুষের রব সেজে বসে আছে। উম্মতের প্রথম কিবলা মাসজিদুল আকসায় গুলি চালিয়ে মাসজিদুল আকসা কে ক্ষত বিক্ষত করেছে, আর তাদের নাপাক বুট পরে আর তাদের নাপাক শরীর নিয়ে পবিত্র মাসজিদুল আকসার পবিত্র জমিনের উপর দম্ভ ভরে পদচারনা করেছে। তখন উম্মত কোথায় ছিলো?

জানেন কোথায় ছিলো? মাসজিদুল আকসার ছবি ফ্রেমে বাধাই করে উম্মত ঘুমিয়ে ছিলো, ফেসবুকে ছিলো, শপিং এ ছিলো, বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলো, বার্থডে পার্টি তে ছিলো, ইনস্ট্যাগ্রামে ছিলো, হানিমুনে ছিলো, অবসর যাপনে ছিলো, সন্তান দের নিয়ে খেলায় মত্ত ছিলো, বাগান পরিচর্যায় ডুবে ছিলো, পায়ের নখ পালিশে মত্ত ছিলো, ফুটবল খেলার ম্যাচে ছিলো, মদের গ্লাসে ডুবে ছিলো, বন্ধু নিয়ে মেতে ছিলো, ফ্যাশন শোর র্যাম্পে ছিলো, এমনকি পতিতালয়ে বেশ্যার বিছানায় শুয়েও ছিলো!

উম্মতের গাফেলতির সুযোগ নিয়ে আল্লাহ্*র কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ রাসুল (সাঃ) কে এমন বিদ্রুপ করেছে যা মক্কার জাহেল কাফেররাও করার সাহস পায়নি! আর এই কাজে তার রাসুল (সাঃ) এর পবিত্র পরিবার এবং উম্মুহাতুল মু'মিনাত দের কেও ছাড়েনি। আর এই উম্মতের জন্য রাসুল (সাঃ) কেঁদেছেন, উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রাঃ) বর্ননা করেন, একদিন আমি রাসুল (সাঃ) কে বেশ প্রশান্ত এবং হাসি খুশি অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার জন্য আল্লাহ্*র কাছে দুয়া করেন। রাসুল (সাঃ) দুয়া করলেন, "ইয়া আল্লাহ্* আপনি আয়েশা কে ক্ষমা করে দেন, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তার ভবিষ্যতের গুনাহ ক্ষমা করে দেন. তার গোপন গুনাহ ক্ষমা করে দেন, তার প্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা করে দেন. এবং এই দুয়া আয়েশা (রাঃ) কে এত সন্তুষ্ট করলো যে উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রাঃ) হাসতে লাগলেন। প্রিয় ভাই বোনেরা একটু চিন্তা করেন। মনে করেন আমরা রাসুল (সাঃ) এর যুগে আছি আর রাসুল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার জন্য দুয়া করেন আর রাসুল (সাঃ) ঠিক এই দুয়াই করলেন আমার এবং আপনার জন্য। আমি এবং আপনি কতটুকু খুশি হবো?

রাসুল (সাঃ) আমার এবং আপনার অতীত, ভবিষ্যৎ, গোপন, প্রকাশ্য সমস্ত গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ্*র কাছে দুয়া করছেন, এটা কত টুকু খুশির বিষয় হতে পারে? রাসুল (সাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া আয়েশা এই এই দুয়া কি তোমাকে সন্তুষ্ট করেছে? আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ এই দুয়া কেমন করে আমাকে সন্তুষ্ট না করতে পারে? রাসুল (সাঃ) বললেন, আয়েশা, ওয়াল্লাহি আমি প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর আমার উম্মতের জন্য এই একই দুয়া করি! এই উম্মতের জন্য রাসুল (সাঃ) রক্ত ঝরিয়েছেন। ওয়াল্লাহি উহুদের যুদ্ধে, রাসুল (সাঃ) চিবুকে আঘাত করা হয়েছে, রাসুল (সাঃ) বর্ম ভেঙ্গে গালের ভিতরে ঢুকে গেছে, সেই লোহার টুকরা বের করতে গিয়ে এক সাহাবী তাঁর দুইটা দাঁত শহীদ করে দিয়েছেন, রক্ত গলগল করে রাসুল (সাঃ) পবিত্র দাড়ি মুবারক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে, আল্লাহ্*র রাসুল (সাঃ), মুহাম্মদ (সাঃ) দুই হাত দিয়ে সেই রক্ত মুছার চেস্টা করছেন।

কিন্তু কে এই মুহাম্মদ (সাঃ)? কে? কি তাঁর পরিচয়? কি তাঁর সম্মান? কত টুকু তাঁর মর্যাদা? হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ ৫০ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে, মানুষ অসহায় হয়ে আদম

(আঃ) এর কাছে যাবে, আল্লাহ্*র কাছে সুপারিশ করার জন্য, আদম (আঃ) বলবেন, আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, আদম (আঃ) বলবেন তোমরা নুহ এর কাছে যাও, নুহ (আঃ) বলবেন, আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, তোমরা মুসার কাছে যাও, মুসা (আঃ) বলবেন, আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, তোমরা ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে যাও, ইবরাহিম (আঃ) বলবেন আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, তোমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে যাও। মুহাম্মদ (সাঃ) এর মানুষ যাবে আর বলবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য শাফায়াত করেন। আল্লাহ্*র রাসুল (সাঃ) হাদিসে বলেন, আমি সেদিন আল্লাহর সামনে যাবো এবং সাজদায় নত হবো, আল্লাহ্* আমাকে সেদিন এমন কিছু প্রশংসার কথা শিখিয়ে দিবেন যা ইতিপুর্বে আর কাউকে শেখানো হয়নি, আল্লাহ্* আমাকে বলবেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমি শাফায়াত করবো, আর আল্লাহ্* আমার শাফায়ত কবুল করবেন।

এই সেই মুহাম্মাদ (সাঃ) উহুদের যুদ্ধে নিজের হাত দিয়ে

দাড়ি থেকে রক্ত মুছছেন আর কস্টে অভিশাপ তাঁর মুখে চলে আসছে তিনি সাথে সাথে নিজেকে সামলে বললেন, "ও আল্লাহ তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তারা জানেনা তারা কি করছে" আর এই রাসুল (সাঃ) কে যখন গালি দেয়া হয়, যখন তাঁর পবিত্র পরিবার কে অসম্মান করা হয়, নোংরা ছবি আকা হয় তখন উম্মত ঘুমিয়ে থাকে! তখন উম্মত যুক্তি দিয়ে এই ঘৃণিত কাজের পক্ষে যুক্তি খোঁজার চেস্টা করে! অনেকে এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে, অনেকের তো চোখ কপালে উঠে যায় শুধু এই চিন্তা করতে করতে যে এর মধ্যে অপরাধের কি আছে!

প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, কিন্তু এরপরেও আল্লাহ্*র পছন্দের কিছু যুবক ঠিকই দাঁড়িয়ে গেছে! আল্লাহ, তাঁর দ্বীন আর তাঁর রাসুল (সাঃ) এর অসম্মানের বিরুদ্ধে নিজের জান কে কুরবানী করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন! পৃথিবীর আনাচে কানাচে উম্মতের এক অংশ জেগে উঠছে। দুনিয়ার ধন দৌলত, মান সম্মান, পরিবার পরিজন, সুন্দরী স্ত্রী, আরাম আয়েশের জিন্দেগী, ক্যারিয়ার, সব কিছুকে তুচ্ছ করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ছে জান্নাতুল ফিরদাউসে নিজেদের হিস্যা বুঝে নিতে আর আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ের

জন্য! আর আল্লাহ তাদের জন্য বিজয় কে সহজ করে দিচ্ছেন সুবহানাল্লাহ! কেন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আফগানিস্থান থেকে রাশিয়ানরা লেজ তুলে পালিয়েছে, এখন অ্যামেরিকা আর তার দোসর ন্যাটো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে, ইরাক থেকে জান নিয়ে পালাতে পারলেও যেন বাঁচে! কই আজ কেন অ্যামেরিকা তর্জন গর্জন করেনা। কেন আজ অ্যামেরিকা বলেনা, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আল্লাহর পবিত্র মুজাহিদ আর তাদের ভাষায় সন্ত্রাসী থাকুক না কেন অ্যামেরিকা তাকে ছাড় দিবেনা। কেন অ্যামেরিকা আজ বলে, অ্যামেরিকা তার নিজের ভুমি ছাড়া অন্য কোন দেশে আপাতত সৈনিক পাঠাবেনা!

আমার ভাই বোনেরা এই হচ্ছে আল্লাহর প্রতিজ্ঞার শুরু মাত্র! আল্লাহ কি বলেন নি আর সবশেষে আল্লাহ বিজয় মুত্তাকীন দের কেই দিবেন। আল্লাহ নিজেই তার দ্বীন কে বিজয় দিবেন, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা অসীম অনুগ্রহে এই সব মুজাহিদিন ভাইরা তাঁদের নাম দ্বীনের বিজয়ের সাথে লিখে নিচ্ছেন! আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনাদের মধ্য থেকে পবিত্র শহীদগণ কে বেছে নিচ্ছেন! আর নিশ্চয়ই এর মধ্য দিয়ে উম্মতের ভাই এবং বোনেরা বিশেষ করে উম্মতের

যুবক ভাই এবং বোনেরা জান্নাতের টিকেট কেটে জান্নাত আল ফিরদাউসে পাড়ি জমাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিদান প্রদানে সর্বউত্তম! আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কর্মফল নস্ট করেন না!

এক সময়ে উম্মত ঘুমিয়ে ছিলো, আজো কিছু ঘুমিয়ে আছে এবং কালও তাদের মধ্য থেকে কিছু ঘুমিয়েই থাকবে! কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি এর মধ্য থেকে ঠিকই কিছু আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর সৈনিক ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে আর আল্লাহর নুসরাহ চেয়েছে আর নিজেদের সব কিছু নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ঝাপিয়ে পড়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা বলেন,

"মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শাহাদাত বরন করেছে, আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের সঙ্কল্প কখনো তিল পরিমান পরিবর্তন করেনি" (সুরা আহযাব ২৩)

আর এটাই আমরা সত্যি দেখছি। কিছু শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে ধন্য হয়ে গেছেন আর কিছু এখনো নিজেদের সঙ্কল্পে অবিচল থেকে শাহাদাতের অপেক্ষায় আছেন! কখনো কি ভেবে দেখেছি, আল্লাহর কুরআন তাদের সম্পর্কে কথা বলছেন আর তাদের কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন, আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছেন আর সেই ওয়াদার উপর অবিচল রয়েছেন।

সবাই সবার হিস্যা বুঝে নিচ্ছেন। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা কি জেগে আছি নাকি এখনো ঘুমিয়ে আছি? জান্নাত আল ফিরদাউসের টিকেট বিক্রি হচ্ছে! বাতাসে জান্নাতের টিকেট উড়ছে, কিছু মানুষ সেই জান্নাতের পিছনে নিজেদের জান ও মাল বাজি রেখেছে। আল্লাহর সেই ব্যাবসা যা আমরা প্রথমে বলেছিলাম, তা গ্রহন করেছে!

ভাই এবং বোনেরা আমার, মাল দিয়ে যদি না জিহাদ না করতে পারি তবে জান দিয়ে কিভাবে জিহাদ সম্ভব? আর মাল হচ্ছে জিহাদের রক্ত! মাল ছাড়া জিহাদ হবে কি করে! উম্মতের ভাইরা নিজেদের জান নিয়ে প্রস্তুত, আমরা কি তাদের জন্য আমাদের কিছু মাল নিয়ে তাদের প্রস্তুতির

আঞ্জাম দিতে পারিনা? আর এটা কার জন্য করবো? আল্লাহ কি আমাদের ধন সম্পদের মুখাপেক্ষী? অবশ্যই নয়, বরং আমরাই তাঁর বিশাল জান্নাত যার প্রশস্ততা হচ্ছে এই দুনিয়া এবং আসমানের সমান। আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহ চাননা, বরং আমরাই তাঁর অনুগ্রহের ভিখারী! আবু দারদাহ (রাঃ) তাঁর পুরা বাগান এবং বাগানবাড়ির বিনিময়ে জান্নাতের একটা গাছ কিনেছিলেন, আর এখানে তো পুরা জান্নাতের কথা বলা হচ্ছে!

আমার ভাই এবং বোনেরা, আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করি, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে ফরিয়াদ করি আর বলি, ও আল্লাহ "আপনি সত্য, আপনার কালাম আল কুরআন সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, জান্নাত সত্য, আর জাহান্নাম সত্য! আমার জন্ম সত্য আর আমার মৃত্যুও সত্য! ও আল্লাহ আমি ভয় করি জাহান্নাম কে আর আমি আশা করি আপনার জান্নাতের। ও আল্লাহ আপনার কালামের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, আপনি আমার জান ও মালের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা দিচ্ছেন! ও আল্লাহ আপনি আমাকে আপনার সাথে এই পবিত্র ব্যাবসা করার তাউফিক দেন আর আমার এই ব্যাবসা কে কবুল

করেন। ও আল্লাহ, আমি আমার এই ধন সম্পদ কিছুই চাইনা, এগুলোর বদলায় আপনি আমাকে জান্নাতে একটা ঘর বানিয়ে দিন, ও আল্লাহ আমাকে এমন জান্নাত দান করেন যেই জান্নাত থেকে আমি আপনাকে দেখতে পাবো, আপনি আমার প্রতি হাসবেন আর আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। রাসুল (সাঃ) বলেন, দুনিয়াতে এমন কিছু আল্লাহর বান্দা আছেন, আল্লাহ যাদের প্রতি হাসেন। আর আল্লাহ যার প্রত হাসেন তাঁর জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়। ও আল্লাহ আপনি আমাকে কবুল করেন, আমার জান কে আর আমার মাল কে, আপনার দ্বীনের জন্য, আপনার সন্তুষ্টির জন্য! ও আল্লাহ্* নিশ্চয়ই আপনি আপনার বান্দার ডাকে সাড়া দেন আর নিশ্চয়ই আপনি দুয়া কবুল করেন!

আর যদি আমরা সত্য ইরাদা করেই থাকি তবে নিশ্চয়ই আল্লাহও আমাদের সাথে সত্য থাকবেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা, হাদীসে কুদসি তে বলেন, "আমি আমার বান্দার কাছে তেমন, যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারনা পোষণ করে"। রাসুল (সাঃ) বলেন, তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্য থাকো তবে আল্লাহ ও তোমার সাথে সত্য থাকবেন।

আগে যা বলা হয়েছিলো উম্মতের কিছু যুবক, **আপনাদের মধ্যে থেকেই, আপনাদেরই সন্তান, আপনাদেরই ছোট ভাই,** নিজেদের জীবন কে আল্লাহর রাহে সঁপে দিয়েছেন। তারা নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত। দ্বীনের খেদমতে তারা দাঁড়িয়ে গেছেন। আমরা কি তাদের আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত আছি? এই ভূমিতে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার কাজে আমরা কি আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত আছি? ভাই এবং বোনেরা আমার, একটু স্মরন করেন, আপনার মা বাবা কিংবা উনাদের মা-বাবা, তারা একদিন দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন, উনাদের ও কি সম্পদ ছিলোনা? কিন্তু আজ তাঁরা কোথায় আর তাদের সম্পদ কোথায়? তাদের সম্পদের কিছু বা অধিকাংশই কি আপনি ভোগ করছেন না? চিন্তা করে দেখেন, এই সম্পদ আজ তাদের কি উপকারে আসছে? তাঁরা তো সম্পদ ছেড়ে যেতে চাননি, কিন্তু তাদের সম্পদই তাদের কে জমিনের নিচে পুতে রেখে এসেছে। এই সম্পদই তাদের কবর খুঁড়েছে, কাফনের কাপড় কিনেছে, আর আর মাটির নিচে দাফন করে দিয়েছে। এই খরচ কি তাদের সম্পদ থেকেই ব্যায় করা হয়নি? তাদের নিজেদের হাতে কামাই করা সম্পদ কি তাদের দাফন দিয়ে দেয়নি? আজ যা আপনার সম্পদ,

এই সম্পদকে আপনি ছাড়তে চাইবেন না এটাই সত্য, কিন্তু সময় হলে এই সম্পদই আপনাকে ছেড়ে দিবে এবং আপনাকে মাটির নিচে দাফন করে ফেলবে। ভেবে দেখেছেন কি! আবার এই সম্পদ দিয়েই আপনি এই দুনিয়ায় বসে, জান্নাতে জায়গা কিনতে পারেন, প্রাসাদ কিনতে পারেন, বাগান কিনতে পারেন, এবং তা কখনই আপনাকে ছেড়ে যাবেনা। বরং আপনার মৃত্যুর সাথে সাথে আপনার কবর থেকে জানালা খুলে দেয়া হবে আর দুনিয়াতে বসে আপনি জান্নাতে যেই জায়গা কিনেছেন, যে প্রাসাদ কিনেছেন তা দেখানো হবে, আর আপনার মন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে, আপনার কবরে জান্নাতের প্রাসাদ থেকে জান্নাতী সুগন্ধি আর ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকবে! আর এর জন্য আপনি কতটুকু করতে প্রস্তুত?

আল্লাহ আপনাকে আর আমাকে আর আমাদের কে দেয়ার জন্য প্রস্তুত, শুধু দেখার বিষয় কে কতটুকু নিতে চায়! আবারো বলছি, দেখার বিষয় কে কত টুকু নিতে চায়! নিজেদের সঞ্চিত মালের থলের মুখ খুলে দিন, আপনার ঘরের দরজা মুজাহিদিন দের জন্য উন্মুক্ত করে দিন, আপনার খানার সাথে মুজাহিদিন দের শরীক করে নিন, একজন করে

মুজাহিদকে পরিবারের সদস্য বানিয়ে নিন, কারন শহীদের প্রথম ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তিন জান্নাতে তাঁর জায়গা দেখে নেন। আর এই শহিদ কে যদি আপনি আজ আপনার ঘরে জায়গা দেন, আপনার খানা থেকে তার খানার ব্যাবস্থা করে দেন, আপনার ছাদের নিচে তাঁর থাকার জায়গায় করে দেন, আর যদি তাকে আপনার পরিবারের হিস্যা বানিয়ে নেন, তাহলে জান্নাতে প্রবেশের আগে এই শহীদ আপনাকে খুঁজতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্! আজ যখন মাল দিয়ে দ্বীনের পথে জিহাদ করার সুযোগ আপনার ছিলো কিন্তু যে কোন কারনে আপনি সেই সুযোগ নিলেন না, নিশ্চিত থাকেন আল্লাহর বান্দাদের অন্য কেউ সেই সুযোগ গ্রহন করবে এবং জান্নাতে নিজের হিস্যা বানিয়ে নিবে। মনে রাখবেন আজ যেই মুজাহিদ কে আপনি আশ্রয় দিলেন না জীবনের ভয় করে, আগামি কালই আপনার সেই জীবন বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে চলে যেতে পারে কিন্তু সেই মুজাহিদ কে অন্য কেউ তাঁর ঘরে আশ্রয় দিবেন এবং জান্নাতে তাঁর হিস্যা বুঝে নিবেন। এই অমুল্য সুযোগ হাতছাড়া করা কি চরম বোকামি নয়!

আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? আল্লাহর দ্বীন কে? আপনি এই

ভয় পাচ্ছেন যে, এই জমিনের বুকে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীন কায়েম হবে এটাই কি আপনার ভয়? অথচ আপনি মুখে বলেন আমি আল্লাহ কে ভালোবাসি, আল্লাহর দ্বীন কে ভালোবাসি। আল্লাহ ওয়াদা করছেন তিনিই তাঁর দ্বীন কে বিজয়ী করবেন অথচ তারপরেও আপনি তাগুত আর তার শক্তি কে ভয় পাচ্ছেন! আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে তিনি মুত্তাকীদের বিজয় দিবেন অথচ আপনি দ্বীনের মুজাহিদ কে ভয় পাচ্ছেন? আবারো চিন্তা করে দেখি, আমরা কি ভয় পাচ্ছি? আল্লাহ? আল্লাহর দ্বীন? আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার পথে নিজের জীবন বিক্রি করে দেয়া মুজাহিদদিন গণ? তাহলে তো আজ আমরা আমাদের রাসুল (সাঃ) কেও ঘরে জায়গা দিতে ভয় পাবো? কিংবা আবু বকর (রাঃ) কে যিনি ছিলেন ধর্ম ত্যাগী মুরতাদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর, কিংবা উমার (রাঃ) কে যিনি পারস্যে এবং রোমে জিহাদের ঝান্ডা উড়িয়েছিলেন, কিংবা সেই হামযা (রাঃ) কে দ্বীনের জন্য যাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয়েছিলো, আর যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আল্লাহর সিংহ বলেছেন!

আসলে যেই সময়ে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, ব্যাস্ত ছিলাম দুনিয়ার রং তামাশা নিয়ে সেই ফাকে কুফফার রা আমাদের

মেরুদন্ড কে গুড়িয়ে দিয়েছে, আর ভিতরের গিরাহ কে, সম্মান কে বিলীন করে দিয়েছে। আজ আমরা নিজেই নিজেকে খুঁজে পাইনা। আমি জানিই না আমি মুসলিম উম্মাহর অংশ! পবিত্র কাবার সম্মানের চেয়ে আমার সম্মান আল্লাহর কাছে বেশি। তবে এটাই শেষ নয়। বরং আশার কথা হচ্ছে এটা শুরু, ইসলামী খিলাফাতের শুরু এখান থেকেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, কালো পতাকা গুলো কি মানচিত্রে স্পস্ট ভাবে ফুটে উঠছেনা? দিনে দিনে কুফফার দের পরাজয় কি আরো সুস্পষ্ট হচ্ছেনা? সব সময়ে দুটি দল ছিলো, এবং থাকবে দাজ্জাল শেষ হবার আগ পর্যন্ত। হিযব আশ শাইতান আর হিযব আর রাহমান। হিযব আশ শাইতান তার ক্যাম্প গুছিয়ে প্রস্তুত তার পতন ঠেকানোর ব্যার্থ চেষ্টার জন্য এদিকে হিযব আর রহমান ও প্রস্তুত।

হিজব আর রাহমানের তাঁবু গুলো ধীরে ধীরে ভোরের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ঐ তো মাশরিক থেকে আর মাগরিব থেকে এই বাহিনী এগিয়ে আসছে, ভোরের প্রথম আলোয় তাঁদের শিরস্ত্রাণ গুলো আভা ছড়াচ্ছে, ঘোড়াগুলোর শ্বাস প্রশ্বাস আরো ঘন হচ্ছে, ঘোড়ার ক্ষুর গুলো মাটিতে শক্ত কদমে আছড়ে পড়ছে আর পিছনে ধুলার মেঘ তৈরি

করছে! প্রত্যেক ঘোড়া তার পাশের ঘোড়ার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আর ঘোড়সোওয়ার রা? তারাও ধেয়ে আসছে তুফান বেগে, জান্নাতের সুগন্ধ আর আল্লাহর দেখা পাবার নেশা তাদের পাগল করে তুলেছে!

জান্নাতের এই কাফেলা যেন আমাদের হাত ছাড়া না হয়ে যায়!

হে আল্লাহ আমি আপনার দয়ার ভিখারী, আপনি সবার আগে আমাকে এবং আর সবাইকে মাফ করে দেন আর কবুল করে নেন শাহাদাতের জন্য। অধম ভাই এর জন্য অনেক দুয়া করবেন ইনশাআল্লাহ্*।

আপনাদের ভাই,

আব্দুল্লাহ

৪৫.জান্নাতের জন্য ব্যাবসা - পর্ব ১

দুনিয়াতে আমরা কত রকম ব্যাবসাই তো দেখি, আজ আমরা ভিন্ন এক ব্যাবসা নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ্*। যে

ব্যাবসা নিয়ে কথা বলা মানুষ প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, যে ব্যাবসা আজ আমাদের অন্তর থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে, অথচ এর মত লাভজনক ব্যাবসা আর দ্বিতীয় টি নেই।

আল্লাহ্* সুবহানাহু তায়ালা সুরা আস-সাফ ১০-১২ নাম্বার আয়াতে বলেন,

"হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যাবসার সন্ধান দিবো যা তোমাদের কঠিন এবং যন্ত্রণাদায়ক এক আযাব থেকে বাঁচিয়ে দিবে। তোমরা আল্লাহ্* এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে, এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহ্*র পথে জিহাদ করবে; এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরাবুঝতে। আল্লাহ্* তোমাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন, এবং তোমাদের প্রবেশ করাবেন এমন এক জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত থাকবে, তিনি তোমাদের কে আরো প্রবেশ করাবেন জান্নাতের স্থায়ী নিবাসস্থলের সুন্দর ঘরসমূহে; আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য"

আল্লাহ্* সুবহানাহু তায়ালা সুরা বাকারার ২৬১ নাম্বার

আয়াতে বলেন,

"যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহ্*র পথে খরচ করে তাদের উদাহরন হচ্ছে একটি বীজের মত, যা থেকে উৎপন্ন হয় সাতটি শীষ, আবার প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হলো) একশ শস্য দানা। আল্লাহ্* তায়ালা যাকে চান তাকে বহু গুন বৃদ্ধি করে দেন, বস্তুত আল্লাহ্* হচ্ছেন বিপুল দাতা ও মহাজ্ঞানী"
___ (সুরা বাকারাহ ২৬১)
এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্*র রাস্তায় ব্যায়কৃত প্রত্যেকটি আমলের আজর ৭০০ গুন বৃদ্ধি পাবে।

রাসুল (সাঃ) বলেন, যায়িদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেন, যে আল্লাহ্*র রাস্তায় একজন মুজাহিদ কে প্রস্তুত করে দিলো সে যেন নিজেই যুদ্ধ করলো, যে একজন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারের দেখাশোনা করলো সেও জিহাদ করলো।
___ সাহিহ বুখারী
শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি (রহঃ) এর বিখ্যাত জিহাদে অংশগ্রহনের ৪৪ উপায় এর মধ্যে কিছু হচ্ছেঃ

- নিজের সম্পদ দিয়ে জিহাদ
- মুজাহিদিনদের জন্য অর্থ সংগ্রহ
- মুজাহিদিনদের আর্থিক সাহায্য করা
- মুজাহিদিনদের পরিবারের দেখাশোনা করা
- শহীদ পরিবারের দেখাশোনা করা
- যুদ্ধ বন্দী পরিবারের দেখাশোনা করা

আজ আমি আপনাদের এমন এক ব্যাবসার কথা বলতে চাই যার তুলনায় আর কোন ব্যাবসা সামনে দাঁড়াতেও পারবেনা! এমন এক ব্যাবসা সারা পৃথিবীতে যার দ্বিতীয় কোন উদাহরন কেউ দিতে পারবেনা! এমন এক ব্যাবসা যার সমতুল্য আর কিছুই নাই! এই ব্যাবসার কথা কিন্তু আমি নিজে বলছিনা, এই ব্যাবসার কথা বলছেন, সমস্ত জাহানের মালিক, আসমান সমূহের মালিক, জমিন সমূহের মালিক, জান্নাত সমূহের মালিক, জাহান্নাম সমূহের মালিক, আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ্* রাব্বুল আলামিন। আর মহান আল্লাহ্*র এই লাভজনক ব্যাবসা সম্পর্কে জানার আগে আল্লাহ্* সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। যেমন

দুনিয়াবি কোন ব্যাবসার আগে আমরা এর আগে পিছের মানুষ গুলো সম্পর্কে জানতে চাই! যার সামর্থ্য যত বেশি, যার টাকা পয়সা যত বেশি, যার যত ইন্ডাস্ট্রি আছে, যার কোটি কোটি টাকা আছে, যার কাছে দেশের পুলিশ র্যাতব জিম্মি, যার টাকার খেলায় মন্ত্রী এমপি পুতুল নাচ নাচে এমন কেউ যদি আমাদের কোন ব্যাবসার প্রস্তাব দেয় সবাই তার এই প্রস্তাব লুফে নিবে। কারন সবাই জানে এই লোকের কাছে ক্ষমতা আছে, টাকা আছে, লবিং আছে, সবকিছুই আছে। সুতরাং এমন কোন বোকা আছে যে এমন লোকের ব্যাবসার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবে, কারন এমন লোকের সাথে ব্যাবসায় কোন লস নাই! সুতরাং এমন ব্যাবসার প্রস্তাব এক কথায় অসাধারন! এবার দেখি আমরা এখানে যে ব্যাবসার কথা বলছি সেই ব্যাবসা কার পক্ষ থেকে আসছে। তাকে আমরা কত টুকু চিনি!

আল্লাহ্* তিনি, যিনি ব্যাতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, চির স্থায়ী। আল্লাহ্* সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক, আসমান সমূহের মালিক, জমিন সমূহের মালিক, জান্নাত সমূহের মালিক, জাহান্নাম সমূহের মালিক। তিনি মালিক জিবরীল (আঃ)। তিনি মালিক ইস্রাফীল আঃ, মিকাইল (আঃ)

এর, আজরাইল (আঃ) এর। তিনি মালিক আরশ বহন কারী ফেরেশতাদের আর তিনিই মালিক সমস্ত আরশের। তিনি মালিক বিলিওন বিলিওন ফেরেশতাদের, তিনি মালিক সমস্ত সৃষ্টি জগতের। তিনি কখনো ঘুমাননা, কখনো ক্লান্ত হননা। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর ইশারা ব্যাতিত কোন কিছু হয়না, আর তাঁর জ্ঞানের বাইরে কেউ কোন কিছু লুকাতে পারেনা। তিনি খাওয়ান সাগরের সমস্ত প্রানী কে, আকাশের সমস্ত পাখিকে আর জমিনের সমস্ত প্রানীকে আবার তিনি জানেন সমুদ্রের তীরে ঠিক কতগুলো বালুকনা আছে! মায়ের গর্ভে তিনি নাপাক বীর্য কে রক্তপিন্ড বানিয়ে দেন, রক্ত পিন্ড কে সুনির্দিষ্ট আকৃতি দেন, তার ভিতরে হাড় তৈরি করেন আর সেই হাড়ের উপরে গোশতের আবরন দিয়ে সুন্দর মানুষ তৈরি করেন, তিনি কাউকে করেন ছেলে আবার কাউকে করেন মেয়ে। তিনি জীবন দেন, আবার তিনি মরন দেন। তিনি জীবিত থেকে মৃত বের করান আবার মৃত থেকে জীবিত বের করান। তার সমকক্ষ কেই নাই, তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ নাই, তিনি সূর্য কে পূর্ব থেকে উঠান কারো সামর্থ্য নাই সেটাকে পশ্চিম থেকে উঠানোর আবার তিনি যদি সূর্যকে পশ্চিম থেকে উঠাতে চান কারো সাধ্য নাই সেটাকে পূর্ব থেকে উঠানোর! তিনি যদি কাউকে সম্মান

দিতে চান কেউ তাকে অপমান করতে পারেনা আর তিনি যদি কাউকে অপমান করতে চান কেউ তার কোন উপকার করতে পারেনা। **তিনিই আল্লাহ্*, ইব্রাহীম (আঃ) রব্ব, মুসার (আঃ) এর রব্ব, ঈসা আঃ এর রব্ব, মুহাম্মদ সাঃ এর রব্ব। সৃষ্টির সমস্ত কিছু তাঁর প্রশংসা করে আর তাঁর তাসবিহ পড়তে থাকে। আল্লাহ্*র কাছে থেকেই আমরা এসেছি আর তাঁর কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।**

সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি সুবহানাল্লহিল আজিম

আসলে আজ তো আমরা আল্লাহর পরিচয়ই ভুলে গেছি তাই আল্লাহ্*র দেয়া ব্যাবসার প্রস্তাব আমাদের মনে কোন দাগ কাটেনা। এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ্*র পক্ষ থেকে সরাসরি ব্যাবসাও আজ আমাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়।

আল্লাহ্* সুবহানাহু তায়ালা আমাদের এক ব্যাবসার প্রস্তাব দিচ্ছেন। অনেক টা এমন যে, আমি আল্লাহ্*, কেউ আছো কি যে আমার সাথে ব্যাবসা করতে রাজি আছ! যেমন আল্লাহ্* কুরানে অন্য এক জায়গায় বলছেন, "কে এমন হবে যে

আল্লাহ্* কে উত্তম ঋণ দিবে.." আল্লাহ্* নিজে আমাদের কে এক ব্যাবসার সন্ধান দিচ্ছেন। সেই ব্যাবসার প্রথম লাভ, কঠিন এক আজাব থেকে বাঁচিয়ে দিবে। ব্যাবসা বুঝতে হলে ব্যাবসার লাভক্ষতি গুলোও খুব ভালো ভাবে বুঝে আসা দরকার। না হলে ব্যাবসা মনে ধরেনা...

চলবে ইনশাআল্লাহ্* ..

৪৬.জান্নাতের জন্য ব্যাবসা - পর্ব ৪

কে এই মুহাম্মদ (সাঃ)? কে? কি তাঁর পরিচয়? কি তাঁর সম্মান? কত টুকু তাঁর মর্যাদা?

হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ ৫০ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থাকবে, মানুষ অসহায় হয়ে আদম (আঃ) এর কাছে যাবে, আল্লাহ্*র কাছে সুপারিশ করার জন্য, আদম (আঃ) বলবেন, আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, আদম (আঃ) বলবেন তোমরা নুহ এর কাছে যাও, নুহ (আঃ)

বলবেন, আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, তোমরা মুসার কাছে যাও, মুসা (আঃ) বলবেন, আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, তোমরা ইব্রাহিম (আঃ) এর কাছে যাও, ইবরাহিম (আঃ) বলবেন আমি নিজেই আজ নিজেকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় আছি, তোমরা মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কাছে যাও। মুহাম্মদ (সাঃ) এর মানুষ যাবে আর বলবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য শাফায়াত করেন। আল্লাহ্*র রাসুল (সাঃ) হাদিসে বলেন, আমি সেদিন আল্লাহর সামনে যাবো এবং সাজদায় নত হবো,**আল্লাহ্* আমাকে সেদিন এমন কিছু প্রশংসার কথা শিখিয়ে দিবেন যা ইতিপুর্বে আর কাউকে শেখানো হয়নি, আল্লাহ্* আমাকে বলবেন, হে মুহাম্মাদ, তুমি শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমি শাফায়াত করবো, আর আল্লাহ্* আমার শাফায়ত কবুল করবেন।**

এই সেই মুহাম্মাদ (সাঃ) উহুদের যুদ্ধে নিজের হাত দিয়ে দাড়ি থেকে রক্ত মুছছেন আর কস্টে অভিশাপ তাঁর মুখে চলে আসছে তিনি সাথে সাথে নিজেকে সামলে বললেন, "ও আল্লাহ তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও, তারা জানেনা তারা কি করছে"। আর এই রাসুল (সাঃ) কে যখন গালি দেয়া হয়, যখন তাঁর

পবিত্র পরিবার কে অসম্মান করা হয়, নোংরা ছবি আকা হয় তখন উম্মত ঘুমিয়ে থাকে! তখন উম্মত যুক্তি দিয়ে এই ঘৃণিত কাজের পক্ষে যুক্তি খোঁজার চেস্টা করে! অনেকে এর সাথে একাত্মতা পোষণ করে, অনেকের তো চোখ কপালে উঠে যায় শুধু এই চিন্তা করতে করতে যে এর মধ্যে অপরাধের কি আছে!

প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, কিন্তু এরপরেও আল্লাহ্*র পছন্দের কিছু যুবক ঠিকই দাঁড়িয়ে গেছে! আল্লাহ, তাঁর দ্বীন আর তাঁর রাসুল (সাঃ) এর অসম্মানের বিরুদ্ধে নিজের জান কে কুরবানী করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন! পৃথিবীর আনাচে কানাচে উম্মতের এক অংশ জেগে উঠছে। দুনিয়ার ধন দৌলত, মান সম্মান, পরিবার পরিজন, সুন্দরী স্ত্রী, আরাম আয়েশের জিন্দেগী, ক্যারিয়ার, সব কিছুকে তুচ্ছ করে জিহাদের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ছে জান্নাতুল ফিরদাউসে নিজেদের হিস্যা বুঝে নিতে আর আল্লাহ্*র দ্বীনের বিজয়ের জন্য! আর আল্লাহ্* তাদের জন্য বিজয় কে সহজ করে দিচ্ছেন সুবহানাল্লাহ! কেন আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আফগানিস্থান থেকে রাশিয়ানরা লেজ তুলে পালিয়েছে, এখন অ্যামেরিকা আর তার দোসর ন্যাটো লেজ গুটিয়ে পালাচ্ছে, ইরাক থেকে জান নিয়ে পালাতে

পারলেও যেন বাঁচে! কই আজ কেন অ্যামেরিকা তর্জন গর্জন করেনা। কেন আজ অ্যামেরিকা বলেনা, পৃথিবীর যে প্রান্তেই আল্লাহ্*র পবিত্র মুজাহিদ আর তাদের ভাষায় সন্ত্রাসী থাকুক না কেন অ্যামেরিকা তাকে ছাড় দিবেনা। কেন অ্যামেরিকা আজ বলে, অ্যামেরিকা তার নিজের ভুমি ছাড়া অন্য কোন দেশে আপাতত সৈনিক পাঠাবেনা!

আমার ভাই বোনেরা এই হচ্ছে আল্লাহ্*র প্রতিজ্ঞার শুরু মাত্র! আল্লাহ্* কি বলেন নি আর সবশেষে আল্লাহ্* বিজয় মুত্তাকীন দের কেই দিবেন। আল্লাহ্* নিজেই তার দ্বীন কে বিজয় দিবেন, আর আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা অসীম অনুগ্রহে এই সব মুজাহিদিন ভাইরা তাঁদের নাম দ্বীনের বিজয়ের সাথে লিখে নিচ্ছেন! আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্* ইনাদের মধ্য থেকে পবিত্র শহীদগণ কে বেছে নিচ্ছেন! আর নিশ্চয়ই এর মধ্য দিয়ে উম্মতের ভাই এবং বোনেরা বিশেষ করে উম্মতের যুবক ভাই এবং বোনেরা জান্নাতের টিকেট কেটে জান্নাত আল ফিরদাউসে পাড়ি জমাচ্ছেন ইনশাআল্লাহ্*! নিশ্চয়ই আল্লাহ্* প্রতিদান প্রদানে সর্বউত্তম! আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্* তাঁর বান্দাদের কর্মফল নস্ট করেন না!
এক সময়ে উম্মত ঘুমিয়ে ছিলো, আজো কিছু ঘুমিয়ে আছে

এবং কালও তাদের মধ্য থেকে কিছু ঘুমিয়েই থাকবে! কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি এর মধ্য থেকে ঠিকই কিছু আল্লাহ্*র বান্দা, আল্লাহর সৈনিক ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে আর আল্লাহ্*র নুসরাহ চেয়েছে আর নিজেদের সব কিছু নিয়ে আল্লাহ্*র রাস্তায় ঝাপিয়ে পড়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা বলেন,

"মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহ্*র সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে। তাদের কতক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শাহাদাত বরন করেছে, আর কতক অপেক্ষায় আছে। তারা তাদের সঙ্কল্প কখনো তিল পরিমান পরিবর্তন করেনি"

(সুরা আহযাব ২৩)

আর এটাই আমরা সত্যি দেখছি। কিছু শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে ধন্য হয়ে গেছেন আর কিছু এখনো নিজেদের সঙ্কল্পে অবিচল থেকে শাহাদাতের অপেক্ষায় আছেন! কখনো কি ভেবে দেখেছি, আল্লাহ্*র কুরআন তাদের সম্পর্কে কথা

বলছেন আর তাদের কাজের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছেন, আল্লাহ্*র সাথে ওয়াদা করেছেন আর সেই ওয়াদার উপর অবিচল রয়েছেন।

সবাই সবার হিস্যা বুঝে নিচ্ছেন। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা কি জেগে আছি নাকি এখনো ঘুমিয়ে আছি? জান্নাত আল ফিরদাউসের টিকেট বিক্রি হচ্ছে! বাতাসে জান্নাতের টিকেট উড়ছে, কিছু মানুষ সেই জান্নাতের পিছনে নিজেদের জান ও মাল বাজি রেখেছে। আল্লাহ্*র সেই ব্যাবসা যা আমরা প্রথমে বলেছিলাম, তা গ্রহন করেছে!

ভাই এবং বোনেরা আমার, মাল দিয়ে যদি না জিহাদ না করতে পারি তবে জান দিয়ে কিভাবে জিহাদ সম্ভব? আর মাল হচ্ছে জিহাদের রক্ত! মাল ছাড়া জিহাদ হবে কি করে! উম্মতের ভাইরা নিজেদের জান নিয়ে প্রস্তুত, আমরা কি তাদের জন্য আমাদের কিছু মাল নিয়ে তাদের প্রস্তুতির আঞ্জাম দিতে পারিনা? আর এটা কার জন্য করবো? আল্লাহ কি আমাদের ধন সম্পদের মুখাপেক্ষী? অবশ্যই নয়, বরং আমরাই তাঁর বিশাল জান্নাত যার প্রশস্ততা হচ্ছে এই দুনিয়া এবং আসমানের সমান। আল্লাহ্* আমাদের অনুগ্রহ চাননা, বরং আমরাই তাঁর

অনুগ্রহের ভিখারী! আবু দারদাহ (রাঃ) তাঁর পুরা বাগান এবং বাগানবাড়ির বিনিময়ে জান্নাতের একটা গাছ কিনেছিলেন, আর এখানে তো পুরা জান্নাতের কথা বলা হচ্ছে!

আমার ভাই এবং বোনেরা, আমরা আল্লাহ্*র কাছে ইস্তেগফার করি, আর আল্লাহ্*র কাছে সাহায্য চাই, আল্লাহর কাছে দুই হাত তুলে ফরিয়াদ করি আর বলি, **ও আল্লাহ্* "আপনি সত্য, আপনার কালাম আল কুরআন সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, জান্নাত সত্য, আর জাহান্নাম সত্য! আমার জন্ম সত্য আর আমার মৃত্যুও সত্য! ও আল্লাহ্* আমি ভয় করি জাহান্নাম কে আর আমি আশা করি আপনার জান্নাতের। ও আল্লাহ্* আপনার কালামের মাধ্যমে জানতে পেরেছি, আপনি আমার জান ও মালের বিনিময়ে জান্নাতের ওয়াদা দিচ্ছেন! ও আল্লাহ্* আপনি আমাকে আপনার সাথে এই পবিত্র ব্যাবসা করার তাউফিক দেন আর আমার এই ব্যাবসা কে কবুল করেন। ও আল্লাহ্*, আমি আমার এই ধন সম্পদ কিছুই চাইনা, এগুলোর বদলায় আপনি আমাকে জান্নাতে একটা ঘর বানিয়ে দিন, ও আল্লাহ্* আমাকে এমন জান্নাত দান করেন যেই জান্নাত থেকে আমি আপনাকে দেখতে পাবো, আপনি আমার প্রতি হাসবেন আর আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।**

রাসুল (সাঃ) বলেন, দুনিয়াতে এমন কিছু আল্লাহ্*র বান্দা আছেন, আল্লাহ্* যাদের প্রতি হাসেন। আর আল্লাহ্* যার প্রত হাসেন তাঁর জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়। ও আল্লাহ আপনি আমাকে কবুল করেন, আমার জান কে আর আমার মাল কে, আপনার দ্বীনের জন্য, আপনার সন্তুষ্টির জন্য! ও আল্লাহ্* নিশ্চয়ই আপনি আপনার বান্দার ডাকে সাড়া দেন আর নিশ্চয়ই আপনি দুয়া কবুল করেন!

আর যদি আমরা সত্য ইরাদা করেই থাকি তবে নিশ্চয়ই আল্লাহও আমাদের সাথে সত্য থাকবেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা, হাদীসে কুদসি তে বলেন, "আমি আমার বান্দার কাছে তেমন, যেমন সে আমার সম্পর্কে ধারনা পোষণ করে"। **রাসুল (সাঃ) বলেন, তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্য থাকো তবে আল্লাহ্* ও তোমার সাথে সত্য থাকবেন।**

আগে যা বলা হয়েছিলো উম্মতের কিছু যুবক, আপনাদের মধ্যে থেকেই, আপনাদেরই সন্তান, আপনাদেরই ছোট ভাই, নিজেদের জীবন কে আল্লাহ্*র রাহে সঁপে দিয়েছেন। তারা

নিজেদের জীবন বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত। দ্বীনের খেদমতে তারা দাঁড়িয়ে গেছেন। আমরা কি তাদের আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত আছি? এই ভূমিতে আল্লাহ্*র দ্বীন কায়েম করার কাজে আমরা কি আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত আছি? ভাই এবং বোনেরা আমার, একটু স্মরন করেন, আপনার মা বাবা কিংবা উনাদের মা-বাবা, তারা একদিন দুনিয়ায় বেঁচে ছিলেন, উনাদের ও কি সম্পদ ছিলোনা? কিন্তু আজ তাঁরা কোথায় আর তাদের সম্পদ কোথায়? তাদের সম্পদের কিছু বা অধিকাংশই কি আপনি ভোগ করছেন না? চিন্তা করে দেখেন, এই সম্পদ আজ তাদের কি উপকারে আসছে? তাঁরা তো সম্পদ ছেড়ে যেতে চাননি, কিন্তু তাদের সম্পদই তাদের কে জমিনের নিচে পুতে রেখে এসেছে। এই সম্পদই তাদের কবর খুঁড়েছে, কাফনের কাপড় কিনেছে, আর আর মাটির নিচে দাফন করে দিয়েছে। এই খরচ কি তাদের সম্পদ থেকেই ব্যায় করা হয়নি? তাদের নিজেদের হাতে কামাই করা সম্পদ কি তাদের দাফন দিয়ে দেয়নি? আজ যা আপনার সম্পদ, **এই সম্পদকে আপনি ছাড়তে চাইবেন না এটাই সত্য, কিন্তু সময় হলে এই সম্পদই আপনাকে ছেড়ে দিবে এবং আপনাকে মাটির নিচে দাফন করে ফেলবে**। ভেবে দেখেছেন কি! আবার এই সম্পদ দিয়েই আপনি এই দুনিয়ায় বসে, জান্নাতে জায়গা কিনতে পারেন,

প্রাসাদ কিনতে পারেন, বাগান কিনতে পারেন, এবং তা কখনই আপনাকে ছেড়ে যাবেনা। **বরং আপনার মৃত্যুর সাথে সাথে আপনার কবর থেকে জানালা খুলে দেয়া হবে আর দুনিয়াতে বসে আপনি জান্নাতে যেই জায়গা কিনেছেন, যে প্রাসাদ কিনেছেন তা দেখানো হবে, আর আপনার মন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে, আপনার কবরে জান্নাতের প্রাসাদ থেকে জান্নাতী সুগন্ধি আর ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকবে!** আর এর জন্য আমি, আপনি কতটুকু করতে প্রস্তুত?

আল্লাহ্* আপনাকে আর আমাকে আর আমাদের কে দেয়ার জন্য প্রস্তুত, শুধু দেখার বিষয় কে কতটুকু নিতে চায়! আবারো বলছি, দেখার বিষয় কে কত টুকু নিতে চায়! নিজেদের সঞ্চিত মালের থলের মুখ খুলে দিন, আপনার ঘরের দরজা মুজাহিদিন দের জন্য উন্মুক্ত করে দিন... **আপনার খানার সাথে মুজাহিদিন দের শরীক করে নিন, একজন করে মুজাহিদকে পরিবারের সদস্য বানিয়ে নিন, কারন শহীদের প্রথম ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তিন জান্নাতে তাঁর জায়গা দেখে নেন। আর এই শহিদ কে যদি আপনি আজ আপনার ঘরে জায়গা দেন, আপনার খানা থেকে তার খানার ব্যাবস্থা করে দেন, আপনার ছাদের নিচে তাঁর থাকার জায়গায় করে দেন, আর যদি তাকে**

আপনার পরিবারের হিস্যা বানিয়ে নেন, তাহলে জান্নাতে প্রবেশের আগে এই শহীদ আপনাকে খুঁজতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্*! আজ যখন মাল দিয়ে দ্বীনের পথে জিহাদ করার সুযোগ আপনার ছিলো কিন্তু যে কোন কারনে আপনি সেই সুযোগ নিলেন না, নিশ্চিত থাকেন আল্লাহ্*র বান্দাদের অন্য কেউ সেই সুযোগ গ্রহন করবে এবং জান্নাতে নিজের হিস্যা বানিয়ে নিবে। মনে রাখবেন আজ যেই মুজাহিদ কে আপনি আশ্রয় দিলেন না জীবনের ভয় করে, **আগামি কালই আপনার সেই জীবন বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে চলে যেতে পারে কিন্তু সেই মুজাহিদ কে অন্য কেউ তাঁর ঘরে আশ্রয় দিবেন এবং জান্নাতে তাঁর হিস্যা বুঝে নিবেন**। এই অমুল্য সুযোগ হাতছাড়া করা কি চরম বোকামি নয়!

আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? আল্লাহ্*র দ্বীন কে? আপনি এই ভয় পাচ্ছেন যে, এই জমিনের বুকে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়ে যাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দ্বীন কায়েম হবে এটাই কি আপনার ভয়? অথচ আপনি মুখে বলেন আমি আল্লাহ্* কে ভালোবাসি, আল্লাহ্*র দ্বীন কে ভালোবাসি। আল্লাহ্* ওয়াদা করছেন তিনিই তাঁর দ্বীন কে বিজয়ী করবেন অথচ তারপরেও আপনি তাগুত আর তার শক্তি কে ভয় পাচ্ছেন! আল্লাহ্*

ওয়াদা করেছেন যে তিনি মুত্তাকীদের বিজয় দিবেন অথচ আপনি দ্বীনের মুজাহিদ কে ভয় পাচ্ছেন? আবারো চিন্তা করে দেখি, আমরা কি ভয় পাচ্ছি? আল্লাহ্*? আল্লাহ্*র দ্বীন? আল্লাহ্*র দ্বীন কায়েম করার পথে নিজের জীবন বিক্রি করে দেয়া মুজাহিদদিন গণ? তাহলে তো আজ আমরা আমাদের রাসুল (সাঃ) কেও ঘরে জায়গা দিতে ভয় পাবো? কিংবা আবু বকর (রাঃ) কে যিনি ছিলেন ধর্ম ত্যাগী মুরতাদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর, কিংবা উমার (রাঃ) কে যিনি পারস্যে এবং রোমে জিহাদের ঝান্ডা উড়িয়েছিলেন, কিংবা সেই হামযা (রাঃ) কে দ্বীনের জন্য যাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া হয়েছিলো, আর যাকে আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা আল্লাহ্*র সিংহ বলেছেন!

আসলে যেই সময়ে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, ব্যাস্ত ছিলাম দুনিয়ার রং তামাশা নিয়ে সেই ফাকে কুফফার রা আমাদের মেরুদন্ড কে গুড়িয়ে দিয়েছে, আর ভিতরের গিরাহ কে, সম্মান কে বিলীন করে দিয়েছে। আজ আমরা নিজেই নিজেকে খুঁজে পাইনা। আমি জানিই না আমি মুসলিম উম্মাহর অংশ! পবিত্র কাবার সম্মানের চেয়ে আমার সম্মান আল্লাহর কাছে বেশি। তবে এটাই শেষ নয়। বরং আশার কথা হচ্ছে এটা শুরু, ইসলামী খিলাফাতের শুরু এখান থেকেই। চারিদিকে তাকিয়ে

দেখেন, কালো পতাকা গুলো কি মানচিত্রে স্পস্ট ভাবে ফুটে উঠছেনা? দিনে দিনে কুফফার দের পরাজয় কি আরো সুস্পষ্ট হচ্ছেনা? সব সময়ে দুটি দল ছিলো, এবং থাকবে দাজ্জাল শেষ হবার আগ পর্যন্ত। হিযব আশ শাইতান আর হিযব আর রাহমান। হিযব আশ শাইতান তার ক্যাম্প গুছিয়ে প্রস্তুত তার পতন ঠেকানোর ব্যার্থ চেষ্টার জন্য এদিকে হিযব আর রহমান ও প্রস্তুত।

হিজব আর রাহমানের তাঁবু গুলো ধীরে ধীরে ভোরের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ঐ তো মাশরিক থেকে আর মাগরিব থেকে এই বাহিনী এগিয়ে আসছে, ভোরের প্রথম আলোয় তাঁদের শিরস্ত্রাণ গুলো আভা ছড়াচ্ছে, ঘোড়াগুলোর শ্বাস প্রশ্বাস আরো ঘন হচ্ছে, ঘোড়ার ক্ষুর গুলো মাটিতে শক্ত কদমে আছড়ে পড়ছে আর পিছনে ধুলার মেঘ তৈরি করছে! প্রত্যেক ঘোড়া তার পাশের ঘোড়ার সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, আর ঘোড়সোওয়ার রা? তারাও ধেয়ে আসছে তুফান বেগে, জান্নাতের সুগন্ধ আর আল্লাহ্*র দেখা পাবার নেশা তাদের পাগল করে তুলেছে!

জান্নাতের এই কাফেলা যেন আমাদের হাত ছাড়া না হয়ে যায়!

হে আল্লাহ্* আমি আপনার দয়ার ভিখারী, আপনি সবার আগে আমাকে আর সবাইকে কবুল করে নেন শাহাদাতের জন্য। অধম ভাই এর জন্য অনেক দুয়া করবেন ইনশাআল্লাহ্*।

সমাপ্ত, আলহামদুলিল্লাহ্*

৪৭.জিহাদ ও মুজাহিদিন নিয়ে বড়দের বিভ্রান্তি _ মারকাযুদ দাওয়াহর সংশয় নিয়ে দু'টি কথা * (রিপোস্ট)

*** মুহতারাম "ইলম ও জিহাদ" ভাইয়ের মূল পোস্টটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে ডিলিট হয়ে যাবার কারণে ফোরামের সকল ভাইদের কাছে আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, খাস ভাবে যেসব ভাই কমেন্ট করেছিলেন। এখানে পোস্ট টি রি পোস্ট করা হল ***

****

ক'দিন হল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ 'মারকাযুদ দাওয়াহ

আলইসলামী’ থেকে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে ফুজালাদের কাছে দু’টি পারচা পেশ করা হয়েছে। একটি পারচা মাওলানা যোবায়র হোসাইন সাহেব হাফিজাহুল্লাহর কিতাবাদি এবং সেগুলোর ব্যাপারে মারকাযের বারাআত ও অবস্থান পরিষ্কারকরণ সংক্রান্ত, আরেকটির এক বিশেষ অংশ জিহাদ ও মুজাহিদিনের মানহাজ ও কার্যক্রমের নকদ-সমালোচনা সংক্রান্ত। সম্ভবত পারচাগুলোর ব্যাপক প্রচারের অনুমোদন ছিল না, কিন্তু কোন না কোনভাবে সেগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

নেট থেকে সংগ্রীহিত আমার কাছে পারচাদ্বয়ের যে কপি আছে তার একটি তিন পৃষ্ঠার। এটিতে আব্দুল মালেক সাহেবের দস্তখত আছে। তারিখ: ২২ রজব, ১৪৪০ হি.। শিরোনাম (উর্দুতে): ‘এক ওজাহাত’। এটি মাওলানা যোবায়র হোসাইন সাহেব হাফিজাহুল্লাহর কিতাবাদি এবং সেগুলোর ব্যাপারে মারকাযের বারাআত ও অবস্থান পরিষ্কারকরণ সংক্রান্ত।

যোবায়ের হোসাইন সাহেবের কিতাবাদির ব্যাপারে মন্তব্যের সারসংক্ষেপ: *[এগুলো মুনকার উসলূব ও ধরণের এবং আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে লেখা কিছু কিতাব, যেগুলোতে কোন*

প্রকার দলীল-প্রমাণবিহীন গুমরাহিমূলক বিষয়াশয় ছড়ানো হয়েছে। অল্প-স্বল্প ভাল যাও কিছু ছিল, সেগুলোও কিতাবের মুনকার উসলূব ও ধরণ, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি এবং হক-বাতিলের সংমিশ্রণসহ আরো বিভিন্ন কারণে ফায়েদাজনক রয়েনি। আহলে ইলমদের দৃষ্টিতে এ ধরণের কিতাব তাহকিকের টেবিলে আসার কোন যোগ্যতা রাখে না।]

মোটামুটি এ হল মন্তব্যের সারকথা। আমরা অস্বীকার করি না যে, যোবায়ের হোসাইন সাহেবের কিছু ভুল হতে পারে। বরং সকলেরই কিছু না কিছু ভুল হতে পারে। তবে ঢালাওভাবে মন্তব্য যা করা হয়েছে, বাস্তবতার নিরিখে তা কতটুকু দুরস্ত, বাস্তবেই কিতাবগুলো মূল্যহীন না'কি অমূল রতন, গুমরাহকারী না'কি হিদায়াতের মশালধারী- সে বিবেচনার ভার নিরপেক্ষ ও হকতলবি পাঠকদের উপর ন্যস্ত করলাম। এ ব্যাপারে আমি কথা বাড়াতে চাই না।

***

দ্বিতীয় পারচাটি, যেটিতে জিহাদ ও মুজাহিদিনের নকদ করা হয়েছে, সেটি ষোল পৃষ্ঠার। সেটিতে আবুল হাসান আব্দুল্লাহ

সাহেব ও আব্দুল মালেক সাহেব উভয়ের দস্তখত আছে। তারিখ: ২১ রজব, ১৪৪০ হি.। শিরোনাম (উর্দুতে): 'আপনে তলবায়ে কেরাম সে চান্দ জরুরী গুজারেশাত'।

পারচাটি দেখার পর বেশ কষ্ট পেয়েছি। অবশ্য খুব বেশি পাইনি। কারণ, বড়দের থেকে এ ধরণের কষ্ট পাওয়ার সিলসিলা নতুন কিছু নয়। স্বয়ং নবীগণ (আলাইহিমুস সালাম) যাদের থেকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছেন, তারা সমাজের বড়রাই।

বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পারচাতে মুজাহিদিনে কেরামের ব্যাপারে যেসব কথা বলা হয়েছে, চরমপন্থী কিছু খারিজির ব্যাপারে সেগুলো প্রযোজ্য হলেও বাকিসকল হকপন্থী মুজাহিদের উপর তুহমত ও অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। মারকাযের বড়দের থেকে এ ধরণের বড় বড় ও বাস্তবপরিপন্থী তুহমতের একটা বড় কারণ এও যে, জিহাদ ও মুজাহিদিনের বাস্তব অবস্থা, জিহাদের ময়দানের সঠিক দৃশ্য, কুফরি ও তাগুতি শাসনের স্বরূপ এবং ইসলাম, মুসলমান এবং জিহাদ ও মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মারকাযের যথাযথ জ্ঞান নেই। অবশ্য তখন

প্রশ্ন আসবে যে, বাস্তব অবস্থা জানা না থাকলে তারা কেন মন্তব্য করতে গেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।

হকপন্থী মুজাহিদিনে কেরাম সম্পর্কে যাদের বাস্তব জানাশুনা আছে, তাদের কাছে মারকাযের এসব তুহমতের বাতুলতা তুলে ধরার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য যারা জানেনা, তাদের কাছে বড়দের থেকে বের হওয়া এসব অপবাদই সত্য মনে হবে। তাদের সামনে মুজাহিদিনে কেরামের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা দাঈ ভাইদের অপরিহার্য কর্তব্য।
এ গেল একটা দিক। এ ব্যাপারে আমি কথা বাড়াতে চাই না।

মারকাযের নকদের আরেকটা দিক হল, জিহাদ সংক্রান্ত কতক শরয়ী বিষয়। যেমন- তাকফিরুত তাওয়াগিত, দারুল হরব, ফরিজায়ে জিহাদ ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের তারা নকদ করেছেন। অবশ্য বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাস্তব ময়দানের ব্যাপারে যেমন যথেষ্ট অজানা রয়েছে; জিহাদ, কিতাল ও সিয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে শরয়ী ইলমের কমতিও তাদের একেবারে কম নয়।

অনেকে অবশ্য রেগে উঠবে যে, **আপনারা কি আব্দুল মালেক সাহেবদের চেয়েও বেশি বুঝেন?** উত্তরে *শুধু এতটুকু বলবো, আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন, হুবহু এই প্রশ্নটাই করা হয়েছে নবীগণকে (আলাইহিমুস সালাম)। নবীদের তারা বলতো, **তোমরা কি আমাদের বাপ-দাদাদের চেয়েও বেশি বুঝ?** বাপ-দাদা আর বড়দের এই অন্ধভক্তির কারণেই দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ কুফরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে নবুওতের হিদায়াতে আসতে পারেনি। এজন্য এ ধরণের রাগ না দেখানোর আবেদন। এগুলো শরীয়তের কোন দলীল নয়। শরীয়তের দলীল কুরআন-সুন্নাহ। সকলের মন্তব্য এই কুরআন সুন্নাহ মতে যাচাই করে দেখার অনুরোধ।

মারকায বেশ কয়েকটি বিষয়ে মুজাহিদিনে কেরামকে ভ্রান্ত মনে করে-

ক. কুফরি আইন দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শাসকরা কাফের।
খ. কুফরি আইন দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব।
গ. এসব মুরতাদ শাসক কতৃক প্রদত্ত ভিসা আমান নয়। বিধায় ভিসা নিয়ে আসা হরবি কাফেরদের হত্যা করা যাবে।

ঘ. বর্তমানে নামায-রোযার মতো জিহাদ প্রত্যেকের উপর ফরয। প্রত্যেককেই নিজ নিজ ফরিজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ঙ. জিহাদ ফরয (বা সহীহ) হওয়ার জন্য ইসলামী ইমারা কায়েম থাকা বা আমীরুল মু'মিনীন বিদ্যমান থাকা বা আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি শর্ত নয়। ইমাম থাকলে যেমন জিহাদ ফরয, ইমাম না থাকলেও জিহাদ ফরয।

মোটামুটি এগুলো মৌলিক পয়েন্ট। যতটুকু বুঝতে পারলাম, মারকাযের অভিমত হলো-

ক. কুফরি আইন দিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শাসকরা কাফের নয়।

খ. কুফরি আইন দিয়ে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলো দারুল হরব নয়।

গ. এসব শাসক কতৃক প্রদত্ত ভিসা আমান। বিধায় ভিসা নিয়ে আসা হরবি কাফেরদের হত্যা করা যাবে না।

ঘ. নামায-রোযার মতো জিহাদ প্রত্যেকের উপর ফরয নয়। প্রত্যেককেই নিজ নিজ ফরিজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তাও নয়। বরং জিহাদ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

ঙ. জিহাদ ফরয (বা সহীহ) হওয়ার জন্য শক্তিধর ইসলামী ইমারা, আমীরুল মু'মিনীন এবং আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি

শর্ত। আমীরুল মু'মিনীন না থাকলে ফরয নয়।

আমীরুল মু'মিনীন না থাকলে আগে জিহাদ ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে আমীরুল মু'মিনীন ও ইমারত কায়েম করতে হবে। এরপর আমীরুল মু'মিনীনের অনুমতি হলে তখন জিহাদ করা যাবে; অন্যথায় নয়।

এসব বিষয় নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ক-খ-গ এ তিনটি বিষয়ের ভিত্তি এর উপর যে, শরীয়ত প্রত্যাখান করে কুফরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে শাসনকারী তাগুতরা কাফের কি কাফের না? যদি কাফের হয়, তখন রাষ্ট্র দারুল হরব হবে এবং এদের প্রদত্ত ভিসারও কোন মূল্য থাকবে না। এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এ ব্যাপারে আর নতুন করে লিখতে চাচ্ছি না। তবে শুধু আল্লামা শানকিতি রহ. এর একটি মন্তব্য তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন,

الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم. اهـ

"আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তার রাসূলগণ সাল্লাল্লাহু

আলাইহিম ওয়াসাল্লামের যবানে যেসকল বিধি বিধান দান করেছেন, সেগুলোর বিপরীতে শয়তান তার দোস্তদের দ্বারা যেসকল (কুফরি) বিধি বিধান প্রণয়ন করেছে, সেসবের অনুসরণ যারা করে; তাদের কাফের ও মুশরিক হওয়ার ব্যাপারে কেবল তারাই সন্দেহ করতে পারে, এদের মতোই আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তর্দৃষ্টি নিভিয়ে দিয়েছেন এবং ওহীর নূর থেকে অন্ধ করে দিয়েছেন।”- আদওয়াউল বায়ান ৩/২৫৯

শেষ দু’টি বিষয়ের মূলকথা কাছাকাছি। তা হলো, ‘ইমাম ছাড়া জিহাদ ফরয নয়। শুধু তাই নয়, জিহাদ সহীহও নয় এবং কোন সওয়াবের কাজও নয়’। বরং গুনাহের কাজ। মারকাযের বক্তব্য দেখুন (বাংলা তরজমা)-

“ফরিজায়ে জিহাদ যিন্দা করার ফিতরি (তথা স্বাভাবিক) ত্বরিকা হলো, প্রথমে তামাক্কুন ফিল আরদ (তথা রাষ্ট্রক্ষমতা) হাসিল হবে এবং প্রভূত শক্তিধর ইসলামী ইমারা কায়েম হবে। আমীরুল মু’মিনীন আমর বিল মা’রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের অন্যান্য শুবা (তথা শাখা)-এর ন্যায় জিহাদকেও ইসলামী আহকাম অনুযায়ী যিন্দা করবেন।”- চান্দ গুজারেশ,

পৃষ্ঠা ৯

এখানে হাশিয়াতে লিখা হয়েছে, “ইমাম ইবনুল মুবারকের ‘কিতাবুল জিহাদ’-এর বাংলা তরজামায় মুকাদ্দামার একেবারে শেষে যা বলা হয়েছে যে, ‘এ প্রশ্নের জওয়াব সায়্যিদ আহমাদ শহীদের জীবনীতে মিলবে’ এর দ্বারা জিহাদের এই ফিতরি ত্বরিকার প্রতিই ঈঙ্গিত করা হয়েছে।”- চান্দ গুজারেশাত, পৃষ্ঠা ৯

আরো বলেন, “তামাক্কুন ফিল আরদ, হাকিকি ইস্তিতাআত (তথা বাস্তবিক সামর্থ্য)- কাল্পনিক সামর্থ্য নয়- এবং প্রভূত শক্তিধর ইমারার ইজাযত (অনুমতি) ও নেগারনি ব্যতীত জিহাদ করতে যাওয়া ঐ ত্বরিকা নয়, যাকে সুন্নতে নববী ও উসূলে-শরঈয়্যা-সম্মত ত্বরীকা বলা যায়। বিশেষত যদি ঐ ত্বরিকা স্বয়ং নিজেই মুনকার এবং শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু ধারণকারী হয় ...।”- চান্দ গুজারেশাত, পৃষ্ঠা ৯

সামনে বলেন, “জিহাদের ফিতরি ত্বরিকায় যেহেতু স্বাভাবিক অনেক দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ মেহনতের দরকার পড়বে এবং ব্যাপকভাবে যেহেতু এ ব্যাপারে শিথিলতা ও অবহেলা দেখা যাচ্ছে, তাই কিছু লোক এর জন্য কিছু মুখতাসার (সংক্ষিপ্ত)

ত্বরিকা আবিষ্কার করেছে এবং এগুলোকেই জিহাদ নাম দিয়ে দিয়েছে।”- চান্দ গুজারেশাত, পৃষ্ঠা ৯-১০

সামনে বলেন, “এমনিভাবে জিহাদের নব উদ্ভাবিত এবং মুখতাসার ত্বরিকা আবিষ্কারকারীদের কারো কারো মতে জিহাদ প্রত্যেক মুমিনের উপর আলাদা আলাদা ফরয। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে এর যিম্মাদার। এর জন্য আমীরুল মু'মিনীনের ইজাযত শর্ত নয়।” - চান্দ গুজারেশাত, পৃষ্ঠা ১০ সামনে বলেন, “তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, ‘এখন জিহাদের বিধান বাস্তবায়ন করার সামর্থ্যও বিদ্যমান আছে’। এটিও তো এক আজীব (আশ্চর্য) মুআমালা যে, জিহাদের সামর্থ্য আছে কিন্তু খেলাফত কায়েমের সামর্থ্য নেই?! চিন্তা করার দরকার যে, যদি তোমাদের আমীরের জিহাদের সামর্থ্য থাকতো, তাহলে সে তোমাদের ঐ রাষ্ট্রে খেলাফতে ইসলামীয়াও কায়েম করতে পারতো!”- চান্দ গুজারেশাত, পৃষ্ঠা ১০-১১

এ হল মারকাজের বক্তব্য।

*পুরো বক্তব্যের সারকথা: **শক্তিধর ইসলামী ইমারত কায়েম**

করে, আমীরুল মুমিনীন নিয়োগ দিয়ে তারপর আমীরুল মুমিনীনের অনুমতি ও নেগারনিতে যে জিহাদ হবে, সেটিই একমাত্র শরীয়তসম্মত জিহাদ। এছাড়া জিহাদের শরীয়তসম্মত কোন ত্বরিকা নেই। অন্য সকল ত্বরিকা নব আবিষ্কৃত ও শরীয়তপরিপন্থী। এগুলোকে জিহাদ বলা যাবে না।

আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হয় যে, সামজের রাহবার বলে যারা পরিচিত, তাদের মধ্যেই এ ধরণের জঘন্য রকমের আকীদা বিদ্যমান, কুরআন-সুন্নাহ ও আইম্মায়ে উম্মতের বক্তব্যে যার দূরতম ঈশারা-ঈঙ্গিতও নেই। বরং- আপনারা অনেকে হয়তো জেনে থাকবেন- এ ধরণের জঘন্য আকীদা শীয়ারা লালন করে। শীয়াদেরই আকীদা এমন যে, ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই। গায়েব থেকে ইমাম আসার অপেক্ষায় তারা আছে। অবশ্য শীয়ারাও যখন বুঝতে পারলো যে, এ আকীদা একান্তই গলদ, তখন তারাও এ আকীদার বিপরীতে খোমেনীর নেতৃত্বে যুদ্ধে নেমেছে। এ ধরণের সংশয় আসলে খণ্ডনের যোগ্য নয়, তথাপি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এগুলোর পেছনে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে। হে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার কর!

মারকাযের কাছে আমার প্রশ্ন

বর্তমান বিশ্বে যেসব ভূমিতে মুসলমানরা নির্মম নির্যাতনের শিকার- যেমন, আরাকান, কাশ্মীর ইত্যাদি- সেগুলোর মুসলমানরা যদি আগ্রাসী কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে কি তা হারাম হবে? শক্তিধর ইমারত ও আমীরুল মু'মিনীন না থাকায় কি তাদের রুখে দাঁড়ানো হারাম হবে? যদি উত্তর হয় যে, হারাম হবে না; তাদের রুখে দাঁড়ানো জায়েয হবে- তাহলে আপনাদের মূলনীতি টিকলো না যে, শক্তিধর ইমারত ও আমীরুল মু'মিনীন ছাড়া জিহাদ জায়েয নয়।

আর যদি উত্তর হয় যে, না তাদের রুখে দাঁড়ানো হারাম হবে- তাহলে এর স্বপক্ষে কুরআন হাদিসের কোন একটা দলীল বা আইম্মায়ে কেরামের কোন একটা বক্তব্য উপস্থিত করার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। তবে আমি ইনশাআল্লাহ কসম করে বলতে পারি, মারকাযের বড়-ছোট এবং সকল ফুজালা মিলে কেয়ামত পর্যন্ত খোঁজাখুজি করেও কোন একটা দলীল বা কোন একটা বক্তব্য উদ্ধার করতে পারবে না। নাউজুবিল্লাহ!

বরং আইম্মায়ে কেরাম এ ধরণের পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরযে আইন হওয়া অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, মারকায বলেছে, প্রথমে শক্তিধর ইমারত কায়েম করতে হবে তারপর জিহাদ করতে হবে। এও বলেছে যে, ইমারত কায়েম করতে দীর্ঘ সময় ও অনেক মেহনত দরকার। মারকাযের কাছে আবেদন, সে দীর্ঘ মেয়াদী ও দীর্ঘ মেহনতের ত্বরিকাটি কোনটি আমাদের বাতলিয়ে দিন। শরীয়তের দলীলের আলোকে যাচাই করে দেখি যে, কোন সে ত্বরিকা যা মারকাযের বড়রা বুঝতে পারলো, আর সারা দুনিয়ার হাজারো লাখো মুজাহিদ ও মাশায়েখ বুঝতে পারলো না।

তৃতীয়ত, জিহাদের জন্য ইমারত লাগবে, আমীরুল মু'মিনীন লাগবে। প্রশ্ন করি, আপনাদের কি ইমারত ও আমীরুল মু'মিনীন নেই? পঞ্চাশেরও বেশি মুসলিম রাষ্ট্র; তাদের রাষ্ট্রপ্রধান- সেগুলো কি? এরা কি আপনাদের আমীরুল মুমিনীন নয়? এসব রাষ্ট্র কি ইমারত নয়? এদের তো সবই আছে। বাহিনী আছে, অস্ত্র আছে, জিহাদের সামর্থ্য আছে।

তাহলে কি তারা আমীরুল মুমিনীন নয়?

যদি বলেন, না! তারা আমীরুল মুমিনীন নয়- তাহলে কেন? তারা কি আপনাদের মতে মুসলমান নয়? তারা কি ক্ষমতার মালিক নয়? আপনাদের তো জানা থাকার কথা যে, কোনো মুসলমান অস্ত্র বলে ক্ষমতা দখল করলেও সে আমীরুল মুমিনীন হয়ে যায়। তার সাথে মিলে জিহাদ করতে হয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা- রাজেহ ক্বওল মতে- নাজয়েয। এটা আহলে সুন্নাহর আকীদা। আকীদার সব কিতাবে কথাটা আছে। তাহলে তারা কেন আমীরুল *মুমিনীন নয়? কেন তাদের রাষ্ট্রগুলো ইমারত নয়? খেলাফতে রাশেদার পর থেকে ১২/১৩শো বছর তো এভাবে জবর দখলের খেলাফতই ছিল। তারা যদি আমীরুল মুমিনীন হয়ে থাকেন, তাদের সাথে মিলে যদি জিহাদ ফরয হয়ে থাকে, তাহলে এদের কি সমস্যা? তখন জালেম শাসকের সাথে মিলে জিহাদ করা ফরয ছিল, তাহলে আজ কিভাবে সে ফরয রহিত হয়ে গেল? আপনাদের মতো পরিস্থিতি তো একই, তাহলে হুকুম কেন ভিন্ন?

আর যদি বলেন, তারা আমীরুল মুমিনীন- তাহলে আমীরুল

মুমিনীন নিয়োগ দিতে হবে, ইমারত কায়েম করতে হবে, নতুবা জিহাদ করা যাবে না: এসব কথার কি অর্থ? আমীরও আছে, ইমারতও আছে- তাহলে জিহাদ ফরয হচ্ছে না কেন?

উত্তরে হয়তো বলবেন, আমীর সাহেব-সাহেবাগণ জিহাদ করতে দিচ্ছেন না। তাহলে প্রশ্ন করি, কোন জিহাদ করতে দিচ্ছেন না? ফরযে কিফায়া না ফরযে আইন? যদি ফরযে আইন থেকে বাধা দেয়, তাহলে তো ফিকহের কিতাবে পরিষ্কারই লিখা আছে যে, আল্লাহর আদেশ ফরযে আইন কোন মাখলুখের বাধার কারণে ছাড়া যাবে না। ইমামের আদেশ অমান্য করে হলেও জিহাদ করতে হবে। আর যদি ফরযে কিফায়া থেকে বাধা দেয়, তাহলেও ফিকহের কিতাবে পরিষ্কার আছে যে, এমন ধরণের ইমামের অনুমতির কোন পরোয়া না করে মুসলমানগণ নিজেরাই জিহাদ করবে। বরং কিতাবাদিতে তো এও পরিষ্কার আছে যে, ইমাম যদি না থাকে, তথাপি জিহাদ মাফ নেই। ইমাম না থাকলেও জিহাদ করে যেতে হবে। ইমাম নেই বাহানায় বসে থাকার সুযোগ নেই। এরপরও বুঝতে পারছি না, আপনারা কোন বাহানা ধরে জিহাদ ফরয নয়, করা যাবে না, ফিতরি ত্বরিকা হচ্ছে না- ইত্যাদি বলে যাচ্ছেন।

৪৮.জিহাদী মিডিয়ার গুরুত্ব-শাইখ আবু কাতাদাহ (হাফি:)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক রাসূল (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

আমাদের শায়েখ, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন আবু ক্বাতাদা, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন ও আপনাকে সত্যের উপর অবিচল রাখুন। প্রিয় শায়েখ, শামের যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে আমাদের কিছু ভাই আছেন যারা মিডিয়াতে কাজ করেন। তারা আপনার নিকট কিছু প্রশ্ন করেছেন ও তার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন।

প্রশ্নসমূহঃ প্রিয় শায়েখ, আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুন আর আপনার উপর সদয় দৃষ্টি রাখুন।

আসসালামুআলাইকুম।

(১) এডিটিং (সম্পাদনা), ডিজাইনিং (বিন্যাস ও পরিকল্পনা) ইত্যাদি এর মত মিডিয়ার কাজ যা ঘরে বসে করা হয় তার পুরস্কার কি আল্লাহর রাস্তায় মুরাবিতের (যিনি যুদ্ধে পাহারারত) পুরস্কার সমতুল্য? আর এখানে যা বোঝানো হচ্ছে তা হল, রিবাতের মর্যাদা বর্ণনাকারী হাদিসসমূহ; যেমনঃ "আল্লাহর রাস্তায় একদিনের রিবাত হাযারে আসওয়াদের পাশে ক্বিয়ামুল লাইল অপেক্ষা উত্তম"। আর তাকে যদি এ অবস্থায় হত্যা করা হয় তবে কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় সওয়াব লিখা হবে?

(২) কোন ভাই যদি মিডিয়ার কাজের প্রস্তুতিতে অবহেলা করে তাহলে সে কি গোনাহগার হবে? আর তার অবহেলার কারণে জিহাদবিরোধী মিডিয়া ও তাদের ছাড়া অন্যান্য চরমপন্থী মিডিয়াগুলো কর্তৃত্ব লাভ করে। তাই, এই অবহেলার ফলে বেশ কিছু ভাই এসব ভ্রান্ত চরমপন্থার দিকে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং অনেক ভাইই মিডিয়া ও সক্রিয় সামরিক উন্নতির মত ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকেন এ কারণে তাদের প্রত্যেকেই কি গোনাহগার হবেন?

শায়েখ, আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন, উত্তরে বলেনঃ

আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত আমার ভাইয়েরা! জেনে রেখো, ইসলাম ও জাতিসমূহের ইতিহাসে জিহাদ ও কিতালের কাজের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ সমূহের একটি হচ্ছে মিডিয়ার কাজ। টিকে থাকা ও বিজয়ের ক্ষেত্রে এটা হল সমগ্র কাজের অর্ধেক তুল্য। রাসূল (সাঃ) হাসান (রাঃ) কে উৎসাহিত করেন যেন তিনি মুশরিকদেরকে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনার দ্বারা আক্রমণ করেন, কারণ তার এ কাজ তীর নিক্ষেপের চেয়ে অধিক ধ্বংসাত্মক ফল বয়ে আনবে। মুসলিম (রহঃ) তার সহীহাইনে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেনঃ "কুরাইশ কাফিরদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা করো, কারণ তা (বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা) তীরের জখম থেকেও অধিক মারাত্মক"।

তাই তিনি ইবনে রাওয়াহাকে পাঠান তাদের বিরুদ্ধে

বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা করতে। তখন তিনি একটি ব্যাঙ্গ রচনা করেন যা তাঁর কাছে ভালো লাগেনি। তারপর তিনি (সাঃ) কাব বিন মালিককে একই কাজের জন্য বলেন কিন্তু সেটাও তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তখন তিনি হাসান বিন সাবিতের কাছে কাউকে পাঠান। হাসান বিন সাবিত তাঁর কাছে এসে বলেনঃ আপনি এখন সেই সিংহকে ডেকেছেন যে তার লেজ দিয়ে শত্রুকে আঘাত করে। তারপর তিনি বলতে লাগলেনঃ যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি আমার জিহ্বা দ্বারা তাদেরকে এমনভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবো যেমনভাবে চামড়া বিদীর্ণ করা হয়।

সে কারণে আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেনঃ তাড়াহুড়া করোনা; তোমাদের জন্য আমার বংশ সম্পর্কে আবু বকরকে (রাঃ) একটি পার্থক্য নির্ণয় করতে দাও কারণ তাদের ও আমার বংশ একই। আর আবু বকর কুরাইশদের বংশ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। তারপর হাসান তার নিকট (আবু বকর) আসেন ও অনুসন্ধান করার পর (রাসুল সাঃ এর বংশ সম্পর্কে) রাসুল সাঃ এর নিকট আসেন ও বলেনঃ হে আল্লাহর রাসুল! তিনি আপনার বংশ ও কুরাইশদের বংশে একটি পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আমি তাদের থেকে আপনার নামকে এমনভাবে পৃথক করে আনবো যেমনভাবে ময়দা থেকে চুলকে পৃথক করা হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসুল সাঃ কে হাসানকে বলতে শুনেছিঃ "যতক্ষণ তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুল সাঃ এর পক্ষে থাক ততক্ষণ নিশ্চয়ই রুহুল কুদুস (পবিত্র ফেরেশতা) তোমাদের সাহায্য করতে থাকবে"। আর তিনি (আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসুল সাঃ কে হাসানকে বলতে শুনেছিঃ হাসান তাদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ রচনা করেছে ও মুসলমানদের তৃপ্তি দান করেছে আর কাফিরদের নীরব করেছে।

আর তিনি (সাঃ) উহুদ যুদ্ধের পর উমর আল ফারুক (রাঃ) কে আবু সুফিয়ানের কথার জবাব দিতে নির্দেশ দেন ও জবাবে কি বলবেন তাও শিখিয়ে দেন। বারা ইবনে আযিব এর রেওয়ায়েতে বুখারি তার সহিহাইনে বর্ণনা করেন যেঃ "আমরা সেদিন (উহুদ যুদ্ধের দিন) মুশরিকদের সামনাসামনি

হলাম এবং রাসুল সাঃ একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করলেন ও আব্দুল্লাহকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন"। আর তিনি বললেনঃ"......আবু সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে অবতরণ করে বলে, "লোকদের সাথে কি মুহাম্মদ উপস্থিত?"

রাসুল সাঃ বলেন, "তার কথার উত্তর দিওনা"। আবু সুফিয়ান আবার বললো, "লোকদের সাথে কি আবু কুহাফার ছেলে উপস্থিত?" রাসুল সাঃ বলেন, "তার কথার উত্তর দিওনা"। আবু সুফিয়ান আবার বললো, "লোকদের সাথে কি আল খাত্তাবের ছেলে উপস্থিত?" রাসুল সাঃ বলেন, "তার কথার উত্তর দিওনা"। আবু সুফিয়ান তখন বললো, "ঐ লোকগুলো মারা গিয়েছে, কারণ তারা যদি বেঁচে থাকতো তবে কথার জবাব দিত"। সেই মুহুর্তে উমর (রাঃ) আর থেমে থাকতে পারলেননা। তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বলেছ, আল্লাহ তা টিকিয়ে দিয়েছেন যা তোমাকে মনোকষ্ট দিবে"। আবু সুফিয়ান বললো, "হুবাল সুউচ্চ হয়েছে"।

তখন রাসুল (সাঃ) বলেনঃ "তার কথার উত্তর দাও"। তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমরা কি উত্তর দিব?" তিনি জবাবে

বললেনঃ “বল, আল্লাহ তা’আলা সর্বাধিক সুউচ্চ ও গৌরবান্বিত”। আবু সুফিয়ান বললো, আমাদের জন্য রয়েছে উযযা (মূর্তি) আর তোমাদের কোন উযযা নেই”। রাসুল (সাঃ) বলেনঃ “তার কথার উত্তর দাও”। তারা জিজ্ঞেস করলেনঃ “আমরা কি উত্তর দিব?” তিনি জবাবে বললেনঃ “বল, আল্লাহ আমাদের অভিভাবক আর তোমাদের কোন অভিভাবক নেই”। আবু সুফিয়ান বললো, “ আজকের দিন হল বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেবার দিন। আর যুদ্ধে বিজয় আসে পর্যায়ক্রমে। তোমরা তোমাদের কিছু নিহত লোককে বিকৃত অবস্থায় পাবে, কিন্তু না আমি তাদের এর আদেশ দিয়েছি আর না আমি এর জন্য দুঃখিত”।

বাস্তবিকই একজন নেতার কাঁধে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, বল প্রয়োগ করে হলেও এমন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা যে তার বক্তৃতার মাধ্যমে সত্যের সমর্থন করবে তেমনিভাবে যেমনভাবে একজন যোদ্ধা তার রাইফেল দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা করে। আর জিহাদ যদি এই মূল্যবান কাজ করা থেকে মুক্ত থাকত তবে না আমরা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে পারতাম আর না আমরা যুবকদের জিহাদের কাজে নিয়োজিত করতে পারতাম যারা যুদ্ধক্ষেত্রগুলো পূর্ণ করতো।

মূলত এটা একটি ফরয কাজ যা সংখ্যার যথেষ্টতার উপর নির্ভর করে। জিহাদে নিয়োজিত ব্যক্তিরা যদি এর প্রতি অবহেলা করেন, তাহলে কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই গোনাহগার হবেন। এটা জিহাদ ও কিতালের সমতুল্য আর এটা জিহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আরবরা সফরের সময় একজন গায়ককে ভাড়া করতো আর আল্লাহর রাসুল (সাঃ) ও তা করেছেন। আর তাই তিনি বলেছেনঃ "হে আনজাশা, কাঁচের পাত্র (অর্থাৎ মহিলা) দ্বারা ধীরে চালাও (উটগুলোকে)"। আনাস বিন মালিকের রেওয়ায়েতে বুখারি বর্ণনা করেন যেঃ "আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এক সফরে ছিলেন। তার সাথে আনজাশা নামে এক কালো কৃতদাস ছিল আর সে গুন গুন করছিল (গান গাচ্ছিল)। তাই রাসুল সাঃ তাকে বলেনঃ "হে আনজাশা! সতর্ক হও, কাঁচের পাত্র (অর্থাৎ মহিলা) বহনকারী উটগুলোকে ধীরে চালাও"।

তাই যদি মানুষ ও পশুর ভ্রমণের সময় তাদেরকে শক্তি যোগায় এমন গান প্রয়োজন হয় তবে জিহাদের জন্য কি তা প্রয়োজন নয় যা তার অন্তরে শক্তি যোগায়। যেমন খবর ও দৃশ্যপট ছড়ানো যার মাধ্যমে অন্তরে মজবুতি আসে আর

আত্মাসমূহ আরও সুদৃঢ় হয়?

সুতরাং যিনি যোদ্ধাদের উৎসাহিত ও সমর্থন করেন আর তাদের খবর মুসলমান জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন যা শুনে তারা আনন্দিত হয় তার পুরস্কারের চেয়ে আর বড় কী পুরস্কার হতে পারে! সত্যিকার অর্থেই মুজাহিদরা তাদের কর্ম ও জ্ঞান দিয়ে যে সকল কাজ করেন তার অনেক সত্যই হারিয়ে যাবে আর তাদের প্রচেষ্টা অদৃশ্য হয়ে যাবে যদি না তাদের পিছনে একদল সত্যবাদী বাহিনী থাকতো যারা তাদের ব্যাপারে লিখেন ও তাদের সমর্থন করেন। আর আল্লাহর কসম! আমি যদি বলি যে, ময়দানের অনেক মুজাহিদদের থেকে ঐ লোকগুলো বেশি পুরস্কার পাবে তবে না তা অতিরঞ্জন হবে বা না আমি গোনাহগার হব।

মূলত আমাদের অনেক প্রচেষ্টাই বৃথা চলে যাবে ও অন্যদের দ্বারা চুরি হয়ে যাবে যদি না আমাদের মিডিয়া বাহিনী থাকে যারা সেগুলো নথিভুক্ত করবে এবং সত্য ও নিশ্চয়তার সাথে তা ছড়িয়ে দেবে।

আর আমাদের বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা অভিযোগ ছড়ানো হয়

তার ব্যাপারে শক্ত জবাব ও এসব তথ্য মানুষকে জানানো ছাড়া তা নির্মূল করা সম্ভব হবেনা।

আর সত্যিকারেই ভ্রান্ত, উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন কুফফার মিডিয়ার শক্তি দ্বারা ইসলামের অনেক যুবকই আমাদের থেকে দূরে সরে যাবে।

আর আমরা তাদের কত জনের খালিস দোয়া থেকেই না বঞ্চিত হবো শুধুমাত্র তারা আমাদের খবর না জানার কারণে!

আর অনেক আত্মাই উদ্বুদ্ধ ও তৃপ্ত হবে যদি মানুষ তাদের খবরে আনন্দিত হয়। আর তাদের অন্তর আরো ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও উৎসর্গের জন্য জেগে উঠবে। যখন তারা জানবে যে তাদের প্রচেষ্টাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে আর সত্যবাদী মুজাহিদদের দ্বারা তা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের আত্মাগুলো শ্রম দিতে, ব্যয় করতে ও সামনে আগাতে উদ্বুদ্ধ হবে।

বাস্তবতা হল, মিডিয়া যুদ্ধে অলসতা অস্ত্র যুদ্ধে অলসতার

চেয়ে ভয়ানক। আর মিডিয়া যুদ্ধের ভুল অস্ত্র যুদ্ধে ভুলের চেয়ে ভয়ানক খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে।

আল্লাহর কসম, রাত জেগে যে এ কাজ করে সে অবশ্যই তার সমান যে কিনা রাত জেগে সম্মুখ যুদ্ধে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার ভাইদের পাহারা দেয়। আর তার পুরস্কার এর মতই হবে। আর যে সকল আলেমগণ রাত জেগে শরিয়াহ ও দ্বীন সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন সে তার সমান পুরস্কার পাবে। আর সে যদি সচেতনতার সাথে ও আন্তরিকভাবে এ কাজ করতে করতে পুরস্কারের আশা নিয়ে মারা যায়, তবে অবশ্যই তাকে উঠানো হবে তার ভাইদের সাথে যারা মারা গিয়েছিল বোমাবর্ষণে।

আর এমন ব্যক্তির চোখতো সেই চোখের মত যে চোখ মহান আল্লাহর পথে পাহারা দেয়।

আর আমি জিহাদের নেতৃবৃন্দের নিকট উপদেশ হিসেবে বলি যে, যদি কোন ভাইকে এসব কাজে সক্ষম হিসেবে পাওয়া যায়, কিন্তু সে তা উৎকর্ষ ও দক্ষতার সাথে করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাকে লড়াইয়ে যেতে বাঁধা দিন, তাকে নিজের

খেয়ার খুশির অনুসরণ করতে বাঁধা দিন, কারণ সে যদি এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করে যাতে সে দক্ষ এবং তা জিহাদকে লাভবান করে, এবং এমন কাজে যেতে চায় যেখানে তার চেয়ে অন্যরা দক্ষ, তাহলে তা হচ্ছে নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করা, এটা দ্বীনের জন্য জিহাদ করা নয়।

আর আল্লাহ যেন সবাইকে সেই দিকেই ধাবিত করেন যা তিনি পছন্দ করেন ও যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সবকিছুর প্রতিপালক।

৪৯.জিহাদের প্রস্তুতি এবং এবং তার ব্যাপারে ধারাবাহিক আলোচনা (পর্ব ১)

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল (সাঃ) এবং তার পরিবার বর্গের উপর।

আশা করি উম্মতের জিল্লতির এই হালতে আমরা ভালো নাই

-

জিহাদ ফরজ হলে জিহদের প্রস্তুতিও ফরজ, আর তেমন অবস্থায় জিহাদের প্রস্তুতি কে ছেড়ে দেয়ার অর্থ জিহাদকেই ছেড়ে দেয়া, আল্লাহ জিহাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে সরাসরি হুকুম দিয়েছেন।
আপনারা জানেন হয়ে গেলো মালাউন মুশরিক দের সাথে এদেশের মুরতাদ বাহিনীর কিছু চুক্তি, যা প্রতিরক্ষা চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির একাংশের রয়েছে এদেশের মুরতাদ বাহিনী বনাম মালাউনদের মুরতাদ বাহিনী। সুতরাং তাদের প্রস্তুতির ব্যাপার টি খুব পরিস্কার। তাই আমাদেরও পিছিয়ে পড়া যাবেনা, সাধ্যমত প্রস্তুতি আমাদেরও নিতে হবে। দরকার হয় আমরা নিজেরা নিজেদের মত স্টাফ কলেজ বানিয়ে নিবো ইনশাআল্লাহ, আর আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমাদের এই আলোচনা টি সিরিজ আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ, এবং আমরা এখানে গঠনমুলক এবং তথ্য ভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয় শিখবো ইনশাআল্লাহ।

আমাদের এই কাজের মূল ৪ টি লক্ষ্যঃ

১। আল্লাহর সন্তুষ্টি

২। জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুতি

৩। জিহাদের ব্যাপারে জ্ঞান বৃদ্ধি

৪। এই কাজের ব্যাপারে ফিকির বৃদ্ধি, এমন পর্যায়ে যে তা একদিন স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে রুপ নেয় ইনশাআল্লাহ

আসলে এই ফিকির বৃদ্ধি করার কাজটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলে শেষ করা যাবেনা, এই কাজটি তাগুতের ঘুম হারাম করে দেয়, এক শায়েখ বলছিলেন, ইজরায়েল এটা ভয় পায়না যে কেউ ফিলিস্তিনের জন্য তার দিকে একটা গ্রেনেড ছুড়ে মারবে কিন্তু ইজরায়েল এটা ভয় পায় যে কেউ ফিলিস্তিন কে নিয়ে চিন্তা করবে, ইজরায়েল চায় মুসলিম উম্মাহ ফিলিস্তিন কে ভুলে যাক, কারন গ্রেনেড কে ঠেকানোর সামর্থ্য ইজরায়েলের আছে কিন্তু মানুষের চিন্তাধারা প্রতিহত করার কোন সামর্থ্য ইজরায়েলের নাই। একই ভাবে এদেশের তাগুত চায় আমরা ফিকির করা বন্ধ করে দেই, ইনশাআল্লাহ শুধু মাত্র এই বিষয়টাকেই সামনে আমরা

ধারাবাহিক আলোচনার পর্বে নিয়ে আসবো। তবে এখনের জন্য শুধু এতটুকুই বলি আমরা ফিকির ছেড়ে দিয়েছি বলেই আজ আমাদের এই হাল! কাজ করতে হলে আগে ফিকির করতে হবে, ফিকির ছাড়া আমল কিভাবে আসবে!

কাজের শুরুতে আমাদের লক্ষ্য ৪ টি খুব পরিস্কার থাকা দরকার, কারন লক্ষ্য পরিষ্কার না হলে আমাদের কাজ সফল হবেনা।

কথা হচ্ছে আসকারি/সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে - এ লাইন পর্যন্ত যারা এসে পৌঁছেছেন, সবাই এখুনি বুকডন পজিশনে চলে যান - ১০ টা পুশ আপ - এবং ৫ টা বেলি বা রিচ আপ (শুয়ে যান হাটু গুটিয়ে নেন, হাত ঘাড়ের পিছনে নিয়ে কনুই দিয়ে দুই কান স্পর্শ করেন এবার থুতনি নিয়ে হাটুতে ঠেকান)

আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা শেষ করে এসেছেন।

আমাদের এই আলোচনায় জিহাদের প্রস্তুতির মধ্যে পড়ে এমন সমস্ত বিষয় থাকবে ইনশাআল্লাহ, আমরা যেমন

ট্যাকটিক্স নিয়ে কথা বলতে পারি একই ভাবে আমরা রাজনীতিকেও বাদ দিবোনা, কিংবা দাওয়াহ কিংবা প্ল্যানিং, কিংবা একটি জিহাদের আয়াত মুখস্ত কিংবা একটি হাদিস মুখস্ত - আমাদের জন্য যা দরকার তার সবই আমরা আলোচনা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

আলোচনা করার সময় আমরা খেয়াল রাখবোঃ

১। অন্য ভাইয়ের সম্মানের দিকে খেয়াল রাখা, বিবাদে লিপ্ত না হওয়া
২। সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যবহুল (কিন্তু বিষয় পরিস্কার করার জন্য যতটুকু বলতেই হবে তা উপস্থাপনায় রাখতে হবে)
৩। সম্ভব হলে দলিল ভিত্তিক আলোচনা
৪। পরিমার্জিত

আপনারা রেডি? ইনশাআল্লাহ চলেন তাহলে শুরু করি, "**হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী আমাদের এই কাজ শুধু আপনার সন্তুস্টির জন্য, আপনি এই কাজের ব্যাপারে এবং আর সমস্ত কাজের ব্যাপারে আমাদের অভিভাবক হয়ে যান, আপনার সন্তুস্টির দিকে আমাদের এই কাজ এবং আর সমস্ত কাজ**

পরিচালিত করেন"

আমাদের আজকের আলোচনাঃ

বাংলাদেশে আমরা জিহাদের প্রস্তুতি বলতে কি বুঝবো? এখানে ব্যাক্তিগত প্রস্তুতি বুঝানো হচ্ছেনা বরং সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশে জিহাদের প্রস্তুতি বলতে কি বুঝাবে? কি কি বিষয় এই প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ এবং আমরা কিভাবে সেই প্রস্তুতির আমল করতে পারি?

** কমেন্ট সেকশনে আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি ইনশাআল্লাহ*

৫০.জিহাদের ব্যাপারে মুনাফিক এবং তার মনিবদের চক্রান্তের জবাব

প্রেক্ষাপটঃ

মেকি ভ্রান্ত মায়াজালে পথভ্রষ্ট, মোহাবিষ্ট মুসলিম উম্মাহ এর মধ্যে যে শব্দ টি মারাত্মক ভ্রান্তিমূলক হয়ে দাড়িয়েছে তা

হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ শব্দ টা শুনলে কাফিরদের যেমন অন্তরাত্মা কেপে উঠে বড় আফসোসের বিষয় একই ভাবে মুসলিম ঘরের সন্তানেরাও আজ জিহাদ শুনলে ভয় পায়! বাবা মার মুখ শুকিয়ে যায়, মনে হয় যেন সন্তান কে সাপে কামড় দিয়েছে কিংবা তার চেয়েও ভয়ংকর কিছু। সন্তান জিনা করেছে এই সংবাদ আমাদের বাবা মা দের ভাবায় না, চিন্তিত করেনা, লজ্জিত করেনা, কিন্তু সন্তান জিহাদ করে এই কথা কয়টি তাদের ভীত করে তুলে, শঙ্কিত করে তুলে, তারা এমন সন্তানের ব্যাপারে লজ্জিত হয়! এটা যেমন আফসোসের তেমন লজ্জার! এতার অন্যতম কারন ৩ টা। দ্বীন বিমুখিতা, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং দ্বীনি জ্ঞানের অভাব। ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই জিহাদের সুচনা হয়েছে, ইসলাম, জিহাদ এগুলো কোন আলাদা বিষয় না। জিহাদ ব্যাতিত ইসলাম কায়েম অবাস্তব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা অনেক জায়গায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর কথা উল্লেখ করেছেন। জিহাদ নিয়ে এর হুকুম আহকাম নিয়ে সুরা নাজিল করেছেন। আজ আমরা জিহাদ কে ভয় পাই, লজ্জা পাই! অথচ এই জিহাদের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা এবং সম্মান নিহিত। এটা কাফের রা জানে যে এই উম্মত যদি জিহাদ কে না ছাড়ে তবে

তাদের পরাজয় ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই, তাই তাদের অনেক বড় একটা প্রচেস্টা এই যে উম্মাহ কে জিহাদ কে সরিয়ে রাখা, জিহাদ বিমুখ করা এবং জিহাদের ব্যাপারে ভ্রান্তি তৈরি করা। এই উম্মাহ যদি নিজের সম্মান এবং নিরাপত্তা অর্জন করতে চায় তবে তাকে তা জিহাদের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে, মনে রাখা দরকার - জিহাদ হচ্ছে এই উম্মাহর বর্ম!

মুল আলোচনাঃ

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

হে নবী আপনি মুমিনদের কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। - আনফালঃ ৬৫

আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শির্ক) খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরাপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। - আনফালঃ ৩৯

প্রথম আয়াতে স্পস্ট করে, সন্দেহাতিত ভাবে আল্লাহ মুমিনদের কে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম কে। **আবারো পড়েন, আল্লাহ বলছেন, হে নবী আপনি মুমিনদের কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। আর পরের আয়াতে আল্লাহ বলছেন তাদের সাথে (কাফের মুশরিক এবং ফেতনা কারী) যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না দুনিয়ার বুকে শুধু মাত্র আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হয়।**

মুফাসসিরিন গন এই আয়াতের তাফসিরে যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে - যতক্ষণ শির্ক এবং কুফর অবশিষ্ট থাকবে (কেননা তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা) এবং ইসলাম দুনিয়ের বুকে বিজয়ী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ জিহাদ চালিয়ে যেতে বলেছেন। আর এই অবস্থা কিয়ামত এর আগে হবেনা তাই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে। আর এই একই ব্যাখ্যা আমরা একটি সহিহ হাদিস থেকে পাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, **“আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিস্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে - হাদিসের শেষ পর্যন্ত।**

তাহলে অন্তত এই ব্যাপারে আর সন্দেহ করার কোন সুযোগ নাই যে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জিহাদের হুকুম আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন এবং শুধু তাই না বরং জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আদেশ দিয়েছেন। এটা তো সাফ হয়েই গেলো। তবে হ্যা এখনও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর দল বিশ্রাম নিবেনা। আর কাফির রাও না। তারা বলবে আরে এটা শুধু ঐ সময়ের জন্য খাস, এটা শুধু আরবদের জন্য খাস। কিংবা, হ্যা এটা আল্লাহ বলেছেন কিন্তু এখন সেটা এভাবে পালন করা যাবে না কিংবা এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ইত্যাদি। তাদের জন্য আমি বলবো - এই অধম নিজের মাথা থেকে কিছু বের করেনি, বরং তাফসির থেকে এবং হাদিস থেকেই এই আয়াত দুটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা যদি এই ব্যাখ্যা কে ভুল প্রমান করতে চায় তবে তারা যেন ঠিক একই ভাবে তাফসির এবং সহিহ হাদিস থেকে তাদের কথার প্রমান নিয়ে আসে। যদি পারে তবে তারা যেন তা করে দেখায়! যদি পারে তবে তারা যেন তা করে দেখায়! যদি পারে তবে তারা যেন তা করে দেখায়! প্রাসঙ্গিক ভাবে এই আয়াত দুইটির সাথে।

চলেন এবার এই দুই আয়াতের আলোকে বাস্তবতা দেখি -

আজ, এখন যদি আমি আপনাদের এই আয়াত দুটি বলি বা কেউ আপনাকে বলে তবে আপনি তাকে জঙ্গি বলবেন! **অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেছেন এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যা করতে বলেছেন সেটা যদি কেউ করে, কেউ বলে তবে সে জঙ্গি।** বাকি থাকলো সেই আগের গল্প - এটার মানে তো এটা না, চ্যালেঞ্জ দেয়া আছে কেউ সামনে দলিল নিয়ে আসুক। আসেন ততক্ষণ আমরা নিজেকে একবার প্রশ্ন করে দেখি - কেন? আমাদের এত বড় ভ্রান্তি কোথা থেকে আসলো? স্পষ্ট কুরআন এবং হাদিসের কথা আমাদের কাছে কিভাবে জঙ্গি মতাদর্শ হয়ে গেল! **আমি বলতে চাই, আপনারা নিজেদের প্রশ্ন করেন - এই ধারনা আপনারা কোথা থেকে পেলেন? কে আপনাদের এই ধারনা শিক্ষা দিল?** আর আল্লাহর কালামের ব্যাপারে এই ধারনা নিয়েই যদি আমরা কবরে চলে যাই তখন আমাদের অবস্থা কি হবে সেটাও একবার চিন্তা করে দেখা দরকার।

বরং সত্য তো হচ্ছে এই যে আমাদের দ্বীনের প্রতি উদাসিনতা, এবং দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসার সুযোগে

আব্দুল্লাহ এবং উবাই এর বংশধরেরা আর তাদের মুনিবেরা যারা কিনা জাহান্নামের ইন্ধন এরা আমাদের শিখিয়েছে এগুলো হচ্ছে জঙ্গি মতাদর্শ! আর আমি আপনি সেটা মেনে নিয়েছি!

সুতরাং এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে - জিহাদ এর হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে। এবং এটা ইসলামের একটি ফরজ, এই বেপারে কারো বিন্দু মাত্র সন্দেহ রাখার অবকাশ নাই। **আল্লাহ বলেন - কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম - তোমাদের উপরে রোজার বিধান দেয়া হল, আল্লাহ বলেন, কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল - তোমাদের উপরে কিতাল এর বিধান দেয়া হল।**

লজ্জাজনক হলেও সত্যি আমরা আজ মুরতাদ, মুনাফিক দের থেকে দ্বীন শিখতে রাজি আছি। কিন্তু আল্লাহ তাঁর কিতাবে কি বলেছেন সেই ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নাই! আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন জঙ্গিবাদী এই তত্ত আপনারা কার কাছ থেকে শিখেছেন? কারা আপনাদের পীর? কারা আপনাদের মাসায়েখ? উস্তাদ? আমি বলবো? **তারা হচ্ছে বেনজির, মনিরুল, আর তাদের ফিরাউন হাসিনা, মোদী,**

কিংবা ট্রাম্প এর কাছে থেকে।

আসেন এবার দেখি জিহাদের বাস্তবতা কি? আসলেই জিহাদ অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয় কিনা? জিহাদ কেন উপস্থিত থাকবে? আর কেনই বা জিহাদ নিয়ে তাদের এত চুলকানি? আর দিন শেষে তাহলে আমরা কি সিদ্ধান্ত নিব?

আগে বলে আসছিলাম যে, ইসলামের জন্মের সাথে সাথে জিহাদের জন্ম। জিহাদ ব্যাতিত ইসলাম এর কায়েম কোনদিন ও সম্ভব নয়। এমন কি জিহাদ ব্যাতিত ইসলাম কায়েম এই কথা টুকুই একটা অসার কথা। হুম, কেউ লাফ দিয়ে উঠে বলবেন মক্কী জীবনে কোন জিহাদ ছিলোনা, আমার প্রশ্ন - মক্কী জীবনে কি ইসলাম কায়েম হয়ে গেছিল? না হয়নি, তাহলে কখন হয়েছিলো? মাদানী জীবনে। মাদানী জীবনে কি ইসলাম কায়েম হয়েছিলো? হ্যা হয়েছিলো। মাদানী জীবনে কি জিহাদ ছিল? উত্তর এর ভার আপনাদের উপরে। আল্লাহ বলেছেন মিথ্যা ব্যার্থ হবেই। চলেন সামনে আগাই।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই ইসলাম কায়েমের জন্য জিহাদ ব্যাতিত অন্য কোন পন্থা নাই। এই প্রসঙ্গে কথা বলার আগে

কিছু হোম ওয়ার্ক সেরে নেই।

আসেন দেখি ইসলাম কায়েম বলতে কি বুঝায়? দ্বীন কায়েম বলতে কি বুঝায়? মনে রাখতে হবে আপনি কি বুঝেন সেটা বড় কথা না। **আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন সেটা ই এবং সেটা ই এক মাত্র কথা। আবারো বলি আল্লাহ কি বুঝিয়েছেন সেটা ই একমাত্র কথা, এর ব্যাতিক্রম অন্য যে কোন কিছুই মুল্যহীন!** দ্বীন কায়েম বলতে কি বুঝায় এই ব্যাপারে আল্লাহই ব্যাখ্যা দিয়েছেন একদম খুব সরল ভাবে - দুনিয়াতে শুধু মাত্র আল্লাহর দ্বীন থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়া শাসন হবে শুধু মাত্র আল্লাহর হুকুম দিয়ে। অন্য কোন হুকুম দিয়ে নয়, অন্য কোন আইন দিয়ে নয়। এবং যতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ চলতেই থাকবে তাও আল্লাহরই নির্দেশে। এখানে একটা মোটা দাগের প্রশ্ন আসতে পারে দ্বীন কি? দ্বীন কি শুধু দাড়ি টুপি, পাঞ্জাবি মিসওয়াক, নামাজ রোজা, এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না **বরং দ্বীন হচ্ছে একজন মানুষের (কাফির মিংবা মুসলিম) জীবনের সমস্ত কিছুর ব্যাপারে বিধান এর নামই হচ্ছে দ্বীন। দ্বীন শুধু ঘরের কোন বিষয় না বরং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনীতিক, সামরিক, রাজনৈতিক, সম্ভাব্য যা কিছুর সাথে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর প্রতিনিধিরা**

এই দুনিয়াতে সংশ্লিষ্ট হয় তার সব কিছুর ব্যাপারে বিধানমালার নাম দ্বীন। আল্লাহ এমন দ্বীনই কায়েম করতে বলেছেন। মনে করেন সেই ঘটনার কথা, যখন আল্লাহ বললেন - আমি দুনিয়াতে আমার খলিফা/প্রতিনিধি প্রেরন করতে চাই! মনে পড়ে? আচ্ছা আমাকে বলেন তো আল্লাহ দুনিয়াতে প্রতিনিধি পাঠাবেন এই কারনে যে আল্লাহর প্রেরিত প্রতিনিধি দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া সমস্ত কিছু ভোগ করবে, আল্লাহর প্রতিনিধি এই টাইটেল ও উপভোগ করবে কিন্তু সে বাস্তবে প্রতিনিধিত্ব করবে মানুষের তৈরি কিছু আইনের,মানুষের তৈরী কিছু বিধানের! শুধু তাই নয় - বরং আল্লাহর বিধান কে চ্যালেঞ্জ করে! কি অদ্ভুত আমাদের মুক্ত বুদ্ধি চর্চার নমুনা! যা বলছিলাম - মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে এটাও বরাদ্দ হয়ে গেছে যে তার জন্য শুধু মাত্র আল্লাহর দ্বীনই প্রযোজ্য - আর এজন্য আল্লাহর দ্বীন কেই দুনিয়ার বুকে কায়েম হতে হবে। আর আল্লাহ তা করেও ছাড়বেন।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাই - ইসলাম কায়েমের জন্য জিহাদ ব্যাতিত অন্য কোন পন্থা নাই। আমরা দেখি আফগানিস্তান এর কথা। সেখানে ন্যাটো এবং অ্যামেরিকা যুদ্ধ করছে মুজাহিদিন এর সাথে। কেন? তারা সেখানে গণতন্ত্র দেখতে

চায়। তারা সেখানে মুজাহিদিনদের শারইয়াহ বা দ্বীন এর বাস্তবায়ন দেখতে চায়না। এজন্য তারা যুদ্ধ করছে। এমনি ভাবে ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার যে প্রান্তেই মানুষ যখন কোন একটি মতবাদ, আদর্শ, জীবনব্যাবস্থা কে সরিয়ে অন্য একটি মতবাদ, আদর্শ, বা জীবনব্যাবস্থা কে নিয়ে আসতে চেয়েছে তা যুদ্ধ ব্যাতিত সম্ভব হয়নি। যুগে যুগে রাজা বাদশা এবং উপনিবেশের জন্ম দাতা সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ ব্যাতিত কিছু করেনি। না যুদ্ধ ব্যাতিত তাদের কিছু করা সম্ভব ছিলো। যে সময়ে ইসলাম আসলো তখন ও দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন মতাদর্শ ছিলো, (মুলত যেগুলো শুধু মাত্র শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করত, এবং সেগুলোর মূলে আঘাত করার জন্যই এসেছে, এবং এটা ভিন্ন আলোচনা ও বটে)। এমন কি মক্কার কাফেরদের ও নিজেদের একটা মতাদর্শ ছিলো। তাদের নিজেদের সমাজ ব্যাবস্থা ছিলো। যখন ইসলাম তার স্বরূপে হাজির হল - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দিয়ে - তখন আমাদের মত মোটা দাগের বুঝ কিন্তু কাফির রা বুঝেনি। **আরবী ভাষা ভাষী মক্কার কাফের রা ঠিকই বুঝেছিলো এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে কি বুঝায়! অর্থাৎ সব হুকুমের দিন শেষ, এখন থেকে শুধু মাত্র এক ইলাহ আল্লাহর ই হুকুম চলবে।** প্রমান? প্রমান হচ্ছে এই যে -

ইসলামের বিধান এবং প্রয়োগ সমুহ তো অনেক পরে হয়েছিলো কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুনে কাফের রা পাগল হয়ে গেছিলো কেন? কারন তারা জানত এই ইলাহ -আল্লাহ যে অন্য সব ইলাহ কে, অন্য সব ধারনা কে বাতিল করে দিয়েছে সে ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহই ছিলোনা। আর তারা এটা মানতে রাজিও ছিলোনা। কারন তাদের ইলাহ এর বিধান তো তাদেরই স্বার্থ রক্ষা করে। এলিট দের সার্থ রক্ষা করে। কারন মক্কার প্রথম দিকের মুসলিম রা ছিলেন দ্ররিদ্র অসহায় শ্রেনী থেকেই, যাদের স্বার্থ রক্ষার কেউ ছিলনা। এমনকি মক্কার কাফেররা ও এটা নিয়ে মস্করা করত! এমন অবস্থায় যখন ইসলাম আসলো তখন মক্কার কাফেরদের বাধা দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। সেটা হাসি তামাশা, উপহাস, নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যা, দেশ ত্যাগে বাধ্য করা থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকলো। মনে পড়ে বদরে কাফির রা কি বলেছিলো? তারা দুয়া করেছিলো আল্লাহ দুনিয়ার বুকে হক্ক দল টি যেন আজ টিকে থাকে। তারা নিজেদের হক্ক ভেবে ইসলাম কে শেষ করতে এসেছিল! তাহলে ইসলামের জন্মের সাথে সাথেই বাধা প্রাপ্ত হল। (এই প্রসঙ্গ কে কেউ মক্কার দাওয়াহ জীবনের সাথে গুলিয়ে ফেলবেন না - সেটা ভিন্ন আলোচনা) **আর ইসলাম**

যদি বাধা প্রাপ্ত হয়েই থাকে তবে তার কি করনীয়? সে তো দুনিয়ার বুকে ছেলে খেলার জন্য আসেনি। তার একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। আর তা হচ্ছে ইসলাম কে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। তাহলে ইসলামের করনীয় কি? বুঝাই যাচ্ছে মক্কার কাফের রা তা কোন ভাবেই হতে দিবেনা। তাহলে ইসলামের করনীয় হচ্ছে জিহাদ। জি জিহাদ। এই জিহাদের কারনেই মক্কা বিজয় হয়েছে। এই জিহাদের কারনেই গ্রানাডা থেকে ইস্পাহান পর্যন্ত ইসলাম ছড়িয়ে গেছে। জি শুধু এই জিহাদের জন্যই। এমন নয় যে ইসলাম শুধু জিহাদ করার জন্যই এসেছে। বরং এমন যে কে এমন আছে যে স্বেচ্ছায় ইসলামের বিজয় কে মেন নিবে? আল্লাহর দ্বীনের সামনে মানুষের মিথ্যা দ্বীন কে বিসর্জন দিবে? আজ যদি আমি হাসিনা কে বলি তোমার সংবিধান ছেড়ে দাও - তুমি জুলুমের শাসন থেকে নেমে আসো। কারন তুমি নিজে এক মাখলুক হয়ে অন্য মাখলুক কে শাসন করছ অথচ বিধান দেয়ার মালিক শুধুই আল্লাহ। হাসিনা কি তা মেনে নিবে? না নিবেনা। বরং সে নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য দরকার হলে যুদ্ধ করবে। তাহলে **হাসিনার এই যুদ্ধ আপনার জাস্টিফাইড, কিন্তু ইসলামের জিহাদ জাস্টিফাইড না! হাসিনার কথা জাস্টিফাইড কিন্তু আল্লাহর কথা জাস্টিফাইড**

না! আর সারা দুনিয়া এভাবে যখন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাস্ত তখন সারা দুনিয়া আপনার কানে যে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে সেটা আপনার কাছে জাস্টিফাইড কিন্তু আল্লাহর কালামের বানী আপনার কাছে জাস্টিফাইড না। আর এখান থেকেই একটা উপসংহারে আসা জরুরী – সমস্ত কাফের এবং মুরতাদ যদি তাদের দ্বীন কে (ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র কিংবা আর যে কোন কিছু) টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলামের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে তবে তা জাস্টিফাইড কিন্তু আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে আল্লাহর ই নির্দেশে কেউ যদি জিহাদ করে তবে না জাস্টিফাইড না বরং সেটা হচ্ছে জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ – এবং এই কথা টুকুও আপনি তাদের থেকেই শিখেছেন। এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন - আপনি তাহলে কোন দ্বীনের বিজয় চান? আল্লাহর দ্বীন? নাকি কাফের দের দ্বীন? আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাহ কালামে পাকে বলেছেন আমি এভাবেই আমার আয়াত সমুহ খুলে খুলে বলি – আর আল্লাহ বলছেন- তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শির্ক) খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরাপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারা কখনই আল্লাহর দ্বীনের বিজয় চাইবেনা। প্রশ্ন হচ্ছে আপনি কি চান?

অন্তত এত টুকু পরিষ্কার যে জিহাদ ইসলামের আলাদা কোন শর্ত না এটা আলাদা কোন উদ্ভট চাহিদা না –যা কিনা কোন সুনির্দিষ্ট সময়, এলাকা, পরিস্থিতি এর উপরে নির্ভর করে বরং ইসলামের জন্মের সাথে থেকে শুরু করে এর পরিপূর্ণ বিজয়ের আগ পর্যন্ত জিহাদ থাকবে। কারন জিহাদ হচ্ছে ইসলামের হাতিয়ার। **ইসলাম কে এত ছোট ভাববেন না যে ট্রাম্প, মোদি, হাসিনা মিলে ইসলাম কে আঘাতের পর আঘাত করেই যাবে আর ইসলাম পড়ে পড়ে মার খাবে। ইসলাম বিজিত হতে এসেছে, সে জানে তাকে কি কি হাতিয়ার নিয়ে নামতে হবে। যুদ্ধ যদি কাফেরদের কৌশল হয়ে থাকে তবে ইসলাম কিভাবে তা এড়িয়ে যেতে পারে?** আর যদি কাফের রা যুদ্ধ নাও কারতে তবুও ইসলাম কে যুদ্ধ করতেই হত। কারন কাফের যদি বলে আমার এলাকায় আমার হুকুম চলবে তোমার এলাকায় তুমি চল – তাহলে এই মন্ত্র দুনিয়ার সব কাফের রাষ্ট্র এবং তার পা চাটা তাবেদার রা দাবী করে বসতো, কিন্তু ইসলাম তো কাফের দের দাবী পুরনের জন্য আসেনি। বরং ইসলাম এসেছে আল্লাহর নুর কে প্রজ্জলিত করতে! তাই সব কাফেররা যদি ইসলাম কে এড়িয়েও চলতে তবে সাময়িক ভাবে ছাড় থাকলেও এক সময়ে ইসলাম তাদের সাথে জিহাদে লিপ্ত হতই। আর সেই

তুলনায় তাহলে বর্তমানের সমীকরণ কি হবে? যখন সারা দুনিয়া একাট্টা করে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত!

সুতরাং – জিহাদ ইসলামের সাথেই এটা নতুন কোন আবিষ্কার নয়। জিহাদ ব্যাতিত ইসলাম কায়েম মিথ্যা স্বপ্ন এবং নিজেকে অপমান করা ছাড়া আর কিছুই না। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার বন্ধুরা বলে এখন কোন জিহাদ নাই তাহলে তাদের জন্য এখন ইসলামের কোন কায়েম ও নাই। কারন জিহাদ নাই মানে কাফের রা সন্তুষ্ট আছে। কাফের রা সন্তুষ্ট আছে কারন তারা তাদের দ্বীন দিয়ে হুকুম চালাচ্ছে – সেখানে ইসলাম নাই। তাই যারা বলে এখন জিহাদ নাই তারা যেন এটা ও স্বীকার করে নেয় তাদের সেই কথা এইটা ই প্রমান করে যে সেখানে ইসলামের বিজয় ও নাই! আহ কি অদ্ভুত! তারা এমন হাল ই দেখতে পছন্দ করে! **ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আস ফালি মিনান নার!**

প্রিয় ভাই আমার – আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য রাব্বুল আরশিল মাজিদ এর সেই কথা – **হে নবী, আপনি মুমিনদের কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন**। আমার লেখার ও কারন আপনাদের কে জিহাদের জন্য উদবুদ্ধ করা। আমরা কেনই

বা জিহাদ করব না! জিহাদ পরিত্যাগের মত দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু নাই, এই দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। **খুব অবাক করা বিষয় এই যে - আমরা তাগুতের ইউনিফর্ম পরে তাগুতের বিধান রক্ষার জন্য জান বাজি রাখি তাতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়না বরং গর্ব বোধ হয়। অপর দিকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাহ আদেশ এবং তাঁর রাসুলের সুন্নাহ কে অনুসরণ করে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়নের জন্য জিহাদ কে আমি ভয় পাই, লজ্জা পাই, সংকীর্ণ হয়ে যাই! হাসিনার সৈন্য হতে পারলে আমি গর্ব বোধ করি অথচ আল্লাহর সৈন্য হওয়া আমার আছে লজ্জার বিষয়! ভয়ের বিষয়! - আর যারা বলবে -তুমি ব্রেইন ওয়াশড, আমি বলবো তুমি একটা মুনাফিক্ব, কাপুরুষ এবং ভীরু! তুমি তো কিছু ডলার এবং টাকার কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছো, (তুমি নিজেও তা খুব ভালো ভাবেই জানো) কিছু দুনিয়ার স্বার্থের বিনিময়ে নিজের ঈমান কে বেচে দিয়েছো - অপেক্ষা কর, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কিছু ওয়াদা আছে! সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন তুমি এবং তোমার সাথীদের আল্লাহ যথাযথ পুরস্কার দিয়ে দিবেন। আপাতত তুমি দূর হও আমার সামনে থেকে!**

প্রিয় ভাই আমি তোমাকে জিহাদের ব্যাপারে আহবান করছি।

আল্লাহর বাহিনীতে অংশগ্রহনের জন্য আহবান করছি - **এর চেয়ে সম্মানের আর কি আছে যে তুমি একজন আল্লাহর সৈন্য। তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে হয় বিজয়ী হও কিংবা শহীদ হয়ে যাও!** এত কিছুর পরেও শুধু সেই পিছনে পড়ে থাকলো যে নিজে কে ধোকা দিল!

৫১.তবে নিজেকে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো কাছে কেন বিক্রি করে দিলে?

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আসসালাম আলা রাসুলাল্লাহ

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, কারন আল্লাহ ব্যাতিত কে এমন আছে যে প্রশংসা সমূহ দাবি করতে পারে? নিশ্চয়ই আসমান এবং জমিন সমুহের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে এর মালিকানা দাবি করতে পারে? নিশ্চয়ই আমাদের মালিক আল্লাহ, যিনি আমাদের উত্তম ভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর আমাদের উপর শুধু তাঁরই হুকুম খাটবে কে এমন আছে যে আমাদের উপরে হুকুম

খাটানোর দাবি করতে পারে? **আর যে করবে তাকে আমরা বলবো বেশ তো, আল্লাহ বলেছেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি উত্তম রূপে, মানুষের উপরে হুকুম খাটানোর আগে তুমিও একটা মানুষ সৃস্টি করে দেখাও না কেন! আর যদি তারা তা না পারে তবে এর মধ্যে তাদের জন্য শিক্ষা আছে যারা আল্লাহর সৃস্টি হয়ে নিজেকে তারই মত অন্য আরেক সৃস্টির হুকুমের চাকর বানিয়ে ফেলেছে কিন্তু আল্লাহর হুকুমের নয়!** আর সে যদি নিজেকে আল্লাহর সৃস্টি হতে অস্বীকার করে তবে **সে যেন আগে নিজের স্রস্টা কে খুজে নেয়, যদি পারে তবে সে যেন তা করে!**

আল্লাহ বলেছেন আমি তাদের মধ্য থেকেই নিদর্শন রেখেছি!

-

তাই আমরা সাক্ষ্য দেই আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই, ইলাহ নাই, হুকুম দাতা নাই, বিধান দাতা নাই - আর মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের জন্য আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। আমরা মুখে সাক্ষ্য দেই, অন্তরে বিশ্বাস করি আর কাজে তার বাস্তবায়ন করি।

যারা বলে হাসিনা কিংবা তার পা চাটা কুকুর রা বিধান দেয়

-

আমি বলি -

হাসিনা আর তার পা চাটা কুকুর রা কি আমার মত মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে?

পারবে সূর্য কে পশ্চিম থেকে উঠিয়ে পূর্বে ডুবিয়ে দিতে?

পারবে চিরন্তন চিরস্থায়ী হতে?

পারবে তন্দ্রা, নিদ্রা এসব জাগতিক প্রয়োজন এর উর্ধে যেতে?

নাকি সে পারবে দুইটি সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহ যে সীমানা করে দিয়েছেন তা ভেঙ্গে দিতে?

নাকি সে পারবে আমার মনের কথা প্রকাশ করে দিতে?

নাকি সে পারবে মৃত কে জীবিত করতে?

নাকি সে পারবে কিয়ামতের দিন সবাই কে এক জায়গায় জড় করতে?

নাকি সে পারবে তার নিজের দিকে সবাইকে প্রত্যাবর্তন করাতে?

নাকি সে পারবে আসমান সমূহ কে গুটিয়ে হাতের মধ্যে

নিয়ে নিতে?

নাকি সে পারবে পাহাড় গুলো ধুনো পশমের মত বিক্ষিপ্ত করে দিতে?

নাকি সে পারবে একথা বলতে, "ইন্নানি আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা"

আর তারপরে - কীট হাসিনা আর তার পা চাটা কুকুরেরা! **তারা কিনা আজ চ্যালেঞ্জ করলো আল্লাহর বিধানকেই!**

তারা কি মনে করেছিলো আমার মালিক আমাকে সৃস্টি করে আমাকে ভুলে গেছেন, আমার জন্য তাঁর কোন নির্দেশনা নাই, কোন দিশা নাই, আমাকে আমার মালিক খেল তামাশার বস্তু বানিয়েছেন - আর তাই হাসিনা আর তার পা চাটা কুকুরেরা আসলো আমার জন্য সংবিধান বানাতে! কিন্তু তারা হয়তো ভুলে গেছে তাদের জন্মেরও আগে আমার মালিক আমার জন্য হিদায়াত, রহমত, দয়া আর শিফা হিসেবে বিধানমালা নাজিল করেছেন **যখন হাসিনা আর তার পা চাটা কুকুর দের কোন অস্তিত্বও ছিলোনা!**

তারা কি তবে নিজেদের বিধান কে উত্তম দাবি করে? তাহলে এই কুরআনের মত কিছু একটা কেন তৈরি করে নিয়ে আসেনা? কিংবা এর একটা সুরার মত কোন সুরা? কিংবা তারা তাদের দাবির সপক্ষে কেন ফেরেশতাদের নামিয়ে নিয়ে আসেনা? কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে লিখিত দলিল! হে বিশ্বাসীরা জেনে রেখো আমাদের কুরাআন এ কোন বক্রতা নাই, এর কোন পরিবর্তন নাই, আর মানুষের বিধানের বক্রতা খুজে শেষ করা যাবেনা আর এর স্থায়িত্ব বলতে কিছুই নাই! হে বিশ্বাসীরা জেনে রেখো - আজ পর্যন্ত তারা এই কুরআন এর মত কিছুই প্রমান দেখাতে পারেনি! এমনকি একটা সুরাও তো না!

হে বিশ্বাসীরা তোমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছ তো? আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি তারা এ কুরআন কিংবা এর একটা সুরার মত কোন সুরা নিয়ে আসতে পারেনি, তারা তাদের বিধানের পক্ষে কোন প্রমান দেখাতে পারেনি, তাহলে তোমরা নিজেদের ক্ষেত খামারের ব্যাপারে যেমন অন্য কারো জুলুম মেনে নাওনা, নিজেদের স্ত্রীদের ব্যাপারে যেমন অন্য কারো নিয়ম মেনে নাওনা তাহলে নিজের বিশ্বাসের ব্যাপারে, নিজের জীবনের ব্যাপারে কেন অন্যের এমন জুলুম মেনে নিলে যার

পক্ষে কোন প্রমান নাই, যার পক্ষে আল্লাহ কোন রাসুল প্রেরন করেননি, কোন ফেরেশতাও প্রেরন করেননি। তবে তোমরা কি নিজেদের উপরেই অনেক জুলুম করে ফেললেনা? আল্লাহ কি বলেননি তারা কি আল্লাহ কে বাদ দিয়ে এমন কোন ইলাহ কে ডাকে যে তাদের ডাকে কোন সাড়া দিতে সক্ষন নয়- তোমরা বিপদে পড়লে কি আল্লাহকেই ডাকোনা? তবে নিজেকে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো কাছে কেন বিক্রি করে দিলে?

এখনো এটা ভেবে দেখার সময় আসেনি কি?

আল্লাহ বলছেন তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধানকেই বেশি পছন্দ করবে!

সবাই ভেবে দেখে না, তারা দেখে যারা আলো খুজে পেতে চায় আর যারা পবিত্র হতে চায়! **আল্লাহ উদাহরন দিচ্ছেন এমন একজন দাসের যার অনেক গুলো মালিক আর এমন একজন দাস যার শুধু একজন মালিক - হে বিশ্বাসীরা তোমরা ভেবে দেখো আজ তোমাদের কয়জন মালিক!**

এ তোমাদের কেমন মালিক যে নিজে ধ্বংস হয়ে যায়, পচে যায় মিশে যায়, গলে যায় - এমন মালিকের বিধান উত্তম নাকি সেই মালিকের বিধান উত্তম যিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী!

হে বিশ্বাসীরা আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে গাফেল নন, তিনি কারো ব্যাপারে গাফেল নন। আমাদের ডান হাত যেমন ডান হাত এই সত্যের মত সত্য আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে গাফেল নন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি আমাদের প্রত্যেকটি চোখের ইশারা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয়ে যায় আর আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের এমন জুলুম থেকে আমাদের পরিত্রান দিয়ে দিবে এমন নিশ্চয়তা কে দিলো?

কসম আল্লাহর, কিয়ামতের দিন যেদিন তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে সেদিন আল্লাহ থাকবেন, সেদিন তুমি থাকবে, সেদিন আল্লাহর কুরআন ও থাকবে, আর থাকবে এই মিথ্যা মাবুদেরা। সেদিন তুমি আল্লাহ কে বলো,

"হে আল্লাহ আপনি জানেন আমিও জানি আমার সামনে আপনার কুরআন ছিলো, কিন্তু আমি এই কুরআন কে বাদ দিয়ে ঐ দূরে আমার মত দাঁড়িয়ে থাকা একজনের মিথ্যা

কিছু বুলি কে বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম। আমি মেনে নিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে। নিশ্চয়ই আপনি আপনার কালামে সুদ কে হারাম করেছিলেন, কিন্তু আমি আপনার বিধান কে পছন্দ করিনি বরং ঐ দূরে একজন দাঁড়িয়ে আছে তার বিধানে সুদ হালাল ছিলো সেটা আমি পছন্দ করেছিলাম। আপনি জিনা কে হারাম করেছিলেন কিন্তু আমি জিনা কে বিনোদন হিসেবে নিয়েছিলাম, আমার সামনেই আপনার কালাম ছিলো সতর্কবানী হিসেবে কিন্তু আমি সেটার প্রয়োজন মনে করিনি, কারন আমি ব্যাস্ত ছিলাম...... আর এভাবেই আপনারই দেয়া সমস্ত নেয়ামত ভোগ করে বিশেষ করে এই যে জীবন আপনি আমাকে দিয়েছিলেন, চোখ, হাত, পা এবং সব কিছুই, আপনার এই সমস্ত নেয়ামত ভোগ করে আমি আপনারই রাজত্বে বাস করে, আপনারই সামনে, আপনার উপরে আপনার আরেক দাস কে আর তার বিধান কে প্রাধান্য দিয়েছিলাম"

আমরা তাই করছি -

আর সাহস থাকলে কেউ বুকে হাত রেখে বলুক - না, সে এমন করছে না -

এভাবে কিছুদিন সে নিজেকে প্রতারিত করতে থাকুক, কারন অবশ্যই সে মৃত্যুকে পাশ কাটাতে পারবেনা, আর যেদিন তাকে আবার জীবিত করা হবে, সেদিন তার চোখের পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে, আর সেদিন তার দৃষ্টি খুব সুক্ষ হয়ে যাবে!

সেদিন সে নিজে দেখবে সে কি করে এসেছে!

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

"আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের (শিক্ষা গ্রহনের জন্য) সত্য দ্বীন সহকারে। অতঃপর যে সঠিক পথে চলবে, নিজের কল্যানের জন্যই চলবে। আর যে বিভ্রান্ত হবে, সে কেবল নিজের ক্ষতি করার জন্যই হবে; তুমি তাদের কাজের জিম্মাদার নও" - ঝুমার ৪১

আল্লাহ আরো বলছেন,

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"এক আল্লাহর উল্লেখ করা হলেই যারা কিয়ামতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যের কথা উল্লেখ করা হলেই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়" - ঝুমার ৪৫

৫২.তাঁরা কি দুয়ার যোগ্য নন!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আর দরুদ এবং সালাম রাসুল (সাঃ) এবং তার পরিবার বর্গের উপর।

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়াল সুরা তাওবার ২০ এবং ২১ নাম্বার আয়াত এ বলেনঃ

"যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজেদের জান মাল দিয়ে আল্লাহ্*র পথে জিহাদ করে, আল্লাহ্*র কাছে তাদের

জন্য বিরাট মর্যাদা রয়েছে, আর এরাই হল সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদের কে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর দয়া ও সন্তুষ্টির, আর জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য আছে স্থায়ী সুখ সামগ্রী"

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে আর নিজেদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্*র পথে জিহাদ তাদের জন্য আল্লাহ্* নিজে বিরাট মর্যাদার ব্যাবস্থা করে রেখেছেন। তাদের মর্যাদা দুনিয়ার কারো উপরে ন্যাস্ত হয়নি, **তাদের মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ্* ডিফাইন করেছেন, আল্লাহ শুধু মর্যাদাকেই ডিফাইন করেন নি বরং তাদের কাজের ব্যাপারে প্রশংসামূলক সার্টিফিকেট ও দিচ্ছেন, এভাবে, "আর এরাই হল সফলকাম"**। আল্লাহ্*র দৃষ্টিতে এই দল সফলকাম! যেই দলের ব্যাপারে আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়ে দিবেন যে "এরা সফলকাম" সেই দলটি কেমন হতে পারে!

আমরা আরেকটু সময় নিয়ে চিন্তা করে দেখি। একটা বিশেষ দলের ব্যাপারে আল্লাহ্* বলছেন, "এরা সফলকাম" শুধু তাই নয়, আল্লাহ্* এর পরেও বলেই যাচ্ছেন... আল্লাহ্* আজ্জা ওয়াজাল, রব্বুল আলামিন এর জন্য যিনি জগৎ সমূহের মালিক, যিনি আসমান সমূহের মালিক, জান্নাত সমূহ এবং জাহান্নাম সমূহের মালিক, জিব্রাইল (আঃ) এর মালিক,

ইস্রাফিল (আঃ) এর মালিক, মিকাঈল (আঃ) এর মালিক, সমস্ত ফেরেশতাকুলের মালিক, যারা শুধু মহান আল্লাহ্*রই তাসবিহ পাঠ করতে থাকেন, সেই আল্লাহ্* তাঁর নিজের থেকে এই দলটির ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছেন, আর এই দলটির ব্যাপারে তাঁর দয়া এবং সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ!

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, একটু বুঝি ইনশাআল্লাহ্*, আল্লাহ্* যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী সেই আল্লাহ্* নিজে থেকে একটি দলের ব্যাপারে বলছেন, **"তাদের জন্য রয়েছে বিরাট মর্যাদা, এরা সফলকাম, এদের প্রতিপালক আল্লাহ্* এদের সুসংবাদ দিচ্ছেন, দয়া এবং সন্তুষ্টির, তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা দিচ্ছেন"** আর এই দলটি কারা?

আল্লাজিনা আমানু, ওয়াহাজারু, ওয়াজাহাদু ফি সাবিলিল্লাহি বিয়াম ওয়ালিহিম, ওয়ান ফুসিহিম...
যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহ্*র রাস্তায় নিজের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে ..

আপনাদের অধম ভাই হিসাবে আজ একটা বিষয়ে কথা বলতে

চাচ্ছিলাম যা প্রায়ই আমাদের অনেক কে কষ্ট দেয়।

সেটি হচ্ছে আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা যেই দলটির ব্যাপারে এত প্রশংসা করলেন, এত বড় মর্যাদা নিজে থেকে দান করলেন, তাঁর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের ওয়াদা ব্যাক্ত করলেন সেই দলটির প্রতি **আমাদের উদাসীনতা, অবহেলা, অসম্মান, গাদ্দারী, বেঈমানী, বেয়াদবি।** আল্লাহ্* আমাদেরকে মাফ করুন।

বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মসজিদে জুমুয়ার সলাত হয়, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ওয়াজ মাহফিল হয়, কিন্তু সেগুলোর মধ্য থেকে কয়টি জুমুয়ার সলাতে আর কয়টি ওয়াজ মাহফিলে এই দলটির জন্য দুয়া করা হয়! তাদের প্রশংসা করা হয়! তাদের অনুপ্রেরনা দেয়া হয়?

এই দলটি একদিকে যেমন নিজেদের জীবন কে বাজি রাখে, নিজেদের রক্ত কে বিক্রি করে দেয়, নিজেদের পরিবার কে কুরবানী করে দেয়, নিজেদের আরাম আরাম আর আয়েশ কে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নিজেদের ক্যারিয়ার কে লাথি মেরে ফেলে দেয়, নিজেদের স্ত্রী দের আর সন্তানদের এক পাশে সরিয়ে

দেয়, বাবা - মা, ভাই - বোন আর পরিবারের ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে ওপর দিকে এরাই তারা, যারা তাগুত কে বুড়া আঙ্গুল দেখায়, জালিম কে ধুলায় মিশিয়ে দেয়, কাফির আর মুরতাদদের অহঙ্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, রাসুল (সাঃ) এর অপমানকারীদের কে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়, ইসলামের দুশমনদের অন্তরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, আর সব কাজ শেষে নিচের পাপের কথা স্মরন করে, নিজের দুর্বলতার কথা স্মরন করে আল্লাহ্*র কাছে অশ্রুসজল চোখে বিনয়ে অবনত হয়!

ইয়া আখি, ইয়া আখি, ইয়া আখি এই দলটির ব্যাপারে আমাদের দুয়া কোথায়? ও সম্মানিত ইমাম গণ, ও ওয়াজ মাহফিলের বক্তা গণ, এই দলটি কি আপনাদের দুয়ার যোগ্য না? আবারো বলি, আল্লাহ্* যাঁদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট আপনারা কি এখনো তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না? আল্লাহ্*র কালাম যাঁদের সম্মানের সাক্ষ্য দেয় আপানদের জবান কি তাদের সম্মানের সাক্ষ্য দিতে লজ্জা পায়? আবারো বলি, লওহে মাহফুজে যাঁদের সম্মানের কথা লেখা রয়েছে, জিবরাঈল (আঃ) যাঁদের সম্মানের ব্যাপারে আর সুসংবাদের ব্যাপারে আল্লাহ্*র পক্ষ থেকে আয়াত নিয়ে এসেছেন তাঁদের সম্মানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে আপনারা লজ্জিত হন!

আপনাদের দুয়ায় স্থান পায় মন্ত্রী, মিনিস্টার, ওয়ার্ড কমিশনার, মাসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান, এলাকার মাতব্বর, বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন সেই ভাই, এসএসসি পরীক্ষার্থী, এমন কি মুজিব নামের একটা কঙ্কাল, (আমি তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ্*র ফায়সালায় সন্তুষ্ট আল্লাহ্* তাকে তাঁর কর্মফল অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দান করুন) ও আপনাদের দুয়ায় স্থান পায় অথচ এই দলটির ব্যাপারে আপনাদের দুয়া আমরা দেখিনা! আপনারা এলাকার কমিশনার এর প্রশংসা করেন, কারন মাসজিদে ১০০০০ টাকা দান করে অথচ আল্লাহ্*র রাসুল (সাঃ) এর অপমানের প্রতিশোধ গ্রহন কারীদের ব্যাপারে আপনারা প্রশংসা করেন না! ১০০০০ টাকা আপনাদের মুগ্ধ করে অথচ যিনি নিজের জীবন কে আল্লাহ্*র রাহে বিক্রি করে দিলেন তাঁর এই ত্যাগ আপনাকে মুগ্ধ করতে পারলো না! ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসি দিলে তার জন্য তাকবীর হয়, কিন্তু যিনি নিজের জীবন কে কুরবান করে দিলেন তার জন্য দুয়া পর্যন্ত হয়না উমুক ডাক্তার সাহেব তাঁর বাচ্চাকে কুরআন শেখাতে নিয়ে এসেছেন (ইল্লা মা'শাআল্লাহ্*) আপনি প্রশংসা সহকারে তা বর্ননা করেন কিন্তু আল্লাহ্*র এই কালাম কে দুনিয়ার বুকে জিন্দা করার জন্য যিনি নিজের সন্তানের মুখের হাসি কে ঠেলে

দিয়ে জিহাদের পথে বেরিয়ে যান তাঁর প্রশংসা করতে পারেন না। দূরে কোন সফরের আগে নিজে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়ান, এরপর নিজের অবুঝ শিশুকে কে কোলে নেন, এরপর শিশুকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার সময় দেখেন আপনার সেই সন্তান আপনার দিকে কিভাবে তাকায়! আর সন্তানের সেই দৃষ্টিকে তুচ্ছ করে, স্ত্রী সন্তানের ভালোবাসা কে বিসর্জন দিয়ে যারা আল্লাহ্*র কালাম কে জিন্দা করার জন্য জমিন চষে বেড়ান তাদের ত্যাগ আপনাকে মুগ্ধ করেনা। **সেই ভাই এর ত্যাগ আপনাকে মুগ্ধ করেনা যিনি স্ত্রীর কাছে গোপন করলেন যে তিনি আল্লাহ্*র রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছেন, আর ফিরবেন কিনা জানা নাই, আর নেক স্ত্রীও স্বামীর কাছে আল্লাহ্*র সন্তুষ্টির জন্য গোপন করলেন যে, তিনি আসলে জানেন, তাঁর প্রান প্রিয় স্বামী কোথায় যাচ্ছেন, স্বামী যাবার আগে কিছু ফেলে গেছেন এই ছল করে একবার প্রিয়তমা স্ত্রী কে দেখতে চাইলেন, আর স্ত্রী ধরা পড়ে গেলেন, কারন স্বামী দেখলেন তাঁর স্ত্রী চোখের পানি লুকানোর চেস্টা করছেন কিন্তু ধড়া পড়ে গেছেন!**

কখনো এই দৃশ্য দেখেছেন? কখনো এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে কি? আর এই দৃশ্য আপনাকে মুগ্ধ করেনা! এই

ঘটনার বর্ননা আপনি করেন না!

আসলেই কি তাই!

হাশরের দিনে দুধ কা দুধ আর পানি কা পানি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্*। কিভাবে আমাদের বিশ্বাস করাবেন যে আল্লাহ্* যাঁদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট আপনারা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না? আল্লাহ্* যাঁদের কাজের ব্যাপারে কুরআনে কারিম এ প্রশংশা করছেন অথচ তাদের ব্যাপারে আপনারা দুনিয়ার কোন মাজলিসে প্রশংসা করতে পারছেন না? এটা কিভাবে সম্ভব যে আল্লাহ্* তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট অথচ আপনারা তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না? এমন কি তাদের বিরুদ্ধে জবানী ছাড়ছেন!

আপনারা কাকে ভয় পান? আপনারা কাকে ভয় পান? গর্দানের সমস্ত শিরা উপশিরা ছিঁড়ে চিৎকার দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে আপনার কাকে ভয় পান? কার ভয়ে আপনারা মুজাহিদিনদের ব্যাপারে দুয়া করেন না? কার ভয়ে আপনারা মুজাহিদিন দের ব্যাপারে প্রশংসা করেন না? কার ভয়ে আপনারা মুজাহিদিন দের কাজের ব্যাপারে সাধারন মুসলিমদের কে অবহিত করেন

না? কার ভয়ে আপনারা নিজেদের কে মুজাহিদিন ভাইদের থেকে আলাদা করে রাখতে চান? কার ভয়ে আপনারা জুমুয়ার খুতবা গুলোকে জিহাদের ফজিলত আর মুজাহিদিন দের শানদার চমক গুলো বলেন না? **কার ভয়ে আপনার গোপন করেন যে শহীদের লাশ পচেনা, কখনো কখনো শহীদের লাশ থেকে মেশক এর সুগন্ধ বের হতে থাকে, কার ভয়ে এসব আপনাদের খুতবায় আসেনা?** আপনাদের খুতবায় ভোটার আইডির হাল নাগাদ কোথায় হবে, কত তারিখ থেকে কত তারিখে হবে এটা যদি আসতে পারে, **দলে দলে উম্মতের যুবক রা যে জিহাদের খাতায় হালনাগাদ করছেন সেটার খবর কেন আপনারা গোপন করেন?** কেন? কেন? কেন? **কেন আপনারা গোপন করলেন উম্মতের বোনদের বেইজ্জতি? উম্মতের মা এবং বোনদের ইজ্জত রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি হতে লাগলো আর এটা আপনাদের খুতবায় স্থান পেলোনা!**

ওয়াল্লাহি আল্লাহ্*র সামনে আপনারা এর কি জবাব দিবেন? আপনার রব্ব কে? আপনার রিজিক দাতা কে? আপনার নিরাপত্তা দাতা কে? আপনার নিরাপত্তা তুলে নেয়ার মালিক কে? আপনার সম্মান দাতা কে? আপনার সম্মান তুলে নেয়ার মালিক কে? আপনার পরিবারের যারা কবরে চলে গেছেন

তাঁদের মালিক কে? আর যারা কবরে যাবেন তাঁদের মালিক কে? জাহান সমূহের মালিক কে? ইয়াওম আদ-দীন এর মালিক কে? জান্নাত এর মালিক কে ? জাহান্নাম এর মালিক কে? জাহান্নাম এর ফেরেশতাদের মালিক কে? আপনি যাঁদের ভয় পাচ্ছেন তাঁদের মালিক কে? আল জাব্বার কে? আল মুতাকাব্বির কে? আল আজিজ কে? আল কহহার কে? শাদিদুল ইকাব কে?

এর একটির ও জবাবে যদি আপনি আজ যাকে ভয় পাচ্ছেন সে না হয় তবে ওয়াল্লাহি সেইদিন কে ভয় করেন যে যেদিন আল্লাহ্* হুঙ্কার দিয়ে বলবেনঃ

আজ তারা কই যারা নিজেদের মালিক দাবী করতো? আর তাদের সন্তানরাই বা কোথায়? সেদিনের ভয় করেন, যেদিন আল্লাহ্* সমস্ত সৃষ্টি কে ধ্বংস করে দিয়ে বলবেন, "আজ রাজত্ব কার? উত্তর দেয়ার কেউ থাকবেনা, আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিবেন, "আজ রাজত্ব শুধুই আল্লাহ্*র" ভয় যদি করতেই হয় সেই আল্লাহ্*রই ভয় করা উচিত।

অথচ তাগুত কে ভয় পাচ্ছেন তাদের ব্যাপারে, যাঁদের ব্যাপারে

আল্লাহ্* বলেছেন **"আর তারা জিহাদ করে আল্লাহ্*র পথে নিজদের জান ও মাল দিয়ে" কিংবা যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ্* বলছেন, "আল্লাহ্* তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন আল্লাহ্*র সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের"**

একজন মুজাহিদিন ভাইয়ের অন্তর ফেড়ে দেখেন, দুনিয়াতে উনি অনেক বেশি চান একজন আলিম উনার জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে দুয়া করুক, একজন আলিম তাঁর কাজের শরইয়ী সত্যতা আর সার্থকতা কে সবার সামনে তুলে ধরুক! তাঁর মাগফিরাত এর জন্য দুয়া করুক, **ওয়াল্লাহি আল্লাহ্*র পথের সৈনিকদের অন্তর আলিমদের দুয়ার জন্য কাঁদে। তাদের সংস্পর্শ পাবার জন্য তারা অপেক্ষায় থাকে!**

আমার কষ্ট লাগে যখন দেখি **আল্লাহ্*র এই সৈনিকদের ব্যাপারে কোন দুয়া হয়না, তাদের কে অবহেলা করা হয়, আর তাদের কাজের সত্যতা কে ইচ্ছাকৃত ভাবে গোপন করা হয়, এমন কি বিকৃত করা হয়!** ইয়া আল্লাহ্*!

আল্লাহ্* মাফ করুন আমি এটা ঢালাও ভাবে বলছিনা, আমার এই কথা গুলি শুধু তাদের প্রতি অভিমান হিসাবে যারা এমন

করেন। আপনারা যদি না বলেন তাহলে বলবে কে? আমার মত যুবক কে হানজালা (রাঃ), কিংবা আবু দুজানা (রাঃ) এর কথা কিংবা তালহা ইবনু জুবাইর (রাঃ) এর কথা কিংবা খালিব ইবনুল ওয়ালিদ (রাঃ) এর কথা কে বলবে? **রাসুল (সাঃ) যে আমাকে আপনাদের কাছ থেকেই দ্বীন শিখতে বলেছেন!** আপনি যদি আমাকে আমার জিহাদের ফরজিয়াত সম্পর্কে না বলেন, **"হে যুবক আমি তোমাকে তোমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আল্লাহ্*র জমীনে আল্লাহ্*র কালাম কে আর তাঁর রাসুল (সাঃ) এর ইজ্জাত কে সমুন্নত করার জন্য জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান করছি!" তাহলে আর বলবে কে?** উত্তর দেন! আমি তো শুধু মাত্র অসহায় এক যুবক মাত্র! যার মাথায় গুনাহ এর পাহাড়! আর কতদিন আমরা এভাবে পড়ে পড়ে মার খাবো আর বেইজ্জত হবো?

ইয়া শাইখ, ইয়া ইমাম, আমার মা দের, আর আমার বোনদের যখন বেইজ্জত করা হয় আর যখন তাদের গর্ভে নাপাক মুশরিক আর কাফিরদের ফসল আসে আর যখন তারা প্রতিদিন অগুনিত বার বেইজ্জত হন তখনো কি আপনি আমাকে আমার ফারজিয়াত সম্পর্কে বলবেন না? বরং বলবেন ভোটার আইডির হাল নাগাদ এর কথা? ইয়া ইমাম, ইয়া শাইখ

যখন আমার ভাইদের রক্তে রাস্তা ভিজে আর যখন তাদে সামনে তাদের মা, আর বোন আর সন্তান কে বেইজ্জত করা হয় আর যখন তারা আল্লাহ্*র কাছে ফরিয়াদ জানায় তখনো কি আপনি আমাকে আমার ফারজিয়াত সম্পর্কে বলবেন না? বরং বলবেন ভোটার আইডির হাল নাগাদ এর কথা? যখন আমার রাসুল (সাঃ) কে অপমান করা হয়, আমার রাসুল (সাঃ) পবিত্র সহধর্মিনী এবং উম্মুল মু'মিমিনদের বেইজ্জত করা হয় আর তখনো কি আপনারা আমাদের কিছু বলবেন না?

আপনারাই কি বলেন না? আল্লাহ্* এবং তাঁর ফেরেশ্তারা রাসুল এর উপরে সালাম পেশ করে, তোমরাও রাসুলের উপরে সালাম ও দরুদ পাঠ করো। তাহলে সেই রাসুল (সাঃ) এর অপমানের কোন প্রতিশোধ যদি কেউ নেয় তাহলে তাঁর উপরে কি আল্লাহ্* সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট? মালাইকারা কি তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট নাকি সন্তুষ্ট? **তাহলে আপনারা কি তাঁর উপরে সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট?**

আল্লাহ্*র কাছে আমি ক্ষমা চাই আমার গোস্তাখির জন্য!

প্রিয় ভাইয়েরা, এই দলটির ব্যাপারে কথা বলেন, এই দলটির

ব্যাপারে গর্ব করেন। তাদের জন্য দুয়া করেন। সবাই কে তাদের কথা বলেন, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের কাজের সত্যতা বর্ননা করেন। নিজেদের স্ত্রীদের বলেন, সন্তানদের বলেন। তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা কে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেন!

আপনাদের সন্তানদের কাব বিন আশরাফ এর ঘটনা শোনান। এরপর তাদের কে বলেন এই ভাবে রাসুল (সাঃ) এর অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিলো। যখন তাদের চোখ চকচক করে উঠবে, তখন তাদের কে জানান, **তোমরা কি জানো তোমাদের এই সময়েও এরকম কিছু বরকতময় যুবক রাসুল (সাঃ) এর অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে!**

এই দলটিকে ভালোবাসেন, কারন আল্লাহ্* তাদের ভালোবাসেন ইনাশাআল্লাহ্*। এই দলটিকে ভালোবাসেন, কারন আল্লাহ্* তাদের ভালোবাসেন ইনাশাআল্লাহ্*। এই দলটিকে ভালোবাসেন, কারন আল্লাহ্* তাদের ভালোবাসেন ইনাশাআল্লাহ্*। তাদের জন্য দুয়া করেন, তাদের জন্য কলম ধরেন, ল্যাপটপের কীবোর্ডে হাত রাখেন। **নিজেদের কন্যাদের এই দলের যুবকদের পবিত্র সহধর্মিনী হবার জন্য উৎসাহিত**

করেন।

ভালোবাসা শুধু কথা নয়, কাজেই ভালোবাসার প্রকাশ! আপনার মেয়েকে বলেন, "ও মা আমার, আমি তোমার জন্য বরকতময় এক যুবকের ব্যাপারে প্রস্তাব এনেছি। তুমি কি এই যুবক কে বিয়ে করতে রাজি আছো? আপনার মেয়ে যদি জিজ্ঞেস করে বাবা তাঁর যোগ্যতা কি? তাঁর কোয়ালিফিকেশন কি? তাঁর ক্রেডেনশিয়ালস কি? আপনি কিছুক্ষন সময় নেন, মুচকি একটু হাসি নিয়ে বলেন, মা তুমি কি সত্যি তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চাও? যখন আপনার মেয়ের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠবে তখন উত্তর দেন,

"তার যোগ্যতা হচ্ছে জাহান সমূহের মালিক আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা এই যুবককে তার নিজের জান এবং মালের বিনিময়ে আল্লাহ্*র সাথে ব্যাবসা করার জন্য কবুল করছেন" He runs a business with Allah. সে একজন সৈনিক, এবং সে একজন আল্লাহ্*র সৈনিক!

উত্তম ভাবে কথা বলেন, বর্ননা করেন, ক্লান্ত হবেন না ইনশাআল্লাহ্*, লজ্জা পাবেন না ইনশা আল্লাহ্*, এখন আর

আমাদের লজ্জা পাবার সময় নাই! আমাদের এখন সেইসব মুজাহিদিন ভাইদের পাশে দাড়াতে হবে। তাদের অনুপ্রেরনা দিতে হবে, তাদের জন্য দুয়া করতে হবে, তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে। আমাদের এখন একটা জেনারেশন দরকার,

A generation dare to challenge anyone and everyone but ALLAH, a generation dare to challenge anything and everything but the DEEN of ALLAH! A generation dare to sacrifice this world and what it belongs for the pleasure of ALLAH and his MESSENGER (peace be upon him)

আমাদের দরকার এমন একটা জেনারেশন জিহাদ হবে যাঁদের নেশা! শিরায় শিরায় যাঁদের জিহাদ নেচে বেড়াবে, যাঁদের শাহ রগ ফুলে থাকবে কুরবান হয়ে যাবার জন্য, আর যাঁদের বাহু গুলো ফুলে থাকবে কাফির আর তাগুত কে স্রেফ দুই টুকরা করে ফেলার জন্য! দিনের আলোয় যাঁদের চেহারায় জৌলুশ ছড়াবে, আর রাতের আধারে আল্লাহ্*র ভয়ে যাঁদের চোখের অশ্রুর ঢল নামবে। তারা হবে একদল যুবক, তাগুত তাদের

কদমের ভারে কাঁপবে, কাফির আর মুশরিক দের চোখ কোটর থেকে বের হয়ে আসবে! কারন এই যুবকরা কাফিরদের জোড়ায় জোড়ায় আঘাত করবে, তাদের মধ্যে কঠোরতা দেখবে, ওঁত পেতে বসে থাকবে আর তাদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে! এরা কোন নিন্দুকের নিন্দা কে পরোয়া করেনা। এরা কাফিরদের প্রতি হয় কঠিন আর মুমিনদের প্রতি হয় সদয়! আর এমন অল্প কিছু যুবকই হয়, যাঁদের কে আল্লাহ্* অনুগ্রহ করেছেন!

****

*এই অধম ভাইয়ের জন্য অন্তর থেকে দুয়ায় ভুলবেন না, আপনাদের এই ভাই গুনাহ এর পাহাড় নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে! আপনাদের নেক দুয়ার মাধ্যমে আপনাদের এই অধম ভাই কে আল্লাহ্*র দরবারে কবুল করিয়েই ছাড়বেন ইনশাআল্লাহ্*, আপানদের ব্যাপারে এমন উত্তম আশাই রাখি! বিশেষ করে আলিম ভাই যারা লাইন কটি সময় নিয়ে পড়ে এই পর্যন্ত চলে এসেছেন, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ এই অধম ভাই কে দুয়ায় ভুলবেন না, ইনশাআল্লাহ্*।*

হে আল্লাহ্ আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেন, কারন আপনি হচ্ছেন আমাদের প্রতি সবচেয়ে স্নেহশীল। কারন অন্য কেউ শুধু আপনিই আমাদের মালিক! কারন শুধু মাত্র আপনিই পারেন আমাদের ক্ষমা করতে! সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহ্*র জন্য।*

৫৩.তাওবা - যেখানে শয়তানের কিছুই করার থাকে না !!!

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ।

প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি নিজে বান্দা কে মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন যতক্ষণ বান্দা মাফ চাইবে। প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর - শয়তান যখন বললো হে আল্লাহ যে আদমের জন্য আপনি আমাকে বিতাড়িত করলেন আমি প্রতি পদে পদে সেই আদম কে জাহান্নাম এর দিকে নিয়ে জাবার জন্য ওত পেতে বসে থাকবো, আল্লাহ বললেন তোর যা খুশি করতে থাক আমার বান্দা যখনই আমার কাছে ফিরে আসবে আমি তাকে মাফ করে দিবো !!!

আল্লাহ বলেন -

۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(হে রাসুল আপনি) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -

- **ঝুমার ৫৩**

কিয়ামতের দিন আল্লাহ এক বান্দা কে ডাকবেন, ইয়া আবদি আমার কাছে এগিয়ে আসো, বান্দা এগিয়ে যাবে, আল্লাহ বলবেন, আবদি আরো সামনে আসো। বান্দা আরো এগিয়ে যাবে। রাসুল সাঃ বলেন বান্দা এরপরে আল্লাহর নুরের পর্দার আড়ালে চলে যাবে, এর ফলে আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কি কথা হবে তা কেউ শুনতে পারবে না, এমন কি মালা-ইকারাও না। এর পরে আল্লাহ বলবেন আবদি তোমার কিতাব পড়, ৯৯ টা কিতাব তার সামনে খুলে দেয়া হবে, প্রতিটি পাতা পাপে ভরা। একটির চেয়ে আরেকটি বড়!

দেখতে দেখতে বান্দা হতাশ হয়ে যাবে, সে আর দেখতে চাইবেনা, বান্দা ভাববে খালাস, আমি শেষ। কিন্তু আল্লাহ বলবেন ইয়া আবদি শেষ কর, তোমার একটি ভালো কাজ আমি সংরক্ষন করে রেখেছি - সেটি দেখে নাও। বান্দা দেখবে তার একটি ভালো কাজ লেখা আছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" - বান্দা বলবে ইয়া আল্লাহ আমার এত পাপের সামনে এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি কাজে আসবে? আল্লাহ বলবেন আজ তোমার উপরে কোন জুলুম করা হবেনা। সমস্ত পাপের সাথে আল্লাহ যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কে ওজন করবেন, সেই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ভারী হয়ে যাবে!

আল্লাহ এবার বান্দা কে ডেকে বলবেন, আবদি তুমি কি দুনিয়াতে ঐ দিন ঐ পাপ করনি? উমুক জায়গায় উমুক পাপ করনি? দেখ আমি তা দুনিয়াতে গোপন রেখেছিলাম, আজও আমি সেগুলো গোপন রাখবো। তোমার আর আমার ব্যাতিত আর কেউ সেগুলো জানবেনা।

আল্লাহ এবার বলবেন - ইয়া আবদি তোমার কিতাব দেখো - বান্দা কিতাবের পাতা উল্টাবে - দেখবে পাপ নাই! বরং সেখানে নেকি লেখা হয়ে গেছে। এর পরের পাতা - পাপ

নাই, নেকী লেখা হয়ে গেছে। এভাবে বান্দা দেখবে আল্লাহ শুধু তার পাপ কে মুছেই দেন নি বরং পাপ কে নেকী তে পরিনত করে দিয়েছেন।

আল্লাহ সুবহানাহুওতায়ালা সুরা আত তাহরিমের ৮ নাম্বার আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
আয়াতের শেষ পর্যন্ত

আল্লাহ বলেন, ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর - আন্তরিক তাওবাহ। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজ গুলো তোমাদের থেকে মুছে দিবেন আর তোমাদের কে জান্নাতে দাখিল করবেন - (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)

এটি হচ্ছে পাপ করে তাওবা করার প্রতিদান!!! যেমন রাসুল সাঃ অন্যত্র বলেছেন - তোমাদের মধ্যে এমন আছে যে পাপ করে এবং পাপের জন্যই সে জান্নাতে যায়, সাহাবিরা জানতে চাইলেন - ইয়া রাসুল্লাল্লাহ তা কিভাবে? রাসুল সাঃ বললেন

সে পাপ করে আর পাপ করার পর আন্তরিক তাওবা করে এতে তার পাপ কাজ কে আল্লাহ নেকিতে পরিনত করে দেন।

শিক্ষা - **পাপ করলে সাথে সাথে তাওবা করে ফেলা। সাথে সাথে। জামাতে নামজ পড়ে ফেলা।** এক সাহাবী রাসুল সাঃ এর কাছে এসে বললেন ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি নামাজে আসার একজন নারী কে জড়িয়ে ধরেছি, রাসুল সাঃ এই কথা পছন্দ করলেন না। নামাজ শেষে এই সাহাবী আবার যখন বললেন, **রাসুল সাঃ বললেন, নামাজ পাপ সমূহ কে মুছে দেয়!!!**

আরও এত সুন্দর সুন্দর হাদিস আছে শুনলে আপনার চোখে পানি চলে আসবে, **যে আল্লাহ আমাকে আপনাকে মাফ করার জন্য কত অফার দিয়ে রেখেছেন।**

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা হাদিসে কুদসি তে বলেন -

ইয়া ইবাদি, ইন্নাকুম তুখতিউনা বিল্লাইলি ওয়ান-নাহার, ওয়ানা আগফিরুয জুনুবা জামিয়া, ফাস্তাগফিরুলি আগ ফির

লাকুম -

হে আমার বান্দারা তোমরা তো দিনে রাতে (অনবরত) পাপ করতে থাকো, আমি সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেই। আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করে দিবো

আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে আল্লাহু গফুর, আর আল্লাহর একটি সিফাত হচ্ছে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহর প্রিয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

صحيح مسلم كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة 2749

আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল সাঃ বলেন - যার হাতে আমার প্রান তাঁর শপথ তোমরা যদি পাপ করা বন্ধ করে দাও তবে আল্লাহ তোমাদের কে এমন জাতির সাথে বদলে দিবেন যারা পাপ করবে আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে আর আল্লাহ তাদের মাফ করে দিবেন। - সহিহ

মুসলিম

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ তার কিতাবুজ জুহুদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন - **শয়তানের ওয়াসওয়াসায় মানুষ যখন ৫ টা পাপ করে ফেলে এবং এরপরে যদি সে একটা ভালো কাজ করে তখন আল্লাহ ৫ টা পাপ কে মুছে দেন, এবং ৫ টা নেকি লিখে দেন। শয়তান এই অবস্থা দেখে বলতে থাকে, হায়! আমি আদম সন্তানের সাথে পারবো কিভাবে!!!**

ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য আমল করা সহজ করে দিন আরা আমদের কে পবিত্র করে দিন - আমিন

*** এখানে আমি হাদিস গুলো আমি কিছু নিজের ভাষায় বলেছি - আমি যা বলেছি রাসুল (সাঃ) হয়ত এরকম বলেছেন অথবা রাসুল সাঃ যেভাবে বলেছেন সেভাবে। আমার কথার ভুল থেকে আল্লাহর পানাহ।

৫৪.তাগুত এবং আমরা

*হে আমার জাতির লোকেরা আজ তোমাদেরই রাজত্ব চলছে, দেশে আজ তোমরাই বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহ্*র শাস্তি যদি এসেই পড়ে তাহলে তা থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে? ফেরাউন বললো আমি তোমাদের কে শুধু তাই বলেছি আমি নিজে যা বুঝছি; আমি তোমাদের কে সত্যপথই দেখাচ্ছি*

আল মুমিন ২৯

আমি মুসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিরর্দশন আর স্পষ্ট প্রমান সহকারে। ফিরাউন আর তাঁর প্রধানদের কাছে কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুমই মেনে নিলো, আর ফিরাউনের হুকুম সত্য নির্ভর ছিলোনা। কিয়ামতের দিন সে তাঁর সম্প্রদায়ের আগে থাকবে আর তাদের জাহান্নামে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিবে, কতই না নিকৃষ্ট এ জায়াগা যেখানে তারা যাবে।

হুদ - ৯৬-৯৮

ফিরাউন আলাহর সৃষ্টি জগতে সব চেয়ে বড় জালেম আর সবচেয়ে বড় তাগুত। তাগুতের জলন্ত উদাহরন হচ্ছে ফিরাউন যার কথা আল্লাহ্* পবিত্র কুরানে বহু বার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাগুত কি? আমরা কাফির চিনি, মুরতাদ চিনি মুনাফিক চিনি, মুশরিক চিনি, ফাসেক চিনি, জালিম চিনি কিন্তু তাগুত কি? পবিত্র কুরানে কাফির, মুরতাদ, মুনাফিক, মুশরিক, ফাসিক, জালিম এবং তাগুত এই প্রত্যেকটি শব্দই এসেছে কিন্তু তারপরেও কেন আমরা এই শব্দ গুলোর প্রত্যেকটি শব্দের সাথে পরিচিত কিন্তু কেন তাগুত নামের এই শব্দ টির সাথে পরিচিত না? কেন আমাদের মা বাবা কিংবা আমাদের অধিকাংশ আলিম রা এই তাগুত শব্দটির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন না? ইনশাআল্লাহ্* কিছুক্ষন পরেই আমরা নিজেরাই এর উত্তর পেয়ে যাবো।

বর্তমানে মুসলিম দের যে সকল বিষয়ে ধোকা দেয়া হয় আর প্রতারনাপুর্ন বক্তব্যের মাধ্যমে সত্য থেকে আড়াল করে অন্ধকারে রাখা হয় তাঁর মধ্যে তাগুত প্রথম সারির একটা বিষয়। কারন তাগুত কি এটা জদি মুসলিম জেনে যায় তাহলে তাগুতদের অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে।

আবার সেই আগের প্রশ্নে ফিরে যাই তাগুত কি? সবার আগে আমরা দেখবো আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা তাগুত সম্পর্কে তাঁর কালামে কি বলেছেনঃ

আপনি কি তাদের কে দেখেন নি যারা দাবি করে যে, যা আপনার উপরে নাজিল হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপরে ঈমান এনেছি এবং আপনার পুর্বে যা অবতির্ন হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছি কিন্তু তারা বিবাদপুর্ন বিষয়ে তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাদের কে নির্দেশ করা হয়েছিলো যেন তারা তাগুতকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের কে প্রতারিত করে পথভ্রস্ট করতে চায়।

আন -নিসা ৬০

আল্লাহ্* বলেন,

বল আমি কি নির্দিষ্ট করে সেই সব লোকের নাম বলবো যাদের পরিনতি আল্লাহর নিকট ফাসেক লোকদের পরিনতি

অপেক্ষাও খারাপ হবে? তারা সেই লোক যাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের উপর অসন্তোষ নাজিল হয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু লোক কে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাগুতের বন্দেগী করেছে, তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং সরল সত্য পথ হতে সবচেয়ে বিচ্যুত।*

মায়িদাহ -৬০

আল্লাহ্* বলেন,

যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের সাহায্য কারী ও সহায়। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী, সেখানে এরা চিরকাল থাকবে।*

বাকারাহ - ২৫৭

আল্লাহ্* বলেন,

*যারা ঈমানদার তারা তো যুদ্ধ করে আল্লাহ্*র পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে।*

নিসা ৭৬

উপরের ৪ টা আয়াতের দিকে লক্ষ্য করি প্রথম আয়াতে উল্লেখিত তাগুতের সাথে আছে **"মান্য করা"**, ২য় আয়াতে তাগুতের সাথে আছে **"বন্দেগী করেছে"**, অর্থাৎ মান্য করার পরবর্তী ধাপ। আর ৩য় আয়াতে হচ্ছে **"তাগুত কুফরির সাহায্যকারী"**। যে কেউ তাগুতের কথা মত চলবে এবং কুফরি করবে, তাগুত তার সাহায্যকারী, আর ৪ নাম্বার আয়াতে তাগুত আর কুফুরির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আল্লাহ্* বললেন কারন **একজন আরেকজনের হয়ে লড়াই করে**! perfect combination, made for each other.

এবার একটু সহজ ভাবে দেখা যাক তাগুত কি?

তাগুত আরবী শব্দ তুগইয়ান থেকে উতসরিত। যার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এমন প্রত্যেক ব্যাক্তিই তাগুত যে আল্লাহ্* দ্রোহী হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আর আমাদের রব হিসাবে আল্লাহ্* তায়ালার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার যে কোন একটিকে সে তার নিজের কাজ বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাবী করেছে, এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহ্*র সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। খুব ভালো একটা উদাহরন, সৃষ্টির সমস্ত প্রানী কে খাওয়ানোর দায়িত্ব আল্লাহ্*র, **এখন কেউ যদি মনে করে সে দেশের ১৬ কোটি মানুষ খাওয়াতে পারে বা খাওয়ায় তাহলে সে তাগুত। কেউ যদি বলে উমুক ছাড়া দেশে উন্নতি সম্ভব নয় তাহলে সে তাগুত।** সুতরাং আল্লাহ্*র কোন কাজ কে নিজে করতে পারার দাবি করা যেমন কেউ যদি বলে আমি সৃষ্টি করি, আমি রিজিক দান করি, আমি বিধান রচনা করি, তাহলে সেইই তাগুত। ইমাম মালিক রহঃ বলেছেন এমন প্রত্যেকটি জিনিষই তাগুত আল্লাহ্* ব্যাতিত যার ইবাদত করা হয়। সুতরাং সহজ বাংলা ভাষায়, যারা আল্লাহ্*র আইন মানেনা তারা কাফের আর আল্লাহ্*র আইন না মানার জন্য অন্য কে বাধ্য করে তারা তাগুত, যারা আল্লাহ্*র আইন কে সরিয়ে অন্য

কোন আইন/সংবিধান নিয়ে আসে তারা তাগুত, যারা এই সংবিধান কে রক্ষা করে তারা তাগুত, সাধারন মানুষ কাফের হতে পারে কিন্তু তাগুত হতে পারেনা, কিন্তু যারা ক্ষমতায় থাকে তারা কাফের এবং তাগুত দুই হতে পারে।

যারা আল্লাহ্*র আইন অমান্য করে তারা নিঃসন্দেহে কুফুরি করে কিন্তু যারা আল্লাহ্*র আইন কে বাদ দিয়ে অন্য কোন মনগড়া সংবিধান বানায় আর সবাইকে তা মানতে বাধ্য করে আর কেউ না মানলে তার পোষা বাহিনী দিয়ে তাদের উপরে অত্যাচার চালায় তারাই তাগুত।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওতায়ালা সুরা ইউসুফ এর ৪০ নাম্বার আয়াতে বলছেনঃ

আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নাই।*

তিনি তার রাজ্য শাসনে কাউকে শরীক করেন না।

কাহফ - ২৬

এইতো গেলো তাগুতের পরিচিতি। এবার দেখা যাক আমরা কি তাহলে তাগুত এবং তার বন্দেগী করার যে পাপ তার মধ্যে ডুবে আছি কিনা? উলামায়ে ছু শ্রেনীর আলিম গণ প্রত্যেক জুমায় আমাদের সামনে তাগুত নিয়ে কথা না বলে প্রমান করতে চাইছেন যে আমরা তাগুতের বন্দেগীর পাপ আর শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়ে গেছি, আসলেই তা সত্য কিনা? একটু আগে যে চারটি আয়াত নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তাগুতের পরিচিতি জানার জন্য নিসা ৬০, মায়িদাহ ৬০, বাকারাহ ২৫৭, নিসা ৭৬ সেই আয়াত চারটি দিয়েই আমরা দেখি, যে কিভাবে আমরা তাগুতের বন্দেগী করছি, কিভাবে নিজেদের বিচার ফায়সালার জন্য তাগুতের বিচার প্রার্থী হচ্ছি, কিভাবে তাগুত কুফুরীর সাহায্য কারী, আর কিভাবে আমরা তাগুতের পক্ষে লড়াই করি।

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা সুদ হারাম করেছেন, আর তাগুত সুদ হালাল করেছে। দেদারসে সুদী ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দিচ্ছে। আর আমরা সেই সুদের ভিতরে ডুবে আছি, সুদে মজা পাচ্ছি এটাই তাগুতের বন্দেগী। অনেকে সোজা জিনিষ কে বাকা করতে পছন্দ করেন। না, এটা তো বন্দেগী না। আমরা তাহলে

বাকা ভাবেই দেখার চেস্টা করি। অনেকেই বলতে শুনেছেন, হালাল কামাই করা একটা ইবাদত, পরিবারের সাথে সময় কাটানোও একটা ইবাদত। হালাল কামাই করা যদি আল্লাহ্*র ইবাদত হয় তাহলে হারাম সুদী কামাই করা তাগুতের ইবাদত। Simple math. আল্লাহ্* জিহাদ ফরজ করেছেন, আর আমার জিহাদ কে ঘৃণা করা শুরু করেছি, জিহাদের বিরুদ্ধে তাগুতের হাত শক্ত করে ধরেছি, মুজাহিদিন দের বিরুদ্ধে তাগুত কে সাহায্য করছি, আর এভাবেই আমরা তাগুতের ইবাদত করছি। আল্লাহ্* আপনাকে যেটা করতে বললেন আপনি সেটা করলেন না, আর তাগুত আপনাকে যেটা করতে বললো আপনি সেটা করলেন, তাহলে আপনি কার ইবাদত করলেন? আল্লাহ্* কি বলেন নি কাফেররা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। Its a simple question, Whose side you are in? আপনি আপনার সাইডে কাকে দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ কে? নাকি তাগুত কে? কে আপনাকে উৎসাহিত করছে তাগুত নাকি আল্লাহ্*র কালাম? ইতি মধ্যে যদি আপনি তাগুত কে দেখে থাকেন তাহলে কষ্ট করে আর পক্ষ নির্ধারন করার দরকার নাই। কারন আপনার পক্ষ নির্ধারন হয়েই গেছে। আপনি কি সত্যি এটা বিশ্বাস করেন যে আপনি তাগুত কে সাহায্য করবেন আবার নিজেকে আল্লহর পক্ষেও দাবি

করবেন?

আল্লাহ শিরক কে সবচেয়ে জঘন্য পাপ বলেছেন আর তাগুত উমুকের সমাধির সামনে, উমুক স্মৃতি সৌধের সামনে, কিংবা শিখা অনির্বান এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর আমিও সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখাচ্ছি, তাহলে আমি তাগুতের বন্দেগী করছি নাতো কি করছি? আর এটা যদি শিরক না হয় তবে শিরক কোনটা? জুমুয়ার নামজের তাগুত কোন সফরে আছে আপনি তার নিরাপত্তার মত অনেক জরুরী কাজে ব্যাস্ত আছেন এবং জমুয়ার সালাতের সময় আপনার হয়না, আপনি তাগুতের বন্দেগী করছেন। **আল্লাহ্* বলেন যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্*র পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে।** যারা তাগুতের পক্ষে ইউনিফর্ম পরে লড়াই করছেন তারা তাগুতের বন্দেগী করছেন। **আল্লাহ্* স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন "আল্লাহ্* ব্যাতিত বিধান দেয়ার কেউ নাই" আল্লাহ্* বলছেন "যারা আল্লাহ্*র বিধান অনুযায়ী বিচার করে না তারাই কাফের"** এরপরেও যারা আল্লাহ্*র বিধান কে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি বিধান তৈরি করেন আর সেটা জনগনের উপরে চাপিয়ে দেন আর সেই বিধানের রক্ষাকারী সেজে বসেন আর সেই তাগুতদের

রক্ষাকারী হয়ে বসেন যারা এইসব মানব রচিত সংবিধান তৈরি করে তারাই তাগুতের বন্দেগী করছেন। **এটাই হচ্ছে তাগুতের সবচেয়ে বড় বন্দেগী।** অনেকে বলেন, আরে মানব রচিত বিধান আবার কি? আমি গনতন্ত্রের কথা বলছি আর বস্তা পচা ঐ সংবিধানের কথা বলছি। আমরা আসলে নিজেদের সাথে কত প্রতারনা করি তার একটা ছোট্ট উদাহরন দেখি। সমস্ত সৃষ্টি জগত কার হুকুমে চলে? আল্লাহ্*র হুকুমে। আর এই দেশ কার হুকুমে চলে? উমুকের হুকুমে? আল্লাহ্* পুরা সৃষ্টি জগত কে চালাতে পারেন কিন্তু এই দেশ টা উনি চালাতে পারবেন না আউজুবিল্লাহ! ১৫ দিন বৃষ্টি না হলে বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়ে আল্লাহ্*র কাছেই বৃষ্টি চায় অথচ এই দেশ চালানোর জন্য আল্লাহ্*র সৃষ্ট নগন্য কিছু দাসদের এক জায়গায় বসে নতুন সংবিধান বানানোর প্রয়োজন পড়লো। আউজুবিল্লাহ আল্লাহ্* কি দেশ চালানোর সংবিধান প্রণয়নে অক্ষম? অথচ আল্লাহ্* বলছেন, আল্লাহ্*র চেয়ে উত্তম বিধান দাতা আর কে হতে পারে?

এবার দেখা যাক কিভাবে আমরা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হই? এটা নিয়ে বলার কিছু আছে কি? সমস্ত বিচার ব্যাবস্থাই তো তাগুতের। নতুন বলার কোন প্রয়োজন আছে কি?

আর সব শেষে তাগুত সাহায্য কারী হয় কুফুরী পথ অবলম্বন কারীদের। মদের লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে, বেশ্যার লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে বিদেশ থেকে বিনোদনের নামে বেশ্যাদের উড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে সুদের অনুমতি দিয়ে ব্যাঙ্গের ছাতার মত ব্যাঙ্ক চালু করা হচ্ছে, আর এদের সবার সাহায্য কারীই হচ্ছে তাগুত। আর আমার কিংবা আপনার উপরে যদি তাগুত বিন্দু মাত্র খুশি হয়ে থাকে আমার এবং আপনার চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারন আছে। আর তাগুত যদি আপনাকে পদক দেয়, সম্মাননা দেয়, প্রমোশন দেয়, বাড়ি দেয়, গাড়ি দেয়.. তাহলে এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলার নাই। কারন আল্লাহ্* কুরআনে জটিল ভাষায় কিছু বলেনি। সহজ ভাষায় আল্লাহ্* বলছেন, তাগুত হচ্ছে কুফুরীর সাহায্য কারী ।

সুতরাং তাগুত যে আমাদের কে সব দিক থেকে দাস বানিয়ে রেখেছে আমরা যে তার গোলামি করছি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের করনীয় কি?

আল্লাহ্* সুবহানা ওতায়ালা এর উত্তর সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছেনঃ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। প্রকৃত শুদ্ধ এবং নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তা ধারা থেকে ছাটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুত কে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারন করলো যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ্ সব কিছু শ্রবন করেন এবং জানেন।*

বাকারাহ ২৫৬

আর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক গন সবাই যে বিষয়ে একমত তা হচ্ছে আমি আল্লাহ্* কে বিশ্বাস করি এই কথা বলার আগে তাগুত বা কুফুরীর প্রতি অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করতে হবে। লা ইলাহা নাই কোন ইলাহ বা তাগুত ইল্লাল্লাহ আল্লাহ্* ছাড়া। আগেই তাগুত কে অস্বীকার।মুহাম্মাদ আলী আর রিফায়ী খুব সহজ ভাষায় এই আয়াতের তাফসীরে ব্যাখ্যা করেন। যদি কেউ বলেন, লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ এবং তিনি তখনো তাগুত কে প্রত্যাখ্যান করেন নি তাহলে তিনি আল্লাহ্* সুবহা নাহু ওতায়ালার উপরোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন। কারন সেখানে তাগুত কে আগে অস্বীকার করার

কথা বলা আছে। এই আয়াতে আল্লাহ্* মাসাকা শব্দের পরিবর্তে আসতামসাকা শব্দ ব্যাবহার করেছেন। আরবিতে মাসাকা অর্থ এক হাত দিয়ে কিছু ধরা কিন্তু এই আয়াতে আসতামসাকা ব্যাবহার করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে উভয় হাত দিয়ে শক্ত করে ধরা। এটাকে আরো সহজ করে যদি আমরা বলি যে, আপনি আপনার ডান হাতে কোন কিছু ধরে আছেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আপনার বাম হাত খালি এবং আপনি আপনার বাম হাতে অন্য কিছু ধরতে পারেন। এই ভাবে যদি আমরা বলি যে কেউ এক হাতে লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহ ধরে আছে এবং আরেক হাতে তাগুত কে ধরে আছে তাহলে তার বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক নাই এবং তিনি ইসলামের গণ্ডির বাইরে। এজন্য আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা উপরের আয়াতে আসতামসাকা শব্দ ব্যাবহার করে আমাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমাদের কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের উভয় হাত দিয়েই ধরতে হবে এবং সেটা তখনই সম্ভব যখন শুরতেই তাগুত কে অস্বীকার করে নেয়া হবে।

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা আমাদের জন্য সহজ করুন। আমীন।

আপনাদের ভাই,

আব্দুল্লাহ

৫৫.তাগুত কি?

"হে আমার জাতির লোকেরা আজ তোমাদেরই রাজত্ব চলছে, দেশে আজ তোমরাই বিজয়ী শক্তি। কিন্তু আল্লাহ্*র শাস্তি যদি এসেই পড়ে তাহলে তা থেকে কে আমাদের রক্ষা করবে? ফেরাউন বললো আমি তোমাদের কে শুধু তাই বলেছি আমি নিজে যা বুঝছি; আমি তোমাদের কে সত্যপথই দেখাচ্ছি"

আল মুমিন ২৯

"আমি মুসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার নিদর্শন আর স্পষ্ট প্রমান সহকারে। ফিরাউন আর তার প্রধানদের কাছে কিন্তু তারা ফিরাউনের হুকুমই মেনে নিলো, আর ফিরাউনের হুকুম সত্য নির্ভর ছিলোনা। কিয়ামতের দিন সে তার সম্প্রদায়ের

আগে থাকবে আর তাদের জাহান্নামে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিবে, কতই না নিকৃষ্ট এ জায়াগা যেখানে তারা যাবে"

সুরা হুদ - ৯৬-৯৮

ফিরাউন আলাহর সৃষ্টি জগতে সব চেয়ে বড় জালেম আর সবচেয়ে বড় তাগুত। তাগুতের জলন্ত উদাহরন হচ্ছে ফিরাউন যার কথা আল্লাহ্* পবিত্র কুরানে বহু বার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তাগুত কি? আমরা কাফির চিনি, মুরতাদ চিনি মুনাফিক চিনি, মুশরিক চিনি, ফাসেক চিনি, জালিম চিনি কিন্তু তাগুত কি? **পবিত্র কুরানে কাফির, মুরতাদ, মুনাফিক, মুশরিক, ফাসিক, জালিম এবং তাগুত এই প্রত্যেকটি শব্দই এসেছে কিন্তু তারপরেও কেন আমরা এই শব্দ গুলোর প্রত্যেকটি শব্দের সাথে পরিচিত কিন্তু কেন তাগুত নামের এই শব্দ টির সাথে পরিচিত না? কেন আমাদের মা বাবা কিংবা আমাদের অধিকাংশ আলিম রা এই তাগুত শব্দটির সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন না?** ইনশাআল্লাহ্* কিছুক্ষন পরেই আমরা নিজেরাই এর উত্তর পেয়ে যাবো।

বর্তমানে মুসলিম দের যে সকল বিষয়ে ধোকা দেয়া হয় আর প্রতারনাপুর্ন বক্তব্যের মাধ্যমে সত্য থেকে আড়াল করে অন্ধকারে রাখা হয় তাঁর মধ্যে তাগুত প্রথম সারির একটা বিষয়। কারন তাগুত কি এটা জদি মুসলিম জেনে যায় তাহলে তাগুতদের অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাবে।

আবার সেই আগের প্রশ্নে ফিরে যাই তাগুত কি? সবার আগে আমরা দেখবো আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা তাগুত সম্পর্কে তাঁর কালামে কি বলেছেনঃ

আপনি কি তাদের কে দেখেন নি যারা দাবি করে যে, যা আপনার উপরে নাজিল হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপরে ঈমান এনেছি এবং আপনার পুর্বে যা অবতির্ন হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছি কিন্তু তারা বিবাদপুর্ন বিষয়ে তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাদের কে নির্দেশ করা হয়েছিলো যেন তারা তাগুতকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের কে প্রতারিত করে পথভ্রস্ট করতে চায়।

আন-নিসা ৬০

আল্লাহ্* বলেন,

বল আমি কি নির্দিষ্ট করে সেই সব লোকের নাম বলবো যাদের পরিনতি আল্লাহর নিকট ফাসেক লোকদের পরিনতি অপেক্ষাও খারাপ হবে? তারা সেই লোক যাদের উপর আল্লাহ্* অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাদের উপর অসন্তোষ নাজিল হয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু লোক কে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাগুতের বন্দেগী করেছে, তাদের অবস্থা অধিকতর খারাপ এবং সরল সত্য পথ হতে সবচেয়ে বিচ্যুত।

মায়িদাহ ৬০

আল্লাহ্* বলেন,

যারা ঈমান আনে আল্লাহ্* তাদের সাহায্য কারী ও সহায়। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফুরীর পথ অবলম্বন করে তাদের সাহায্যকারী ও সহায় হচ্ছে তাগুত। সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। এরা আগুনের অধিবাসী, সেখানে

এরা চিরকাল থাকবে।

সুরা বাকারাহ - ২৫৭

আল্লাহ্* বলেন,

যারা ঈমানদার তারা তো যুদ্ধ করে আল্লাহ্*র পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে।

নিসা ৭৬

উপরের ৪ টা আয়াতের দিকে লক্ষ্য করি প্রথম আয়াতে উল্লেখিত তাগুতের সাথে আছে "মান্য করা", ২য় আয়াতে তাগুতের সাথে আছে বন্দেগী করেছে, অর্থাৎ মান্য করার পরবর্তী ধাপ। আর ৩য় আয়াতে হচ্ছে তাগুত কুফরির সাহায্যকারী। যে কেউ তাগুতের কথা মত চলবে এবং কুফরি করবে, তাগুত তার সাহায্যকারী, আর ৪ নাম্বার আয়াতে তাগুত আর কুফুরির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আল্লাহ্* বললেন কারন একজন আরেকজনের হয়ে লড়াই করে! perfect combination, made for each other.

এবার একটু সহজ ভাবে দেখা যাক তাগুত কি?

তাগুত আরবী শব্দ তুগইয়ান থেকে উতসরিত। যার অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এমন প্রত্যেক ব্যাক্তিই তাগুত যে আল্লাহ্* দ্রোহী হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আর আমাদের রব হিসাবে আল্লাহ্* তায়ালার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার যে কোন একটিকে সে তার নিজের কাজ বা বৈশিষ্ট্য হিসাবে দাবী করেছে, এবং এভাবে নিজেকে আল্লাহ্*র সমকক্ষ বানিয়ে নিয়েছে। খুব ভালো একটা উদাহরন, সৃষ্টির সমস্ত প্রানী কে খাওয়ানোর দায়িত্ব আল্লাহ্*র, **এখন কেউ যদি মনে করে সে দেশের ১৬ কোটি মানুষ খাওয়াতে পারে বা খাওয়ায় তাহলে সে তাগুত। সুতরাং আল্লাহ্*র কোন কাজ কে নিজে করতে পারার দাবি করা যেমন কেউ যদি বলে আমি সৃষ্টি করি, আমি রিজিক দান করি, আমি বিধান রচনা করি, তাহলে সেইই তাগুত।** ইমাম মালিক রহঃ বলেছেন এমন প্রত্যেকটি জিনিষই তাগুত আল্লাহ্* ব্যাতিত যার ইবাদত করা হয়।

সুতরাং সহজ বাংলা ভাষায়, যারা আল্লাহ্*র আইন মানেনা তারা কাফের আর আল্লাহ্*র আইন না মানার জন্য অন্য কে বাধ্য করে তারা তাগুত, যারা আল্লাহ্*র আইন কে সরিয়ে

অন্য কোন আইন/সংবিধান নিয়ে আসে তারা তাগুত, যারা এই সংবিধান কে রক্ষা করে তারা তাগুত, সাধারন মানুষ কাফের হতে পারে কিন্তু তাগুত হতে পারেনা, কিন্তু যারা ক্ষমতায় থাকে তারা কাফের এবং তাগুত দুই হতে পারে।

যারা আল্লাহ্*র আইন অমান্য করে তারা নিঃসন্দেহে কুফুরি করে কিন্তু যারা আল্লাহ্*র আইন কে বাদ দিয়ে অন্য কোন মনগড়া সংবিধান বানায় আর সবাইকে তা মানতে বাধ্য করে আর কেউ না মানলে তার পোষা বাহিনী দিয়ে তাদের উপরে অত্যাচার চালায় তারাই তাগুত।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওতায়ালা সুরা ইউসুফ এর ৪০ নাম্বার আয়াতে বলছেনঃ

আল্লাহ্* ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নাই।

তিনি তার রাজ্য শাসনে কাউকে শরীক করেন না?
সুরা কাহফ - ২৬

এইতো গেলো তাগুতের পরিচিতি। এবার দেখা যাক আমরা কি তাহলে তাগুত এবং তার বন্দেগী করার যে পাপ তার

মধ্যে ডুবে আছি কিনা? উলামায়ে ছু শ্রেনীর আলিম গণ প্রত্যেক জুমায় আমাদের সামনে তাগুত নিয়ে কথা না বলে প্রমান করতে চাইছেন যে আমরা তাগুতের বন্দেগীর পাপ আর শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়ে গেছি, আসলেই তা সত্য কিনা? একটু আগে যে চারটি আয়াত নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তাগুতের পরিচিতি জানার জন্য নিসা ৬০, মায়িদাহ ৬০, বাকারাহ ২৫৭, নিসা ৭৬ সেই আয়াত চারটি দিয়েই আমরা দেখি, যে কিভাবে আমরা তাগুতের বন্দেগী করছি, কিভাবে নিজেদের বিচার ফায়সালার জন্য তাগুতের বিচার প্রার্থী হচ্ছি, কিভাবে তাগুত কুফুরীর সাহায্য কারী, আর কিভাবে আমরা তাগুতের পক্ষে লড়াই করি।

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা সুদ হারাম করেছেন, আর তাগুত সুদ হালাল করেছে। দেদারসে সুদী ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দিচ্ছে। আর আমরা সেই সুদের ভিতরে ডুবে আছি, সুদে মজা পাচ্ছি এটাই তাগুতের বন্দেগী। অনেকে সোজা জিনিষ কে বাকা করতে পছন্দ করেন। না, এটা তো বন্দেগী না। আমরা তাহলে বাকা ভাবেই দেখার চেস্টা করি। অনেকেই বলতে শুনেছেন, হালাল কামাই করা একটা ইবাদত, পরিবারের সাথে সময় কাটানোও একটা ইবাদত। হালাল

কামাই করা যদি আল্লাহ্*র ইবাদত হয় তাহলে হারাম সুদী কামাই করা তাগুতের ইবাদত, এব্যাপারে আর সন্দেহ থাকবে কেন?আল্লাহ্* জিহাদ ফরজ করেছেন, আর আমার জিহাদ কে ঘৃণা করা শুরু করেছি, জিহাদের বিরুদ্ধে তাগুতের হাত শক্ত করে ধরেছি, মুজাহিদিন দের বিরুদ্ধে তাগুত কে সাহায্য করছি, আর এভাবেই আমরা তাগুতের ইবাদত করছি। আল্লাহ্* আপনাকে যেটা করতে বললেন আপনি সেটা করলেন না, আর তাগুত আপনাকে যেটা করতে বললো আপনি সেটা করলেন, তাহলে আপনি কার ইবাদত করলেন? আল্লাহ্* কি বলেন নি কাফেররা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। **খুব সহজ প্রশ্ন, আপনি কার পক্ষে?** আপনি আপনার সাইডে কাকে দেখতে পাচ্ছেন আল্লাহ কে? নাকি তাগুত কে? কে আ[নাকে উৎসাহিত করছে তাগুত নাকি আল্লাহ্*র কালাম? ইতি মধ্যে যদি আপনি তাগুত কে দেখে থাকেন তাহলে কষ্ট করে আর পক্ষ নির্ধারন করার দরকার নাই। কারন আপনার পক্ষ নির্ধারন হয়েই গেছে। আপনি কি সত্যি এটা বিশ্বাস করেন যে আপনি তাগুত কে সাহায্য করবেন আবার নিজেকে আল্লহর পক্ষেও দাবি করবেন? আল্লাহ শিরক কে সবচেয়ে জঘন্য পাপ বলেছেন আর তাগুত উমুকের সমাধির সামনে, উমুক স্মৃতি সৌধের

সামনে, কিংবা শিখা অনির্বান এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর আমিও সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখাচ্ছি, তাহলে আমি তাগুতের বন্দেগী করছি নাতো কি করছি? আর এটা যদি শিরক না হয় তবে শিরক কোনটা? জুমুয়ার নামজের তাগুত কোন সফরে আছে আপনি তার নিরাপত্তার মত অনেক জরুরী কাজে ব্যাস্ত আছেন এবং জমুয়ার সালাতের সময় আপনার হয়না, আপনি তাগুতের বন্দেগী করছেন। **আল্লাহ্* বলেন যারা ঈমানদার তারা লড়াই করে আল্লাহ্*র পথে আর যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। যারা তাগুতের পক্ষে ইউনিফর্ম পরে লড়াই করছেন তারা তাগুতের বন্দেগী করছেন। আল্লাহ্* স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন "আল্লাহ্* ব্যাতিত বিধান দেয়ার কেউ নাই" আল্লাহ্* বলছেন "যারা আল্লাহ্*র বিধান অনুযায়ী বিচার করে না তারাই কাফের"** এরপরেও যারা আল্লাহ্*র বিধান কে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরি বিধান তৈরি করেন আর সেটা জনগনের উপরে চাপিয়ে দেন আর সেই বিধানের রক্ষাকারী সেজে বসেন আর সেই তাগুতদের রক্ষাকারী হয়ে বসেন যারা এইসব মানব রচিত সংবিধান তৈরি করে তারাই তাগুতের বন্দেগী করছেন। **এটাই হচ্ছে তাগুতের সবচেয়ে বড় বন্দেগী।** অনেকে বলেন, আরে মানব রচিত বিধান

আবার কি? আমি গনতন্ত্রের কথা বলছি আর বস্তা পচা ঐ সংবিধানের কথা বলছি। আমরা আসলে নিজেদের সাথে কত প্রতারনা করি তার একটা ছোট্ট উদাহরন দেখি। সমস্ত সৃষ্টি জগত কার হুকুমে চলে? আল্লাহ্*র হুকুমে। আর এই দেশ কার হুকুমে চলে? উমুকের হুকুমে? আল্লাহ্* পুরা সৃষ্টি জগত কে চালাতে পারেন কিন্তু এই দেশ টা উনি চালাতে পারবেন না আউদুবিল্লাহ! এই দেশ চালানোর জন্য আল্লাহ্*র সৃষ্ট নগন্য কিছু দাসদের এক জায়গায় বসে নতুন সংবিধান বানানোর প্রয়োজন পড়লো...

আউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াতুবু ইলাইহি .. আল্লাহ্ও ফিরাউন সম্পর্কে এমন কিছুই বলেছিলেন, বস্তুত ফিরাউন দেশে উদ্ধত হয়ে গেছিলো..

এবার দেখা যাক কিভাবে আমরা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হই? এটা নিয়ে বলার কিছু আছে কি? সমস্ত বিচার ব্যাবস্থাই তো তাগুতের।

আর সব শেষে তাগুত সাহায্য কারী হয় কুফুরী পথ অবলম্বন কারীদের। মদের লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে, বেশ্যার

লাইসেন্স দেয়া হচ্ছে বিদেশ থেকে বিনোদনের নামে বেশ্যাদের উড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে সুদের অনুমতি দিয়ে ব্যাঙ্গের ছাতার মত ব্যাঙ্ক চালু করা হচ্ছে, আর এদের সবার সাহায্য কারীই হচ্ছে তাগুত। **আর আমার কিংবা আপনার উপরে যদি তাগুত বিন্দু মাত্র খুশি হয়ে থাকে আমার এবং আপনার চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারন আছে। আর তাগুত যদি আপনাকে পদক দেয়, সম্মাননা দেয়, প্রমোশন দেয়, বাড়ি দেয়, গাড়ি দেয়.. তাহলে এ ব্যাপারে খুব বেশি কিছু বলার নাই।** কারন আল্লাহ্* কুরআনে জটিল ভাষায় কিছু বলেনি। **সহজ ভাষায় আল্লাহ্* বলছেন, তাগুত হচ্ছে কুফুরীর সাহায্য কারী ।**

সুতরাং তাগুত যে আমাদের কে সব দিক থেকে দাস বানিয়ে রেখেছে আমরা যে তার গোলামি করছি এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের করনীয় কি?

আল্লাহ্* সুবহানা ওতায়ালা এর উত্তর সুন্দর করে দিয়ে দিচ্ছেনঃ

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। প্রকৃত শুদ্ধ এবং

নির্ভুল কথাকে ভুল চিন্তা ধারা থেকে ছাটাই করে পৃথক করে রাখা হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুত কে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে এমন এক শক্ত রজ্জু ধারন করলো যা কখনই ছিঁড়ে যাবার নয় এবং আল্লাহ্* সব কিছু শ্রবন করেন এবং জানেন।

বাকারাহ ২৫৬

আর এই আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ তাফসীরকারক গন সবাই যে বিষয়ে একমত তা হচ্ছে আমি আল্লাহ্* কে বিশ্বাস করি এই কথা বলার আগে তাগুত বা কুফুরীর প্রতি অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করতে হবে। লা ইলাহা নাই কোন ইলাহ বা তাগুত ইল্লাল্লাহ আল্লাহ্* ছাড়া। আগেই তাগুত কে অস্বীকার।মুহাম্মাদ আলী আর রিফায়ী খুব সহজ ভাষায় এই আয়াতের তাফসীরে ব্যাখ্যা করেন। যদি কেউ বলেন, লা ইলাহা ইল্লা-ল্লাহ এবং তিনি তখনো তাগুত কে প্রত্যাখ্যান করেন নি তাহলে তিনি আল্লাহ্* সুবহা নাহু ওতায়ালার উপরোক্ত আয়াতের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছেন। কারন সেখানে তাগুত কে আগে অস্বীকার করার কথা বলা আছে। এই আয়াতে আল্লাহ্* মাসাকা শব্দের পরিবর্তে আসতামসাকা শব্দ

ব্যাবহার করেছেন। আরবিতে মাসাকা অর্থ এক হাত দিয়ে কিছু ধরা কিন্তু এই আয়াতে আসতামসাকা ব্যাবহার করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে উভয় হাত দিয়ে শক্ত করে ধরা। এটাকে আরো সহজ করে যদি আমরা বলি যে, আপনি আপনার ডান হাতে কোন কিছু ধরে আছেন তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে আপনার বাম হাত খালি এবং আপনি আপনার বাম হাতে অন্য কিছু ধরতে পারেন। **এই ভাবে যদি আমরা বলি যে কেউ এক হাতে লা ইলাহা ইল্লা ল্লাহ ধরে আছে এবং আরেক হাতে তাগুত কে ধরে আছে তাহলে তার বিশ্বাস বা ঈমান ঠিক নাই এবং তিনি ইসলামের গণ্ডির বাইরে।** এজন্য আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা উপরের আয়াতে আসতামসাকা শব্দ ব্যাবহার করে আমাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমাদের কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমাদের উভয় হাত দিয়েই ধরতে হবে এবং সেটা তখনই সম্ভব যখন শুরতেই তাগুত কে অস্বীকার করে নেয়া হবে।

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালাই আমাদের জন্য যথেষ্ট

৫৬.তাগুতি চক্রান্তের যে জঘন্য নকশা আমাদের অজানা!

আপনাদেরকে নিয়ে যাই আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে। মক্কা। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ) তখনও নবুয়ত পাননি। মক্কার সবাই তাকে এক নামে চিনে, আল আমিন। সবাই যাকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে, পছন্দ করে। কোন বিবাদে যখন কেউ কোন সমাধানে পৌঁছাতে পারেনা তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সবাই মধ্যস্থতাকারী মেনে নেয়। কারন তারা জানে মুহাম্মাদ (সাঃ) বেইনসাফ করবেন না।

কিন্তু এই মুহাম্মাদ (সাঃ) ঠিক যেদিন থেকে তাওহিদের কথা বলতে শুরু করলেন, এক আল্লাহর কথা বলতে শুরু করলেন, সমস্ত কিছুর উপরে শুধু মাত্র এক আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মালিকানার কথা বলতে শুরু করলেন তখনই তাকে বিভিন্ন ভাবে আক্রমন করা শুরু হল।

প্রথমে তারা হাসি তামাশা উপহাস দিয়ে শুরু করল, এর পরে আস্তে আস্তে তারা রাসুল (সাঃ) পাগল, জাদুকর, পরিবারের

মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটনকারী, এমন সব জঘন্য অপবাদ দিতে শুরু করল! (নাউজুবিল্লাহ)। এর পরে তারা আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে রাসুল (সাঃ) কে হত্যা করে ফেলার পরিকল্পনা করল। এর কারন ছিলো যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবিত থাকেন তবে কাফেরদের বাপ দাদার দ্বীন/ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রাসুল কে নিরাপদে মক্কা থেকে বের করে নিয়ে গেলেন। এর পরে মদিনাতে যাবার পরেও কাফের রা বদর প্রান্তে জমায়েত হয়েছিলো এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, ইসলাম এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা রাসুল (সাঃ) কে সান্তনা দিয়ে বলছেন, (ভাবার্থে) - তাদের শত্রুতা আপনার সাথে নয় বরং তাদের শত্রুতা তো আল্লাহর দ্বীনের সাথে, অর্থাৎ আমি আপনার কাছে যে ওহী/মেসেজ পাঠিয়েছি এটির সাথে তাদের শত্রুতা। যেহেতু তারা এই মেসেজ বা ওহির সাথে সরাসরি কিছু করতে পারছেনা তাই এই ওহীর সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যেই তারা আপনার সাথে শত্রুতা করছে।

আমি আপনাদের বলব, সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করেন কি ভাবে

ঘটনা গুলো ঘটে, কারন একটু পরেই আমি রাসুল (সাঃ) এর এই ১৫০০ বছর আগের ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা বলব, যা আমদের বর্তমান সময়ের। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল আমরা অতীত থেকে শিক্ষা নেইনা!

এবার চলে আসি হাল আমলে। আপনারা হয়ত বিডিএস মুভমেন্ট এর নাম অনেকেই শুনেছেন। এটি মূলত দখলদার জায়নবাদী ইহুদীদের জুলুমদের প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী ইজরায়েল কে বয়কট এর আন্দোলন। এই আন্দোলন জায়নবাদী ইজরায়েলের সবচেয়ে বড় ভীতির কারন ছিলো। আল্লাহ চাইলে ইনশাআল্লাহ সামনে কোনদিন সেই ব্যাপারে আলোচনা হবে। পয়েন্ট হচ্ছে ইহুদিরা এই বিডিএস মুভমেন্ট এর বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলো। সাইকোলজিক্যাল ওয়ার। এই যুদ্ধে তাদের একটি মেইন স্লোগান ছিলো - সেটি হচ্ছে

You discredit the messenger as a way of discredit the messege. - **তুমি মেসেজ কে হেয়/তুচ্ছ করার জন্য মেসেঞ্জার কে হেয়/তুচ্ছ কর।**

বিডিএস মুভমেন্টের যে মেসেজ তা খুবই সত্য, যে কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের কাছে এর সত্যতা এবং যৌক্তিকতা খুব পরিষ্কার। অ্যান্টি বিডিএস মুভমেন্ট কিংবা প্রো ইজরায়েল, জায়নবাদী মুভমেন্ট প্রথম থেকেই জানত তারা কখনই নীতিগত ভাবে এই সত্যতা কে খন্ডন করতে পারবেনা। তাহলে কি করা! যেহেতু বিডিএস মুভমেন্টের মেসেজের সত্যতা কে খন্ডন করা যাচ্ছেনা তাই এই মেসেজের মেসেঞ্জার দেরকে খলনায়ক বানিয়ে দাও। তাদেরকে টেরোরিস্ট উপাধি দিয়ে দাও। [অনেক বড় গল্প, যারা আগ্রহী তারা ইউটিউবে আল জাজিরার ডকুমেন্টারি আছে - The Lobby USA part 1,2,3,4 এগুলো দেখে নিতে পারেন]

এবার চলেন হাল আমলে একেবারে নিজের দেশের মাটিতে -

দেশের মানুষ প্রথম যখন একটি শব্দ শুনলো - জঙ্গি, তখন তারা আসলে এই শব্দটির সাথে খুব বেশি জড়িত হয়নি, বা বলা যায় সে সুযোগ পায়নি। হ্যা, দীর্ঘ দিন থেকে টেরোরিস্ট, জঙ্গি এই শব্দ গুলো শুনে এসেছে এটা ঠিক, কিন্তু এগুলো সাধারন জনগনের উপরে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কারন তখনো এই ট্যাগ গুলো অনেকটা ইরাক,

আফগান টাইপ মনে হত। কিন্তু তাগুতের মাথারা বুঝতে পারলো এখন এই ট্যাগ কে দেশে আমদানি করতে হবে। **বিশ্বাস করেন এই যে আমি বললাম "এই ট্যাগ কে আমদানি করতে হবে" আমি এটা মোটেও কোন মেটাফোরিক উদাহরন হিসেবে বলিনি, বরং আপনি বিশ্বাস করেন সারা দুনিয়াতেই এই ট্রেড চলে। "কনসেপ্ট অফ টেরোরিজম" এর এখন এত বিশাল উপযোগিতা আছে যে তা রীতিমত থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের গবেষণার বিষয়!** যাই হোক, দেশে পরিচিত হল একটি ট্যাগ - "জঙ্গি"। এরপরে জনগণের সামনে এই জঙ্গি ট্যাগ কে বদ্ধমূল করার জন্য নাটক সিনেমার কোন অভাব ছিলোনা। অবশেষে জনগণ মেনে নিলো "জঙ্গি" বিষয় টা।

তবে এই গল্পে আমি যে দৃশ্য আপনাদের দেখাতে চাই সেটা একটু ভিন্ন। **আপনি বা আমি যখন সাধারন জনগণ, তখন আমরা উপর থেকে যা শুনি, একটা বিশাল সিস্টেম, সমাজ ব্যাবস্থা যা প্রচার করে তখন আমরা সেটা নিয়ে প্রশ্ন খুব কমই করি, কারন অনুগত দাস রা প্রশ্ন কম করে, আর আমরা খুব ভালো অনুগত দাস হয়ে থাকার চেস্টা করি, কারন সেটা করতে পারলেই আমার এবং আমার পরিবারের স্বার্থ রক্ষা হয়, বাকি সব গোল্লায় যাক এমনকি যদি এর জন্য আমাকে**

দাসত্বের শিকল গলায় পরতে হয়! কিভাবে? সে গল্প না হয় আরেক দিন করা যাবে ইনশাআল্লাহ। এই সিস্টেমের অনুগত দাস হিসেবে আমরা প্রশ্ন খুব কম করি, আর সেক্ষেত্রে এমন কাউকে খুজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যিনি এই কাজের পিছনে উদ্দেশ্য কি তা জানার চেষ্টা করবেন!

আমি আপনাদের আজ সেই উদ্দেশ্য টাই দেখাতে চাই এবং সাথে এটাও কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাস আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরতে থাকে কিন্তু আমরা শিক্ষা নেইনা!

কথা হচ্ছিলো জঙ্গি নিয়ে। আসেন দেখা যাক এই জঙ্গিরা কি বলে? এই জঙ্গিরা যা বলে তা এক লাইনে যদি আমি বলতে চাই তবে সেটা হচ্ছে, দুনিয়া আল্লাহর, এখানে মালিকানাও চলবে শুধু মাত্র আল্লাহর। আল্লাহর বান্দাদের উপরে কারো কোন নিজের মনগড়া মতবাদের ভিত্তিতে মালিকানা চলবেনা। শুধু মাত্র আল্লাহর আইনই চলবে, অন্য কারো নয়। এটাই হতে হবে, অন্য কিছু নয়।

কোন মিল খুজে পাচ্ছেন? সেই ১৫০০ বছর আগে যখন এই

কথাই বলা হয়েছিলো, মক্কার কাফেররা খুব রাগ করেছিলো। কারন এটা মেনে নিলে তো আর তাদের শাসন শোষণ থাকেনা। মক্কার কাফেররা এই কারনে মূর্তি পুজা করত না, যে মূর্তি গুলো দেখতে খুব সুন্দর ছিলো বরং আপনি বিশ্বাস করেন তাদের এই মূর্তি পূজা প্রথার পিছনে অনেক বড় কারন ছিলো, এই প্রথা থেকে, এই প্রথাকে দেখিয়ে, এই প্রথার দোহাই দিয়ে অন্যান্য এলাকার মানুষের থেকে তারা প্রচুর কামাই করতে পারত! এখন আপনি যখন বলবেন, আল্লাহর হুকুম ছাড়া আর কোন হুকুম চলবেনা, তাহলে হাসিনার কি হবে! তার গুন্ডা বাহিনীর কি হবে! আপনি যদি জঙ্গির কথা মেনে নেন তাহলে জঙ্গির সাথে আর কোন বুঝা পড়া নাই। হায়! তাহলে আমাদের বীরপুরুষ বাহিনীর কি হবে! এবার আপনিই বলেন তারা কি এমন কথা মানতে পারে? না কক্ষনোই না! কিন্তু তারা তো আল্লাহর এই কথাকে কোন ভাবে মাটি চাপা দিয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারবেনা। ১৫০০ বছরেও কেউ পারেনি! তাহলে কি করা?

মেসেজ কে তো কোন কিছু করা যাচ্ছেনা, তাহলে করনীয় কি? করনীয় সেই ১৫০০ বছর আগের মতই। **মেসেঞ্জার কে আঘাত কর। যে কেউই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের কথা বলে**

তাকেই জঙ্গি বানিয়ে দাও। যে কেউ হাসিনার আদর্শের সাথে মিলবেনা সেইই জঙ্গি, এর উদাহরন আপনারা সবাই নিউজ দেখেছেন। এমনকি নিরাপদ সড়কের জন্য আন্দোলন করলেও হাসিনা জঙ্গির গন্ধ পায়! নিউজে যেসব জঙ্গিদের প্রোফাইল আপনারা দেখেছেন জঙ্গি উপাধি পাবার আগ পর্যন্ত কেউ কোনদিন কাউকে আঘাত করেনি, চুরি ডাকাতি করেনি, বখাটেদের মত কোন নারীকে উত্যক্ত করেনি, কোন ক্লাবে, বারে গিয়ে মাতাল হয়ে বেলেল্লাপনা করেনি। বরং সবাই তাদেরকে ভদ্র, শান্ত হিসেবেই স্বীকৃত দিয়ে আসছিলো। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে সমস্ত তাগুতি বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহর বিধানের কথা বলা শুরু করল, সাথে সাথেই সে তাগুতের বিধানের জন্য হুমকি হয়ে গেল! এখন তাগুতের পক্ষে সরাসরি সম্ভব নয় সাথে সাথেই এই ছেলেকে এই কারনে ধরে নিয়ে যাবে যে শুধু বলে -হাসিনা তোমার বিধান মানিনা, আল্লাহর বিধান চলবে। কিন্তু তাই বলে হাসিনা তাকে ছেড়েও দিতে পারেনা! তাহলে তাকে জঙ্গি বানিয়ে দাও। একবার যখন সে জঙ্গি উপাধি পেয়েই গেছে এবার তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা যাবে।

জঙ্গি যুগের প্রথম দিকে সমস্ত জঙ্গি শুধু মাত্র মাদ্রসাতেই তৈরি

হত, অন্তত এমনটাই হাসিনা বাহিনীর দাবি ছিলো। মাদ্রাসা গুলো জঙ্গি তৈরির কারখানা! নিশ্চয়ই আপনারা ভুলে যাননি। কেন মাদ্রসার উপরে এই আক্রমন? কারন অন্তত এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থা এমন কিছু কথা বলে যা তাগুতি সিস্টেমের জন্য হুমকি। কিন্তু যখন এই মাদ্রাসা গুলো তাগুতি সিস্টেমের অধীনে চলে আসলো তখন কিন্তু সেখানে আর একটা জঙ্গিও নাই, বরং তখন জঙ্গি তৈরির ফ্যাক্টরি হয়ে গেলো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলো! কি অদ্ভুত তাই না!

পর্দার পেছনের কথা গুলো হচ্ছে -

তাগুতের সাথে আপনার শত্রুতা এইজন্য যে - আপনি তার জুলুমের মসনদ ধসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন! আর এজন্যই আপনি আজ জঙ্গি, এজন্যই জঙ্গিদের সাথে তাদের যত যুদ্ধ। তাদের এই যুদ্ধ আসলে আল্লাহর দ্বীনের সাথে কিন্তু যা প্রকাশ্য ভাবে সামনে উপস্থাপন করার সাহস তাদের নাই!

পরিচিত মনে হচ্ছে? ১৫০০ বছর আগের সেই মক্কার কাফেরদের জঘন্য নকশা!

আর হ্যা, একটা শেষ কথা, **আল্লাহ কাফেরদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেই ছাড়বেন, আর সবশেষে জাহান্নামেই তাদের কে একত্রিত করা হবে।**

৫৭.তাহলে এরাই কি আমাদের হুমকি দেয়?

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আসমান এবং জমিনে এমন কেউ কি আছে একক কিংবা সম্মিলিত ভাবে যে/যারা আল্লাহর রাজত্বে কোন মালিকানা দাবী করতে পারে? প্রশংসা শুধুমাত্র সেই আল্লাহর! প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি মশা কিংবা এরচেয়েও তুচ্ছ যে কোন কিছু দিয়ে উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না, সুবহানাহু ওতায়ালা! নিশ্চয়ই নমরুদ নাজেহাল হয়েছিলো সামান্য মশার সামনে, আর নিশ্চয়ই আজকের বিশ শতকের আধুনিক দাবীকৃত পারমানবিক শক্তিধর অজেয় শক্তিগুলো ধরাশায়ী হলো **মশার চেয়েও তুচ্ছ এক কণিকা ভাইরাসের**

সামনে! আল্লাহই কি সবচেয়ে সত্যবাদী নন? আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর সত্যবাদী কে আছে? **এভাবেই আল্লাহ খুলে খুলে তাঁর আয়াত পেশ করেন, তাঁর নিদর্শন গুলো তুলে ধরেন যেন তা থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহন করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপরে বড়ই অনুগ্রহশীল।**

কিছুদিন আগে, খুবসম্ভব সোশ্যাল মিডিয়ার কোথাও যেন দেখলাম, তাগুত বাহিনীর এক প্রজ্ঞাপন। নজরদারির বিভিন্ন রকম হুমকি ধামকি। আমরা সবকিছু নজরদারির আওতায় এনেছি, সব কিছু ২৪/৭ নজরদারি করা হচ্ছে, ইত্যাদি। বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন র*্যাবের ডিজি কাশ্মির ইস্যু, এনআরসি ইস্যু নিয়ে বলেছিলো **"আলট্রা ইসলামিস্ট রা আমাদের ২৪/৭ নজরদারিতে আছে"**

আমি মাঝে মাঝে একটা কথা ভেবে খুব হয়রান হয়ে যাই, এরা কি এসব বলে দ্বীনের মুজাহিদদের ভয় দেখাতে চায়? আমি সত্যিই বানিয়ে বলছিনা। তাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? কারণ তাদের মাথায় যদি খুব সামান্য পরিমান চিন্তা ভাবনা করার মত উপাদান থাকে তাহলে বুঝতে পারার কথা, মুজাহিদরা ভয় পান একমাত্র আল্লাহকে। যেই আল্লাহ তাদের

ও উপরে সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপরে নজরদারি করেই যাচ্ছেন, কোন কিছুই তাঁর নজরদারির বাইরে নেই। শুধু তাই নয় প্রত্যেকটি অনু কণার নড়াচড়া থেকে গ্রহ নক্ষত্রের পরিভ্রমন কোন কিছুই তাঁর অনুমতির বাইরে হয়না। এমন অবস্থায় মুজাহিদরা সেই আল্লাহর সৈন্য হয়ে কিভাবে তাদের মত মুরতাদদের ভয় পেতে পারেন!

এরও বাইরে কথা এই যে,

তারা তো একে অপরের চেয়ে বড় কাপুরুষ! তারা যুদ্ধের জানে টা কি? এক মুজাহিদ কমান্ডার বলছিলেন, **যেদিন মুরতাদ সৈন্যরা আমাদের সাথে সরাসরি সম্মুখ সমরে লড়তে আসবে, সেদিন আমি তাদের সাথে তরবারি দিয়ে লড়বো।** অর্থাৎ তারা নুন্যতম সাহসটুকু যুগিয়ে তাদের হেভি ক্যালিবার আর অটোক্যাটিক সব ফায়ার আর্মস নিয়ে যদি সামনে চলেই আসে তাদের জন্য আমার তরবারিই যথেষ্ট! তিনি বলছিলেন, আরে তোমরা যুদ্ধ কি করবে, তোমরা তো পারলে পুরা শরীরটাই বুলেট প্রুফ মেটালে ঢেকে ফেলতে!

মনে আছে হলি আর্টিজান এর কথা? সব বাহিনী যখন ব্যার্থ

তখন আসলো কম্যান্ডো ইউনিট! কম্যান্ডো ইউনিট! নাম শুনলে মনে হয় - না জানি কি বীর বাহিনী রে বাবা! এই সেনাবাহিনীই একটা অপারেশন করতে গিয়েছিলো সিলেটে। দু একটি গুলির আওয়াজ আসতেই তাদের অফিসার, গাধার মত চিৎকার দিয়ে বলতে থাকে,

"রাব্বি, রাব্বি গেট ব্যাক, গেট ব্যাক" ... "এই দিক থেকে ফায়ার আসতেছে" ... আজও আমি রাব্বি নামের সেই "মহা বীরের" পড়িমরি করে পালিয়ে আসার দৃশ্য ভুলতে পারিনি!

তাহলে এরাই কি আমাদের হুমকি দেয়?

আসলে তারা নিজেদের কি মনে করে? তারা কি ধরে নিয়েছে যে দুনিয়া তাদের হয়ে গেছে। কিংবা কুফর বনাম ঈমানের এই লড়াইয়ে কেউ কি তাদের বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়ে মিস্টি খাওয়াচ্ছে! তারা কি এতটাই মাথামোটা যে তারা তাদের পরাজয়টাও চোখে দেখেনা? তারা কি দেখেনা, তাদের মনিবরা কিভাবে আজ ময়দান ছেড়ে পালাচ্ছে! তারা কি দেখেনা কিভাবে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহন করা স্বত্বেও তাদের সামনে দিয়েই এদেশের যুবকরা তাদের

ভাষায় র*্যাডিকালাইযড হয়ে যাচ্ছে!

তারা আমাদেরকে প্রতিপক্ষ ভাবে কিন্তু তারা জানেনা স্বয়ং আল্লাহ তাদের প্রতিপক্ষ। আল্লাহ বলেন,

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ

কেউ যদি আল্লাহর শত্রু হয়, তাঁর ফেরেশতাদের এবং তাঁর রাসুলদের, বিশেষ করে জিবরাইলের এবং মিকাইলের; তাহলে জেনে রাখো: নিঃসন্দেহে এই ধরনের অস্বীকারকারীদের শত্রু হবেন স্বয়ং আল্লাহ। [আল-বাক্বারাহ ৯৮]

আজ আল্লাহর বিধানকে যারা চ্যালেঞ্জ করে, জিব্রিল আঃ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন, সেই দ্বীনকে অস্বীকার করে, **নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে শত্রু!**

ওহে আল্লাহর দুশমনেরা, তোমরা কখনই সফল হতে পারবেনা এ সত্য কি এখনো তোমাদের বুঝে আসলো না? না

ফিরাউন পেরেছিলো, না নমরুদ পেরেছিলো, না আবরাহা পেরেছিলো, না মক্কার কাফেররা পেরেছিলো, না পেরেছিলো পারস্য কিংবা রোম সম্রাজ্য। না পেরেছিলো শক্তিধর রাশিয়া, না পারলো [দাবীকৃত] মহা শক্তিশালী অ্যামেরিকা!

তাহলে কি এখনো তোমাদের সেই দুরাশা জিইয়ে রাখলো যে, আল্লাহর মুকাবেলায় তোমরা জয়ী হয়েই যাবে? **ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, তোমাদের মিশিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর আলাদা কোন কম্যান্ডো ইউনিট দরকার হয়না, সামান্য ভাইরাসই তোমাদের জন্য যথেষ্ট!**

আল্লাহর দুশমনেরা, সাময়িক সুবিধাকে কি তোমরা চূড়ান্ত বিজয় ধরে নিয়েছো? তোমাদের জন্য বিজয় কিভাবে অর্জন করা সম্ভব যেখানে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুমিনদের বিরুদ্ধে তোমাদের কোন পরিকল্পনা সফল হতে দেবেন না।

وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

“...এবং কিছুতেই আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।” [নিসা ১৪১]

আর আখিরাতে জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের আবাস। আর আবাস হিসেবে তা কতই না নিকৃষ্ট!

আল্লাহর দুশমনেরা, তোমাদের আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যের ধরণটি কেমন তা আল্লাহর পবিত্র কালামের মাধ্যমে জেনে নাও -

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্যে (বিজয় কিংবা শাহাদত) দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা তোমাদের জন্য এই প্রত্যাশায় আছি যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করবেন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। [সুরা তাওবা ৯:৫২]

এরপরেও কি তোমরা আমাদের হুমকি দাও! নিশ্চয়ই

এরচেয়ে বড় হুমকি তোমাদের প্রতি, আর তা আল্লাহর পক্ষ থেকে!

৫৮.দাউদ (আঃ) আল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া আল্লাহ আপনি কাকে ভালোবাসেন?" –

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলাল্লাহ -

দাউদ (আঃ) আল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া আল্লাহ আপনি কাকে ভালোবাসেন?" আল্লাহ বললেন, যে আমাকে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি, যে আমাকে ভালোবাসে আর তাকে যে ভালোবাসে আমি তাকে ভালোবাসি, যে অন্যকে আমাকে ভালোবাসতে শেখায় আমি তাকেও ভালোবাসি"

দাউদ (আঃ) বললেন, ও আল্লাহ আমি আপনাকে ভালোবাসি, যে আপনাকে ভালোবাসে আমি তাকেও ভালোবাসি, কিন্তু আমি কিভাবে অন্যকে আপনাকে ভালোবাসতে শেখাবো?

আল্লাহ বললেন, "তুমি তাদের কে আমার মহত্ত্ব, আমার বড়ত্ব, আমার দয়া, আমার সম্মান আমার রহমত সম্পর্কে বল"

আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলেন, দিল খুলে বলেন, নিজের সাথে বলেন, বাবা মার সাথে বলেন, ভাই বোনের সাথে বলেন, স্ত্রী সন্তানের সাথে বলেন - চেনার সাথে বলেন কিংবা অচেনার সাথে বলেন।

আপনি আল্লাহ সম্পর্কে যতই বলবেন আল্লাহ ততই আপনাকে ভালবাসবেন ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ সম্পর্কে বলার এই সম্মান নিয়ে নেন, এটা সৌভাগ্য আল্লাহ আমাদের কে তাঁর সম্পর্কে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন! আসলে তো আমরা সঠিক ভাবে আল্লাহ কে চিনতেই পারিনা, যদি পারতাম তাহলে তো সারা জিন্দেগী আল্লাহর প্রশংশা করলেও অন্তর প্রশান্ত হতোনা, **আব্দুল্লাহ ইবনে হুদাইফা (রাঃ) কাঁদছিলেন আর বলছিলেন - আমার জীবন তো মাত্র একটা, আমি তো আল্লাহর জন্য মাত্র**

একবার মরতে পারবো, আমি এমন ভাবে আল্লাহর জন্য যদি হাজারো বার মরতে পারতাম!

আমরা হাজার মরতে না পারি, হাজার টা কথা তো আল্লাহর জন্য বলতে পারবো! ১০০০ টা না হোক ১০০ তো পারবো? ১০০ না হোক ১০ টা তো পারবো? আল্লাহ সম্পর্কে আপনার নিজে থেকে কোন প্রশংসা বানী, স্তুতি বাক্য বানাতেও হবেনা, এই চিন্তা করতে হবেনা, সুন্দর হলো কিনা! আল্লাহ নিজেই আমাদের জন্য তাঁর কালাম নাজিল করেছেন, এই কালাম আল্লাহরই কথা বলে। আল্লাহর কালাম এর চেয়ে আল্লাহর ব্যাপারে উত্তম কথা আর কোথায় পাবেন?

এই কালাম থেকেই ১০ টি আয়াত শিখেন, আল্লাহর জন্যই। ১০ টি আয়াত তিলাওয়াত করেন, আল্লাহর জন্যই। ১০ টি আয়াত অন্য কে বলেন, আল্লাহর জন্যই।

বলেন, -

আল্লাহু নুর উস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ -

আল্লাহ হচ্ছেন আসামান এবং জমিনের নূর!

কিংবা সাব্বহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আল্লাহর কালাম খুলে দেখেন আপনি পেয়ে যাবেন আপনাকে কি বলতে হবে! সবার আগেই পেয়ে যাবেন -

"আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আ'লামিন" - শুধু মাত্র যদি এই একটি আয়াত এর মর্ম আমরা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারতাম!

৫৯.নতুন এক জাগরন!

পরম দয়াময় আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি,

সেই আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি, যাঁর নামের স্মরনে রয়েছে অন্তর সমূহের প্রশান্তি! সেই আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি যিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে নিয়ে আসেন আলোর দিকে, সেই আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি, যিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি ক্ষমাপরায়ন এবং স্নেহশীল!

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা কুরআন মাজিদ এর সুরা ফাতহ এর ২৯ নাম্বার আয়াত এ বলছেন, (অনুবাদ)

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্*র রাসুল। আর যে সব লোক তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি দয়াশীল। তাদের কে তুমি দেখবে রুকু ও সাজদায় অবনত অবস্থায়, তারা আল্লাহ্*র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে নিয়োজিত। তাদের চিহ্ন হল, তাদের মুখমন্ডলে সেজদার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে আছে। তাদের মএন দৃষ্টান্তের কথা তাওরাতে আছে, তাদের দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলেও আছে। তারা যেন (এমন), (যেমন) একটা চারা গাছ তাঁর কচিপাতা বের করে, তারপর তা শক্ত হয়, অতঃপর তা কান্ডের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যায় - যা চাষী কে আনন্দ দেয়! (এভাবে আলাহ মুমিনদের কে দুর্বল অবস্থা থেকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দেন) যাতে কাফিরদের অন্তর গোস্বায় জ্বলে যায়। তাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে, আল্লাহ্* তাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"

প্রথমে একটু অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে নেই, (যা এই লখার মূল ভাবের সাথে সম্পর্কিত না)

ছোট বেলায় পড়তাম আমাদের রাসুল (সাঃ) মুজিজা হল কুরআন। আমি পড়েছিলাম, ঈসা (আঃ) কুষ্ঠ রোগী কে আল্লাহ্*র ইচ্ছায় ভালো করে দিতেন, অন্ধ কে (আল্লাহ্*র ইচ্ছায় দৃষ্টি) ফিরিয়ে দিতেন, মূসা (আঃ) হাতের লাঠি কে সাপ বানিয়ে দিতেন.. এগুলোর তুলনায় কুরআন একটা কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিজা এটা আমার দুর্বল মন মেনে নিতে পারতোনা। মনে হত, সুবহানাল্লাহ, ঐ মু'জিজা গুলো তো আরো কত দারুন! আমার মাকে অনেক প্রশ্ন করতাম, "মা কুরআন কিভাবে সর্ব শ্রেষ্ঠ মু'জিজা? আল্লাহ্* আমার মা'র উপর সন্তুষ্ট হোন.. আমার মা আমাকে তার সাধ্যমত বুঝানোর চেস্টা করতেন কিন্তু তা আমার মত বাচ্চাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিলোনা। আমার মনে আছে আমার মা বলতেন, "বড় হলে বুঝবে" আমার মনে পড়ে "আসলেই কিভাবে এবং কেন কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিজা" তা বুঝার কিছু আগ্রহ আল্লাহ্* আমদের দিলে দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ্* খুব সামান্য

বুঝার সুযোগ ও দিয়েছেন। তো এত কথা বললাম দুইটা কারনেঃ

১. কুরআন বড় অদ্ভুত সুন্দর এক কিতাব! বড় অদ্ভুত সুন্দর! আমি আরবী কিছুই বুঝিনা, কিন্তু যারা বুঝতো এমন কি যারা আরবীর পন্ডিত ছিলো "আবু জাহাল" সে পর্যন্ত কুরআনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছিলো।
২. কুরআন আমাদের পথ চলার সর্বপ্রথম সম্বল, **আমাদের সন্তান রা যেন কুরআন কিভাবে সর্ব শ্রেষ্ঠ মু'জিজা এই অন্ধকারে না থেকে যায়।**

প্রথম প্রসঙ্গঃ

যা হোক, মূল কোথায় আসি ঐ যে বলছিলাম কুরআন বড় অদ্ভুত সুন্দর এক কিতাব! আল্লাহ্* আমাদের জন্য এত সুন্দর করে কথা বলেছেন, ভাবতেও খুব অবাক লাগে। আমি তো আরবি বুঝিনা, শুধু ভুল ভ্রান্তি ভরা এই অনুবাদ এর দিকে তাকালেও বুঝা যায় মহান আল্লাহ্* কত প্রগাঢ় ভালোবাসা নিয়ে এই কিতাবে আমাদের কথা বলেছেন!

আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা এই আয়াতে বড় মুহাব্বাতের সাথে মুমিনদের কথা এখানে বলেছেন। আল্লাহ্* বলছেন তাদের উদাহরন যেন এমন, যে একটা চারা গাছ তার কচি পাতা বের করে... কখনো কি একটা চারা গাছ কে কচি পাতা বের করতে দেখেছেন? আচ্ছা মনে করেন আপনি একটা মাটির টব এর সামনে বসে আছেন, আপনি জানেন একটু পরে এখান থেকে একটা চারা গাছ তার কচি পাতা বের করবে। আপনি তাকিয়ে আছেন, আপনার সামনে সেই চারা গাছ তার কচি পাতা বের করলো। এই দৃশ্য টা আপনার কাছে কেমন লাগবে!

এরপর আল্লাহ্* বলছেন, এরপর তা মজবুত হয়ে শক্ত কান্ডের উপরে দাঁড়িয়ে যায়।

আপনি পুরা ঘটনা টা এভাবে চিন্তা করেন, আপনার শিশু সন্তান, জন্মের পর আপনার দিকে মিটমিট করে চোখ খুলে তাকালো এর পর আপনাকে চিনতে শিখলো, এরপর আপনাকে দেখে হাসতে শিখলো, একদিন হামাগুড়ি ছেড়ে দাড়াতে শিখে গেলো, এরপর একদিন সে হয়ে গেলো শক্ত সমর্থ যুবক! এই পুরা ঘটনা টা আপনার কাছে কতটুকু

আনন্দদায়ক! বাবা হিসেবে এর মধ্যে আপনার কি পরিমান স্নেহ এবং ভালোবাসা জমা হয়ে থাকবে!

এবার আসেন, আয়াত এর দিকে তাকাই! আল্লাহ্*র দেয়া ভালোবাসা নিয়ে নিজ সন্তানের প্রতি যদি ঐ পরিমান ভালোবাসা জমা হয়, তাহলে বলেন তো ভাই, সমস্ত ভালোবাসার মালিক এই আয়াতে মুমিনদের জন্য কি পরিমান স্নেহ এবং ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন! কিন্তু এখানে স্নেহ ভালোবাসার সাথে আরো কিছু আছে!

আপনি জানেন না যে আপনার সন্তান একদিন বড় হবেই! সামর্থ্য হবেই। কিন্তু এখানে আল্লাহ্* বলে দিচ্ছেন একদিন তা শক্ত হবেই এবং যা আনন্দ দিবে। এখানে মহান আল্লাহ্*র সিফাত ভালোবাসার সাথে আরো একটি সিফাত যোগ হয়েছে। আল্লাহ হচ্ছেন সমস্ত কিছুর উপরে ক্ষমতাবান। তিনি জানেন কেউ তার ক্ষমতা কে খর্ব করতে পারেনা। সেই অসীম ক্ষমতাশীল আল্লাহ্* বলছেন, আমার দুর্বল মুমিন বান্দারা একদিন সবল হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ধরতে পারছেন কি! ভালোবাসা ছাড়াও আরো একটি বিষয় এখানে উপস্থিত! আমাদের সন্তানের প্রতি আমাদের যত

ভালোবাসাই থাকুক না কেন আমরা কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনা যে একদিন আমার সন্তান বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু আল্লাহ্* বলে দিচ্ছেন, "মুমিন রা শক্ত হয়ে দাঁড়াবেই" কেন? কারন আল্লাহ বলে দিয়েছেন তাই, আর আল্লাহ্* এই কথাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নাই তাই! অনেকটা এরকম, **আল্লাহ্*র প্রিয় বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহ্* তার নিজের ভালোবাসা এবং ক্ষমতার সন্নিবেশ করে ঘোষণা দিচ্ছেন, "মুমিন রা শক্ত হয়ে দাঁড়াবেই"** (এবং আল্লাহ্*ই উত্তম টা জানেন)

মহান আল্লাহ্*র কত ভালোবাসা!

শুধু তাই নয়, আলাহ যে এখানে তাঁর নিজের ক্ষমতা এবং প্রভাব মুমিনদের পক্ষে রহমত স্বরূপ ঢেলে দিয়েছেন তা বুঝা যায়, কারন আল্লাহ্* বলছেন, আল্লাহ্* এটা করবেন যেন কাফির দের গা জ্বলে যায়!

দ্বিতীয় প্রসঙ্গঃ

আল্লাহ্* বলেইছেন, তিনি মুমিনদের কে দুর্বল অবস্থা থেকে

মজবুত করে দিবেন। আজ আল্লাহ্*র বান্দাদের দুর্বল অবস্থা দেখে যারা খুব মজা পাচ্ছে, বড় বড় লেকচার ঝাড়ছে তাদের জন্য আফসোস, তারা এখনো বুঝে নাই, মুমিন দের এই সাময়িক দুর্বলতা তাদের জন্য গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়াবে! সুতরাং সাময়িক এই দুর্বলতা আমাদের যেন হতাশ না করে, কারন এই দুর্বলতার মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমাদের শক্ত করে দিবেন। বাচ্চা জন্মের পরে শক্ত হয়ে দাড়াতে পারে! এখন কেউ যদি এটা নিয়ে হতাশ হয় আমার বাচ্চা টা দাঁড়াতে পারেনা তাহলে সবাই তাকে কি বলবে! কারন এই দুর্বলতার মধ্য দিয়েই বাচ্চা সবল হতে শিখবে। একই ভাবে আমাদের এই সাময়িক দুর্বলতার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্* আমাদের কে শক্ত করে দিবেন ইনশা আল্লাহ্*। সুতরাং আমাদের সাময়িক এই দুর্বলতা আসলে আমাদের জন্য সাইন! আর আজ যারা মুমিনদের এই দুর্বলতা দেখে খুশি হচ্ছে, বড় বড় বুলি ছাড়ছে, মুমিনদের অপমান করছে, অত্যাচার করছে এমনকি এটাও সাইন, কারন আল্লাহ্* বলেছেন তিনি মুমিনদের শক্তিশালী করে কাফিরদের গায়ের জ্বালা সৃষ্টি করে দিবেন। গায়ের জ্বালা কখন তৈরি হবে, যখন কেউ আপনার ক্ষতি করতে চাইবে কিন্তু পারবেনা, যখন কেউ আপনার ধংস চাইবে কিন্তু দেখবে তার চোখের সামনেই আপনি ডালপালা

মেলে বড় হয়ে যাচ্ছেন, আর তার কিছুই করার নাই। আপনার সাথে যার শত্রুতা নাই, আপনার উন্নতিতে তো তার গায়ের জ্বালা হবে না! গায়ের জ্বালা শুধু তারই হবে যার সাথে আপনার শত্রুতা আছে। সুতরাং আজ কাফিরদের এই হম্বি তম্বিই আসলে একটা সাইন যে তাদের ই গায়ের জ্বালা শুরু হবে।

তৃতীয় প্রসঙ্গঃ

আল্লাহ্* যে উদাহরন দিয়েছেন তা হচ্ছে, চারা গাছ। মুমিনদের বর্ননা বুঝাতে গিয়ে চারা গাছের উদাহরন বড়ই হিকমত পুর্ন। বীজ থেকে যখন প্রথম চারা পাতা বের হয়ে আসে, দুনিয়ার কয়জন মানুষ সেটা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করে, কিংবা সেই চারা গাছের বেড়ে উঠা? বরং বাস্তবতা এটাই যে সবার অলক্ষ্যে এই চারা গাছ জন্ম নেয়, আস্তে আস্তে একটু বড় হয় একদিন সে ডাল পালা মেলে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়! এভাবে চিন্তা করেন, একটা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন দুইজন মানুষ যেত। একজন বৃদ্ধ এবং সৎ, একজন যুবক একজন জালিম। একদিন সেই রাস্তার পাশে একটা চারা গাছ বেরিয়ে আসলো, কিছু দিন পর সেই গাছের ছোট ছোট

ডাল রাস্তার উপরে এসে পড়লো। বৃদ্ধ এবং সৎ লোকটা গাছ তা দেখত এবং ভাবতো একদিন এই গাছ টা বড় হলে গাছটার নিচে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেয়া যেত। আর জালিম লোকটা যাবার সময় গাছের পাতা ছিঁড়ত, ডাল ভেঙ্গে দিত। এভাবে চলতে থাকলো। একদিন সেই জালিম গাছের ডাল ভাংতে গিয়ে লক্ষ্য করলো আজ আর সে ডাল ভাংতে পারছেনা, কারন আজ সেই ডাল এত শক্ত হয়ে গেছে যে এটা ভাঙ্গা তার সামর্থ্যের বাইরে, সেই জালিম হতাশ হয়ে চলে গেলো। আর ঐ দিন এই বৃদ্ধ রাস্তা দিয়ে যাবার পথে লক্ষ্য করলো আরে, গাছ টা তো বড় গেছে, এখন তো দেখি এটার নিচে বসা যায়! এই গাছ কিন্ত তাদের চোখের সামনেই বড় হয়েছে, কিন্তু জানান দিয়েছে একদিন হঠাত করেই!

আল্লাহ্* মুমিনদের বেড়ে উঠাকেও ঐ চারা গাছের সাথে তুলনা করেছেন। সবার অলক্ষ্যে সে বেড়ে উঠে!

এত ফিতনা আর এত অস্থিরতার মধ্য দিয়েও ধীরে ধীরে আল্লাহ্* তার বান্দাদের কে তৈরি করে নিচ্ছেন! সবার অলক্ষ্যেই! একদিকে ফিতনা, বেহায়াপনা, কুফুরি যেমন বৃদ্ধি

পেয়েছে অন্যদিকে একটা ছোট দল ও কিন্তু সেই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে! আর এরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে! আজ কাফির মুরতাদ আর নাস্তিক রা খুব চিন্তায় পড়ে গেছে, "এটা কিভাবে হচ্ছে?" তাদের প্রশ্ন, "এই রিভাইভাল টা হচ্ছে কিভাবে? কে তাদের কে মোটীভেট করছে? কে তাদের অনুপ্রেরনা জোগাচ্ছে? তাদের সমস্ত সমীকরণ ভেস্তে যেতে বসেছে! কিছুদিন আগ পর্যন্তও তারা সব কিছু ঢালাও ভাবে মাদ্রাসার উপরে আর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যাবস্থার উপরে চাপিয়ে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতো, বড় বড় টকশো করতো, কিন্তু আজ তাদের সেই মুখস্ত বুলি মিথ্যা প্রমানিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই জাগরন কে তারা কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারছেনা। আর এটাই তাদের সবচেয়ে বড় ভয়ের কারন! কারন তারা জানেনা এই জাগরনের উৎস কোথায়! তারা এই উম্মতের যুবক দের দ্বীন দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সমস্ত পরিকল্পনাই গ্রহন করেছিলো, তাদের সামনে দুনিয়াকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলো ক্যারিয়ারের নামে, অন্তর কে মেরে ফেলেছিলো ফাহেশার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে, আল্লাহ্* কে ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলো যুক্তি আর বিজ্ঞানের নামে! এবং তাদের চেষ্টায় কোন ফাঁক ছিলোনা। এখন তারা অবাক হয়ে যাচ্ছে কিভাবে তাদের এই

পরিকল্পিত জগত থেকে এই নতুন জাগরনের আভা প্রকাশ পাচ্ছে! আল্লাহ্* যথার্থই বলেছেন,

"কাফির দের পরিকল্পনা ব্যার্থ হবেই"

চতুর্থ প্রসঙ্গঃ

কাফির আর মুরতাদ রা একটা বিষয় খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছে যে এই জাগরন কে তারা বন্দুকের গুলি দিয়ে আর ধরপাকড় দিয়ে বন্ধ করতে পারবেনা। এই জন্য তারা এই যুদ্ধের সাথে সাধারন মানুষকেও সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। কারন এই যুদ্ধ হচ্ছে অন্তরের যুদ্ধ। **"ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড"** এই যুদ্ধের মূল অনুপ্রেরনা যা কাফির এবং মুরতাদ রা ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে তা হচ্ছে **আল্লাহ্*র নূর, আল্লাহ্*র কালাম যা মুমিনদের বিজয় বর্ননা করেছে! কিন্তু তারা এই নূর কে কিভাবে ধঙ্গকরবে যেখানে আল্লাহ্* বলেছেন, "তারা মুখের ফুতকারে আল্লাহ্*র নূর কে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্* তাঁর নূর কে প্রজ্বলিত করেই ছাড়বেন এতে কাফির দের যতই গায়ে জ্বালা ধরুক না কেন"**

সুতরাং তারা পারবে না। তাহলে এখন আমাদের করনীয় কি? অনেক করনীয় এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, এই জাগরন কে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়া, বিকশিত করা। এটা নিয়ে চিন্তা করা, এটার প্রসারে কাজ করা। একটা কথা শুনেছিলাম, ইজরায়েল এটা ভয় পায়না যে ফিলিস্তিন কে ভালোবেসে কেউ ইজরায়েলের দিকে একটা গ্রেনেড মারবে বা একটা গুলি ছুড়বে। বরং ইজরায়েল এটা ভয় পায় যে কেউ ফিলিস্তিন কে নিয়ে চিন্তা করবে। কারন গুলি বা গ্রেনেড কে প্রতিহত করার সামর্থ্য ইজরায়েলের আছে কিন্তু একটা জাগরন কে প্রতিহত করার সামর্থ্য তার নাই। **ইজরায়েল চায় মুসলিম উম্মাহ এই ফিলিস্তনকে ভুলে যাক, কেউ একে নিয়ে চিন্তা না করুক।**

একই ভাবে আমাদের মুরতাদ সরকার এবং তাদের এই কুফুরি ব্যাবস্থাও আমাদের কে আমাদের বিজয়ের আদর্শ এবং চিন্তা ধারা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইবে। কিন্তু আমাদের কে বেশি এই চিন্তা ধারার প্রসার ঘটাতে হবে। আমাদের এই সময় টা বড় অদ্ভুত সময়! **আমরা উম্মতের দুইটা অবস্থার সন্ধিক্ষণে উপস্থিত!** এই অবস্থায় কেউ যদি

উম্মতের আদর্শ এবং চিন্তা চেতনা থেকে অন্ধকারে থেকে যায় তবে তা হবে মারাত্মক ক্ষতিকর! কারন সে অতলে ভেসে যাবে! উম্মতের এই জাগরনে আমাদের অংশ গ্রহন করা জরুরী, উম্মতের জন্য নয়। বরং নিজেদের জন্যই! কারন আপনি যদি নির্ধারিত সময়ে ট্রেনে না উঠতে পারেন তাহলে ট্রেন ছেড়ে চলে যাবেই, আপনার জন্য বসে থাকবেনা। একই ভাবে উম্মতের বিজয়ের এই কাফেলা আপনার আমার জন্য বসে থাকবেনা। বরং এই কাফেলা সামনে এগিয়ে যাবে। আমি বা আপনি যদি এই কাফেলা মিস করে ফেলি তবে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই থাকবে না!

আল্লাহ্* আমাদের জন্য সহজ করুন।

৬০.নেক কাজের তাউফিক একটি অমুল্য নিয়ামত!

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ।

বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে নেক কাজের তাওফিক। নেক কাজের তাওফিক অনেক বড় একটি নিয়ামত। আমরা মনে করি, চাইলেই আমরা হয়ত কোন নেক কাজ করতে পারি। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়, আর এ বিষয়টি বুঝতে না পারার কারণে আমরা তাউফিকের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারিনা, নিয়ামত হিসেবে তাউফিক চিহ্নিত করতে পারিনা। আর যখন তা পারিনা তখন স্বাভাবিক নিয়মে আমি, আমরা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় থেকেও গাফেল থেকে যাই। কারণ নিয়ামত যদি না চিনতে পারি তাহলে শুকরিয়া আদায়ের প্রসঙ্গ কিভাবে আসবে! এর ফলে দেখা যায় আমাদের জীবনে নিয়ামতের পরিমাণ কমতে থাকে, কারণ রাসুল (সাঃ) বলেছেন, (ভাবার্থে) আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করার কারণে আল্লাহ্* তা উঠিয়ে নেন এবং অন্য কাউকে দান করেন।

এক ভাইয়ের ঘটনা জানি - উনি একবার নিয়াত করলেন আল্লাহ্* চান তো আজ আমি কোন একটা ভালো কাজ করব। কি করা যায় এমন চিন্তা করতে থাকলেন। উনি এক আনসার ভাইয়ের বাসায় ছিলেন। তখন মাসের প্রায় শেষ এবং যে কোন কারণে উনার আনসার ভাইয়ের হাতের

টাকাও প্রায় শেষ। তখন তিনি ভাবলেন আচ্ছা, আমি আমার আনসার ভাইয়ের মানিব্যাগে ৫০০০ টাকা রেখে দেই। আনসার ভাই জানবেন না টাকা কিভাবে আসলো বা হয়ত উনি বুঝতেই পারবেন না। আর কাজটি গোপন আমল হিসেবে কবুল হলে আল্লাহ ও খুশি হবেন! কিন্তু দুর্বলতার কারণে শেষ পর্যন্ত উনি তা করতে পারলেন না। ৫০০০ টাকা উনার কাছে বেশ ভারী মনে হচ্ছিলো।

এরপরে তিনি মসজিদে গেলেন যোহরের নামাজ পড়তে। নামাজ শেষে দেখলেন আল্লাহর এক বান্দা সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়েছেন। সেই ভাই ভাবলেন, আমি তো আমার আনসার ভাইকে ৫০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারিনি সত্য, কিন্তু আল্লাহ্* চাইলে আমি এই ভাইকে তো কিছু সাহায্য করতেই পারি। এরপরে তিনি সেই ভাইকে ১০০০ টাকা সাদাকাহ করলেন।

ভাইয়ের ভাষ্যমতে, - প্রথমে যখন আমি ৫০০০ টাকার নিয়াত করেছিলাম তখন আমার দুর্বলতার জন্য আমি তা করতে পারিনি। কিন্তু আল্লাহ্* আমার দুর্বলতার কথা আমার চেয়েও সবচেয়ে উত্তম জানতেন। তাই তিনি ঐ একই দিনে

যোহরের সময়ে আমার সামনে আরেকটি সুযোগ দিলেন - যা আমার জন্য সহজ হয়। আমার তো মনে হয়েছিলো, যদি আমি ঐ ১০০০ টাকার ব্যাপারেও পাশ না করতে পারতাম তাহলে আল্লাহ্* হয়ত আমাকে ৫০০ টাকার কোন সুযোগ দান করতেন, আল্লাহ্* না করুন যদি আমি তাও পাশ না করতাম হয়ত তিনি আমাকে ৫০ টাকা সাদাকার কোন সুযোগ দিতেন। **আসলে আল্লাহ্* এভাবে তাঁর বান্দাদের সামনে সুযোগ দান করতেই থাকেন যেন বান্দা তা গ্রহন করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাউফিক প্রাপ্ত হয় আল্লাহর আরো নিকটবর্তী হবার ব্যাপারে।**

তবে হ্যা, আল্লাহ্* না করুন এমনও কখনো হয় - আমরা এমন উদাসীন থাকি যে, আমাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন নেক কাজের সুযোগ আসতেই থাকে একের পর এক কিন্তু আমরা সে ব্যাপারে কোন খেয়ালই রাখিনা। **আর এমন ভাবে আমাদের অনবরত উদাসীনতার কারণে কোন একদিন আমরা হয়ত এসব নিয়ামত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যাই যা আমাদের চেতনাতেও থাকেনা! অর্থাৎ আমরা নেক কাজের কোন তাউফিক পাইনা, নেক কাজের কোন আকাঙ্খা আমাদের অন্তরে আসেনা! যদি চিন্তা করে**

দেখতাম তাহলে হয়ত আমরা খুঁজে পেতাম এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী আর তা এভাবে যে, আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের সামনে নিয়ামত হিসেবে হাজির হওয়া অনেক (আমদের দৃষ্টিতে মনে হওয়া ছোট) নেক কাজের তাউফিক কে আমরা পরিত্যাগ করেছি, পাশ কাটিয়ে গেছি অথবা আরো খারাপ যে, কখনো বুঝতেই পারিনি সেগুলো ছিলো নিজেদের গুনাহ সমূহ ঝরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবর্ন সুযোগ!

প্রতিটি নেক কাজের সুযোগ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। **কখনো এমন চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, কাজ টি "কত বড়" বা "কত ছোট"**। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক কিছু সরিয়ে দেয়ার কাজকেও ঈমানের শাখা হিসেবে বলা হয়েছে। আমাদের জানা আছে, সাদ ইবনে মুয়াজ (রাঃ) এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিলো! সেই মহান সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কেমন ছিল? সাদ (রাঃ) যখন মুসয়াব ইবনে উমায়ের (রাঃ) কে দেখলেন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন তখন তিনি বর্শা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসলেন মুসয়াব (রাঃ) কে এক হাত দেখে নিতে! মুসয়াব (রাঃ) বললেন, আপনি বরং আমার কিছু কথা শুনুন, যদি

ভালো লাগে শুনবেন আর যদি ভালো না লাগে তবে আপনার যা ভালো লাগবেনা তা আমি আপনাকে বলবোনা। সাদ (রাঃ) ভাবলেন বেশ, উত্তম প্রস্তাব। তিনি বর্শা মাটিতে গেঁড়ে বসে গেলেন মুসয়াব (রাঃ) এর কথা শুনতে। **লক্ষ্য করেন, সাদ (রাঃ) এর জন্য এটি ছিলো একটি ভালো কাজের জন্য প্রথম এবং ছোট পদক্ষেপ। কাজটি ছিলো কিছু ভালো কথা শোনার দাওয়াত কবুল করা। আর এই কাজের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্* উনাকে ইসলামের নূর দান করলেন! সাদ (রাঃ) মৃত্যুতে জিবরীল (আঃ) উত্তম পোশাক এবং পাগড়ী পরিধান করে আসমান থেকে নেমে এসেছিলেন, আর রাসুল (সাঃ) কে সংবাদ দিয়েছেন আজ আপনার এক সাহাবী মারা গেছেন! আর এই সমস্ত নেয়ামতের প্রথম কদমটি ছিলো খুব ছোট, সাধারণ একটি কাজ, - কিছু ভালো কথা শোনার দাওয়াত কবুল করা।**

এমন অনেক ছোট ছোট নেক আমল থাকে যা অহরহই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায় কারণ সেগুলো হয়ত **"ছোট নেক আমল"** তাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা দরকার হয়ত আমরা এমনই যে, আমাদের জন্য **"বড় আমল"** গুলো ভারী হয়ে যেত তাই আল্লাহ্* আমার জন্য

ছোট এবং সহজ করে দিয়েছেন। যেন আমি অন্তত বঞ্চিত না থেকে যাই। একই সাথে এও মনে রাখা দরকার ছোট নেক কাজ গুলো সাধারনত মারাত্মক এক কবিরা গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে তা হচ্ছে **"রিয়া"**। কারণ আমল হিসেবে সেগুলো এমন ছোট যে, সেগুলোর মধ্যে দেখানোর তেমন কিছু নাই। তাই আমল হিসেবে ছোট হলেও পরিপুর্ন ইখলাস এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুস্টির জন্য এসব আমল সহজ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। একই সাথে এই ছোট নেক আমল গুলো হচ্ছে রিয়া মুক্ত হয়ে ইখলাসের সাথে বড় আমল করার জন্য প্র্যাকটিস ও বটে!

ছোট বাচ্চা যখন রঙ পেন্সিল নিয়ে খুব মনোযোগের সাথে ছবি আঁকে এবং তার বাবাকে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখায় আর বলে, বাবা বলো তো এই ছবি টা কেমন হয়েছে? বাবা তাকিয়ে দেখে মেয়ে আসলে রঙ বেরঙের কিছু এলোমেলো লাইন এঁকেছে! বাবা কি বলবে আরে এটা তো কিচ্ছু হয়নি! বরং বাবা বলবে - কি এঁকেছ বাবা, বেশ চমৎকার হয়েছে! বাবা কেন এ কথা বলবে?

প্রথম কারণ - তিনি বাবা আর ছবি একেছে তার অবুঝ

সন্তান তাই। দ্বিতীয় কারন - এই অবুঝ সন্তানের একান্ত আগ্রহ নিয়ে আকা ঐ হাবি জাবিই বাবার কাছে অনেক প্রিয়। তাহলে এবার ভেবে দেখেন আমাদের এমন খুব ছোট ছোট কাজ গুলো যদি আন্তরিকতার সাথে শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তবে আল্লাহ তা কত পছন্দ করবেন! কারণ নিশ্চিত ভাবেই আল্লাহ আমাদের নিজেদের বাবা মা অপেক্ষা অধিক ভালোবাসেন!

কোন নেক কাজের সুযোগকেই এই বলে পাশ কাটানো উচিৎ নয় যে, **"এ আর এমন কি!"** কারণ আপনি নিশ্চিতই জানেন না যে, এই কাজের মধ্যে আল্লাহ্* কি পরিমাণ বারাকাহ লুকিয়ে রেখেছেন। কারণ আল্লাহ্* বৃদ্ধির ওয়াদা করেছেন। প্রত্যেকটি নেক কাজের তাউফিক আমার এবং আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দিকে আরো একটু এগিয়ে যাবার দাওয়াত,

খুব ক্ষতি হয়ে যাবে যদি আমরা আল্লাহর অনুগ্রহকে "ছোট" বলে প্রত্যাখান করি!

আর হ্যা, নিশ্চয়ই সকল তাউফিক শুধু মাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই

৬১.প্রিয় ভাইদের প্রতি পড়ে দেখার অনুরোধ

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনারা জানেন যে আমরা একটা যুদ্ধের ময়দানে আছি। আপনি ঘরে থাকেন বা বাইরে থাকেন যেখানেই থাকেন না কেন আমি এবং আপনি আমরা সবাই যারা অন্তত ঈমানের শেষ আলো টুকু নিভিয়ে দেয়নি বা নিভে যেতে দেয়নি তারাই আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধে আছি।

আপনি বিশ্বাস করেন, আপনি নিরাপদ না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমি বা আপনি তাদের মত হয়ে যাবো। এটা আল্লাহর কথা, আল্লাহ বলেছেন, **তারা চায় তোমরাও তাদের মত কাফের হয়ে যাও।** এটাই বাস্তবতা। আপনাদের স্মরন

আছে কিনা জানিনা অনেক দিন আগে একবার নিউজে এসেছিলো **দেশের উঠতি বয়সী ছেলে মেয়ে রা জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। কিসের ভিত্তিতে তাদের এই কথা? তাদের ভিত্তি হচ্ছে, এখন ছেলে মেয়েদের কথায় আরবি শব্দ অর্থাৎ সালাম, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, এগুলো বেড়ে গেছে। মেয়েরা এখন হিজাব, নিকাব করছে, ছেলেদের প্যান্ট গোড়ালির উপরে হয়ে গেছে - এবং এগুলোই হচ্ছে তাদের মতে উগ্রবাদের নিদর্শন। একই সাথে এই যুবক শ্রেণী মঙ্গল শোভা যাত্রা কিংবা পহেলা বৈশাখের মত শিরক, বিদয়াত কে প্রত্যাখ্যান করছে এটাও উগ্রবাদ! অর্থাৎ আপনাকে তাদের মত হতেই হবে - এর আগ পর্যন্ত কোন নিস্তার নাই।**

আপনি জাতির পিতা হিসেবে ইবরাহিম আঃ মানেন কিংবা না মানেন কোন সমস্যা নাই, কিন্তু আপনি জাতির পিতা হিসেবে শেখ মুজিব মানেন না, এতে সমস্যা আছে। শুধু সমস্যা না অনেক বড় সমস্যা আছে!

আমি শুরুতে বলেছিলাম যে তারা আপনাকে, আমাকে, **আমার ঈমান নিয়ে থাকতে দিবেনা, দিবেনা দিবেনা।** এখানে

আর কথা পেচায়ে কোন লাভ নাই, যত বড় মুফতি ফুলান কিংবা শায়েখ ব্র্যাডলি অন্য রকম বলুক না কেন। আসলে বাস্তবতা এত করুন যে এখন এই সব কথা বলাটাও এক রকম বিলাসিতা! সারা দুনিয়াতে যখন উম্মাতে মুহাম্মাদী সাঃ শুধু মাত্র তার নিজের ঈমানের জন্য রক্তাক্ত হচ্ছে তখন যদি এই কথাকে প্রমান করার চেষ্টা করতে হয় তাহলে তা বিলাসিতাই বটে।

আজ আপনাদের সাথে কথা বলার মাকসাদ ভিন্ন। আগেই বলেছি যে আমরা যুদ্ধের ময়দানেই আছি। এটা আমরা যত দ্রুত উপলব্ধি করতে পারবো ততই মঙ্গল।

আমরা বসে থাকি, কিন্তু আমাদের শত্রু রা বসে থাকেনা। তাদের কোন ক্লান্তি নাই। তাদের চোখের পাতা বন্ধ হয়না। ইউটিবের একটা বিখ্যাত দাওয়াহ চ্যানেল Merciful Servant - আপনারা অনেকেই নাম শুনেছেন, ভিডিও দেখেছেন। কিছু দিন আগে ইউটিউব কোন কারন ছাড়াই তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়, এমনকি পেপ্যাল তাদের সমস্ত লেনদেন আটকায়ে দেয়। এর কারন হিসেবে তারা একটি কথাই বলে - **এটা উপরের নির্দেশ এর বেশি আর কিছু আমরা বলতে**

পারবোনা।

তো এই যে যুদ্ধের কথা বললাম - এই যুদ্ধের অনেক বড় একটা ময়দান হচ্ছে মিডিয়া। সত্য কথা হচ্ছে এটা বুঝানো প্রায় অসাধ্য যে এটা আসলে কত বড় ময়দান। জিহাদ, মিডিয়ার অর্ধেক কিংবা তারও বেশি। বর্তমানে মিডিয়া ব্যাতিত কোন যুদ্ধ সফল হতে পারবেনা, আপনি লিখে নিতে পারেন। যত সামরিক শক্তিই থাকুক না কেন মিডিয়া যদি পক্ষে না থাকে কোন শক্তির পক্ষে যুদ্ধে জেতা প্রায় অসম্ভব। ফিল্ডে যদি জিতেও যায় মোরালের দিক থেকে তারা পরাজিত হবেই, হতেই হবে। **এই কথার জন্য অ্যামেরিকার চেয়ে বড় আর বাস্তব উদাহরন কে হতে পারে!**

কথা হচ্ছিলো মিডিয়া নিয়ে। এই মিডিয়া এবং যুদ্ধের সাথে মিডিয়ার সম্পর্ক নিয়ে আমি সামান্য কথা বলব এর পরেই মূল কথায় চলে যাবো ইনশা আল্লাহ।

মিডিয়া এবং যুদ্ধ একটি আরেকটির সাথে মুদ্রার মত, অন্তত মডার্ন ওয়ারফেয়ারে। মিডিয়া যুদ্ধ ছাড়া টিকে থাকবে, তবে মিডিয়া ব্যাতিত যুদ্ধ টিকতে পারবেনা। যুদ্ধের অন্যান্য সব

এলিমেন্টস এবং লজিস্টিকস এর মত মিডিয়াও এখন যুদ্ধের উপাদান। এবং **কখনো তা ডিসাইসিভ এলিমেন্ট অফ দা ওয়ার।**

মিডিয়া নিজে একটি স্বতন্ত্র ওয়ার মেশিন এবং কনভেনশনাল ওয়ার থেকে এই ওয়ার মেশিনের সুপিরিওরিটি অনেক দিক থেকে বেশি। আমাদের মিডিয়ার স্বরূপ খুব পরিষ্কার ভাবে জানা দরকার, কারন মিডিয়া এখন শুধু বিনোদনের জন্য নয়। একটা কনভেনশনাল ওয়ার এর জন্য দরকার বিলিওন বিলিওন ডলার, ম্যানপাওয়ার, মেশিনারিজ, হিউজ লাইন অফ কমিউনিকেশন্স, লজিসটিক্স, অনেক কিছু। শুধু তাই নয় একটি যুদ্ধ কে প্রস্তুত করার জন্য এর আগে পিছে অনেক স্টোরি তৈরি করতে হয়। কনভেনশনাল ওয়ারে - ফিজিক্যাল গ্রাউন্ড দরকার হয় এবং সেটার লিমিটেশন আছে। শুধু তাই নয় - সব সময়ে এখানে রিস্ক থাকে ফিজিক্যাল এবং ইডিওলজিক্যাল। অপর দিকে মিডিয়া কে যদি আমরা এরকম একটা ওয়ার মেশিন হিসেবে চিন্তা করি তাহলে মিডিয়ার নিজস্ব ওয়ার মেকানিজম আছে। একটি কমন মেকানিজম হচ্ছে প্রোপাগান্ডা বা সাইকোলোজিক্যাল ওয়ার। মজার ব্যাপার হচ্ছে - এটি এমন

এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধতে কোন যুদ্ধ না করেই জেতা যায়! এর জন্য কোন বিলিওন ডলার ইনভেস্টমেন্ট লাগেনা, লাগেনা হাজার হাজার ট্রুপ্স। শুধু তাই নয় এই যুদ্ধ সারা দুনিয়াব্যাপী এক সাথে চালানো যায়। দরকার শুধু এমন কিছু মানুষ যারা এই কাজে এক্সপার্ট। এবং হয়ত তুলনামুলক ভাবে খুবই কম ফাইন্যান্স। একই সাথে এই যুদ্ধে আপাত কোন রিস্ক ও নাই।

মডার্ন ওয়ারফেয়ারে মিডিয়া একটি আর্মড উইং। যদিও অন্যান্য আর্মড উইং এর মত এর কোন ফিজিক্যাল আর্সেনাল নাই, অন্তত যা চোখে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এটিই মিডিয়ার অন্যতম আর্সেনাল যে সে আপনাকে এবং আমাকে সব সময়েই এই ধোঁকা দিতে পারে যে সে তো শুধুই মিডিয়া! আপনি বা আমি এফ১৬ থেকে বোম্ব আশা করি কিন্তু মিডিয়াও যে এফ১৬ এর চেয়ে কম ভয়ংকর কিছু না তা আমরা বুঝতেই পারিনা! **আর এই লাইন গুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মিডিয়াও আঘাত করতে সক্ষম এবং তাও মারাত্মক ভাবে এটি পরিষ্কার করা।**

এতকথা বলার উদ্দেশ্য ছিলো ওয়ার মেশিন হিসেবে

মিডিয়ার সুপিরিওরিটি কতটুকু তার একটা হালকা আভাস তুলে ধরা।

মূল কথাঃ

এই মিডিয়া যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কি? অনেক ভাই আছেন জিহাদের জন্য উদগ্রীব আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের বিনীত ভাবে বলব, আপনি জিহাদ করতে চান? মিডিয়াও জিহাদের অংশ, শুধু তাই নয় **মিডিয়া জিহাদের অর্ধেক কিংবা এর ও বেশি**। এটি আমার কথা নয়, এটি বড় বড় মুজাহিদিন কমান্ডারদের কথা যারা তাদের জিন্দেগী পার করেছেন জিহাদের ময়দানে! আপনি অবাক হবেন এমন নির্দেশনা পর্যন্ত আছে **কোন ভাই যদি মিডিয়ার কাজে পারদর্শী হোন তবে তাকে ময়দানের এমন কাজে যেতে দেয়া যাবেনা যে কাজ অন্য যে কোন মুজাহদিন ভাই পারেন**। আমি বার বার তাই বলছি - যা শায়েখরা বলেছেন - **যিনি মিডিয়ার জন্য নিজেকে ব্যাস্ত রাখলেন আর যিনি রিবাতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলেন এই দুইয়ের আমলের পুরস্কারে কোন তারতম্য হবেনা,** এটি আমার কথা নয় বরং এটি মুজাহিদিন শায়েখদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ফাতওয়া।

তারা "হাসিনা এ ডটার্স টেল" মুভি বানায়, বাংলালিঙ্ক নেক্সট টিউবারস আয়োজন করে তরুনদের মধ্য থেকে ঘৃণ্য জাতীয়তা বোধ কিংবা খুব সস্তা কোন দুনিয়াবি চেতনা নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য তরুনদের খুজে খুজে বের করে, **কিন্তু হায় আফসোস আমার রাসুল সাঃ এর সিরাত নিয়ে কিংবা আল্লাহর দ্বীন কিংবা মিল্লাতে ইবরাহিমের চেতনা নিয়ে ভিডিও বানানোর জন্য আমরা কাউকে খুজে পাইনা!** নোংরা অশ্লীল গানের প্রচার আর প্রসারে বাজার সয়লাব হয়ে যায় কিন্তু বিশুদ্ধ আকিদাহ আর মানহাজের কথা প্রচার করার জন্য কাউকে খুজে পাওয়া যায়না। সালমান মুক্তাদিরের মত বেজন্মারা যুবকদের রোল মডেল হয়ে যায় অথচ দ্বীনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য এক জন মুসয়াব ইবনে উমাইর খুজে পাওয়া যায়না!

এমন কেউ নাই তা আমি বিশ্বাস করিনা! করা উচিত না। আমি বিশ্বাস করি তারা আছে - কিন্তু আমাদের দরকার তারা এই ময়দানের ফ্রন্ট লাইনে আসুক। সত্যিই কি এমন যুবক নাই যে রাসুল সাঃ সিরাহ নিয়ে কিংবা আল্লাহির দ্বীন কিংবা আকিদাহ মানহাজের প্রেজেন্টেশন নিয়ে সামনে এগিয়ে

আসতে পারে! আরে আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? কাকে ভয় পাচ্ছেন? জানেন আল্লাহ কি বলেছেন? - আল্লাহ বলছেন - (ভাবার্থে) **আমি এ কথা লিখে দিয়েছি আমি এবং আমার রাসুলগন ই (এবং তাদের অনুসারী মুমিন বান্দা গন) বিজয়ী হবে।**

মিডিয়া জিহাদের জন্য আপনাকে খুব কঠিন কিছু করতে হবেনা। অনেক কিছু ব্যায় করতে হবেনা, আপনার জিন্দেগীর সমস্ত সময়ও এখানে দিতে হবেনা। **বিশ্বাস করেন আপনি শুধু মাত্র আপনার অবসর বা হেলায় ফেলায় কাটিয়ে দেয়া সময় গুলো দিয়েই এই মিডিয়া জিহাদে শরিক হতে পারেন ইনশা আল্লাহ।** শায়েখ তামিম কিংবা বাবরি মাসজিদের ডকুমেন্টারি কিংবা জিহাদি ময়দানের ভিডিও গুলো কি আপনাকে উৎসাহিত করে? কেমন হবে যদি এমন ভিডিও আপনি নিজে তৈরি করলেন আর আল্লাহর রহমতে হাজার হাজার আল্লাহর বান্দা এই ভিডিও থেকে উপকৃত হল! আপনার ভিডিও দেখে উৎসাহি হয়ে কেউ একজন হিজরত করে ফেললো, কেউ একজন ১ লাখ টাকা খরচ করে একটা হাই কনফিগারেশনের ল্যাপটপ সাদাকাহ করলো, কেউ হয়ত গাফেল ছিলো দ্বীনের পথে ফিরে আসলো! কেমন হবে

আপনার পুরষ্কার! **দ্বীনের পথে ফিরে আসা সেই ব্যাক্তির সমস্ত আমল তো বতেই বরং আপনি তার বেচে থাকা প্রতিটি মুহূর্তের জন্য সাওয়াব পাবেন ইনশা আল্লাহ। কেন জানেন? কারন সে আগে ছিলো কুফরের উপরে, তার প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিলো কুফরের ভিতরে, কিন্তু এখন তার বেচে থাকা এবং প্রতিটি নিঃশ্বাস ঈমানের সাথে! তার ঈমানের প্রতিটি মুহূর্ত আপনার জন্য সাদাকাহ! জি আর এটাও সম্ভব আপনার মিডিয়া কাজের মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ।** আল্লাহ দিতে পারেন এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ তো নাই ই, বরং আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন, আল্লাহ দিবেন এবং আরো বেশি দিবেন। এখন দেখা দরকার আমি বা আপনি নিতে রাজি আছি কিনা।

কি এমন লাগে এই মিডিয়া জিহাদের জন্য?

১। একটা ল্যাপটপ বা পিসি কম বেশি সবার ই থাকে। না থাকলে কিনে নেয়া যায় যাদের সামর্থ্য আছে (খুব বেশি হলে ২৫ হাজার টাকা সেকেন্ড হ্যান্ড। অনেকে লাখ টাকা দিয়ে গেমিং ল্যাপটপ কিনে ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও গেম খেলার জন্য)

২। ডেইলি ২/৩ ঘন্টা সময়

৩। ইন্টারনেট (মাসে খুব বেশি হলে ১০০০ টাকা)
৪। কিছু দক্ষতা (না থাকলে শিখে নিবেন তাও ফ্রি ইউটিউব থেকে)

খুব বেশি কিছু কি? বসে বসে টিউটোরিয়াল দেখে কাজ শিখবেন এর জন্য আপনি জিহাদের কাজের পুরস্কার পাবেন, কারন যখন জিহাদ ফরজ তখন জিহাদের প্রস্তুতিও ফরজ! আপনি চিন্তা করে দেখেন সারা দুনিয়া ব্যাপী আপনার মুসলিম ভাই বোনেরা, আর তাদের সন্তান রা কি পরিমান জুলুমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আর আমি আপনি ঘরে বসে এই সামান্য কাজ টুকু আঞ্জাম দিতে পারবোনা! **যদি না পারি তাহলে আসলে বলতে হয় আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট নাই!**

প্রিয় ভাই আমার - আপনি কি নিয়ে এত ব্যাস্ত? আপনার মোবাইলের দাম হয়ত ২৫ হাজার টাকা, আপনার বাইকের দাম ২ লাখ টাকা, আপনি আড্ডা, গুলতানি, খেলা দেখার পিছনে ব্যায় করেন ঘন্টার পর ঘন্টা কিন্তু যখন আমার মা বোনদের শেষ করে দেয়া হচ্ছে, তাদের নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে নির্বিচারে তখন কি আপনাকে উদাসীন করে

রাখলো? আমি আপনাকেই বলছি? আপনি কি আল্লাহ আর তাঁর কিতাব বিশ্বাস করেন? যদি করেন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আল্লাহ কি বলেছেন? আল্লাহ বলেছেন - **"তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী পুরুষ আর শিশুদের রক্ষার জন্য লড়াই করবে না** ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (নিসা ৭৫)

জি, ঠিক তাই। এটাই আল্লাহ বলেছেন। এর মাঝে আর অন্য কিছু নাই। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই দেখতে পারেন এটা কুরআন - কোন মুফতি ফুলানের কথা নয় যে - সরকার বদলের সাথে সাথে ফুলানের ফাতওয়া ও বদল হয়ে যাবে।

তাহলে এবার বলেন - আসেন আমরা সিরিয়াস হই, নিজেকে প্রশ্ন করি আর কি আমাকে আটকে রেখেছে? আমরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিব ভাই? **আমাদের ভাই বোনেরা আর্তনাদ করে বলে - ওহে মুসলিম উম্মাহ, তোমরা কি আমাদের ভুলে গেলে? আমাদের অন্তত ভুলে যেওনা, অন্তত তোমাদের কথার মাঝে আমাদের শরীক রাখো। আমাদের জবান তো অনেক দুরের কথা, আমাদের জিন্দেগীই তো আজ এখানে অবরুদ্ধ - তোমরা অন্তত**

আমাদের কে ভুলে যেওনা, আমাদের ব্যাপারে তোমরা কথা বল। সবাই কে জানিয়ে দাও আজ আমাদের সাথে কি হচ্ছে!

কি জবাব দিব ভাই সেদিন, যেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে! **মুসলিম উম্মাহর রক্তের চেয়েও কি আমার ঐ দুই ঘন্টার বিনোদন বেশি মুল্যবান হয়ে গেল? আমার বোনের ইজ্জতের চেয়ে কি আমার বাইকের মুল্য বেশি হয়ে গেল?**

আমরা ছিলাম এক উম্মাহ। আমরা এখনো এক উম্মাহ। এটাই আমাদের শক্তি। এক হোন। আপনি নিজে এবং আপনার মত যারা, তাদের নিয়ে এক হোন। আপনার সামর্থ্য আছে কিন্তু সময় নাই, আপনি যার সময় আছে তাকে সাহায্য করেন। আপনার গেমিং ল্যাপটপ আছে কিন্তু আপনি কাজ পারেন না আবার আরেকজন আছে কাজ পারে কন্তু ল্যাপটপ নাই। আপনার ল্যাপটপ আপনার ভাইকে দিয়ে দেন, আর বলেন **ভাই তুমি ভিডিও বানাও -ভিডিও বানায়ে এই ল্যাপটপের মাদারবোর্ড গরম করে পুড়ায়ে ফেল আমি আরেক টা ল্যাপটপ কিনে দিবো।**

প্রিয় ভাই, আপনি একা না। **আপনি নিজেকে একা ভাবছেন**

কারন এটাই কাফের রা আপনাকে ভাবতে শিখিয়েছে তাই। আমি, আপনি ঐ বিশ্বাসের মানুষ না। আপনি পারছেন না ভালো কথা অন্য কে নিয়ে পারার চেষ্টা করেন। কেউ না কেউ পারবেই, পারতেই হবে। **কারন এটাই এই উম্মাহর সফলতার অনেক বড় চাবি। এই উম্মাহ এক।**

আজ, এখুনি নিয়াত করেন - শুরু করেন আল্লাহ রাস্তা করে দিবেন, ব্যাবস্থা করে দিবেন সহজ করে দিবেন। আপনাকে শুধু শুরু টা করতে হবে।

আপনারা একটা টার্গেট নেন আমি নেক্সট এক মাসের মধ্যে রাসুল সাঃ সিরাত নিয়ে একটা ১০ মিনিট এর ভিডিও ক্লিপ বানাবো ইনশাআল্লাহ, এটা হতে পারে আপনার শুরু। এর পরে সেই ভিডিও ফেসবুকে শেয়ার করে দেন। সাথে অন্যকে আপনার উৎসাহী করার জন্য আপনার এই পথচলার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরন দিয়ে দেন, যেন অন্য কেউ ও আপনার মত উৎসাহী হতে পারে। এরপরে আপনি যখন সাহস পেয়ে গেলেন তখন আর কোন পিছনে ফিরে দেখা নাই ইনশাআল্লাহ।

*** আপনার পরিচিত কাউকে লেখাটি পড়তে দেন বা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন হয়ত তারা উৎসাহী হবেন ইনশাআল্লাহ**

আমার সামর্থ্য তো শুধু এতটুকুই যে যা আমি জানি তা বলে যাওয়া। আশা রাখি আমার রব্ব আমাকে নিরাশ করবেন না।

৬২.ভাইদের মন ভালো করার জন্য একটা হাদিয়া নিয়ে চলে আসলাম - দেখেন কাফের রা কি বলে!

নিচের লেখা টি লংওয়ার জার্নাল এর একটি রিপোর্টের ভাবানুবাদ।

Analysis: US military grossly underestimates Taliban, al Qaeda force levels in Afghanistan

পড়ে আমার কাছে খুব মজা লাগলো তাই ভাবলাম ভাইদের সাথে শেয়ার করে ফেলি।

আসলে আল্লাহ যে বলেছেন (ভাবার্থে) - আল্লাহ কাফিরদের সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন - তা কতই না সত্য! আল্লাহ বলেছেন, (ভাবার্থে) তোমরা যদি দৃঢ়পদ থাকো তবে একজন জন ১০ জনের উপরে বিজয়ী হবে আবার একজন ৩ জনের উপরে বিজয়ী হবে এমন বলেছেন। - কাফেররা পর্যন্ত আল্লাহর কালামের সত্যতার সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হল!

আল্লাহ বলেছেন - পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, **তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে।**

আমি নিজে আর তেমন কিছু বলব না - সরাসরি মুল রিপোর্ট এ চলে যাই।

অ্যানালিসিসঃ ইউএস মিলিটারি আফগানিস্তানে তালিবান এবং আলকায়েদার সামর্থ্যকে মারাত্মক ভাবে ছোট করে দেখেছিলো

প্রায় ১৭ ধরে সম্মুখ যুদ্ধ করার পরেও ইউএস মিলিটারি আবারো তালিবানের প্রকৃত সংখ্যা এবং সাইজ নির্ধারন করতে ব্যার্থ হল। ইউএস আর্মির লাস্ট কোয়ার্টারলি রিপোর্ট - ইউএস ফোর্সেস ফর আফগানিস্তান (usfor-a) এর মতে তালিবানের সংখ্যা হচ্ছে ২৮,০০০ থেকে ৪০,০০০ এর মধ্যে।

কিন্তু এই সংখ্যা আসলে ডাবল হওয়া উচিত। কারন তাদের এই উপাত্ত আসলে একেবারেই অবাস্তব, কারন আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে ভাবে আফগানিস্তানে ফাইট হচ্ছে এবং যেভাবে সেখানে আফগান আর্মি ক্যাজুয়ালিটি (হতাহত) দাবী করছে সেই হিসাব করতে গেলে এই তথ্য একেবারেই অবাস্তব! লাস্ট তাদের যে রিপোর্ট বের হয়েছিলো যেটা জুলাই থেকে সেপটেম্বার (২০১৮) এর হিসাব ছিলো সেখানে উল্লেখ করেছে তালিবানের সংখ্যা ৩০,০০০ - ৩৫,০০০। এবং তালিবান হাক্কানি নেটওয়ার্ক এর সংখ্যা আরো হয়ত

৩০০০ থেকে ৫০০০।

এখন এই দুইদল এক করে দেখলে সংখ্যা টা পাওয়া যায় ২৮,০০০ থেকে ৪০,০০০। আল কায়েদার উপস্থিতিও সেখানে আছে যারা মূলত ট্রেইনার হিসেবে কাজ করছে তাদের সংখ্যা রিপোর্ট মতে মাত্র ২০০!

২০১০ - ২০১৫ সময়কালে ইউএস মিলিটারি এর হিসাব মতে - আফগানিস্তানে আল কায়েদার উপস্থিতি ছিলো ৫০ থেকে ১০০ জন। বিগত বছর গুলোতে তারা কিন্তু এই সংখ্যার কোন পরিবর্তন করেনি, যতক্ষণ না তারা কান্দাহারে ২ টা আল কায়েদা বেইজে রেইড চালায় এবং ১৫০ জন নিহত দাবি করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এর পরেই তারা আল কায়েদার সংখ্যা পরিবর্তন করে ২০০ বানিয়ে ফেলে!

ইউএস মিলিটারি আইসিস এর ব্যাপারেও সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করতে পুরাপুরি ব্যার্থ হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই সংখ্যা যদি আমরা সত্য ধরেই নেই, তাহলে তা কোন ভাবেই তালিবানের সিকিউরিটি ধরে

রাখতে পারেনা। [অর্থাৎ তালিবান মাত্র এই কিছু সংখ্যক মুজাহিদিন নিয়ে তাদের নিজেদের এলাকা এবং সিকিউরিটি ধরে রাখতে পারেনা, পারার কথা না] ইউএস মিলিটারির এই কথা যদি আমরা সত্য ধরেই নেই যে তালিবানের সংখ্যা মাত্র ২৮,০০০ থেকে ৪০,০০০; তাহলে বলতেই হচ্ছে এটা আফগান মিলিটারির জন্য খুব লজ্জাজনক! এবং এটার দ্বারা এই ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়না কিভাবে তালিবান রা তাদের এই গতি ধরে রেখেছে এবং ম্যাজিক্যালি একের পর এক তাদের হারানো এলাকা গুলো পুনরুদ্ধার করছে।

আফগান ন্যাশনাল ডিফেন্স এবং সিকিউরিটি ফোর্সেস এর সংখ্যা হচ্ছে ৩১২,৩২৮ যার মধ্যে ১৯৪,০১৭ জন হচ্ছে আফগান ন্যাশনাল আর্মি এবং ১১৮,৩১১ জন হচ্ছে আফগান ন্যাশনাল পুলিশ। এর উপরেও আছে ১৬,০০০ এরও বেশি ন্যাটো এবং ৮০০০ ইউএস ট্রুপ্স।

এখন আমি যদি ইউএস আর্মির কথা সত্য ধরেই নেই তাহলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে, এই কোয়ালিশন বাহিনী (ইউএস, ন্যাটো, আফগান) এর ১০ ভাগের ১ ভাগ সমান এক বাহিনীর কাছে নাস্তানাবুদ হচ্ছে!

তালিবানরা প্রায় পুরা আফগানিস্তানেই তাদের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে। **এই তালিবানরা একই সাথে প্রায় ৩৪ টি প্রদেশে যুদ্ধ লিপ্ত।** তালিবানরা যদি তাদের সৈন্য কে সমান ভাবে বন্টন করে দিত তবুও প্রতি প্রদেশে প্রায় ১১০০ জন ফাইটার থাকত। কিন্তু আমরা জানি যে তালিবান এভাবে কাজ করেনা। তাদের সৈন্য বন্টন হয় জরুরতের ভিত্তিতে। যেমন, হেলমান্দ, কান্দাহার, উরুজগান, যাবুল,এবং গাযনি এসব প্রদেশে তালিবানের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি। এসব প্রদেশের অধিকাংশই তালিবানের দখলে। লজিক বলে শুধু মাত্র এই কয় প্রদেশের জন্যই তালিবানের কমপক্ষে দশ হাজারের ও বেশি সৈন্য মোতায়েন করা দরকার।

কিন্তু আরো অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে তালিবানের শক্তি প্রায় পুরা আফগান জুড়েই শক্তিশালী। এটা পুর্বের প্রদেশ গুলোতেও শক্তশালি যেমন - পাকটিকা, খোস্ত, লোগার, ওয়ারদাক, এবং লাঘমান। উত্তরপুর্বে ও তালিবান ভালো এলাকা আয়ত্তে রেখেছে যেমন, কুনার, নুরিস্তান এবং বাদাখশান। উত্তরের দিকেও একই অবস্থা, যেমন বাঘলান, কুন্দুয, তাখার, বালখ, জাওয়াজান, সার ই পুল, ফারিয়াব এবং পসচিমে হেরাত,

ফারাহ বাদঘিস এবং নিমরুয। এমনকি মধ্য প্রদেশ গুলোতেও তালিবানের উপস্থিতি সমান যেমন, বায়মান, ঘোর, দায়কুন্ডি।

এমন অবস্থায় যদি আমরা সর্বচ্চো সংখ্যা ৪০,০০০ ও ধরে নেই তবুও তাদের পক্ষে এই বিশাল এলাকা ধরে রাখা সম্ভব না। কারন আপনাকে মনে রাখতে হবে আফগান মন্ত্রনালয় এর মতে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ থকে ৫০ জন তালিবান নিহত হয়। তাহলে বছরে দাঁড়ায় ১১,০০০ থেকে ১৮,০০০। **এর মানে দাঁড়ায় তালিবান তার খতির ২৮% থেকে ৪৫% এক বছরের মধ্যে পুরন করে ফেলে! এটার মধ্যে আমি তো এমনকি যারা আহত তাদের কথা ধরিইনি।**

দুনিয়াতে এমন খুব কমই ফাইটিং ফোর্স আছে যারা কিনা এই ভয়ানক হারে ক্যাজুয়ালিটির (নিহত) ধাক্কা সামাল দিয়ে শত্রুর উপরে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! **এই আলোচনার উপরে ভিত্তি করে এ কথা বলতেই হচ্ছে তালিবানদের সংখ্যা কোন ভাবেই ১০০,০০০ এর কম না।** ইউএস মিলিটারি এবং ইন্টেলিজেন্স এর জাআর তালিবান

এর ব্যাপারে খোঁজ রাখেনে তারা এ ব্যাপারে একমত। লংওয়ার জার্নাল একজন মুখপাত্র বলেন তালিবানের ৭০,০০০ এর মত ফাইটার আছে এবং আরো দশ হাজারের অধিক সমর্থক আছে। অন্য আরেকজণ বলেন - তালিবান যা করে দেখিয়েছে এই সংখ্যার জনবল নিয়ে তা কখনই করা সম্ভব নয়, তাদের কমপক্ষে আর দ্বিগুণ ফাইটার আছে কিংবা আরো বাস্তবসম্মত হচ্ছে তিনগুন - এবং এটাই আসলে সত্যের বেশি কাছকাছি।

-বিল রজজিও; সিনিয়র উপদেষ্টা লং ওয়ার জার্নাল

৬৩.ভুল হয়ে গেলে নবী রাসুলগন যা করতেন –

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহুওতায়ালা সুরা আত তাহরিমের ৮ নাম্বার আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ

يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ
আয়াতের শেষ পর্যন্ত

আল্লাহ বলেন, ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর - আন্তরিক তাওবাহ। সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজ গুলো তোমাদের থেকে মুছে দিবেন আর তোমাদের কে জান্নাতে দাখিল করবেন - (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) এখানে যে শব্দ টা এসেছে **"তাওবাতান নাসুহা"** এর অর্থ করা হয়েছে **"আন্তরিক তাওবা"** আর এর পরিষ্কার ব্যাখা বুঝানোর জন্য উলামাগন এর সাথে শর্ত সমুহের মধ্যে একটা জুড়ে দিয়েছেন এমন - নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হোওয়া, অনুশোচনা করা। আর এটার জন্য আগে দরকার নিজের ভুল কে চিনতে শেখা এবং স্বীকার করা।

নুহ আঃ যখন নিজের পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন, "**ইয়া আল্লাহ আপনি বলেছিলেন আমার পরিবার কে বাচাবেন, কিন্তু আমার ছেলে তো আমার পরিবার, আল্লাহ বলেছিলেন - ফালা তাস আলনি মা লাইসা লাকা বিহি ইল্ম - হে নুহ যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নাই সে ব্যাপারে প্রশ্ন**

করো না। এর উত্তরে নূহ আঃ সর্ব প্রথম বলেছিলেন, ক-লা রব্বি ইন্নি আউজুবিকা আন আসআলুকা মা লাইসা লি বিহি ইল্ম - হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই (একাজের জন্য যে) আমি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছি যা আমি জানিনা।

একই ভাবে ইউনুস আঃ - বিপদে সবার আগে নিজের ভুলের কথা স্বীকার করেছিলেন আর বলেছিলেন- **লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ য-লিমিন**

একই ভাবে মুসা আঃ যখন আল্লাহ কে দেখতে চেয়েছিলেন আর আল্লাহর নুরের সামান্য ঝলক দেখে অজ্ঞান হয়ে গেলেন, জ্ঞান আসার পরে মুসা সর্ব প্রথম কথা বললেন - **ক-লা সুবহানাক - তুবতু ইলাইক, আল্লাহ আপনি সুমহান মর্যাদাবান, আমি তাওবা করছি (আপনাকে দেখতে চাওয়ার জন্য)** - মুজাহিদ রহঃ এর মতে

এরকম আরো উদাহরন রয়েছে।

যে বিষয়টি নিয়ে কথা সেটি হচ্ছে -

প্রিয় ভাই আমরা প্রতিনিয়ত অনেক ভুল করি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা কারো কাছে জবাবদিহি করি আর কেউ আমাদের জবাবদিহি বুঝে নেন। এই দুইটিই আমাদের কাজ। এবং তা আল্লাহর সন্তুস্টির জন্য। এখন আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সাধারনত সেটা আমাদের নজরে আসে, যখন কিনা আমাদের কোন ভাই সেটার বেপারে কইফিয়ত তলব করেন। এমন হালতে সর্বপ্রথম কাজ নিজের ভুলকে স্বীকার করা, উপলব্ধি করাএবং তাওবা করা। কারন, অধিকাংশ সময়ে আমি বা আপনি এমন ভুল গুলো কিন্তু ভুল মনে করে করিনা, বরং ঠিক ভেবেই করি। কিন্তু আমাদের জবাবদিহিতা যার জিম্মায় তার নিজের চিন্তা এবং ফায়সালা অনুযায়ী এটা ভুল ধরা পড়ে, এমন অবস্থায় খুব কম এমন প্রমানিত হবে যে আমি সঠিক। কারন আমি যদি প্রথম বারেই ধরতে পারতাম এটা ভুল তবে আমি বা আপনি কাজ টা হয়ত করতামই না।

এমন হালতে শয়তানের ফাদে পা দিয়ে আমাদের খোড়া যুক্তি উপস্থাপন করা উচিত না। এতে সর্বপ্রথম যে ক্ষতি হয় তা হচ্ছে নিজের ভুল কে চেনা যায় না। এরফলে আপনি একই ভুল আবার করতে থাকবেন। এর ফলে নিজের

কাজের বেপারে সন্তুস্টি আসতে পারে, আপনি ভাবতে পারেন আমি আমার কাজের বেপারে যুক্তি দেখিয়েছি। এর ফলে আদাব এর খেলাফ হয় কারন দেখা যাবে আপনি জানার কমতির কারনে কথার পিঠে কথা বলেই যাচ্ছেন, যখন বিষয় টা বুঝে আসলো তখন দেখা গেলো আপনি শুধু শুধু আপনার কোন কল্যানকামী ভাইয়ের সাথে অনর্থক যুক্তি দেখিয়ে গেছেন।

এর মানে এই না যে আপনি আপনার কাজের যথাযথ কোন কারন থাকলে তা জানাবেন না। যদি আপনি ইতমিনান হন যে আপনি যা করেছেন তা সঠিক, তবে সেটা বলবেন এতে কোন সমস্যা নাই। কিন্তু যখন বুঝবেন যে ভুল হয়ে গেছে, তখন সেটাকে স্বীকার করে নিবেন, কারন আল্লাহর নবী রাসুল গন পর্যন্ত এটাই করেছেন।

আপনি যত তর্ক করবেন বিশ্বাস করেন শয়তান আপনাকে ততো যুক্তি সাপ্লাই দিতে থাকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি নিজেই নিজের কথার প্যাচে পড়ে যাবেন আর তখন শয়তান কে আপনার পাশে পাবেন না। তাই সবার আগে নিজের ভুল স্বীকার করে নিবেন আর তাওবাহ করবেন।

প্রিয় ভাই ভুল স্বীকার এর মাধ্যমে আমাদের কোন ক্ষতি হয়না বরং এতে অনেক ফায়দা আছে। সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এটা তাওবাতুন নাসুহা এর শর্ত। আর এটার মাধ্যমে আল্লাহ আমদের ভুল গুলো কে মুছে দিবেন বলে জানিয়েছেন। আমরা কি দুয়া করিনা আল্লাহ আমাদের ভুল গুলো ঢেকে দিন। দেখেন আমরা যদি আন্তরিক তাওবা করি, নিজের ভুল স্বীকার করে নেই তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভুল গুলো ঢেকে দিবেন। কারন আল্লাহ এটাই বলেছেন, তিনি আমাদের পাপ গুলো মুছে দিবেন।

প্রিয় ভাই আপনি হয়ত কারো সাথে আজ যুক্তি দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারেন কিন্তু আল্লাহর সামনে কিন্তু আমরা কেউই পার পাবোনা। এই কাজকে আল্লাহর সামনে যুক্তি দেয়ার জন্য ফেলে না রেখে বরং এটাই কি ভালো না যে, আমি সাথে সাথে আমার ভুল স্বীকার করে নিবো আর তাওবা করে নিবো যার ফলে আল্লাহ আমার ভুল টাকেই মুছে দিবেন ইনশাআল্লাহ

প্রিয় ভাই এখানে আমরা এসেছি নিজের জন্য, দ্বীনের জন্য

আল্লাহর সন্তুস্টির জন্য। যে নিজেকে আল্লাহর জন্য নত করে আল্লাহ তার সম্মান আরো বৃদ্ধি করে দেন।

এর বাইরে এই কাজের জন্য আমাদের সিকিউরিটি দিক থেকেও অনেক ফায়দা আছে। এর ফলে আমাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয় যা আমাদের এবং দ্বীনের কল্যানেই।এ ছাড়া আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সেটি সবার আগে সেটি উপযুক্ত ভাইকে জানানো এবং সাথে সাথে নিজে ঠিক করে নেয়ার চেস্টা জারি রাখা, নিজে না পারলে অভিজ্ঞ কোন ভাই কে জানানো এবং উনার সাথে মাশোয়ারা করে বিষয় টা সমাধান করার চেস্টা করা। কিন্তু কখনো এমন হয় যে আমাদের দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে ভয়ে বা লজ্জায় আমরা সেটা গোপন করি এবং নিজে নিজে কোন ভাবে ঠিক করার চেস্টা করি। যখন পারিনা তখন যায় বিষয় টা এমনিই কোন ভাই জেনে যান। কিন্তু এমন হতে পারে যে ততক্ষণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্রথমেই বিষয় টা জানালে হয়ত কোন উপকারী পদক্ষেপ নেয়া যেত ইনশাআল্লাহ। তাই আমাদের উচিত হবে আমাদের দ্বারা কাজের ব্যাপারে কোন ভুল হয়ে গেলে সেটাকে গোপন না করে সাথে সাথে সেটা উপযুক্ত কাউকে

জানানো।

সব শেষে - আল্লাহ আমাদের এই কথার উপরে আমল করার তাউফিক দান করুন
আমিন ইয়া রাব্ব

৬৪.ভুল হয়ে যাচ্ছে, বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে ... এই ভুলের মাশুল বড় ভয়ংকর!

বিসমিল্লাহ, ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ।

মানুষ কি চায়? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন! উত্তর হতে পারে একেক জন একেক রকম কিছু চায়... সত্য। তাহলে প্রশ্ন - **সব চাওয়ার চূড়ান্ত রুপ কি**? হ্যা, এখন হয়ত কোন একটা উত্তর পাওয়া যেতে পারে।

তাহলে প্রশ্নটি আবার করা যাক, **সব চাওয়ার চূড়ান্ত রুপ কি**? **মানুষের সমস্ত চাওয়ার শেষ ছবিটি হয় পরিপূর্ণতা, সে চায় সব কিছু পরিপূর্ণ হবে, কোন অপূর্ণতা থাকবে না, কোন**

অতৃপ্তি থাকবেনা, প্রতিটি অর্জন, প্রতিটি সফলতা, প্রতিটি মাইলফলক তাকে চূড়ান্ত পরিপূর্ণতা দিবে এটিই সম্ভবত সে আশা করে।

আর একদিন ঘুম থেকে উঠে সে এই আশার পেছনে ছুটতে শুরু করে। কম আর বেশ, সবাই ছুটে, ছুটতেই থাকে। কেউ জোরে, কেউ বা আস্তে। সে ছুটতে থাকে তার সেই সপ্নের সোনার হরিণ, সকল বিষয়ে পূর্ণতার পিছনে। খাওয়া দাওয়া, ধন সম্পদ, বাড়ি ঘর, নারী, গাড়ি, পেশা চাকুরি, ক্যারিয়ার, ছবি আঁকা, খেলা ধুলা, মডেলিং, ফ্যাশন, মিথ্যা বলা সত্য বলা, চুরি ডাকাতি কিংবা ম্যাজিক হাত সাফাই, জুতা পালিশ হোক কিংবা রান্না করা হোক, ফুল বাগানে কাজ করা হোক কিংবা স্টেজে উঠে কাউকে রক্তাক্ত করা হোক ... **সে চায় পূর্নতা! সে চায় এমন এক অপার অনুভূতি যা তাকে তৃপ্ত করবে!**

সে ছুটতে থাকে, আর সবাই তাকে ছুটতে শেখায়। বলে, আরো জোরে, জোর লাগাও হচ্ছেনা ত! ঐ দেখো তোমার সোনার হরিণ সে নিয়ে চলে গেলো, বাপ ঝরে যায়, ছেলে হাল ধরে, ছেলে মরে যায় মেয়ে এসে জায়গা নেয়। বোকারা বুঝেনা এক জনের ছুটে চলা আরেক জনের পথ কমিয়ে

দেয়, আজ সে যেটাকে নিজের সফলতা মনে করছে সেটা তার নয়, বরং আরেক জনের এবং তার টা আরেক জনের, এবং তারটা এবং তার টা ... **এভাবে ঘুরে ঘুরে দেখা যাবে সব শেষে চূড়ান্ত সফলতাই বলা হোক কিংবা সেই অপার অনুভুতিটির কথাই হোক তা কেউ ই পায়নি!**

অ্যাপলের মহা নায়ক যে কিনা ছুটে চলা এই ছোট নায়কদের চোখে হিরো সেও শেষ সময়ে বুঝিয়ে দিলো ... হায়! হলো না, তারও হলো না... সমীকরনে বড্ড ভুল হয়ে গেলো! কোথায় সেই পূর্ণ সফলতা!

আজ এই রেসের ময়দানে কিছু জাদুকর আছে কিংবা হ্যামিলনের বাশি ওয়ালা আছে যারা দিন রাত বাঁশি বাজিয়ে এই পূর্ণ সফলতার চূড়ান্ত পরিতৃপ্তির নেশায় ডুবে থাকা মানুষগুলোকে পাগল করে তুলে! তারা দিগ্বিদিক ভুলে যায়! বাঁশির সুরে পাগল হয়ে যায়! **নিজেকে বিক্রি করে দেয়, আকল, জ্ঞান, বিবেক, মানবিকতা সব কিছু! নিজেকে বিক্রি করেই ক্লান্ত হয়না বরং নিজের স্ত্রী, সন্তানদেরও বেচা-কেনার হাটে তুলে দেয়, আর বলে, আরে তোমরাও কি পিছে পড়ে থাকবে? তোমাদের জন্য তো আমিও পিছনে পড়ে যাবো!**

দেখছোনা যুগ কত এগিয়ে গেছে! চলো আমরাও এগিয়ে যাই। সেই অধরা সোনার হরিণের নেশায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসে, মা, মেয়ে...

হঠাত যদি ঐ আকাশটাতে উঠে যাওয়া যেত তাহলে হয়ত এমন দেখা যেত, হ্যামিলনের বাঁশি ওয়ালার পেছনে ইঁদুরের ঝাঁকের মত এই সমাজ ছুটে চলেছে সেই অধরা সোনার হরিণের পিছে! কেউ টেরই পাচ্ছেনা এই জাদুকর তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! তারা জানেনা, তাদের এই পথ চলাই যাদুকরের পথ চলা, আর যাদুকরদের পথচলা তার চেয়ে বড় যাদুকরের পথচলা ... তাহলে দেখা গেলো আসমান এর নিচে এবং মাটির উপরে এই নেশার এক অভিশপ্ত চক্র চলতেই আছে, ঝরে যাচ্ছে অনেকে আবার তাদের জায়গায় উঠে আসেছে তারও বেশী! কেউ এমনকি দ্বিতীয়বার ঘুরেও তাকাচ্ছেনা!

শয়তান বলেছিলো, আমি তাদের জন্য রাস্তার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে ওঁত পেতে বসে থাকবো!

কি এক প্রহেলিকা! এমন কেউ আছে কি যে থামাবে ওদের?

ভুলটা কোথায় হলো? এতবড় ভুল কিভাবে হলো? কিভাবে আজ মানুষ গুলো পাগল হয়ে গেলো? নেশায় উন্মাদ হয়ে গেলো?

ভুল হলো এইভাবে যে, তারা ভুলে গেলো তাদের রব্ব, মহান আল্লাহ তাদের কি বলে পাঠিয়েছিলেন... তাদের জন্য কি বলে দিয়েছেন ...

তারা ভুলে গেলো যে, এই পৃথিবী তার না। একবারও সে ভেবে দেখলো না ... **না সে নিজের জন্মের আগে নিজের লিঙ্গ ঠিক করেছিলো, না সে ঠিক করেছিলো আয়না দেখে নিজের চেহারা, নাকের গড়ন, গালের টোল, চুলের ঢেউ, গায়ের গড়ন কিংবা চোখের রং নীল বা কালো! না সে ঠিক করেছিলো তার থাকার জায়গাটি যেখানে সে ঝুলে থাকবে প্রায় দীর্ঘ কয়েক মাস! সে কি জেনেছিলো সে কোথায় থাকবে? কি খাবে? কিভাবে খাবে? নাকি তার জানা ছিলো সে কিভাবে এই পৃথিবীতে আসবে! নাকি সে জানতো পৃথিবী নামে কিছু একটা আছে যেখানে সে একদিন উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে চলবে মরীচিকার পেছনে! নাকি সে জানতো তার**

সফলতার সোনার হরিণ ঐ পথে পাওয়া যাবে। নাকি সে এটাও জানে যে কতদিন সে এই পৃথিবীতে থাকবে এবং কবে সে চলে যাবে? না না না ... কচু, সে এগুলোর কিছুই জানেনা। তাহলে হঠাত কিভাবে সে না জানা থেকে সর্ব জান্তা হয়ে গেলো! কে তাকে এগুলো শেখালো? কে? তার নাম কি? সেও কি তাহলে এগুলো জানে নাকি? চলো তাকে জিজ্ঞেস করেই দেখি ... সে কি তাহলে উপরের বিষয় গুলো আগে থেকেই জানতো? যদি এবারও উত্তর না হয়, তাহলে বড় ভুল হয়ে গেলো না!

কেউ কিচ্ছু জানেনা অথচ তারাই কিনা আমাদের পথ দেখাচ্ছে আর বলছে ছুটে চল, সবটুকু দিয়ে, এদিকেই আছে তোমার সফলতা!

কিন্তু এও তো সম্ভব নয় যে, মানুষ শুধু শুধু এখানে চলে আসবে, খাবে দাবে, মরে যাবে - ফুট্টুস!

দেখো ... মানুষের রব্ব, যিনি তাকে সৃস্টি করেছেন, যিনি তাঁর সৃষ্টির জন্য প্রতিটি ঘটনা সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করা প্রতিটি ঘটনাকে বাস্তব করেই ছাড়বেন তিনি, সেই মহান

আল্লাহ কতবার বলেছেন -

এই দুনিয়া তোমাদের থাকার জায়গা না, ছুটার জায়গা না, সফলতার জায়গা না, ভোগের জায়গা না ... বরং এই দুনিয়াতে তো তোমাদের সামান্য কয়টা দিনের জন্য পাঠানো হয়েছে যেন তোমরা এখানে থেকে আমার বলে দেয়া পথে চলে তোমাদের সেই কাংখিত পূর্ণ সফলতা ভোগ করতে পারো! তাই নয় কি? তাই কি আল্লাহ বলেন নি?

পারলে কেউ আসুক আর বলুক, এর চেয়ে সুস্পষ্ট এবং পরিষ্কার রাস্তা আমার জানা আছে, আসো আমি তোমাদের দেখাই ... ও হ্যাঁ, তার আগে সে নিজে যেন সেই রাস্তার শেষ মাথায় তার নিজের চূড়ান্ত সফলতাকেও আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়! আমরা তা দেখে চোখ জুড়াতে চাই। সে মরবেনা, পচে যাবেনা, মিশে যাবেনা মাটির সাথে বরং অনন্ত কালের জন্য সে তার চূড়ান্ত সফলতার রাজত্বে বাস করবে সফল স্বপ্নপুরুষের ন্যায়!

যদি সে সত্যিই পারে!

তাহলে কি আমাদের এখনো ধোঁকায় ফেলে রাখলো?

ভুল হয়ে যাচ্ছে, বড় ভুল হয়ে যাচ্ছে ... এই ভুলের মাশুল বড় ভয়ংকর!

কেউ কি আছে যে কান পেতে শুনবে, শুনবে সেই কথা যা আমাদের রব্ব বলেছেন -

‘তোমরা জেনে রেখ, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্বপ্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। এর উপমা হলো ‘বৃষ্টি’, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য ভাণ্ডার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

[সূরাহ হাদিদ , আয়াত : ২০]

"আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়

এবং নিশ্চয়ই আখিরাতের নিবাসই হল প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত"।

[সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৬৪]

আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহন করার জন্য অতএব, উপদেশ গ্রহণের কেউ আছে কি?

[সুরা ক্বামার ৫৪:২২]

৬৫.মন থেকে কিছু কথা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

আজ মনের একান্ত কিছু খেয়াল এর কথা শেয়ার করি

ইনশা আল্লাহ। আল্লাহর কাছেই সাহায্য, তাউফিক এবং কল্যাণ কামনা করি।

যেসব প্রশ্ন মাঝে মাঝেই আমার মাথায় আসে তার মধ্যে কমন একটা প্রশ্ন হচ্ছে - কেন? এই কেন দিয়ে আসলে আরো অনেক প্রশ্ন আসে। যেমন, কেন আমরা আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারছি না? কেন মুসলিম উম্মাহ'র দুর্দশাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে না? কেন মুল ধারার অধিকাংশ আলিমগণ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথাগুলো বলছেন না? এরকম অনেক অনেক কেন? এ প্রশ্নগুলো থেকে যা আমি শেখার তাউফিক পেলাম তা হচ্ছে, অধিকাংশ সময়েই আমাদের -

ক। যথার্থ ইলম (জ্ঞান) থাকেনা।
খ। ইলম যা থাকে তার হিকমাহ (প্রায়োগিক বুঝ, উপলব্ধি) থাকে না।

এই দুইটি বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত। যদিও বা ইলম কারো অর্জনে চলেও আসে হিকমাহ শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। **আল্লাহ নবি রাসূলগনের ব্যাপারে**

বলেছেন আমি তাকে ইলম এবং হিকমাহ দান করেছি। তাই এই বিষয় দুটি আমাদের জন্য খুব জরুরী এবং আল্লাহর কাছে এর জন্য দুয়া জারি রাখা জরুরী। ইলম এর পরিধি অনেক ব্যাপক। ইলম হতে পারে আমার আপনার "জুতা কিভাবে পরতে হবে" সে ব্যাপারে, আবার হতে পারে "মিরাস" এর ব্যাপারে। একটি মনে হতে পারে খুব তুচ্ছ। আরেকটি মনে হতে পারে অনেক বড়! ইলম অর্জন বলতে আমরা সাধারণত কেন জানি বিশাল বড় বড় বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইলম অর্জনকেই বুঝে থাকি, যা ভুল নয়। আমি সাথে একটু যুক্ত করে নিতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে **ডান হাতে খানা খাওয়া সুন্নাত এটি জানাও ইলম। ইলম তার পূর্ণতা পায় আমলের দ্বারা। যে লোক অনর্থক কথা বলে তার সাথে তর্কে না জড়িয়ে যাওয়া ও ইলম এবং আবারো, ইলম তার পূর্ণতা পায় আমল এবং ইখলাস এর দ্বারা।**

একইভাবে, ইসলাম হচ্ছে বাস্তবমূখী, জীবনধর্মী একটি ধর্ম। এমনকি আমাদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, **"ধর্ম" শব্দটা উচ্চারিত হবার সাথে সাথে আমাদের মাথায় এর ভিন্ন এক রূপ চলে আসে। ধর্ম শব্দটি উচ্চারিত হবার সাথে সাথে মনে হয়, নামাজ, রোজা, হজ্জ, তিলাওয়াত, সাদাকাহ এই**

সব। যা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পুরা ধর্ম নয়। একইসাথে, মুসলিমদের ধর্ম, হিন্দুদের ধর্ম, সব গুলোই ধর্ম! আমাদের মধ্যেই কিছু আছেন যারা ধর্ম বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, আবার কেউ আছেন দ্বীন বলতে পছন্দ করেন। যদিও তারা ধর্ম এবং দ্বীন দ্বারা একই জিনিষকে বুঝিয়ে থাকেন তবুও এই পার্থক্য শুধু শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং - সামান্য এই শব্দের হেরফের তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে বেশ বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরিহাসের কথা এই যে, ধর্ম শব্দটার ভিতরেই অর্থগতভাবে এমন ভাব ঢুকিয়ে দেয়া আছে যা অন্য "ধর্ম" গুলোকেও ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে দেয়। অর্থাৎ সেগুলোও ধর্ম! আমাদের জন্য ধর্ম শব্দটির সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা আসলে - "দ্বীন" যে কোন কারণেই হোক ধর্ম শব্দটি যেভাবে আমাদের নিয়ে খেলতে পারে দ্বীন শব্দটি ঠিক তেমন নয়। যারা দ্বীন ব্যবহার করেন তারা ধর্ম এবং দ্বীন দু'টি অর্থই বুঝেন এবং জানেন যে, ধর্ম অপেক্ষা দ্বীন অধিক মানানসই এবং দ্বীন দ্বারা এর ভিত্তিগত অধিক প্রকাশ পায়, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজে বলেছেন "আদ দ্বীন"। অপরদিকে যারা ধর্ম ব্যবহার করেন - তাদের সামনে ধর্ম বলতে শুধু ততটুকুই বুঝেন যতটুকু অর্থ তাদের সামনে ধর্মের নাম দিয়ে বুঝানো হয়, উপস্থাপন

করানো হয়। অধিকাংশ সময়েই আশা করা ঠিক হবে না যে, তারা দ্বীন শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝবেন! যেমন, যখন বুঝানো হবে দ্বীন - তখন কেউ বলবে না হিন্দুদের দ্বীন, বৌদ্ধদের দ্বীন। কারন ধর্ম শব্দটির যেমন একটি অদেখা প্রভাব আছে যার দ্বারা সে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মকে শামিল করে নিতে পারে, একাকার করে দিতে পারে, সন্দেহের দাগগুলো এলোমেলো করে দিতে পারে, তেমনিভাবে দ্বীন শব্দটির ও একটি অদেখা প্রভাব আছে, তা হচ্ছে দ্বীন, শুধুমাত্র দ্বীন ব্যতিত আর সকল মতবাদকে বাতিল করে দেয়! কারণ দ্বীন হিসেবে আল্লাহ ইসলামকে মনোনীত করে দিয়ে দ্বীন শব্দের অর্থকে প্রচন্ড শক্তিশালী করে দিয়েছেন!

[এ কথাগুলো আমি কোন প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করছি না বরং, প্রাত্যহিক ঘটনা থেকে পর্যবেক্ষণের জন্য একতি উদাহরণ হিসেবে নিয়ে উপস্থাপন করেছি, এগুলোর ব্যতিক্রমও সম্ভব]

সামান্য একটি শব্দের ব্যাপারে জানার এদিক সেদিক হবার কারণে কোন একজন ব্যক্তির অবস্থান ও কতখানি এদিক সেদিক হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে! এবার তাহলে আমরা

ভেবে দেখতে পারি আমাদের প্রতিদিনের জিন্দেগিতে সকল কাজ, ঘটনাগুলোর ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কেমন! সে ব্যাপারে আমাদের ইলম এবং বুঝের অবস্থান কেমন! এবং আমাদের আমল ও ইখলাসের অবস্থান কেমন!

আর একটি উদাহরণ আনতে চাচ্ছি। এমন দুই ব্যক্তির কথা আমরা চিন্তা করি, যাদের একজন আল্লাহর ব্যাপারে, তাওহিদের ব্যাপারে স্পষ্ট জ্ঞান রাখেন। যিনি আল্লাহর ব্যাপারে জানেন। অপরজন, যিনিও আল্লাহর ব্যাপারে জানেন কিন্তু তার এই জানা পূর্ণ নয়, তিনি তাওহিদ এর ব্যাপারে কোন স্পষ্ট ধারনাই রাখেন না। এমন দুই ব্যক্তির সামনে যদি মুসিবত আসে একজন হা হুতাশ শুরু করবে, এর ওর কছে ধর্না দেয়া শুরু করবে, অন্যের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে থাকবে, এবং মুসিবতকে তার উপরে আরোপিত বিপদ, এবং জুলুম হিসবে দেখবে, সে বিভিন্ন জনকে দোষারোপ করবে, ঝগড়া ফাসাদ করবে। এভাবে বিপদের মাত্রা বুঝে তার অস্থিরতা শুধু বাড়তেই থাকবে, সময়ের সাথে সাথে তার ফাসাদ শুধু বাড়তেই থাকবে। অপরদিকে যিনি আল্লাহ এবং তাওহিদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা রাখেন, তার অবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন! তিনি

মোটেও হতাশ হবেন না, বরং সবর করবেন। তিনি নিজেকে আরো সতর্কতার সাথে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিবেন, নিজেকে বিনয়ী রাখার চেস্টা করবেন, আল্লাহকে আরো বেশী বেশী খুশি করার চেস্টা করবেন, দান সাদাকা করতে চেস্টা করবেন।

কি আমূল পরিবর্তন তাই না! আচ্ছা, কখনো কি ভেবে দেখেছি শুধুমাত্র এই একটি শিক্ষাই আমাদের সমাজকে কতখানি পরিবর্তন করে দিতে পারত! শুধুমাত্র তাওহিদের শিক্ষা যদি আমাদের থাকত! সমাজের এমন কোন ফাসাদ নাই, যে ফাসাদ তাওহিদের শিক্ষার সামনে ভীত না হয়ে পারে!

তাহলে ফাঁকটা কোন জায়গায়? কোন জায়গায় আমরা ভুল করে ফেলছি? কোন জায়গায় আমরা নজর দিতে ভুলে যাচ্ছি? কি মিস হয়ে যাচ্ছে? রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বলে একটা কথা আছে। যখন কোন বিষয়ের শুরুটা পরিষ্কার বুঝা যায় না, তখন তার শেষ থেকে উলটা দিকে সতর্কতার সাথে যাওয়া শুরু হয়। এভাবে সুনির্দিষ্ট "শুরুটা" খুঁজে বের করা হয়। আমরাও যদি এভাবে উলটা দিকে তাকাই তাহলে দেখতে

পাবো আমাদের মাঝে বিশাল বড় একটা শূন্যতা রয়েছে তা হচ্ছে - "ইলম" তবে কেন আমরা এই শূন্যতা সেভাবে ধরতে পারি না? এর কারণ আমরা কখনো এই শূন্যতা অনুভবই করি না।

যদি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে - ফিতরাতগতভাবে আমাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে রুজু করে রাখা হয়েছে। এই অন্তর শুধু আল্লাহকেই চিনে। এই অন্তর শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর পবিত্র কথা দ্বারা শান্ত হয়! সুবহান আল্লাহ! এত গেলো ফিতরাতের কথা। **কিন্তু যখন আমরা বড় হলাম আর সাথে শুরু হল বিশাল, প্রায় অকল্পনীয় এক দাজ্জালি, ফেরাউনিক এক শয়তানি সিস্টেম যার ভিতরে আমরা বাস করি, বেঁচে থাকি, তখন ফিতরাতের উপরে ইলম এর আলো পড়ার আগেই কলুষতার কালো দাগ পড়তে থাকে। ফিতরাত বিকশিত হবার আগেই জাহেলিয়াত বিকশিত হতে শুরু করে। এই জায়গায় আমরা সময় নিয়ে একটু ভেবে দেখতে পারি ইনশা আল্লাহ। কারণ, এই সেই জায়গা যেখান থেকে আমরা কালো স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছি।** স্রোতে হারিয়ে যাবার পরে কিংবা স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে যেতে - কেন? কেন? কেন? করে প্রশ্ন করলে কোন ফায়দা হবে না! স্রোত

টান মারার আগেই প্রশ্নগুলো করতে হবে, সচেতন হতে হবে, জানতে হবে, দুনিয়া কি? আমি কেন দুনিয়ায়? আমার ধরন কি? দুনিয়ার ধরন কি? এ ব্যাপারে আমার সমাধান কি? কর্মপন্থা কি? সেটা কোথায়? আপাতভাবে কথাগুলো মনে হতে পারে - আরেহ! বাস্তবতা বিবর্জিত! তাই কি হয় নাকি? আমি অস্বীকার করব না। মনে হতে পারে, কারণ এর সাথে আমরা অভ্যস্ত নই। অর্থাৎ, আমরা দুনিয়ার বুকে হড়হড় করে নেমে যাচ্ছি এটা না জেনেই, দুনিয়া কি? আমি কি? আমার এবং দুনিয়ার মাঝে সম্পর্ক কি? এই ব্যাপারে পথনির্দেশিকা কোথায় আছে? এক, আমরা তো জানিইনা, এর উপরে আমরা একটা শয়তানি সিস্টেমের শেখানো ভ্রান্ত পথনির্দেশিকা নিয়ে নেমে যাচ্ছি।

অনেকদিন পরে আমরা যখন ধর্ম এবং দ্বীন এর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দেখতে পাই তখন খুব তাজ্জব হয়ে যাই, কারণ আমরা তো জানি ধর্ম ই দ্বীন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যারা দ্বীন বলতে দ্বীন বুঝাচ্ছেন, সেই দ্বীন তো আমার ধর্ম না কিংবা আমার ধর্ম তো ঠিক তাদের দ্বীনের মত না! আরে বিস্ময়! খেলা কোথায় ঘটে গেল!

ঐ সেদিন, যেদিন আমরা হড় হড় করে দুনিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম! না তাকিয়ে আমাদের পেছনের দিকে। একটু সময় নেইনি, বিরতি নেইনি, মুলধারা থেকে বেরিয়ে এসে কিনারে দাঁড়িয়ে আমি একবার ভাবিনি - আমি কে? কেন এখানে? কি উদ্দেশ্যে? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কি? অস্বীকার করতে পারবো কি, প্রতিটি নবি-রাসূল আমাদেরকে এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর দিয়েছেন, পরিষ্কার করে জানিয়েছেন!

এখন কি তাহলে প্রথমে বাস্তবতা বিবর্জিত প্রশ্নগুলো বেশ ওজনের মনে হচ্ছে! আচ্ছা, আরো একটু যাচাই করে দেখি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ যখন আদাম আঃ কে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়ার আদেশ শুনালেন, তখন আর কি বললেন? -

قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

আমি আদেশ করলাম, তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও, পরে যখন আমার নিকট হতে তোমাদের কাছে সৎপথের নির্দেশ আসবে তখন যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [বাকারাহঃ ৩৮]

সুবহানআল্লাহ! আমরা দেখি সেই শুরু সময়ে, **আল্লাহ আদাম আঃ কে দুনিয়াতে নামিয়ে দিবেন এবং জানিয়ে দিচ্ছেন, যে জায়গায় যাচ্ছো সেখানে চলার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে নির্দেশনা আসবে, এবং যে তা মেনে চলবে তার জন্য কোন ভয় নেই! এবং সেই থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এই সিলসিলাই জারি ছিলো আর আমাদের জন্য আল্লাহ বড় অনুগ্রহ করে কুরআনকে সংরক্ষন করে দিলেন!** কিন্তু আমরা!

এ ব্যাপারে আসলে জানিই না!

খুব সম্ভব এভাবেই জীবন শুরু করার সাথে সাথেই আমাদের সাথে সত্য পথের দূরত্ব শুধু বাড়তেই থাকে। তাই চলার পথে যদি কখনো হক্কের সাথে পরিচয় হয়েও যায় আমরা হক্ককে চিনতে পারি না। ভাবতে থাকি আচ্ছা এটা আবার কি! দেখতে তো হক্কের মতই লাগে কিন্তু বাস্তবে তো মনে হচ্ছে উগ্রবাদ! আবার চোখ বন্ধ করে গা ভাসিয়ে দেই! এভাবে ভাসতে থাকি আর প্রশ্ন করতে থাকি- কেন রে? হচ্ছে না কেন?

ধর্ষণ কমেনা কেন?

দুর্নীতি কমেনা কেন?

জালিমের জুলুম কমেনা কেন?

এমন আরো কতশত কেন? আমরা আশা করি এগুলো ঠিক হয়ে যাবে কারণ আমরা তো ধর্মের উপরেই আছি, কিন্তু জানি না ধর্মের সাথে দ্বীনের বিস্তর ফারাক হয়ে গেছে! এরপরে ব্যর্থ কাপুরুষের মত কখনো এমনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আরে এসব ধর্ম টর্ম কিছু না! সবকিছু বিজ্ঞান! কিন্তু যে প্যাচ লেগে যায় তা দিন দিন শুধু বাড়তেই থাকে, কমেনা।

এভাবে যারা এখনও পুরাপুরি নিমজ্জিত হয়ে যায়নি তাদের ঈমান বা ফিতরাতের শেষ বিন্দুটুকু মাঝে মাঝে একটু জ্বলে উঠে আর তারা চমকিত হয়! আরে! এটা কি ছিল! কিন্তু ঐ চমককে স্ফুলিঙ্গ আর স্ফুলিঙ্গকে আলোতে পরিণত করা আর হয়ে উঠে না। কারণ, কে তাকে সহায়তা দিবে! সেই নূর বা হেদায়েতের পরিচয়ই তো আমরা জানি না, আর তা হচ্ছে কুরআন!

কুরআন?

- হ্যাঁ কুরআন।

কুরআনের মধ্যেই আছে এর সকল সমাধান?

- হ্যাঁ ঠিক তাই।

তাহলে আমি এতদিন কোথায় ছিলাম?

- স্রোতে ভেসে ছিলাম।

কেউ আমাকে বললো না কেন?

- বলেছে অনেকেই কিন্তু কাজ হয়নি।

কেন হয়নি?

- কারণ কাজ হবার জন্য নূন্যতম যা থাকা দরকার তা ছিল না।

তাহলে আমি স্রোতে ভেসে যাবার আগেই কেউ আমাকে জানালো না কেন? আমাকে থামালো না কেন?

- হ্যাঁ, এটা একটা ভালো প্রশ্ন!

প্রিয় ভাই, আমি চেস্টা করছি সেইদিক গুলো সামনে নিয়ে আসতে যা আমরা ভাবি না। কিন্তু হয়ত আমাদের ভাবা জরুরী, সেই ভাবে চিন্তা করি না যেভাবে চিন্তা করা জরুরী, সেই ভাবে দেখি না যেভাবে দেখা জরুরী।

আমি শেষ কথাগুলো বলতে চাচ্ছি এভাবে যে, আমাদের থামা দরকার। আমাদের নতুনভাবে ভাবা দরকার সময় নিয়ে হলেও। এবং আমাদের আগে বুঝা দরকার আমাদের অবস্থানটা কোন জায়গায়? এবং এর কোনটাই ইলম ছাড়া হবে না। আগে যেমন বললাম ইলম অর্থ শুধু এই হবে না যে, বিশাল বিশাল কিতাবের উপরে দখল বরং আমার রব্ব - আল্লাহ এটি ও ইলম, জানার জন্য সর্বপ্রথম, সবচেয়ে জরুরী ইলম।

তাই আমাদের উপরে দায়িত্ব এই যে, আমরা নিজেরা এবং আমাদের পরের প্রজন্মকে ইনশাআল্লাহ এভাবে গড়ে তোলার চেস্টা করব। আমাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অনেক ব্যাপক, অনেক মহৎ, অনেক উচ্চ! আমি অধম এটি ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য রাখি না। একজন বিশ্বাসীর প্রতিটি নিঃশ্বাস, ঈমানের নিঃশ্বাস, যা তাকে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আরো কাছে নিয়ে যায়, অনন্ত জীবনের পূর্ণ সফলতার আরো কাছে নিয়ে যায়। একজন বিশ্বাসীর জীবন এমন যে, সে বেঁচে থাকে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের তালাশে আর মৃত্যুর পরে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তা পূর্ণতা

পায়! এটিই স্রষ্টা এবং বান্দার মধ্যে একমাত্র সফলতার সংজ্ঞা!

আর এর বাইরে একজন অবিশ্বাসী, কিংবা ভ্রান্ত পথে চলে যাওয়া কেউ তার জন্য শুধু অনিশ্চয়তা, বিপদ আর ধ্বংস!

আর এই মহা সফলতার জন্য আমাদের একমাত্র অবলম্বন আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত!

তাই আমরা যত্নবান হব ইনশা আল্লাহ এই ব্যাপারে - ইলম, আমাল এবং ইখলাস।

নিশ্চয়ই কল্যাণ এবং হেদায়েত আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

৬৬.মাশোয়ারা এর ব্যাপারে একটি ছোট্ট নাসিহা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

মাশোয়ারা এর ব্যাপারে একটি ছোট্ট নাসিহা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেন -

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। (আল ইমরান - ১৫৯)

পরামর্শ করে কাজ করা সুন্নাত। এবং এই কাজে মাশোয়ারা প্রদান করা এটি মুমিনের কাজ। আমিরকে, বা উপরস্থদের নাসিহা করা, মাশোয়ারা দেয়া, পরামর্শ দেয়া আমাদের কাজ। কারণ মনে রাখতে হবে, দ্বীন হচ্ছে কল্যানকামিতার নাম।

এই মাশোয়ারা দেয়ার ক্ষেত্রে কখনো ২ টি প্রান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়।

১। মাশোয়ারা দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা, এই ভেবে যে আমি তো এই কাজের যোগ্য নই। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যদি আপনাকে সাওয়াল করা হয় তবে আপনি আপনার জানা মতে, সাধ্য মতে সবচেয়ে উত্তম যে মত সেটিই প্রকাশ করবেন ইনশাআল্লাহ। আপনার সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে। এখানে নিজেকে উক্ত কাজ/সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কঠিন ভাবে জড়িয়ে ফেলার কিছু নেই। হতেই পারে আপনার জবান থেকেই আল্লাহ কল্যানকর কিছু বের করে নিয়ে আসবেন। মনে রাখতে হবে, অনেক সময়ে এমনও হয় কোন একটি কথা আপাতত কোন অর্থ বহন করেনা, কোন রাস্তা দেখায়না, কিন্তু আল্লাহ ঐ কথার উপরে পরিচালিত করতে থাকেন ততক্ষন পর্যন্ত, যতক্ষণ না তিনি উক্ত কথা থেকে কোন পথের দিশা বের করে আনেন। **তাই মনে রাখা দরকার আমরা নিজেরা কোন রাস্তা দেখাতে পারিনা, কোন দিশা বের করে আনতে পারিনা, এটি শুধুমাত্র মহিমান্বিত আল্লাহর কাজ। আমাদের কাজ হচ্ছে কল্যানকামিতার ব্যাপারে ইখলাসের পরিচয় দেয়া।**

২। আরেকটি প্রান্তিকতা হচ্ছে মাশোয়ারা'র ব্যাপারে অপর প্রান্তে অবস্থান করা। এর অর্থ হচ্ছে নিজের মাশোয়ারা এর ব্যাপারে অতি উচ্চাশা পোষণ করা, সেটিকে অধিক উত্তম এবং বাস্তবায়ন যোগ্য মনে করা। এ ব্যাপারে অসতর্ক অবস্থায় মাশোয়ারা এর সীমানা পার হয়ে যাওয়া। মাশোয়ারা এর সীমানা পার হওয়া অর্থ হচ্ছে - সিদ্ধান্তের দিকে চলে যাওয়া। মনে রাখতে হবে, মাশোয়ারা সবাই দিবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিবেন একজন বা কয়েকজন। মাশোয়ারা প্রদানকারী যদি সিদ্ধান্ত গ্রহন এর জিম্মাদার না হোন তবে তার কখনই উচিত নয় নিজের মাশোয়ারাকে সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলতে থাকা। আমাদের স্মরন রাখতে হবে - সিদ্ধান্ত আল্লাহর জিম্মায়। তাই গৃহীত হবে যা আল্লাহর পছন্দ। আর যা আল্লাহর পছন্দ না, তা আমাদের পছন্দ হলে খুবই বিপদের কথা। **তাই, নিজের মাশোয়ারাকে মাশোয়ারা অপেক্ষা আর বেশী কিছু না ভাবা। এবং সকল অবস্থায় নিজের মাশোয়ারা এর ব্যাপারে এমন ভাবা যে, এর মধ্যে ভুল থাকাই স্বাভাবিক, আল্লাহ যেন তা কল্যানে পরিণত করেন।** এমন চিন্তা থাকলে নিজের মাশোয়ারা নিয়ে উৎফুল্ল হবার সুযোগ আসেনা ইনশাআল্লাহ, এতে করে নিজের সীমা

অতিক্রম করার ভয় ও কম থাকে ইনশাআল্লাহ।

এই বিষয়টি জরুরী কেন? কারণ এর দ্বারা বেশ বড় বড় কিছু স্খলন ঘটে। আল্লাহ আমাদের হেফাযত রাখুন।

১। নিজের ব্যাপারে উত্তম ধারনা পোষণ করা
২। আমিরের ব্যাপারে সংকীর্ণ মনোভাব এর প্রকাশ
৩। নিজেদের মধ্যে সন্দেহ শুবুহাত এর সৃষ্টি
৪। আনুগত্যের ব্যাপারে ওয়াস ওয়াসা এবং ইখলাস নষ্ট হয়ে যাওয়া
৫। দ্বীনের কাজের ব্যাপারে, জিহাদের কাজের ব্যাপারে ইখলাস নষ্ট হয়ে যাওয়া
৬। কাজের আদাব এবং পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাওয়া
৭। মনের শান্তি/সুকুন নষ্ট হয়ে যাওয়া
৮। ভাইদের মধ্যে পারস্পরিক, ভালোবাসা এবং সম্মানবোধ নষ্ট হয়ে যাওয়া

এগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং দুঃখজনক। **মনে রাখতে হবে, এই ক্ষতি গুলো চোখে দেখা যায়না। এগুলো অন্তরের ক্ষতি তাই এগুলোর ব্যাপারে সতর্কতার**

প্রহরাও খুব শক্ত হওয়া চাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের সীমা অতিক্রম এর অবস্থান চিহ্নিত করতে পারিনা। তাই আগে থেকেই নিজের নফস এর উপরে লাগাম রাখা উচিত।

মাশোয়ারা এর সাথে কখনই অতিরিক্ত কোন শর্ত, ব্যাক্তিগত অনুরোধ আরোপ করে দেয়া উচিত নয়। হ্যা কেউ যদি প্রচন্ড ইতমিনান হোন, তবে সর্বোচ্চ এমন করা যায় যে, এটুকু উল্লেখ করে দেয়া - "মনে হচ্ছে আল্লাহ চান তো এর মধ্যে কল্যান কিছু আসবে" এটি দ্বারা যেমন আপনার অতিরিক্ত গুরুত্ব বুঝানো হয় একই সাথে নিজে সীমা অতিক্রম না করে আল্লাহর উপরে বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রিয় ভাই - আমাদের স্মরন রাখা দরকার শয়তান আমাদের জন্য প্রতিটি বাঁকে বসে থাকে, সে চায় আমাদের মুখের কথাকেও ছিনিয়ে নিতে এবং তা শয়তানের কথা দিয়ে পরিবর্তন করে ফেলতে। তাই মাশোয়ারাকে অসতর্ক ভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই, যা বলা তা আল্লাহর সাহায্য চেয়ে, ভেবেচিন্তে পরিমিত ভাবে বলা।

নিশ্চয়ই সাহায্য এবং তাউফিক শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

৬৭.মিসওয়াক এর ব্যাপারে একটি গল্প

ইন্নাল হামদালিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ -

প্রশংসা শুধু মাত্র সেই আল্লাহর জন্য যিনি আসমান কে স্থাপন করেছেন খুটি ছাড়া, যিনি বায়ু কে করেছেন অদৃশ্য অথচ চলমান, যিনি জমিন কে করেছেন প্রশস্ত, যিনি সৃষ্টি করেছেন দিন এবং রাত! যিনি সৃষ্টিজগত কে সৃষ্টি করে উদাসীন হয়ে যাননি বরং প্রতিটি সৃষ্টি কনা থেকে শুরু করে চন্দ্র সূর্য সহ সবকিছুর জন্য নিয়ম করে দিয়েছেন, যারা সেই নিয়মের অধীনে। এমন সৃষ্টির মধ্যে কোন খুত নাই, কোন ভুল নাই কোন অনিয়ম নাই! প্রশংসনীয় সেই মহান আল্লাহ।

আর আল্লাহ নিজেই বলছেন **"সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ"** - আসমান এবং জমিনের সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসা করে।

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে একটি কথা - এক শায়েখ বলছিলেন, আমাদের এবং সাহাবীদের মধ্যে পার্থক্য কি? **তিনি বলছিলেন, আমাদের এবং সাহাবীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সাহাবীগন সমস্ত সুন্নাহ'র পিছনে ছুটতেন কারন সেটা সুন্নাহ, আর আমরা সমস্ত সুন্নাহ কে ভুলে যাই কারন সেটা শুধুই সুন্নাহ!**

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদিস - আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত - রাসুল সাঃ বলেন, **‘যদি উম্মতের কষ্ট ও অসুবিধার কথা চিন্তা না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক তাদের ওপর আবশ্যক করে দিতাম।’** এছাড়া রাসুল (সাঃ) বলেছেন যখনই জিব্রীল (আঃ) আমার কাছে আসতেন **আমাকে মিসওয়াক করতে তাগিদ দিতেন** - (এভাবে বলেছেন অথবা তিনি (সাঃ) যেভাবে বলেছেন)

হাদিস দেখলে এবং রাসুল (সাঃ) এর সিরাত থেকে আমরা

আসলে মিসওয়াক অনেক গুরুত্ব এবং ফজিলত পাই। রাসুল (সাঃ) মিসওয়াক করা অনেক পছন্দ করতেন। তিনি (সাঃ) মৃত্যুর কিছু আগ মুহূর্তেও মিসওয়াক করেছেন!

যা বলতে চাচ্ছিলাম -

সময়ের সাথে সাথে আমরা নিজেদের কে এত বেশি (দাবীকৃত) বাস্তববাদী মনে করি যে নিজের জীবনের সাথে ঘট যাওয়া প্রমান ছাড়া কোন কিছু আমাদের কাছে সঠিক মনে হয় না। আমি এখানে কোন প্রমান দিবোনা, বরং আমি আমার জীবনে মিসওয়াকের উপকারিতার কিছু ঘটনা বলবো ইনশাআল্লাহ! হয়ত আমরা কেউ উপকৃত হতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে আমার বড় কোন অসুখ নাই, আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ সুস্থ মানুষ। তবে খুব ছোট থেকে আমার একটি অসুখ ছিলো সেটি হচ্ছে দাঁত ব্যাথা। এই অসুখ কে আমি এমন ভয় পেতাম এবং এমন কস্ট পেতাম যে কখনো দাঁত ব্যাথা শুরু হলে আমি ভয় পেয়ে যেতাম, এই কারনে না যে, ব্যাথা। বরং ভয় এই জন্য

পেতাম যে, ব্যাথা টা কবে ভালো হবে। কারন একবার ব্যাথা শুরু হলে বেশ কয়েদিন থাকতো। আমার দাতের অবস্থা দেখে বড় বড় ডেন্টিস্ট পর্যন্ত হতাশ হয়ে যেত! যাই হোক, এই দাতের জন্য বেশ কিছু টাকা খরচ হয়েছে। একটা পর্যায়ে আমি দেখলাম আমার সামর্থ্য প্রায় শেষ, আর যদি কিছু হয় চিকিৎসা চালানো একটু কঠিন হয়ে যাবে। ডেন্টিস্ট কে লাস্ট পেমেন্ট করার দিন আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলাম, আল্লাহ আপনি হেফাজত করেন, আমার সামর্থ্যের শেষ পেমেন্ট আমি আজ করে ফেলেছি। আমার দাতে হাজার হাজার টাকার ফিলিং ছিলো। লাস্ট পেমেন্টের দিন ডেন্টিস্ট বললো - এখন একটা অস্থায়ী ফিলিং দিয়ে দিলাম, ১ মাস পরে আসেন এরপরে রুট ক্যানেল করতে হবে। কিন্তু আমার ফিরে আসার কোন যৌক্তিক কারন নাই। রুট ক্যানেল করার কোন ইচ্ছাই আমার নাই। আল্লাহর কাছে এই দুয়াও করেছিলাম, আল্লাহ এই অস্থায়ী ফিলিং যেন না উঠে, কারন এটা উঠলে আমার কিছু করার থাকবে না। আমাকে ডেন্টিস্ট এর কাছে আসতই হবে, আর আসলে আমার রুট ক্যানেল শুরু হয়ে যাবে। কেউ বিশ্বাস করবে কিনা আল্লাহু আলাম - আমার দাতে একটা ফিলিং ছিলো যেটা সিমেন্ট এর মত শক্ত, বেশ দামী ফিলিং। সেটা উঠে

গেছে কিন্তু ১৫০ টাকার অস্থায়ী ফিলিং আজও উঠেনি, এই লেখা পর্যন্ত সেটার বয়স প্রায় ৩ বছর হতে চললো আলহামদুলিল্লাহ - আর ডেন্টিস্ট এর মতে এই ফিলিং এর ম্যাক্সিমাম মেয়াদ ৬ মাস!

এবার আসি মিসওয়াক প্রসঙ্গে। আমার দাতে কিছু গভীর দাগ ছিলো এগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য ডেন্টিস্ট আমাকে বললো - স্কেলিং করতে হবে। স্কেলিং ব্যাথা যুক্ত ব্যায়বহুল একটা প্রজেক্ট, এটিও সেই লাস্ট পেমেন্ট করার দিনের ঘটনা। আমি কিছু বলিনি। ফেরার পথে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার স্কেলিং মিসওয়াক ইনশাআল্লাহ। জানিনা কেউ বিশ্বাস করবে কিনা - মাত্র ৬ মাসের কম সময়ের মধ্যে আমার দাতের দাগ এমন ভাবে নাই হয়ে গেল যেন কোনদিন দাগও ছিলোনা! আমার দাঁত এমন সুন্দর হয়ে গেলো যা আগে কখনো ছিলো না!

অল্প কিছু দিন আগের ঘটনা - ঐ যে আগে বললাম সিমেন্ট এর মত একটা ফিলিং ছিলো, হঠাত একদিন সেই ফিলিং টা একটু ভেঙ্গে গেলো। ব্যাস ফিলিং ভাঙ্গার সাথে সাথে ব্যাথা শুরু হয়ে গেলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারন আমি জানি

পারমানেন্ট ফিলিং উঠে গেলে একটাই করনীয়, রুট ক্যানেল! যাই খাই ব্যাথা শুরু হয়। সত্য বলতে মিসওয়াক এর অভ্যাস কিছুটা ছুটে গেছিলো। তাড়াতাড়ি আবার মিসওয়াক হাতে নিলাম। মিসওয়াক করতে পারিনা, কারন মিসওয়াক ঐ দাতে লাগলেই ব্যাথা করে। মনে মনে ভয় ও পাচ্ছি এবার কি মিসওয়াক আমার দাঁত বাচাতে পারবে? নাকি ...

আল্লাহর উপর ভরসা করে মিসওয়াক করতে থাকলাম, মিসওয়াক করতাম আর দুয়া করতাম, আল্লাহ যা ভয় পাচ্ছি তা যেন সত্য না হয়! জানিনা কেউ বিশ্বাস করবে কিনা, (আমার সত্যি সন্দেহ ছিলো যে এইবার মিসওয়াক থেকে আমি উপকৃত হতে পারবো কিনা) আমি কিছুদিন পরে টের পেলাম আমার ব্যাথা নাই! উধাও, এত নিরবে উধাও হয়ে গেছে যে আমি টের ও পাইনি! টের পাওয়ার সাথে সাথে মিসওয়াক নিয়ে গায়ের জোরে ঐ ব্যাথা দাতে ঘষা দিলাম! কিসের কি! যেন কোন কালে ব্যাথা ছিলোই না! খাবার খাচ্ছি ব্যাথা নাই, আইসক্রিম খাচ্ছি ব্যাথা নাই! অথচ আমি জানি আমার ঐ দাতের ফিলিং উঠে গেছে এমন কি ভাঙ্গা দাঁত ও দেখা যায়!

গল্প টা একটু বড় হয়ে গেলো -

রাসুল (সাঃ) সুন্নাহ আমাদের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। শুধু মিসওয়াক ই না, বরং সমস্ত সুন্নাহ। আমি মিসওয়াক এর ঘটনা এজন্য বললাম কারন আমরা আসলে বাস্তব রেজাল্ট দেখতে চাই, হয়ত আল্লাহ আমাদের উপকৃত করবেন ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বাস রেখে রাসুলের সুন্নাত এর উপরে আমল শুরু করি ইনশাআল্লাহ, রেজাল্ট দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর! কারন সুন্নাহ'র অনুসরনেই সফলতা!

আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য রাসুল (সাঃ) এর সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরন সহজ করে দিন - আমিন।

৬৮.মুজাহিদ ভাইদের প্রতি এক ভাইয়ের চিঠি

এক ভাইয়ের চিঠি শেয়ার করা হল -

====

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু

দ্বীনের প্রিয় ভাইয়েরা আমার, আপনারা কেমন আছেন? আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে ঈমান এবং আমলের উত্তম হালতের উপরে অটল রাখুন এবং সফলতা দান করুন, এই দুনিয়া এবং পরের দুনিয়ায় - আমিন। আমার অনেক দিন থেকে মনে হচ্ছিলো ভাইদের সাথে যদি কথা বলতে পারতাম মন খুলে। কিন্তু তেমন সুযোগ আপাতত হয়ত নাই। কিন্তু আমি তো চিঠি লিখতে পারি ইনশাআল্লাহ। আমি আশা রাখি, আল্লাহ আমার এই চিঠিকে আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিবেন ইনশা আল্লাহ।

আজকের এই চিঠি সবার আগে আমার নিজের জন্য এবং এরপরে আমাদের জন্য কিছু নাসিহা; এই উদ্দেশ্যে লেখা। এই কাজের ব্যাপারে আমি আল্লাহর সাহায্য চাই। সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহর।

১। জিহাদকে আকড়ে ধরেনঃ ভাই আমি আপনাদের বলে বুঝাতে পারবোনা এই জিহাদের মাধ্যেমে আল্লাহ আমাকে কত নিয়ামত দান করেছেন! জিহাদ এক অমুল্য রত্ন! একে আঁকড়ে ধরেন প্রিয় ভাই আমার। হাল যাই হোক, জিহাদ যেন আমার থেকে ছুটে না যায়। আল্লাহ যখন থেকে আমাকে এই জিহাদের সাথে থাকার অনুমতি এবং তাউফিক দিয়েছেন তখন থেকে আমার জীবনের নিয়ামত গুলো আমি বলে শেষ করতে পারবোনা, এবং আমি শুধু দুনিয়াবি নিয়ামতের কথা বলছি, কারণ আমি আশা করি আল্লাহ আখিরাতে এই নগন্যকে আরো অনেক দিবেন। জিহাদ আমাকে এমন কিছু শিখিয়েছে যা আগে আমাকে কেউ শেখাতে পারেনি। এই জিহাদ আমাকে সম্মানিত করেছে। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আমি ভালোবাসতে শিখেছি, আর আরো অনেক বেশি ভালোবাসা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আমি সম্মান করতে শিখেছি এবং আরো অনেক বেশি সম্মান পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আমার রিজিককে আল্লাহ পরিপূর্নতার উপরে পরিপূর্নতা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ! **এই জিহাদী জীবনের সময়কালে খাবারের অভাবে আমাকে একটা বেলা, মাত্র একটা বেলা না**

খেয়ে থাকতে হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। এই জিহাদী জীবনের সময়কালে আল্লাহ আমাকে রিজিকের চিন্তা এবং পেরেশানী থেকে মুক্তি দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। **সমস্ত অনিরাপত্তার মধ্যে আল্লাহ আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, আর সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে আল্লাহ আমার জন্য নিশ্চয়তার ফায়সালা করেদ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।** আমি কেন এগুলোই উল্লেখ করলাম? কারণ - এগুলোই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি পেরেশান করে তুলে জিহাদের ব্যাপারে। আর আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমি তো আল্লাহর সামনে মিথ্যাবাদীই হয়ে যাবো! কিছু মাত্র বাড়িয়ে বলিনি ভাই আমার বরং নিশ্চিত ভাবেই আমি আল্লাহর নিয়ামতকে প্রকাশ করতে সক্ষম নই! তাই - **ভাই আমার, জিহাদকে আঁকড়ে ধরেন, পেরেশানীর নাম যাই হোক, সেই নামের ওয়াসিলায় জিহাদ যেন ছুটে না যায়!**

২। **নিজেকে সমর্পণ করে দেনঃ** আল্লাহ বলছেন, "**বল তবে কি তোমরা সমর্পনকারী হবে?" দ্বীনের নামই ইসলাম, পরিপূর্ণ সমর্পণ।** এই দ্বীনের চলার পথে, কাজের ক্ষেত্রে আপনার সামনে এমন পরিস্থিতি আসবে যা হয়ত কঠিন। এমন হতে পারে যা আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাচ্ছে, এমন

হতে পারে যে, কেউ আপনাকে বুঝতে চাইছেনা, আপনি বুঝানোর চেস্টা করছেন, তারপরেও হয়ত ফায়সালা গুলো আপনার জন্য কস্টকর কিংবা কঠিন মনে হচ্ছে। এমন সময়ে কি করবেন? নিজেকে সমর্পণ করে দেন। আপনার উপরে যা আসবে তা আল্লাহর হুকুম ব্যাতিত আসা সম্ভব না। তাই আপনি বিদ্রোহী না হয়ে নিজেকে সেই হুকুমের সামনে সমর্পণ করে দেন। শয়তান আমাকে আপনাকে বলবে, এটা মানার দরকার নাই। আপনি তা করেন না, শয়তানের কথা শুনেন না, বরং আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রাখেন এবং ফায়সালার সামনে নিজেকে দাখিল করে দেন। আপনি বঞ্চিত হবেন না, আপনার ক্ষতি হবেনা, আপনার তাকলিফ হবেনা ইনশাআল্লাহ। বিশ্বাস করেন, হতে পারে - আল্লাহ শুধু এটুকুই দেখে নিতে চান আমি এবং আপনি আল্লাহর হুকুমের সামনে কেমন আচরণ করি! হতে পারে, তাতে নিজের স্বার্থ কিছু নষ্ট হয়। বিশ্বাস করেন, আপনি যখন সমর্পণ করে দিবেন, উক্ত ফায়সালা যদি আপনার জন্য আল্লাহর হুকুম না হয়ে থাকে এই ফায়সালা ঘুরে যাবে, আল্লাহই ঘুরিয়ে দিবেন। তাই নিজেকে সমর্পণ করে দেন এবং আল্লাহর উপরে পূর্ন ভরসা রাখেন। বিদ্রোহী হয়েন না কিংবা জিদের বশে নিজেকে বিদ্রোহী করে তুলেন না! আমার

এবং আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। **আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি যতবার আল্লাহর অনুমতি এবং তাউফিকে নিজেকে সমর্পণ করেছি আমার উপরে কোন জুলুম হয়নি, কোন ক্ষতি হয়নি বরং আল্লাহর কসম আমি আরো অনেক অনেক নিয়ামত নিয়ে ফিরে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ**। কোন কাজের কি উদ্দেশ্য তা আপনি আমি জানিনা, হতে পারে আমি এবং আপনি সেখানে ক্ষতি দেখছি কিন্তু আল্লাহ সেখানেই কল্যান রেখেছেন যা আমার জ্ঞানের বাইরে। তাই যখন প্রশ্ন আসে সমর্পণ করার তখন সমর্পণ করেন, মেনে নিতে কষ্ট হলেও। **অতি শীঘ্রই আল্লাহ আপনার এই কষ্ট দূর করে দিবেন কিংবা এই ফায়সালাকে পরিবর্তন করে দিবেন**। আমি এক ভাইয়ের ব্যাপারে জানি, উনার একটা ল্যাপটপ খুব দরকার ছিলো। কয়েকবার বলার পরেও ল্যাপটপের অনুমতি আসছিলোনা। উনার জিম্মাদার ভাই, উনাকে বললেন - ভাই আমিও স্বীকার করি, আপনার একটা ল্যাপটপ দরকার। আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করেন, আল্লাহ আপনার জন্য ভালো কিছুর ফায়সালা করে দিবেন ইনশা আল্লাহ। এর কয়েকদিন পরে সেই ভাই খবর দিলেন উনার জিম্মাদার ভাইকে - যে, উনার জন্য একটা পিসি জোগাড় হয়ে গেছে এবং সেই পিসির টাকাও এক ভাই সাদাকাহ করেছেন।

৩। নিজেকে ছোট রাখেনঃ আপনি যেই হোন না কেন, নিজেকে ছোট রাখেন। যতটা সম্ভব। আল্লাহর রাসুল সাঃ যখন মক্কা বিজয়ের সময়কালে মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর পবিত্র মস্তক অবনত ছিলো! আমি দেখেছি আল্লাহর যে বান্দা নিজেকে যত ছোট রাখেন আল্লাহ সেই বান্দাকে তত সম্মানিত করে দেন। মূলত সম্মানিত হবার জন্য ছোট রাখবেন বিষয়টা এমন না। নিজেকে নামিয়ে রাখা দরকার কিছু বড় গুনাহ থেকে হেফাযত থাকার জন্য। যেমন, **নিজের ব্যাপারে উচ্চ ধারণা, জবানের সীমলঙ্ঘন, অন্য ভাইকে হেয় করা, নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্টি, রাগ** ইত্যাদি। আপনি হয়ত জানেন না, আপনার সামান্য একটু উঁচু গলা কিংবা কোন ভাইয়ের সাথে একটা কঠিন শব্দের ব্যাবহার, তা আল্লাহ পছন্দ করেন নি! কেউ আপনার কথা শুনলোনা, ব্যাস চিন্তা কিসের? আল্লাহ শুনেছেন। আপনার মাশোয়ারা গ্রহন হলোনা, কি দরকার? তা লেখা হয়ে গেছে। আপনি নিজের ব্যাপারে ছোট আশা রাখেন, তাহলে শয়তান আপনাকে নিয়ে খেলার সুযোগ কম পাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি মনে করেন আপনি সবার চেয়ে অযোগ্য বরং অন্য সবাই আপনার চেয়ে অনেক যোগ্য। হতে পারে এমন কোন বিষয়ে যা আপনি

জানেন না। হতে পারে তারা প্রত্যেকে আমার কিংবা আপনার চেয়ে অনেক বেশি ইস্তেগফার করেছেন। আল্লাহ এমন বান্দাদের পছন্দ করেন যারা আল্লাহকে ভয় করে নিজেদেরকে ছোট রাখে। তবে নিজেকে ছোট রাখার মানে এই নয় যে, আপনার যা জিম্মাদারি তাকেও ছোট করে ফেলবেন। নিজেকে ছোট রাখার আরেকটি সুবিধা - অন্তর আল্লাহকে বেশি বেশি চাওয়ার সুযোগ পায়। আপনাকে নিয়ে যদি অন্য অনেকে ব্যাস্ত না হয় তখন আপনার অন্তর সুযোগ পায় আল্লাহর দিকে তাকানোর। তাই আপনি যদি ছোট থাকতে পারেন তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন।

৪। দুয়াকে পাথেয় করে নেনঃ দুয়ার কথা বলে শেষ করা সম্ভব না প্রিয় ভাই! উস্তাদ আহমেদ ফারুক রহঃ একবার বলছিলেন, খুব সম্ভব এরকম কিছু যে, **"আমার কাছে ভাইরা মুজাহিদদের কারামত এর কথা জানতে চায়, আমি তো দুয়া আর ইস্তেখারারর মত উমুমি কারামত আর দেখিনা"** দুয়াই আমাদের প্রথম এবং শেষ সম্বল। যে সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ হয়না তা দুয়াই! আল্লাহই শিখিয়ে দিয়েছেন। খুব সম্ভব উমার রাঃ বলেছিলেন, **আমি এই ভয় করিনা যে আমার দুয়া কবুল হবে কি, হবেনা, বরং আমি এই চিন্তা করি**

যে আমি দুয়া করার তাউফিক পাবো কিনা! দুয়া ছাড়া বাস্তবিক ভাবেই আমাদের আর কিছু নাই। এই দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। আমাকে একজন নাসিহা দিয়েছিলেন, **"আপনি যদি আল্লাহর কাছে চাইতে লজ্জা পান কিংবা অলসতা করেন তাহলে আর কার কাছে চাইবেন? এবং আর কে আপনাকে তা দিতে পারে? যদি কোন কিছু আপনার দরকার হয় তবে তা আপনাকে আল্লাহর থেকেই নিতে হবে"।** এক ভাইয়ের একটা ঘটনা আমি জানি, - উনার বাসার বাথরুমের পাইপে সমস্যা হল। এমন যে, বাথরুম ব্যাবহার করা জটিল হয়ে গেলো। এমন হালাতে উনি সফরে গেলেন। সফর থেকে ফেরার পথে উনার মনে পড়লো বাসার এই সমস্যার কথা। উনি ভাবলেন, আচ্ছা সফরে তো দুয়া কবুল হয়, আমি এই ব্যাপারে দুয়া করি না কেন! আবার ভাবলেন বাথরুমের সমস্যা নিয়ে আল্লাহর কাছে বলবো! পরক্ষনেই আবার ভাবলেন, প্রথম কথা এটা আমার জন্য সমস্যা এবং এটার সমধান হওয়া জরুরী। আর আল্লাহ ব্যাতিত এই সমস্যার সমাধান কেউ দিতে পারেনা। আল্লাহর হুকুম না হলে এই সমস্যা সমাধান হবেনা। বলে রাখা ভালো সেই ভাইয়ের বাড়িওয়ালা অত্যন্ত কৃপণ এবং ভাইয়ের অন্যতম দুশ্চিন্তা ছিলো যে এই কথা জানার সাথে সাথে

বাড়িওয়ালা এই খরচ ভাইয়ের উপরে চাপিয়ে দিবেন। যাই হোক, ভাই দুয়া করলেন - "আল্লাহ আপনি আমার বাথরুমের এই সমস্যার ব্যাপারে একটা সমাধান করে দেন" ভাই বাসায় আসার ২/৩ দিন পরে বাড়িওয়ালা নিজের খরচে সমাধান করে দিলেন, এবং শেষে ভাইকে এটাও জিজ্ঞেস করেছিলো - আপনার বাথরুম এখন ঠিক আছে তো?

আমি আরেক ভাই এর ব্যাপারে জানি - উনি একবার একটা ভিডিও দেখছিলেন। যেটার মধ্যে ফিদায়ী হামলা চালাবেন এমন কিছু ভাই, আসমানে আল্লাহু লেখা নিশান দেখেছিলেন। এটা দেখার সময় ঐ ভাই ভাবছিলেন, ইশ আমিও যদি এমন দেখতে পেতাম। এরপরে আবার ভাবলেন - আরে কোথায় উনাদের মত ফিদায়ী মুজাহিদ আর কোথায় আমি! যাই হোক ভাই বিষয় টা ভুলে গেলেন। এরও অনেক অনেক দিন পরে ভাই একদিন আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাত দেখলেন আল্লাহু লেখা একটুকরা মেঘের নিশান! ভাই ভাবলেন আরে এটা আমার মনের ভুল। এমন ভাবতেই ভাই দেখলেন আল্লাহু লেখা "হা" এর মধ্যের কিছু মেঘ সরে গিয়ে "হা" টা সম্পূর্ণ গোল হয়ে গেলো এবং ডান দিক

থেকে আলিফের মত এক টুকরা মেঘ লামলাম একদম পাশে চলে আসলো। ভাই এর ভাষ্যমতে, "ভাই এটা দেখার ঠিক পরেই আমার দিলে এই কথাটা আসলো, "তুমি নিশান দেখতে চেয়েছিলে, আজ আল্লাহ দেখিয়ে দিলেন"।

আমি দুইটা উদাহরন দিলাম সম্পূর্ণ দুই ধরনের, একটা খুব তুচ্ছ, আরেকটা আল্লাহর কুদরত বা নিশান দেখার মত!

যা বলতে চাচ্ছি - প্রিয় ভাই আমার, আমি দেখেছি আল্লাহ বান্দার দুয়া কবুল করেন। তবে আল্লাহ গাফেল অন্তরের দুয়া কবুল করেন না। আপনি যা চান তা আল্লাহর থেকেই নিতে হবে আর তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে আল্লাহ দিতেই ভালোবাসেন। তাই বেশি বেশি দুয়া করেন, যখনই সম্ভব।

৫। তাহাজ্জুদ এবং কুরআনঃ একজন মুজাহিদের জন্য তাহাজ্জুদ এবং কুরআন হচ্ছে অন্তরের সাকিনা! আল্লাহ আমাকে মাফ করুন এই কথা বলার জন্য কারণ আমার নিজের হাল অনেক করুণ! আমি আশা রাখি আল্লাহ আমার জন্য সহজ করে দিবেন। শাইখ আহমেদ মুসা জিব্রিল বলছিলেন, "তাহাজ্জুদ সবাই পড়তে পারেনা, সবার তাউফিক্ব

হয়না, এটা শুধু মাত্র তাদেরই নসিব হয় আল্লাহর ভালোবাসা যাদের নসিব হয়" তাহাজ্জুদ এবং কুরআন হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের রাস্তা। **এক ভাই বলতেন - ভাই আমি যখন কুরআন পড়ি তখন আমার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়! আমি আরেক ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ভাই কি করলে আপনি অন্তরে শান্তি পান? উনি বলেছিলেন - "কুরআন তিলাওয়াত করলে"**

৬। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাঃ আমি শায়েখদের যত নাসিহা দেখেছি, একটি বিষয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখ থাকে, তা হচ্ছে **গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা**। এক ভাই বলতেন - **গুনাহ এর কারণে আমাদেরে উপরে মুসিবত নেমে আসে**। গুনাহ নিয়ে আলাদা করে তো কিছু বলার নাই, তবুও আমাদের জন্য খাস ভাবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা অনেক জরুরী। **কারণ গুনাহ আমাদের নিরাপত্তা বর্ম কে নষ্ট করে দেয়**। গুনাহ এর মাধ্যমে ঈমান দুর্বল হতে থাকে এবং ইবাদতের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। গুনাহ এর সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে এক গুনাহ আরেক গুনাহ এর রাস্তা খুলে দেয়। আমি এক ভাইয়ের ব্যাপারে জানি, উনি বলতেন, "**ভাই যতবার আমার চোখ কোন বেগানা বেপর্দা নারীর দিকে পড়ে ততবার আমার মনে**

হয়, আমার ঈমান আগের চেয়ে একটু কমে গেলো, আমার মনে হয় এই নারী আমার ঈমানকে জোরে একটা ঘুষি মেরেছে!"

প্রিয় ভাই, আমার এই কথা গুলো বলার একটা উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ যেন এর থেকে সবার আগে আমার জন্য কল্যান নসিব করেন এবং আমাদের সবাইকে কল্যান নসিব করেন। আল্লাহ যেন সবার আগে আমাকে এই আমলগুলো করার তাউফিক দান করেন এবং আমাদের সবাইকে। এই কথা গুলো বলার আরেকটি কারণ, আমি আপনাদের নিকট দুয়ার দরখাস্ত করছি, খাস ভাবে এই অধম ভাইয়ের জন্য দুয়া করবেন। এই কথা গুলো বলার আরেকটি কারণ **"আদ দ্বীনু নাসিহাহ"**

আল্লাহ আপনি আমার কথার ভুল গুলো মাফ করে দেন এবং ভালো যা কিছু তার জন্য শুধু মাত্র আপনারই প্রশংসা,আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়াসাল্লাম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।

আজ এখানেই শেষ করছি,

আপনাদের ভাই -

ওয়াস সালাম

৬৯.মুজাহিদদের দাওয়াতে ভীত সন্ত্রস্ত অ্যামেরিকা!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন -

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (সুরা তাওবাঃ ১৪)

সারা দুনিয়ার সামনে মেকি পরাশক্তির দাবীদার, ক্রুসেডার অ্যামেরিকা আজ আফগানিস্তানে অপমানিত, এবং পরাজিত! ট্রিলিওন ট্রিলিওন ডলার, সামরিক শক্তি অ্যামেরিকার কোন কাজেই আসেনি। বরং পরাজিত নেড়ি কুত্তার মত লেজ গুটিয়ে পালানোর রাস্তা খুঁজছে। অ্যামেরিকার এই পরাজয় আজ সারা দুনিয়া প্রত্যক্ষ করছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ মুমিনদের হাতেই কাফিরদের লাঞ্চিত করবেন।

কিছুদিন আগে "লোন উলফ" নামে একটা ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছিলো আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ এই ম্যাগাজিন এবং এর

সাথে জড়িত সকল ভাইদের কবুল করে নিন, আমীন। এদেশের ঈমানদার যুবকদের কিতালে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই ম্যাগাজিন টি প্রকাশিত হয়। সুবহানআল্লাহ এমনকি এই ম্যাগাজিন ও আল্লাহর ইচ্ছায় এ দেশের অবস্থানরত অ্যামেরিকান কাফিরদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করেছে। ইউএস অ্যাম্বেসি ঢাকা, গত ৩ এপ্রিল, তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এদেশে অবস্থানরত ইউএস কাফিরদের চলাচলের উপরে সতর্কতা আরোপ করেছে। **তাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে পরামর্শ দিয়েছে। এমনকি ম্যাগাজিনে যেসব স্পটের কথা উল্লেখ করে দিয়েছে সেসব স্পটে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে।**

আল্লাহ তাদের অন্তরে আরো ভীতি ঢেলে দিন এবং তাদেরকে ধ্বংস করুন। আল্লাহ লোন মুজাহিদদের হাত দিয়ে তাদের শাস্তি দান করুন, আমীন।

Security Alert – U.S. Embassy Dhaka, Bangladesh (April 3, 2019)

Location: Bangladesh, countrywide

Event: In light of calls for revenge in the wake of the March 15 terrorist attack against two mosques in New Zealand, we encourage U.S. citizens to exercise heightened awareness of the ongoing threat posed by transnational terrorist organizations such as ISIS and al-Qa'ida.

Terrorist groups, their associates, and those inspired by such organizations remain intent on attacking U.S. and Western citizens around the world, including in Bangladesh. Extremists may use conventional or non-conventional weapons to strike U.S. interests, but many are increasingly using less sophisticated methods of attack to more effectively target crowds, including the use of edged weapons, pistols, and vehicles. Extremists are spreading propaganda online and calling for assaults on "soft" targets such as Western schools, businesses, and NGOs.

Embassy Operations: Embassy operations are normal.

Actions to Take:

Review your personal security plans.
Be aware of your surroundings.
Stay alert in locations frequented by Westerners.
Monitor local media for updates.

৭০.মুজাহিদিনদের সৌন্দর্য

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্*র জন্য, আর সমস্ত উত্তম প্রশংসা শুধু তাঁরই জন্য। দরুদ এবং সালাম রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা মুজাহিদিনদের অনেক এবং অপার্থিব সব সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়ে দেন। যেগুলো আসলে বলে কখনো প্রকাশ করা যায়না! যেমন ঈমান, ইখলাস, তাকওয়া, মুহাব্বাত, জজবা, একের পর এক ...

এ সবই অনন্য! তবে যে সৌন্দর্যের ব্যাপারে আমি খাস করে বলতে চাচ্ছি, যা আমার কাছে এক অপার বিস্ময়, তা হচ্ছেঃ

মৃত্যু কে মুজাহিদিন রা কত ভালোবাসেন, আল্লাহুআকবার! মুজাহিদিন দের কাছে শহিদী মৃত্যু তাঁর নিজের স্ত্রী, সন্তান এবং আর সমস্ত কিছুর চেয়েও বেশি প্রিয়! অবাক লাগে, সুবহানআল্লাহ উনারা মৃত্যু কে মিস করেন, মৃত্যু কেন আসলো না এজন্য কান্না করেন, মৃত্যুর জন্য ছটফট করতে থাকেন! এমন ও তো দেখলাম, বর্ননা করছেন, কিভাবে তিনি জান্নাতে যাবেন,

"....এরপর এই সুইচ টা টিপে দিবো ... আর আমি জান্নাতে চলে যাবো"

এ এমন এক জিন্দেগী যা উপলব্ধি করতে পারাও অনেক

বড় নিয়ামাত! আহ, এই বিশাল দুনিয়ার সমস্ত বিশালতা, ধন দৌলত, সমস্ত সৌন্দর্য তাদের কাছে ব্যাবহার করা টিস্যুর মত পায়ের কাছে পড়ে থাকে!

আর এর সাথে আরো অবাক লাগে, "এমন দল কে কেউ হারানোর সপ্ন দেখে কিভাবে?"

তারা কি দেখেনা যে, তারা চায় এদের কে মেরে ফেলতে, অথচ তারো বহু আগে থেকে এরা মৃত্যুর সান্নিধ্য পাবার জন্য এ ময়দান থেকে ঐ ময়দান ঘুরে বেড়াচ্ছে! তোমরা যখন আরামের বিছানায় ঘুমিয়ে থাকো, মুজাহিদিন গণ তখন দুই হাত আসামানের দিকে তুলে চোখের পানি ফেলে ভিক্ষা চাইতে থাকেন,

"হে আমার রব্ব, আপনার কাছে চেয়ে তো কেউ নিরাশ হয় না, আপনি আমাকে শাহাদতের মৃত্যু দেন, আগামি কালকের লড়াইয়ে একটা বুলেট কিংবা একটা মর্টারের গোলা যেন আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় আর আমি যেন আপনার কাছে পৌঁছে যেতে পারি, আর হ্যাঁ তার আগে আমি যেন আপনি যত টুকু সামর্থ্য দিবেন, আপনার দুশমনদের হত্যা করতে

পারি"

আল্লাহর দুশমনেরা, তোমরা তোমাদের সুন্দরী স্ত্রীর অনামিকা নিয়ে খেলতে যতটা পছন্দ কর আল্লাহ্*র রাহে মুজাহিদিনগণ নিজদের মৃত্যু কে তার চেয়েও বেশি পছন্দ করে!

তোমরা নিজেদের অসহায় মনে করছো কি! খুব শীঘ্রই করবে ইনশাল্লাহ!

৭১.মুসলিম উম্মাহ'র "নিরাপত্তা বর্ম" - সেটা কি?

আসেন আমরা শুরুতেই স্বীকার করে নেই জাতি কিংবা উম্মাহ হিসবে দুনিয়াতে আমাদের মত নির্যাতিত, লাঞ্চিত, অপমানিত এবং মাজলুম আর কোন জাতি বা উম্মাহ নাই!

উম্মাহ হিসেবে আমাদের অনেক বড় একটি ভুল হচ্ছে আমরা নিজেদের আইডেন্টিটি ভুলে গেছি। আমাদের রিয়েল

আইডেন্টিটি। আমাদের আসল পরিচয়। এই একটা লাইন আমাদের ফর্মুলার মত মনে রাখা দরকার। কারণ, অতীতের রেশ ধরে বর্তমানে উম্মাহ যে বিশ্বব্যাপী দুর্দশা, নির্যাতন, আগ্রাসন, জুলুমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং শতাব্দী ব্যাপী কাফেরদের জঘন্য পরিকল্পনার সামনে উম্মাহর তথাকথিত নেতাদের গাদ্দারী, গাফেলতির জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ আজ যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, তা -

বুঝতে হলে এবং উপলব্ধি করতে হলে
তার কারণ নির্ণয় করতে হলে
সর্বোপরি, এই দুর্দশা থেকে মুক্তির উপায় খুজে বের করতে হলে

অবশ্যই উম্মাহ হিসেবে আমাদেরকে আমাদের আসল পরিচয় খুজে বের করতে হবে। আমাদের আসল পরিচয়ে ফিরে যেতে হবে।

এই সমস্যার শুরুই হয়েছে নিজেদের পরিচয় পরিত্যাগ করে কিংবা বিক্রি করে নতুন পরিচয় গ্রহন করার জন্য। যা ছিলো আমাদেরকে শাসন এবং শোষণ করার জন্য কাফেরদের

পরিকল্পনার মূলভিত্তি। এবং সেটি উচ্চারিত হওয়া দরকার, তা হচ্ছে - এই মুসলিম উম্মাহকে তার শেকড় থেকে আলাদা করে ফেলা, যে শেকড় এই উম্মাহকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো।

শেকড় থেকে আলাদা করে ফেলা অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে কোন ভুখন্ড থেকে আলাদা করে ফেলা! এই মুসলিম উম্মাহ পরিচিত হয় একটি মৌলিক পরিচয়ে, তা হচ্ছে তাদের ঈমানের পরিচয়ে, বিশ্বাসের পরিচয়ে, ইসলামের পরিচয়ে। এখন ইতিহাস থেকে কিছু কথা সামনে নিয়ে আসা দরকার। যেগুলো আমরা এতদিন শুধু বইয়ের পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। **আরবের উপরে অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই কিংবা এই উম্মাহ এক দেহের মত। কিংবা আল্লাহর আদেশ - তোমরা আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধরো।** এমন আদেশ এবং সতর্কবানী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং অনেক আদেশ এবং সতর্কবানী যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের রাসুল এবং আমাদের কমান্ডার মুহাম্মাদ সাঃ হাদিসের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

আমাদের প্রতি রাসুল সাঃ এর আদেশ ছিলো (ভাবার্থে) -

তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা, আমি যে আদর্শ রেখে যাচ্ছি তার উপরে অটল থাকো - (আও কামা কলা আলাইহিস সালাম)

কিছু কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। ইসলাম কি? ইসলাম কি এই প্রশ্নের আগে আমরা একটু দেখে নেই, ইসলাম কি না -

১। ইসলাম কোন ফ্যান্টাসি, মনগড়া কিছু বিধানের সমস্টি - না।

২। ইসলাম কোন পার্ট টাইম, হবি টাইম, সিজনাল, যেমন খুশি তেমন সাজো, ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই সমস্ত আবদার গ্রহণকারী ধর্মীয় বিধানমালা - না।

৩। ইসলাম কোন, এডিটেড, রিফর্মড, মোডারেটেড, কাস্টমাইজড, অ্যাডপ্টেড, ওপেন সোর্স ধর্মিয় কোড অফ কন্ডাক্টস - না।

৪। ইসলাম নিজের বিকাশ, প্রচার, প্রসার এবং সুরক্ষার জন্য অন্য কোন মতবাদ, আদর্শ বা কৌশল ধার করে বা এমন অনুমতি দেয় - না।

৫। ইসলাম তার অনুসারীদের একই সাথে ইসলাম থেকে কিছু

এবং অন্য যে কোন আদর্শ/মতবাদ থেকে কিছু পালন করা এমন অনুমতি দেয় - না।

৬। ইসলাম তার নিজের সাথে আর অন্য যে কোন মতবাদ/আদর্শ কে পাশাপাশি সহাবস্থানে থাকার অনুমতি দেয় - না।

৭। ইসলাম তার অনুসারীদের ধর্ম এবং জীবনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় - না।

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। একক কোন ব্যাক্তি বা গোত্র, সমাজের জন্য না, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য। মেক নো মিসটেক -

ইসলামের থেকে এমনকি প্রানীজগত এবং উদ্ভিদজগতের উপকৃত হবার এবং নিরাপত্তা লাভের হক্ক রয়েছে। এতটুকু যে অনুধাবন করতে পারলো না সে ইসলামের পরিচয় এখনো পূর্ণ ভাবে জানতে পারেনি। **এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন কে? আল্লাহ। সৃষ্টিজগতের মালিক কে? আল্লাহ। এই দুনিয়া এবং এর উপরে নিচে যা আছে তার সমস্ত কিছুর প্রতিপালক কে? আল্লাহ। অন্য কেউ কি এগুলোর মধ্যে ১% শরীক হতে পারে? না, পারেনা। কিংবা কারো কি তেমন কোন সামর্থ্য আছে? না,**

নাই। এতটুকু যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েই গেলো, তাহলে এবার জানা দরকার আল্লাহ শুধু দুনিয়া সৃষ্টি করে তার পরিচালনার ভার অন্যের উপরে ছেড়ে দেননি, [নাউজুবিল্লাহ] বরং আল্লাহ এটাই বলেছেন, দুনিয়া আল্লাহর এখানে হুকুম ও চলবে আল্লাহর। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ। আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো হুকুম এখানে চলবেনা। তাহলে সেই হুকুম কি? সেই হুকুমের নাম হচ্ছে - ইসলাম। আল্লাহ তাঁর দুনিয়াতে ইসলামকেই কায়েম হবার জন্য মনোনীত করেছেন। আল্লাহ বলেন, আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহনযোগ্য জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ আরো কনফার্ম করেছেন - আমি এই ইসলামকে পরিপুর্ন করে দিয়েছি, অর্থাৎ যা যা দরকার হবে তার সবকিছু ইসলামের মধ্যেই আছে, অন্য কোথাও থেকে ধার করতে হবেনা, আমদানি করতে হবেনা, গবেষণা করতে হবেনা, উদ্ভাবন করতে হবেনা, মডিফাই করতে হবেনা।

যে কেউ স্বীকৃতি দিলো আমি মুসলিম, তাকে এই কথাগুলোর ও স্বীকৃতি দিতে হবে। এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে হবে এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

"কোন প্ল্যান বি নাই" "প্ল্যান বি এর জন্য ইসলাম না" -

আল্লাহ যখন বলে দিয়েছেন - কমপ্লিট - এর মানে কমপ্লিট। ফুলস্টপ।

এগুলো একজন মুমিন অর্থাৎ বিশ্বাসীর জন্য সারভাইভাল কন্ডিশন। তাকে সারভাইভ করতে হলে, এবং থ্রাইভ করতে হলে - এই কন্ডিশন মানতেই হবে। আমি আবারও বলছি - মানতেই হবে এর অর্থ এর অন্য কোন বিকল্প নাই! যে পারবেনা সেটা তার ব্যার্থতা, যার দায় ইসলাম কেন নিবে! তবে হ্যা, ইসলাম তাকে ফেলে দিবেনা। বরং ইসলাম হচ্ছে উম্মাহর জন্য বর্ম। তাই কেউ যদি ব্যার্থ হয়, সামস্টিক ভাবে উম্মাহর অন্য অনুসরণকারী গণ যখন এই বর্ম কে প্রতিষ্ঠিত রাখবেন, এই বর্মের নিচে থাকা দুর্বল কিংবা সন্দিহানরা ও নিরাপত্তা পাবে। তবে শর্ত হচ্ছে - ইসলামের নিরাপত্তা বর্ম কে অন রাখতে হবে। শিল্ড মাস্ট বি অন!

আরো ব্যাপার হচ্ছে এতটুকু উপস্থাপন যদি ভারী, ব্যাপক মনে হয় তবে আসলেই তা ভারী এবং ব্যাপক। ইসলাম কোন ছেলে খেলা, মুড়ি মুড়কি বা হালুয়া প্রাসাদ খাবার নাম না! আপনি ইসলামের সূচনা দেখেন না কেন? যখন ইসলাম আসলো তখন সবাই কি ইসলামকে আদর করে বুকে টেনে নিয়েছিলো? বরং

ইসলামের প্রথম শহীদ ছিলো একজন বিশ্বাসী মহিলা, সুমাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা যাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয়েছিলো। এটি ছিলো শুরু এর পরের ইতিহাস তো আপনাদের অজানা না! বিলাল রাঃ, খাব্বাব রাঃ, রাসুল সাঃ কে তায়েফে রক্তাক্ত করে দেয়া কিংবা উহুদের দিনে রাসুল সাঃ এর দাড়ি মুবারক বেয়ে গলগল করে পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হওয়া, হামজা রাঃ শাহাদাত - আপনি কি মনে করেন এগুলো সব ছিলো শুধু ইতিহাস! এগুলো ছিলো ইসলামের শিল্ড অন করার জন্য জিহাদ, মুজাহাদা, চেষ্টা সংগ্রাম সাধনা! আমরা কি আসলেই ভেবে নিয়েছি যে, আমার মা বা মুসলিম - আর আমিও ফ্রিতে ইসলাম পেয়ে গেছি! ইসলামের শিল্ড কে অন রাখতে হবে এবং এটা কোন ছেলেখেলা না! আমাদের কমান্ডার মুহাম্মাদ সাঃ কে পর্যন্ত রক্তাক্ত হতে হয়েছে যেন আমি আপনি এই শিল্ডের নিচে নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারি! আর আজ আমরা একবার নিজেদের দিকে তাকাই - আল্লাহ যে শিল্ডকে আমাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে দান করলেন দুনিয়া এবং আখিরাতের জন্য, রাসুল সাঃ যে শিল্ড এর জন্য রক্তাক্ত হলেন আজ আমরা সেই শিল্ড কে বাতিল, ব্যাকডেটেড, এক্সট্রিম লেবেল লাগিয়ে কাফেরদের অফার করা দাসত্বের জিন্দেগী কে গ্রহন করেছি! আর সেই কাফেররা যখন আমাদেরকে হত্যা

করছে, নির্যাতন করছে, জুলুম করছে তখন আমাদের মধ্যে উত্তম রা প্রশ্ন করছেন - এগুলো হচ্ছে কেন! এগুলো মনে হয় আমাদের ইসলামের জন্যই হচ্ছে। এই ভার্সন টা আমাদের কাফের বন্ধুদের পছন্দ হচ্ছেনা, চল আমরা আরেকটু তাদের মত হয়ে যাই! সমস্যা হচ্ছে এভাবে আমরা নিজেদের ঈমান আকিদাহ সব বিক্রি করে দিয়ে এমন কি তাদের রঙে রঙিন হয়ে গেছি, তাও আমাদের সমস্যা দূর হয়নি! এরপরে আমরা আমাদের নিজেদের ভাইবোনদের কাফেরদের হাতে তুলে দিয়েছি তাও আমাদের সমস্যা দূর হয়নি, শেষ পর্যন্ত আমরা কাফেরদেরকেই আমাদের উপরে ভালো মন্দের অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছি, তাও আমাদের সমস্যা দূর তো হয়নি বরং দিন দিন আরো বেশি হয়েছে!

সেখানেই তাহলে এই পোষ্ট এর শুরুর লাইনটি আবার ফিরে আসলো - **আসেন আমরা আবারো স্বীকার করে নেই জাতি কিংবা উম্মাহ হিসবে দুনিয়াতে আমাদের মত নির্যাতিত, লাঞ্চিত, অপমানিত এবং মাজলুম আর কোন জাতি বা উম্মাহ নাই!**

এবার প্রশ্ন হচ্ছে - এর থেকে মুক্তির উপায় কি?

সিম্পল - ইসলাম। ইসলামের শিল্ড। প্রমাণ? মক্কায় কাফেররা যখন জুলুমের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেলো, রাসুল সাঃ কে হত্যা করার পরিকল্পনাও করে ফেললো, মুসলিমদেরকে দেশ থেকে বের করে দিলো, মুসলিমদের ধন সম্পদ গুলো দখল করে নিতে লাগলো **এমন অবস্থায় আল্লাহ বললেন - ফাইট ব্যাক**। ইয়েস - ফাইটব্যাক! জিহাদের হুকুম আসলো! জি - জিহাদ। যা শুনলে আমাদের অন্তরাত্মা উড়ে যায় - সেই জিহাদের হুকুম আসলো। মুসলিমরা মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় আশ্রয় নিলেন, সারভাইভ করার জন্য আবু সুফিয়ানের কাফেলা রেইড করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ মুসলিম বাহিনীকে টেনে নিয়ে আসলেন বদরের দিকে, এজন্য যে আল্লাহ বলছেন (ভাবার্থে) - এর দ্বারা আমি হক এবং বাতিলের মধ্যে মিমাংসা টেনে দিবো। অর্থাৎ তোমার শত্রু যখন অস্ত্র ধরেছে তখন তোমাদেরকেও অস্ত্রই ধরতে হবে। বদর, উহুদ, পেরিয়ে মুসলিম বাহিনী আবার সেই মক্কাতেই ফিরে আসলো! আজ তাদের কেউ তাদের হত্যা করার হুমকি দিলোনা, আজ কেউ তাদের অপমান করলোনা, আজ কেউ তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিলোনা বরং তারা সবাই দূরে থেকে, পাহাড়ে, আড়লে আবডলে লুকিয়ে থেকে কিংবা নিজের ঘরের মধ্যে বন্দি থেকে

মুসলিম বাহিনী এবং তাদের উপরে ইসলামের নিরাপত্তা দেখলো! তাহলে কি দাড়ালো?

এর থেকে মুক্তির উপায় কি? - আল্লাহ কি বলেছেন? ফাইট ব্যাক, কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল। তোমাদের উপরে কিতালের হুকুম দেয়া হল। কিংবা (ভাবার্থে) তোমাদের উপরে জিহাদের হুকুম দেয়া হল যদিও তোমরা তা অপছন্দ কর, কিন্তু হতে পারে তোমরা যা অপছন্দ কর তার মধ্যেই তোমাদের কল্যান আছে।

তাই ইন্সট্যান্ট উত্তর হচ্ছে - ফাইট ব্যাক। কেন বললাম ইন্সট্যান্ট? কারণ এটা শুধু শুরু মাত্র। শুধু ফাইটব্যাক ই সমাধান না। বরং সমাধান হচ্ছে পরিপূর্ণ ইসলামের বাস্তবায়ন বা ইসলামের নিরাপত্তা শিল্ড অন করা। কিন্তু তার জন্যই এই মুহূর্তেই যা করা দরকার তা হচ্ছে - **ফাইট ব্যাক**।

সবশেষে -

নিজেকে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ নিজের উপরে আক্রমন হলে এমনকি পশুরাও ঘুরে দাঁড়ায় -

দে ফাইট ব্যাক।

নিজের দ্বীন ইসলামের জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ কাফের রা তাদের দ্বীন ডেমোক্রেসির জন্য অস্ত্র ধরতে কোন লজ্জা পায়নি।

নিজেদের ভাই বোন, আর শিশুদের হত্যার বদলা নেয়ার জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ কাফের রা আমাদের ভাই বোন আর শিশুদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র ধরতে কোন লজ্জা পায়নি।

আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য অস্ত্র ধরার মধ্যে কোন লজ্জা নাই। কারণ কাফের রা তাদের তাগুত প্রভুদের হুকুমে অস্ত্র ধরতে কোন লজ্জা পায়নি।

জিহাদ কোন লজ্জা না, বরং জিহাদ হচ্ছে সম্মান এবং ইজ্জত। জিহাদ কোন অপব্যাখ্যা না বরং জিহাদ হচ্ছে উম্মতের বর্ম।

আর হ্যা, ইন্নাল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন - শেষ বিজয় শুধুই মুত্তাকিনদের জন্য।

আমি সাক্ষ্য এবং ঘোষণা দিচ্ছি, আল্লাহ এক। মুহাম্মাদ সাঃ আল্লাহর রাসুল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ সত্য, সত্য

তাঁর কালিমা, সত্য তাঁর দ্বীন, সত্য তাঁর রাসুল, সত্য তাঁর ওয়াদা। জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য। মুমিনদের জন্য আল্লাহর সাহায্য সত্য, আল্লাহর পক্ষ সাহায্য এবং বিজয় সত্য। সমস্ত প্রসংশা এবং সম্মান শুধু মাত্র আল্লাহর জন্যই। মালিক আল্লাহ, হুকুম ও চলবে শুধুই আল্লাহর। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য কোন আশা নাই, তারা এই দুনিয়াতেও পরাজিত আর আখিরতেও তারা ক্ষতিগ্রস্থ আর জাহান্নামই তাদের শেষ পরিণতি!

আমি নিজেকে সমর্পন করলাম আমার রবের সামনে, আমি এবং আমার জিন্দেগী - ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রব্বিল আলামিন।[/b]

৭২.মেজর নিদাল হাসানের এর একটি কথা –

- They (US) kill our soldiers, we kill theirs. They fight for "democracy", I fight for Shariah -

অ্যামেরিকা আমাদের (মুসলিম) সৈন্যদের হত্যা করে, আমরা তাদের সৈন্যদের হত্যা করি। তারা ফাইট করে গণতন্ত্রের জন্য, আমি ফাইট করি শরিয়াহ এর জন্য -

(আল্লাহ ভাই কে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন)

আর যারা জিহাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় আল্লাহ তাদের ভূলুণ্ঠিত করুন।

****

তুমি জিহাদ করবা ক্যান - আমারে এইটা বুঝাও?

মিয়া মজা নিলা? জিহাদ করব না ক্যান তুমি আমারে এইটা বুঝাও আগে। তুমি মিয়া গনতন্ত্রের জন্য ফাইট করতে পারবা, হেলমেট পরে কোপাইতে পারবা, কিন্তু আমি শরিয়াহ এর জন্য ফাইট করতে পারবোনা? তুমি আমারে জোর কইরা হাসিনার গোলাম বানাইতে চাও কোন দোষ নাই কিন্তু আমি সেচ্ছায় আমার আল্লাহর গোলামি করতে চাই এইটা দোষ! তুমি হাসিনার ব্যালট বক্সের জন্য ফাইট করতে পারবা কিন্তু আমি আমার আল্লাহর হুকুম কে সবার উপরে রাখার জন্য ফাইট করতে পারবোনা। তোমার হাসিনারে গালি দিলে তোমার দিল

উচাটন হইয়া যায়, জেল জরিমানা শুরু হইয়া যায় আর তুমি মিয়া আমার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম কে নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করবা - আর বাতাস খাইবা! হাসাইলা গো মিয়া - তোমার সংবিধান না মানলে আমারে ধইরা নিয়া যাইবা যেটা রে আমি গুনার মধ্যেও ধরিনা আর আমারে আমার কুরআন নিয়া কথা কইতে দিবানা! কি কইলা? ব্রেইন ওয়াশ - ওই মিয়া এইটার সংজ্ঞা কি আমার তোমার থেকে নেয়া লাগবে নাকি? দিন এখনো এত খারাপ আসে নাই - বুজছো মিয়া! রক্ত এখনো সাদাও হয়নি, শুকায়েও যায় নাই!

কি কইলা? র*্যাব, ডিবি? আবারো মজা নিলা! সাইডে চাপো - আমি মরতে পারি মাইনা নিলাম তুমি কিন্তু ফ্রি যাইবা আমার সাথে - আমি আসছিই মারার জন্য, মরার জন্য, কোন ডাউট নাই, কিন্তু তুমি ক্যান আসছো চিন্তা করে দেখো -

কথা বলার টাইম নাই - দেখা হবে ময়দানে ইনশা আল্লাহ

৭৩.যুদ্ধের নীরব ঘাতকঃ প্রোপ্যাগান্ডা; দাওয়াতি কাজের প্রথম বাধা (১)

সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল (সাঃ) এবং তার পরিবার বর্গের উপর।

এ দেশে জিহাদের কাজ সফল করার জন্য জনগনের সম্পৃক্ততা অনেক জরুরী। জনগন ব্যাতিত এই জিহাদ সফলতার মুখ দেখবেনা। যদিও এখানে কথাটা একটু কেমন যেন শোনায় যে, আল্লাহর জিহাদ কি জনগনের উপরে এতই নির্ভরশীল হয়ে গেল যাদের অধিকাংশই কিনা আকন্ঠ এই দুনিয়ার মায়াজালে ডুবে আছে! আসলে ব্যাপারটা যদি অন্য ভাবে দেখি - **মনে আছে রাবি ইবনে আমর (রাঃ) এর সেই কথাটি, "আমরা মানুষ কে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি"** আমাদের এখানেও জিহাদের মাকসাদ কি সেটাই না? মানুষ কে তাগুতের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের দাসত্বের দিকে ফিরিয়ে নেয়া। মানুষ কে সবচেয়ে বড় পাপ শির্কের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে নেয়া। নিঃসন্দেহে তাই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যার জন্য এই জিহাদ, যাদের মুক্ত করতে এই জিহাদ, যাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এই জিহাদ, যাদের সম্মানিত করতে এই জিহাদ, যাদের জান এবং মালের নিরাপত্তা দিতে এই জিহাদ, যাদের মা-বোনদের ইজ্জতের হেফাজত করতে এই জিহাদ তারাই যদি এই জিহাদের স্বরূপ না বুঝে তাহলে

এই জিহাদ কিভাবে সফল হতে পারে! এটা এমন যে, আমি কাউকে একটা উপহার দিচ্ছি কিন্তু সে জানেনা যে এটা কত মুল্যবান উপহার তাই এটা ফিরিয়ে দিচ্ছে কিংবা হাতে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। মুজাহিদিন রা যে জিহাদ করেন তারা কি নিজেদের শান-শওকত, আলিশান জিন্দেগী, ক্ষমতা এই সবের লোভে জিহাদ করেন? তারা তো জিহাদ করেন, আল্লাহ জমিনের অসহায় নারী শিশুদের জন্য, ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, বাতিল কে দূর করার জন্য এবং হাক্ক প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

কিন্তু আপনি তাকিয়ে দেখেন আমাদের আশে পাশের কয়জন এই বুঝে কে উপলব্ধি করতে পেরেছেন?

আপনি যদি পুরা জমিনের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন মানুষ আজ তাগুতের কাছে নিজদের ঈমান এবং আমল কে বিক্রি করে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে আছে!এর চেয়ে ভয়ঙ্কর হালত আর কি হতে পারে! এদেশের মানুষের উপরে সবচেয়ে বেশি জুলুম করে পুলিশ এবং র্যাহব বাহিনী এবং আওয়ামী কুত্তা বাহিনী, অথচ দেখেন মানুষ এদের জুলুমের কথা ভুলে যায়, কিন্তু আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে

এই তাগুত বাহিনীর হাত শক্ত করে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের উত্তর টি ছোট হবেনা বরং কিছুটা বড় হবে – কারন এই প্রশ্নের উত্তর খুজতে গেলে কিছুটা গভীরে যেতে হবে।

... "দাওয়াতি কাজের প্রস্তুতির ব্যাপারে আমরা সবাই যদি একমত হই তাহলে এরপর আমাদের আগে দেখা দরকার এই কাজের পথে সবচেয়ে বড় বাধা কি? এছাড়া বর্তমানে যুদ্ধের অন্যতম একটি নীরব ঘাতক আছে, বর্তমানে একটি বিশেষ পদ্ধতির যুদ্ধ চালু হয়েছে যা কাজ করে চোখের আড়ালে, কিন্তু ফলাফল ভয়ঙ্কর!" ...

আমরা সবাই জানি যে তাগুত বাহিনি কিছুদিন আগেও জনবিচ্ছিন্ন ছিলো। দেরিতে হলেও তারা বুঝতে পেরেছে যে জন বিচ্ছিন্ন থাকলে তাদের ধংস আরো দ্রুত হবে, এবং দ্বিতীয়ত জন বিচ্ছিন্ন থাকলে আমাদের বিরুদ্ধে তারা কখনই পেরে উঠবে না, এক কথায় অসম্ভব! এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে তারা জনগন কে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেস্টা করছে।

এই কাজটি তারা করছে একটি প্রোপাগান্ডা ক্যামপেইনের

সাহায্যে। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন, এই ক্যাম্পেইনের প্রধান ভাবে দুই ধরনের কাজ আছে। একটি হচ্ছে র্যাআপিড রেস্পন্স আরেকটি হচ্ছে লং টার্ম রেসপন্স। উদাহরন হিসেবে বলা যায়, বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তারা সরাসরি পাবলিক কে অ্যাড্রেস করে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা মেসেজ প্রচার করে, পরিস্থিতির উপরে নিয়ন্ত্রন থাকার জন্য তারা পরিস্থিতিকে কাজে লাগায় এবং তাদের মেসেজ এর তাৎক্ষনিক প্রভাব পাবলিকের উপরে পড়ে। আরেকটি হচ্ছে লংটার্ম রেস্পন্স আর এই কাজটি করে, বলতে গেলে আসলে সমাজের পুরা সিস্টেমটাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, বুদ্ধিজীবী, ভ্রান্ত আলিম সমাজ, পরিবার, মিডিয়া, সমস্ত কিছুই এই প্রোপাগান্ডা ক্যামপেইনের হয়ে কাজ করছে। এই প্রোপাগান্ডার রেস্পন্স তাৎক্ষনিক ভাবে দেখা যায়না, তবে এটা ধীরে ধীরে মুল্যবোধকে পরিবর্তন করে ফেলে। এবং বিশেষ কোন এক ট্রিগারিং পয়েন্টে তা বের হয়ে আসে। **এর উদাহরন হিসেবে বলা যায়, আমাদের আশে পাশের আম ভাবে ইসলামের আহকাম সমুহকে ভালোবাসে এমন বয়স্ক মানুষদের কথা বলা যেতে পারে, যারা হয়ত কিছু দিন আগেও অন্ধ ভাবেই আল্লাহর দ্বীন কে ভালোবাসতেন কিন্তু এখন তারা ডিমোটিভেটেড হয়ে গেছেন, ডিমোটিভেটেড এজন্য বললাম**

কারন এখনও তারা মনে করেন তারা আল্লহর দ্বীনকে ভালোবাসছেন, কিন্তু আসলে তারা তাগুতের প্রোপাগান্ডা ক্যামপেইনের শিকার হয়ে বায়বীয় ধারনার জগতে চলে গেছেন।

এখানে মুল যে বিষয়ে দেখা দরকার তা হচ্ছে প্রোপাগান্ডার লক্ষ্য কি? আপাত দৃষ্টিতে মোটা দাগে দেখলে মনে হবে তারা আসলে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে বা র্যাআডিকাল ইসলামিস্টদের (যদিও ইসলামে র্যা ডিকাল বলে কিছু নাই) বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে, (যেটা তারা সবার সামনে উপস্থাপন করতে চায়) যা এক কথায় ব্যাক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কিন্তু বাস্তবে আসলে তা ভুল। **তাদের এই আগ্রাসন আসলে দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে, যা বাস্তবে আমাদের মুল ভিত্তি ঈমান এবং আকিদাহ'র বিরুদ্ধে।** কিন্তু সাধারন মানুষ যদি জেনে যায় বা দিব্য চোখে দেখে ফেলে যে, তারা আসলে ইসলামের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে, এবং আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ'র বিরুদ্ধেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে তাহলে তারা সামনে আগাতে পারবেনা। আর এই জন্যই দরকার হয় প্রোপ্যাগান্ডা। **প্রোপ্যাগান্ডা এর মুল মাকসাদ হচ্ছে মানুষকে তাই ভাবতে শেখানো যা আপনি চান সে ভাবুক,**

প্রোপ্যাগান্ডা'র মাকসাদ হচ্ছে মানুষের বিশ্বাস এবং আদর্শ কে নিয়ন্ত্রন করা। তাগুতের লক্ষ্য আমাদের কাছে ঘোলাটেই থাকবে যদি আমরা প্রোপ্যাগান্ডার মাকসাদের দিকে না তাকাই, প্রোপ্যাগান্ডা কেন কাজ করে এবং কিভাবে কাজ করে সেটা না বুঝি। কিছু ফিজিক্যাল জঙ্গীকে রিমুভ করা হয়ত কঠিন কিছুনা তবে জঙ্গীদের আদর্শ কে রিমুভ করা কঠিন, তারা আসলে কিছু জঙ্গীকে রিমুভ করে আরো লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষের কাছে প্রোপ্যাগান্ডার মুল মেসেজ পৌছিয়ে দিচ্ছে! তারা সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে, আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারবেনা বা বললেও তা আম মুসলিম মানবে কেন? এজন্য তারা ইসলাম কে জঙ্গী ট্যাগ দিয়ে আক্রমন করছে। **সারা দুনিয়াতে কাফিররা আসলে ইসলাম নামের একটি আদর্শের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, তাদের দুশ্চিন্তাও এই আদর্শকে নিয়েই, অর্থাৎ ইসলাম কে নিয়েই।**

ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ডে এই আলোচনা বিস্তারিত এসেছে। কিভাবে তারা আদর্শগত ভাবে ইসলামের সাথে যুদ্ধ করছে। এছাড়া আমার এই কথাকে আরো শক্ত ভাবে বিশ্বাস করার জন্য আমি কুরআনের একটি আয়াতের দিকে

তাকিয়েছি, **আল্লাহ তায়ালা সুরা আল ইসরার ৮১ নাম্বার আয়াতে বলছেন, "আর বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই"** অর্থাৎ বাতিল সবসময়ে সত্যের ভয়ে তটস্থ থাকে, সত্য প্রকাশিত হলেই বাতিল কে দূর হতে হবে, যেমনটা শাইখ আওলাকি (রহ) তাঁর লেকচারে উল্লেখ করেছেন। তাই বাতিল সত্যের নিশানাও দেখতে চায়না, সত্য কে চাপিয়ে রাখতে চায়, সত্য কে আক্রমন করতে চায়। আর যেহেতু হাক্ক হচ্ছে হাক্কই তাই হাক্ক এর আসল রুপে যদি তাতে আঘাত হানা হয় তবে তা সবার সামনেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য কাফিররা আগে হাক্ক এর গায়ে অন্য লেবেল চাপিয়ে দেয়ার চেস্টা করে, এরপর সেই আবরনের আড়ালে আক্রমন করে, আর এই কাজটিই হচ্ছে প্রোপ্যাগান্ডা। **প্রপাগ্যান্ডা হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ারের প্রধান অস্ত্র,** সুতরাং এদিক থেকেও স্পস্ট হয়ে যায় যে কাফির রা আসলে আমদের বিশ্বাস এবং আকিদাহ এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।

একটি বাস্তব উদাহরন দেই, আপনারা জানেন বাংলা অভিধানে জঙ্গি শব্দ নতুন নয়, এমন না যে কেউ আগে কখনো এই শব্দ শুনেনি। এই শব্দ আগেও ছিলো, **এমনকি**

সামরিক বাহিনীর সিলেবাসে জঙ্গী শব্দটি অহরহ ব্যাবহার হয়, আম ভাবে জঙ্গী তাদের বলা হয় যারা হচ্ছে মারদাঙ্গা টাইপের সৈন্য, এমন সৈন্যদল কে জঙ্গীদল বলা হয়। কিন্তু এই জঙ্গী নিয়ে কারো কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে কেন মানুষের জঙ্গী শব্দ নিয়ে মানুষের এত পেরেশানী! কারন এভাবেই আম মানুষকে ভাবতে শেখানো হচ্ছে, চিন্তা করতে শেখানো হচ্ছে। এটাই তাদের প্রোপ্যাগান্ডা এর মাকসাদ। **এখন এদেশের তাগুতরা "জঙ্গী" ধারনাটাকে তাদের চাওয়া অনুযায়ী মানুষের মনে বদ্ধমুল করে দিতে পেরেছে, এখন এই জঙ্গী ট্যাগটির আড়ালে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছে।** একটি বাস্তব উদাহরন দেই, পেপারে দেখলাম, রাজিব হায়দার হত্যার রায় ঘোষণার সাথে নতুন বক্তব্য যুক্ত করেছে, **"মসজিদেরর ইমাম গন নামাজ পড়াবেন, মুসল্লিদের ধর্মীয় শিক্ষা দিবেন, রাষ্ট্রের আইনের পরিপন্থী কোন কথা বলতে পারবেন না" রায় ঘোষণা টি হচ্ছিল জঙ্গী ট্যাগ এর আড়ালে কিন্তু আক্রমন টা হয়েছে কোথায় তা কি বুঝতে পারছেন? সরাসরি বলে দেয়া হল, রাষ্ট্রের আইনের সামনে ইসলাম কিছুই না! এটা কিসের উপরে আঘাত? এটা কি ইসলামের উপরে আঘাত নয়? কিন্তু এই কথাটি যদি সরাসরি বলা হত তাহলে আম মুসলিম**

হয়ত প্রতিবাদ করত, কিন্তু সেই একই মেসেজ একটি প্রোপ্যাগান্ডা হিসেবে যখন চালিয়ে দেয়া হল তখন কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই হলোনা, আর এর অর্থ হচ্ছে আম মুসলিম সেটাকে সয়ে নিলো। আর এভাবেই প্রোপ্যাগান্ডা ধীরে ধীরে মানুষের আদর্শ এবং চিন্তা ভাবনা কে কলুষিত করে ফেলে। যেমন এই প্রোপ্যাগান্ডা সফল হলে মানুষ ভাববে মাসজিদের ইমাম গন দেশের আইন পরিপন্থী কিছু বলতে পারবেন না!

এখানে মুল যে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হচ্ছে প্রোপ্যাগান্ডা কাজ করে একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস বা আদর্শ নিয়ে। প্রোপ্যাগান্ডা শব্দটিই এসেছে "Propagating Faith" থেকে। তাহলে এটি আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে তাদের এই যুদ্ধ বাস্তবিকে ইসলামের সাথেই যুদ্ধ।

*** চলবে ইনশাআল্লাহ**

৭৪.যুদ্ধের নীরব ঘাতক প্রোপ্যাগান্ডা; দাওয়াতি কাজের প্রথম বাধা (২)

... "এখানে মুল যে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার তা হচ্ছে

প্রোপ্যাগান্ডা কাজ করে একটি সমাজ বা জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস বা আদর্শ নিয়ে। প্রোপ্যাগান্ডা শব্দটিই এসেছে "Propagating Faith" থেকে। তাহলে এটি আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে তাদের এই যুদ্ধ বাস্তবিকে ইসলামের সাথেই যুদ্ধ" ...

এত কথার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? যেহেতু আমরা যুদ্ধে লিপ্ত এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপ্যাগান্ডা বা যেটার আরও বৃহৎ রুপ হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল ওয়ার পরিচালনা করা হচ্ছে, তাই এই যুদ্ধের স্বরূপ সঠিক ভাবে না বুঝতে পারলে আমাদের পদক্ষেপ গুলো ভুল প্রমানিত হতে পারে। যেমন একটা বাস্তব উদাহরন নিয়ে আসতে চাই, আমাদের নিজস্ব কিছু মিডিয়া আছে- যেখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ সাধ্যমত মিডিয়া প্রোডাকশন রিলিজ করে আমদের দাওয়াতি কার্যক্রম এবং তাগুতের বিভিন্ন আক্রমনের জবাব দেয়া হয়। এখানে আমাদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে থাকে তাগুতের মিডিয়া, যেমন বলা হয় এটি একটি মিডিয়া যুদ্ধ। বাস্তবে সাইকোলজিক্যাল ওয়ার ফেয়ারের একটি অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে মিডিয়া, কিন্তু তার মানে এই নয় যে মিডিয়াই সব! **যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আম্যেরিকাতে ৭৫ হাজার সিভিল লিডার কে বিভিন্ন চার্চে, থিয়েটারে, এবং সিভিল গ্রুপ**

গুলোতে পাবলিকলি যুদ্ধের পক্ষে জ্বালাময়ী বক্তব্য দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিলো, ৬০০০০০ স্কুল শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন আর্টিকেল পৌছিয়ে দেয়া হয়েছিলো স্কুলগুলোতে প্রচার করার জন্য, বয়েজ স্কাউট ওপেন করা হয়ছিলো। এখন যদি আমরা বর্তমানে তাকাই তাহলে দেখা যাবে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা জ্বালাময়ী বক্তব্যের কাজ করছে, মসজিদের ইমাম গন মিম্বার থেকে ইসলামের ভুল ব্যখ্যা প্রচার করছেন, স্কুল কলেজে যাদের ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান টুকুও নাই তারাও ইসলামের আহকাম এবং শরইয়ী দিকগুলোর পর্যালোচনা করছে, ছাত্রসমাজ কে ভুল শিক্ষা দিচ্ছে, জঙ্গিবাদ থেকে যুবসমাজ কে দূরে রাখার জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত রাখার কথা বলা হচ্ছে! কত অদ্ভুত রকমের মিল তাইনা!

এই কাজ গুলো কিন্তু সরাসরি মিডিয়া দ্বারা করা হচ্ছে এমন না, শুধু মাত্র বুদ্ধিজীবীদের টকশো গুল ব্যাতিত। এছাড়া এখানে আরো একটি কাজ হয়, তা হচ্ছে এই প্রোপ্যাগান্ডা আসলে পানির ঢেউ এর মত কাজ করে, স্থির পানিতে একটি ছোট ঢিল ছুড়লেও সেই ঢিলের কারনে সৃষ্ট ঢেউ অনেক দূর ছড়িয়ে যায়। এমনি ভাবে তাদের এই

প্রোপ্যাগান্ডা বা সাইকোলজিক্যাল ওয়ার এর যেকোন একটি আক্রমণ পানিতে ঢিল ছুড়ার মত, এরা আমাদের এতদিনের বিশ্বাস এবং ঈমান যা আপনি স্থির পানির সাথে তুলনা করতে পারেন, সেই বিশ্বাসে ছোট ছোট ঢিল বা শুবুহাত ছুড়ে দেয়। এরপর এগুলো আমাদের মনে শুবুহাতের ঢেউ তৈরি করে এবং আমরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে এই ঢেউ আরেকজনের কাছে হস্তান্তর করি। **আমরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তে তাদের সাইকোলজিক্যাল ওয়ার এর সৈন্য হিসেবে কাজ করি। আর এজন্য আমাদের জানা দরকার আমাদের শত্রু কিভাবে আমাদের আঘাত করছে।**

কোন একটি বিষয় ভালমত বুঝার জন্য এর শিকড়ে ফিরে যাওয়া দরকার যেখান থেকে এর জন্ম। একই ভাবে বর্তমানে কাফিরদের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ করতে হলে এর মূল কারন পরিষ্কার থাকা দরকার। **কাফেরদের মূল লক্ষ্য এদেশের মুসলিমের ঈমান কে নস্ট করে দেয়া, ইসলামী আকিদাহ কে বিনষ্ট করে দেয়া।** তাই আমরা যখন তাদের সাথে যুদ্ধে নামবো তখন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে **কোন জায়গা আমাদের অধিক সুরক্ষা দেয়া প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ। লক্ষ্য করলে দেখবেন**

কাফিরদের আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ, তারা চায় আমরা তাদের মত হয়ে যাই, তারা চায় আমরা এমন সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে তুলি যেখানে পতিতাবৃত্তি হালাল, সুদ হালাল, জিনা হালাল, মদ হালাল, আর এগুলোকে হারাম আপনি বলতে পারবেন না! যেমন টা আল্লাহ বলেছেন, "তারা আকাঙ্খা করে যে, তারা নিজেরা যেমন কুফরি করেছে তোমরাও তেমন কুফরি কর, যাতে তোমরা তাদের মত হয়ে যাও-" কিন্তু কোন দিনও কি তারা এই কথা বলেছে বাংলাদেশে "মদ হালাল" "জিনা হালাল"? বলেনি - তারা এটি করেছে আমাদেরকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে বিকৃত করে দেয়ার মাধ্যমে, এখন সবাই এটাকে গ্রহন করে নিয়েছে। তাই এই যুদ্ধে আমাদের নজর দিতে হবে শত্রু আসলে আমাদের কোন অংশ কে টার্গেট করেছে, আমাদের সেই অংশ কে আগে সুরক্ষা দিতে হবে। আমাদের কাজগুলো সেই অংশ অর্থাৎ আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ কে রক্ষা করার উদ্দশ্যে হতে হবে।

সন্দেহ নাই যে শত্রুর সাথে আমরা অসম যুদ্ধে লিপ্ত আছি। বলতে গেলে একতরফা ভাবে তারাই সমস্ত প্রোপ্যাগান্ডা হাতিয়ার গুলোকে নিয়ন্ত্রন করে। যেমন ধরা যাক মিডিয়া।

এই মিডিয়া কত টুকু আমরা নিয়ন্ত্রন করি আর কত টুকু শত্রু নিয়ন্ত্রন করে? এমনকি আমাদের নিজেদের মিডিয়াগুলোও শত্রুরা নিয়ন্ত্রন করতে পারে, আমাদের মিডিয়ার প্রবাহ কে তারা সংকুচিত করে দিতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের মিডিয়াতে পরিশ্রম দেয়ার পরেও এর প্রভাব আশানুরুপ নয়! কখনো কখনো এটা শক্তি ক্ষয়ের যুদ্ধে পরিনত হয়। কারন আমার মিডিয়া আউটলেট ৫ টা, প্রোডাকশন ৫০ টা, তাদের আউটলেট শয়ে শয়ে, প্রোডাকশন হাজার হাজার। তাহলে এটা কিভাবে সমতা আনবে? উপরন্তু আমাদের এই প্রোডাকশন গুলোও সংকুচিত ভাবে আম মানুষের কাছে যায়। কিন্তু তাদের আউটলেট গুলো একসাথে সমন্বয় করে সব গুলো এক সাথে কাজ করে, একটা অপ্স এর পরে তাগুতের নেতারা বিবৃতি দেয়, সমস্ত মিডিয়া সেটা কাভার করে, সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা সেটাতে সার ঢালে, সমস্ত পতিতারা সেটাকে উৎসবের আমেজ দেয়, মসজিদ থেকে ফতয়া আসে, দিনের পর দিন পত্রিকায় আর্টিকেল আসতে থাকে, এক সময়ে মানুষ এভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হয়, আচ্ছা এত গুলো মানুষ কি তাহলে ভুল! **প্রোপ্যাগান্ডাতে যা প্রচার করা হয় তা পুরা মিথ্যা না, পুরাটাই মিথ্যা হলে মানুষ ধরে ফেলতো, তারা প্রোপ্যাগান্ডার সাথে**

কিছু সত্য রাখে আর অধিকাংশই মিথ্যা। যেমন তারা প্রচার করে "ইসলাম সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করেনা" এটিতো অবশ্যই সত্য, তবে এই সত্য কথাটিকে তারা নিজেদের সেট আপে নিজেদের মত করে মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখাচ্ছে, কথা এটি সত্যই আছে, তারা এই কথাকে পরিবর্তন করেনি, তারা পরিবর্তন করেছে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা কে! এমন সেট আপের বিরুদ্ধে আমাদের যৌক্তিক ভাবে কতটুকু কি করার আছে! এটা আবেগের জায়গা নয়, এটা যুদ্ধের ময়দান, এখানে বাস্তবতা কে যত দ্রুত মেনে নেয়া যায় ততই উত্তম! একথার দ্বারা আমি এমন বলছিনা যে, আমাদের কে মিডিয়ার কাজ বন্ধ করে দিতে হবে বরং আমি বলছি আমাদের কাজকে আরো প্রসারিত করতে হবে সম্ভবত আরো গুরুত্বপূর্ণ কোন জায়গায় যা সামনে আলোচনায় আসবে ইনশাআল্লাহ।

বর্তমানে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে প্রচারনা এমন তুঙ্গে চলে গেছে আর মানুষের বিশ্বাস কে তারা এই পরিমান কলুষিত করতে পেরেছে যে এখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের ঈমান এবং আকিদাহ বিক্রি করে দিয়ে কাফিরদের হাত শক্ত করছে। নিজের সন্তানের লাশ গ্রহন করতে ভয় পাচ্ছে কিংবা লজ্জিত হচ্ছে, নিজের সন্তানের দাফন করাকে মান

সম্মানের প্রশ্ন মনে করছে! কিন্তু কেন? বাস্তবে মুজাহিদিনগন আসলে এমন কি করেছে - তারা নিহত হবার আগে কিছু কুলাঙ্গার পুলিশ র্যাব কে হত্যা করেছে, কখনো হয়ত আশে পাশের ২-১ জন সাধারন মানুষ আহত নিহত হয়েছে। আমি এই ঘটনার পক্ষ নিচ্ছি এমন না, কথা হচ্ছে তাদের চেয়ে অনেক বড় বড় অপরাধ এদেশের রাজনীতিবিদ, পুলিশ, র্যা ব, আওয়ামী লীগ করে যাচ্ছে। জঙ্গিরা কত জন সাধারন মানুষ কে মেরেছে আর পুলিশ আওয়ামী ক্যাডার বাহিনি কতজন সাধারন মানুষ কে মেরেছে? মুজাহিদিনরা কত জন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছে আর পুলিশ আওয়ামী ক্যাডার বাহিনি কতজন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করেছে? মুজাহিদিনরা কত টাকা ছিনতাই লুটপাট করেছে আর পুলিশ আওয়ামী ক্যাডার বাহিনি কত টাকা লুটপাট ছিনতাই করেছে? এমন চলতেই থাকবে, তাদের অপরাধের তুলনায় মুজাহিদিনরা কিছুই করেনি, একদম কিছুই না। বরং সারা দেশের মানুষ পুলিশ, র্যা ব, আওয়ামী ক্যাডার বাহিনীর অত্যাচারে নাজেহাল, নিষ্পেষিত তবুও কেন মুজাহিদীনদের বিরুদ্ধে তারা সেই পুলিশ বাহিনীকেই মদদ দেয়? কারন প্রোপ্যাগান্ডা তাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়েছে, এটা সমাজের ক্যান্সার, এটা দেশের ধ্বংস, এটা অপমান। **অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মানুষ তার**

নিজের জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া জুলুমকে ভুলে যা তাকে শেখানো হচ্ছে সেটাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে! আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন মুজাহিদিনরা/জঙ্গিরা কি করে? তার বলবে, বোমা মারে, মানুষ মারে। আপনি এবার জিজ্ঞেস করেন মুজাহিদিনরা গত ৫ বছরে কতজন মানুষ মেরেছে আর পুলিশ, আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী কত মানুষ মেরেছে? নিঃসন্দেহে তারা লা জবাব হয়ে যাবে! কিন্তু তাহলে কেন মানুষ এমন সম্মোহিত হয়ে গেছে? কারন প্রোপ্যাগান্ডার মাধ্যমে মানুষের ভিতরে নতুন এক আকিদাহ, বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

** চলবে ইনশাআল্লাহ*

৭৫.যুদ্ধের নীরব ঘাতক প্রোপ্যাগান্ডা; দাওয়াতি কাজের প্রথম বাধা (৩)

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মানুষ তার নিজের জীবনের সাথে ঘটে যাওয়া জুলুমকে ভুলে যা তাকে শেখানো হচ্ছে সেটাকেই

বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে! আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন জঙ্গিরা কি করে? তার বলবে, বোমা মারে, মানুষ মারে। আপনি এবার জিজ্ঞেস করেন জঙ্গিরা গত ৫ বছরে কতজন মানুষ মেরেছে আর পুলিশ, আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী কত মানুষ মেরেছে? নিঃসন্দেহে তারা লা জবাব হয়ে যাবে! কিন্তু তাহলে কেন মানুষ এমন সম্মোহিত হয়ে গেছে? কারন প্রোপ্যাগান্ডার মাধ্যমে মানুষের ভিতরে নতুন এক আকিদাহ, বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের আগে মানুষের মাঝে ব্যাপক ভাবে ছড়ানো হয়েছিলো অ্যামেরিকানরা ঝুকির মুখে, তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত। আপনারা জানেন ঠিক একই কাজ করা হয়েছিলো ইরাক যুদ্ধের আগে, এটা প্রচার করা হয়েছিলো ইরাকে পরমানু অস্ত্র শুধু মজুদ আছে তাই নয় বরং যে কোন সময়ে তা অ্যামেরিকানদের উপরে ব্যাবহার করা হতে পারে, অ্যামেরিকানদের জীবন ঝুকির সম্মুখীন! ইতিহাসে বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। **সুতরাং বুঝা গেলো যে প্রোপ্যাগান্ডা মানুষের বিশ্বাস কে পরিবর্তন করে ফেলে। তারা সবার সামনে এটিকে একটি দলগত/জাতিগত/রাস্ট্রীয় ঝুকি**

হিসেবে দেখায়। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এধরনের কম বেশি সেন্টিমেন্ট লুকানো থাকে, আর তাগুতরা এই সেন্টিমেন্ট কে কাজে লাগায়, তারা জঙ্গিদেরকে দেশের জন্য ঝুকি হিসেবে চিত্রিত করে এবং প্রোপাগান্ডা চালায়। এই জন্যই মানুষ নিজের জীবন দিয়ে পুলিশ এবং আওয়ামী ক্যাডার এর অত্যাচার এর সাক্ষী হলেও তা বিশ্বাসের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলতে সমর্থ হয়না, কারন তাদের এই জুলুম গুলোকে কেউ চিত্রিত করেনি, বরং এগুলো সবসময়ে খন্ডচিত্র হিসেবেই ছিলো। আম মানুষের যদি কারো জুলুমে ভীত থাকার দরকার ছিল তবে তা হচ্ছে তাগুতের বাহিনি এবং আওয়ামী ক্যাডার বাহিনী। কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষ জঙ্গীদের ভয় পায় কারন এভাবেই তাদের কে চিন্তা করতে শেখানো হয়েছে, এটাই হচ্ছে প্রোপ্যাগান্ডার ফসল।

আমরা তাহলে দেখলাম যে এই যুদ্ধ টা আসলে শুধু মিডিয়া কেন্দ্রিক না, যদিও মিডিয়ার ভুমিকা কম না। কিন্তু আমরা যদি শুধু মিডিয়ার দিকে তাকাই আর মনে করি মিডিয়াই শুধু আমাদের আক্রমণ করছে তাহলে ভুল হবে। এই যুদ্ধে মিডিয়া শুধু একটি হাতিয়ার মাত্র। আমরা আরো দেখলাম যে, এই যুদ্ধের ব্যাপ্তি অনেক বিশাল এবং এটি আসলে এখন

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, পুকুরে ঢিল ছুড়ে দেয়ার ফলে সৃষ্ট ঢেউ এর মত। আমাদের মত আম মানুষ এই প্রোপ্যাগান্ডাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের আপন পরিবার, বাবা মা, ভাই বোন নিজেদের অজান্তে এই প্রোপ্যাগান্ডার সৈনিক হয়ে কাজ করছে! এখন তাহলে আমাদের করনীয় কি?

এটা পরিষ্কার যে এই প্রোপ্যাগান্ডার অন্যতম হাতিয়ার মিডিয়া কে আমরা কন্ট্রোল করতে পারবোনা। এটাও সত্য যে আমরা তাগুতের মত সেটআপ তৈরি করে তাদের প্রোপ্যাগান্ডার জবাব দিতে পারবোনা। তাহলে আমাদের করনীয় কি? **আমাদের করনীয় হচ্ছে আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ কে নষ্ট হতে না দেয়া।** আর এটি কোথায় থাকে? এটি থাকে মানুষের অন্তরে, অর্থাৎ আমাদের কে আবার আম মানুষের কাছে ফিরে যেতে হবে। লক্ষ্য করেন মুরতাদ, কাফির রা এবং জাহেলিয়াতের এই সমাজ ব্যাবস্থা প্রতি মুহূর্তে আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ এর উপরে অনবরত আঘাত করেই চলেছে! অনবরত, দিন রাত কোন বিরাম নাই। একটা বাস্তব উদাহরন দেই, একবার একভাই বলছিলেন, ভাই ঢাকা শহরে আমার পক্ষে চলা সম্ভব না।

কারন হিসেবে বলেছিলেন, ভাই কিভাবে এই শহরে চলা সম্ভব? এখানে তো মানুষের ঈমান ই ঠিক থাকবে না। আসলে এটাই বাস্তবতা! নির্মম বাস্তবতা। কেন এখানে ঈমান নিয়ে বেচে থাকা যাবেনা এই আলোচনা শেষ করা বেশ কঠিন একটা কাজ হয়ে দাঁড়াবে। তাই সেই আলোচনায় যাচ্ছিনা। যা বলছিলাম যে, লক্ষ্য করেন আমাদের ঈমানের উপরে প্রতিনিয়ত আঘাত হানা হচ্ছে, এক দিক থেকে নয়, বরং সম্ভাব্য সমস্ত দিক থেকে। **মনে করেন হাজার দিক থেকে হাজার টা তীর আমাদের অন্তরের ঈমান লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। এমন অবস্থায় আপনি কি হাজার টা তীর ঠেকাতে যাবেন নাকি নিজের অন্তরের ঈমান কে সুরক্ষা দিবেন? কারন আপনি জানেন হাজার দিক থেকে ছুটে আসা তীর সামলানো সম্ভব না, বরং এটা সম্ভব যে নিজের ঈমান কে সুরক্ষা দেয়া। তাই সবার আগে আমাদের করনীয় হচ্ছ আমাদের ঈমান কে সুরক্ষা দেয়া।** একটা ব্যাপার লক্ষ্যনীয় যে, একসময় তাগুত জনবিচ্ছিন্ন ছিলো, আমরাই বরং তাগুতের চেয়ে কিছু বেশি হলেও জনগনের পাশে ছিলাম তা যে ভাবেই হোক না কেন। একসময় তাগুত তাদের ভুল বুঝতে পারলো এবং জনগন কে নিজেদের সাথে নেয়ার চেস্টা করলো এবং একপর্যায়ে তারা সফল ও হলো, এবং

তারা জনগনের মাঝে তাদের প্রোপ্যাগান্ডা ছড়াতে লাগলো একই সাথে তারা তাদের বিভিন্ন অপারেশনের মাধ্যমে আমাদের কে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে বেশ ভালো রকম সফল হলো, এই কাজটি তারা প্রোপ্যাগান্ডা এবং বিভিন্ন অপ্স এর মাধ্যমে সম্মিলিত ভাবে করলো। এখন অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে আমরা আম মুসলিমের থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি, এখন তাদের মনে শুবুহাতের বিশাল পাহাড় জমে গেছে। এমন অবস্থায় আমাদের মূল কাজ আবার সেই আম মানুষের কাছে ফিরে যাওয়া। মানুষ কে নিজেদের ঈমানের সুরক্ষার ব্যাপারে সচেতন করা এবং ঈমাদের উপরে আক্রমণ গুলোকে চিহ্নিত করে দেয়া।

আমাদের কাজের ফর্মুলা কি হবে? শত্রুর কাজের ভিতরেই আমাদের কাজের ফর্মুলা লুকানো আছে। কাফিররা জানে যে আম মসুলিম কে তারা সরাসরি ইসলাম, আল্লাহ, কুরআন, সুন্নাহ এসবের বিরুদ্ধে নিতে পারবেনা। কারন এমন করলে কাফিরদের পরিকল্পনা এক কদম ও সামনে আগাবেনা! তাহলে এটা স্পষ্ট যে কাফিররা ভয় পায় এদেশের আম মুসলিম এখনো কুরআন কে কুরআন হিসেবেই বুঝে, আল্লাহ কে আল্লাহ হিসেবেই বুঝে, সুন্নাহ কে সুন্নাহ হিসেবেই

বুঝে।কিন্তু আম মুসলিমের সহিহ জ্ঞানের অভাবে তাগুত শ্রেণী আল্লাহর দ্বীনের আহকাম সমুহ কে বিভিন্ন স্টেজ সাজিয়ে ধাপে ধাপে বিকৃত করে ফেলেছে, আর নিঃসন্দেহে তাদের এই কাজ এক শ্রেনির মুনাফিকদের সহযোগিতা ছাড়া অনেক বেশি কঠিন ছিলো। তাই এখন আমাদের মূল কাজ আম মুসলিমের কাছে শুদ্ধ কুরআন এর জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, একেবারে বেসিক ঈমান এবং আকিদাহ। মানুষের মরে যাওয়া মন কে কিংবা বিকৃত হয়ে যাওয়া চিন্তা ভাবনা কে শুদ্ধ করা, গোড়া থেকে। কারন মনে রাখতে হবে কাফিরদের আঘাত করার জায়াগা হচ্ছে আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ, তাই সবার আগে আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ'র চারপাশে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলা দরকার। আর এই কাজ টি হওয়া চাই বিশুদ্ধ কুরআন এবং সুন্নাহ থেকে। কাফিরদের কাজে যেমন মুনাফিক আলিমদের দরকার ছিলো এই কাজেও তেমনি হক্কপন্থী আলিমদের দরকার, উনাদের ছাড়া এই কাজ আমাদের জন্যও অনেক কঠিন। যেমন কঠিন ছিলো তাগুতের জন্য। সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে একটি বিশাল দাওয়াহ কার্যক্রম আমাদের দরকার হবে। **এই দাওয়াহ কাজে আমরা আক্রমণ করবো পরে, নিজেদের ঈমান এবং আকিদাহ এর প্রতিরক্ষা করব আগে।** কারন

যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য আগে যুদ্ধে টিকে থাকতে হবে, **আর এখন টিকে থাকার অর্থ হচ্ছে ঈমান এবং আকিদাহ'র শুদ্ধতা নষ্ট না হতে দেয়া।** কারন এটিই আমি বলার চেস্টা করেছি যে কাফেরদের লক্ষ্য আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ, যদিও সাধারন ভাবে তা চোখে পড়েনা।

অতঃপর, **এই যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য দরকার বিশুদ্ধ জ্ঞান। আর বিশুদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে কুরআন। মক্কার কাফেরদের সমস্ত প্রোপ্যাগান্ডা, কূট কৌশল আর মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছিলো এই কুরআন, আবার একই সাথে বিশ্বাসীদের অন্তরকে ঈমানের উপর মজবুত রেখেছিলো তাও এই কুরআন। আল্লাহ কি রাসুল (সাঃ) এর সম্পর্কে বলেননি, যার ভাবার্থ - আমি তোমাকে স্থির না রাখলে তুমি তাদের (কাফিরদের) দিকে প্রায় কিছুটা ঝুকেই পড়তে।** আল্লাহ আরো বলেছেন, এই কুরআন মুমিনদের জন্য প্রশান্তি। সুতরাং আমাদের দাওয়াহ এর মূল উপকরন বিশুদ্ধ কুরআন। আর এর সহিহ জ্ঞান এবং ইস্তেমাল আলিমদের ব্যাতিত সম্ভব নয়। **তবে এতটুকু আমরা বুঝলাম যে এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে আমাদের আবার আম মানুষের কাছে ফিরে যেতে হবে বিস্তৃত ভাবে এবং আমদের মূল লক্ষ্য হবে ঈমান এবং আকিদাহ কে রক্ষা**

করা আর আমাদের উপকরন হবে কুরআন। আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে **আল্লাহ বলেছেন, "আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে অযথা বহু মিথ্যা কথা) যা বলেছো এ কারনে তোমাদের দুর্ভোগ" সুতরাং আল্লাহ আমাদের কে বলেই দিচ্ছেন কুরআন দিয়েই মিথ্যার মাথায় আঘাত করতে, আর তাতেই মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ সম্পর্কে (আল্লাহর আহকাম সম্পর্কে) মিথ্যা বানোয়াট কথা/ধারনা/ব্যখ্যা জন্ম দেয়ার কারনে কাফের জন্য দুর্ভোগ!**

পরিশেষে, এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কাফিরদের কোন দুর্বলতা আছে কি? যা আমাদের প্রেরনা যোগাবে?

**** চলবে ইনশাআল্লাহ***

৭৬.যুদ্ধের নীরব ঘাতক প্রোপ্যাগান্ডা; দাওয়াতি কাজের প্রথম বাধা (শেষ পর্ব)

... আল্লাহ বলেছেন, "আমি সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়,

তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তোমরা (আল্লাহ সম্পর্কে অযথা বহু মিথ্যা কথা) যা বলেছো এ কারনে তোমাদের দুর্ভোগ” সুতরাং আল্লাহ আমাদের কে বলেই দিচ্ছেন কুরআন দিয়েই মিথ্যার মাথায় আঘাত করতে, আর তাতেই মিথ্যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ সম্পর্কে (আল্লাহর আহকাম সম্পর্কে) মিথ্যা বানোয়াট কথা/ধারনা/ব্যখ্যা জন্ম দেয়ার কারনে কাফের জন্য দুর্ভোগ!

পরিশেষে, এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে কাফিরদের কোন দুর্বলতা আছে কি? যা আমাদের প্রেরনা যোগাবে? ...

আল্লাহ বলেছেন শয়তানের চক্রান্ত অতি ভঙ্গুর! তাহলে কাফিরদের এই কাজে দুর্বলতা কেন থাকবে না! তাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, তারা জানে যে তাদের ভিত্তি মিথ্যার উপরে। তাদের ঘর তাসের ঘর ছাড়া কিছুই না! তারা জানে তাদের একটি মিথ্যা যা তারা ছড়িয়ে দিয়েছে এটিকে জিইয়ে রাখার জন্য তাকে হাজার মিথ্যা বলেতে হবে এবং পরের দিন সেই মিথ্যা গুলোকে জিইয়ে রাখার জন্য লক্ষ লক্ষ মিথ্যা বলতে হবে। শুধু তাই নয় মিথ্যাকে বিশ্বাস করানোর জন্য হাজার হাজার নাটক সাজাতে হবে। আর হাজার হাজার

নাটক দৃশ্যায়ন করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে, আর এইভাবে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে। **যেমন আল্লাহ বলেছেন, "যে সব লোক সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের)বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে থাকে, তারা তা ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারন হবে। পরে তারা পরাজিতও হবে। যারা কুফুরী করে তাদেরকে (অবশেষে) জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে।"** মাঝে মাঝে আমি চিন্তা করি সুবহানআল্লাহ, আল্লাহর কালাম কত জীবন্ত, কত বাস্তব! শুধু এই আয়াতের দিকেই যদি তাকাই মনে হবে এই আয়াত আমাদের জন্যই নাজিল হল।

এই আয়াতটির বাস্তবতা বুঝার জন্য আয়াত টি ধরে ধরে আমরা একটা বাস্তব উদাহরন দেখবো, আর সে হচ্ছে কুফরের সর্দার অ্যামেরিকা। আয়াতটির প্রথমে বলা হচ্ছে **যেসব লোক সত্য কে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে,** অ্যামেরিকা আল্লাহর সত্য কে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে, **"তারা আল্লাহর পথ হতে (লোকদের) বাধা দেয়ার জন্য তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করে থাকে"** অ্যামেরিকা আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যে পরিমান অর্থ ব্যয়

করে দুনিয়ার আর কোন রাস্ট্র এত অর্থ ব্যায় করেনা। **আল্লাহ বলছেন তারা ব্যায় করতেই থাকবে এবং এটাই তাদের দুঃখ ও অনুশোচনার কারন হবে।** ইরাক যুদ্ধের আগে অ্যামেরিকা টাকা খরচ করেছে যুদ্ধ লাগানোর জন্য। একটা যুদ্ধ সে লাগাবে এই জন্য টাকা খরচ করেছে, অতঃপর যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে বিলিওন বিলিওন ডলার খরচ করেছে, এরপর এই কাজের জন্য আফসোস করেছে, আজ অবধি আফসোস করছে, **এবং আল্লাহর বানী অনুযায়ী তারা পরাজিতও হয়েছে এবং আল্লাহ তাদের জাহান্নামেই একত্রিত করবেন।** সুতরাং আল্লাহর কথা আসলে আমাদের জন্য কত বেশি বাস্তব! একই ভাবে আমরা যদি আমাদের এখানে তাগুতের দিকে তাকাই, তাহলে তারাও আল্লাহর পথে লোকদের বাধা দেয়ার জন্য তাদের অর্থ খরচ করছে, এবং তাদের মিথ্যা গুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তারা নিজেরাই নিজেদের উপরে জরুরত আরোপ করে আবার নিজেরাই সেগুলোর বাস্তবায়ন করার জন্য অর্থ খরচ করে, করতেই থাকে- যেমনটা আল্লাহ বলেছেন। **সুতরাং এটা নিশ্চিত অ্যামেরিকার মত তারাও এটার জন্য আফসোস করবে এবং শীঘ্রই পরাজিত হবে ইনশাআল্লাহ।**

যে বিষয়ে কথা হচ্ছিলো যে কাফিরদের কোন দুর্বলতা আছে কিনা? তাদের প্রথম দুর্বলতা তাদের ভিত্তি মিথ্যা, দ্বিতীয় দুর্বলতা এই মিথ্যা কে বাচিয়ে রাখার জন্য তাদের প্রতিদিন মিথ্যা কথা বলতে হবে। আমরা জানি কারা তাদের পক্ষে এই মিথ্যা গুলো বলে। **যদি এমন মিথ্যাবাদী দালাল গুলোর গোড়া কেটে দেয়া হয় তাহলে এই দালাল গুলো ভয় পেয়ে যাবে আর তাদের মিথ্যা বলা বন্ধ হয়ে যাবে।** যেমন সৌদি আরবে শাস্তি হিসেবে জনসম্মুখে শিরচ্ছেদ এর প্রথা আছে, কিন্তু এই কাজে আগ্রহী কোন জল্লাদ পাওয়া যায়না, তাই বলতে গেলে এই প্রথা একরকম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একই ভাবে এই দেশে এক সময় নাস্তিকদের দৌরাত্মে মনে হচ্ছিলো দেশ বোধহয় নাস্তিকরাই গিলে নিবে অথচ তাদের উপর বিরতিহীন আঘাত হানার ফলে তারা আজ নিশ্চিহ্ন। আল্লাহর সাহায্যে এমনটাই ঘটেছে সমকামিদের ক্ষেত্রেও। এমনটিও ইনশাআল্লাহ ঘটবে তাগুতের মিথাবাদী দালালদের ক্ষেত্রে। যদিও এই আলোচনা এই উপস্থাপনার সাথে প্রাসঙ্গিক না। তবে আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তা হচ্ছে তাগুতের দুর্বলতা আছে, তাদের ও সীমাবদ্ধতা আছে, তারাও হাঁপিয়ে উঠে এবং ভবিষ্যতে আরো উঠবে ইনশাআল্লাহ।

প্রাসঙ্গিক ভাবে আমাদের শুধু তাই বুঝে নেয়া দরকার তাগুতদের হামলার এই ঢেউ কে আমাদের ঠেকাতে হবে এবং আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ কে আকড়ে ধরে রাখতে হবে। এই সম্পদ বিক্রি বা বিকৃত হতে দেয়া যাবেনা। আর এজন্য আমাদের তাগুতের কাজের পদ্ধতি, মাকসাদ এবং তাদের চাল গুলো কোথায় কিভাবে বিস্তৃত তা স্বচ্ছ ভাবে জানা থাকা দরকার। এটি শুধু এই জমিনের তাগুতের চক্রান্ত নয় বরং এটি সারা দুনিয়ায় কাফেরদের বৃহৎ চক্রান্তের অংশ। **আল্লাহ বলেছেন, কাফের রা একে অপরের আউলিয়া।** তাই এই যুদ্ধে আমাদের কাফেরদের পরিকল্পনা এবং তাদের পদ্ধতি গুলো খুব ভালো ভাবে বুঝে নিতে হবে, কারন আপনি যদি আপনার শত্রুর আক্রমণ পদ্ধতি এবং আক্রমনের লক্ষ্য না ধরতে পারেন তাহলে আপনি ভুল জায়গায় প্রতিরক্ষা নিবেন এবং ভুল পদ্ধতিতে কাজ করবেন, যা ধ্বংসাত্মক।

এই লেখাটির উদ্দেশ্য ছিলো যেসব ভাই দাওয়াহ এর কাজ করবেন তারা এই বিষয়টি নিয়ে আরো গভীর ভাবে চিন্তা এবং অনুশীলন করবেন যার ফলে আল্লাহর সাহায্যে তারা আলোচনার ভিত্তিতে উত্তম কর্মপন্থা ঠিক করতে পারেন এবং

তাগুতের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা তৈরি করতে পারেন। আমাদের কাজ যেমন স্থানীয় তেমনি গ্লোবাল। যেসকল ভাই অগ্রগামী দাওয়াতি কাজের আঞ্জাম দিবেন, আমি আল্লাহর কাছে আশা রাখি এই লেখাটি তাদের আরো গভীর অধ্যয়ন এবং আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করবে। খাস করে মুশরিক মালাউনদের ভুমি থেকে কিভাবে হিন্দুত্ববাদী প্রোপ্যাগান্ডা চলছে, কিভাবে সেই প্রোপ্যাগান্ডা হিন্দের মুসলিমদের কার্যত অকেজো করে ফেলেছে এবং কিভাবে তা এই দেশেও বিস্তার লাভ করেছে তা বিশদ ভাবে জানা প্রয়োজন। হিন্দুত্ববাদী প্রোপ্যাগান্ডা এবং এদেশের তাগুতের প্রোপ্যাগান্ডা যে আসলে একই রসুনের কোয়া তা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, শুধু নিজের জন্য নয় বরং এই উপলব্ধিকে আর সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহর সাহায্যে আমার এই লেখার মাকসাদ হচ্ছে ভাইদের জন্য চিন্তার খোরাক তৈরি করা এবং নতুন ভাবে প্রশ্ন করতে প্রেরনা যোগানো।

হে আল্লাহ আপনি লেখার খারাবী এবং ভ্রান্তি থেকে আমাকে এবং আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন

৭৭.যে কিতাবের সাথে কখনো সম্পর্ক করা হলোনা - (১)

সমস্ত প্রশংসা শুধুই আল্লাহ্*র জন্য, আর আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি

আলিফ লাম মিম, যা লিকাল কিতাবু লা রইবা ফিইহ, হুদাল লিল মুত্তাকীন..

আলিফ লাম মিম, এই হচ্ছে এমন এক কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকীনদের জন্য পথ প্রদর্শক ..

আল্লাহ্* সুরা আল ফাতিহা এর পরে শুরু করছেন এই মহান কিতাব। কিভাবে? আলিফ লাম মিম, এই হচ্ছে মন এক কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই..

আপনি শুরুর অভিনবত্ব কি লক্ষ্য করেছেন ভাই? আল্লাহ সর্ব প্রথমে এমন কিছু বর্ন নিয়ে এসেছেন যার অর্থ কেউই জানেনা, কেউই জানেনা এই আলিফ লাম মিম এর মানে

কি? প্রথমেই এক অজানা দিয়ে শুরু করেই আল্লাহ্* আবার বলছেন এতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেক টা এমন প্রথমে আল্লাহ্* আলিফ লাম মিম কে দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, পারলে বল এগুলোর মানে কি? আর যেহেতু এই চ্যালেঞ্জ এ কেউ গ্রহন করতে পারবেনা সুতরাং তারা পরাজিত হয়েই গেলো, অবনমিত হয়েই গেলো এবার আল্লাহ্* ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন, **(হেরে তো গেছোই, তবে শুনে নাও) এই কিতাবে কোন সন্দেহ নাই।**

ধরেন কেউ যদি এমন বলতে চায় কুরআন মানুষের রচনা, তবে বলো এই আলিফ লাম মিম এর মানে কি? আর কোন মানুষ ই যদি তা না বলতে পারে তবে স্পষ্টতই সে তার দাবিতে হেরে গেলো, এবং আল্লাহ্* ঘোষণা দিয়ে দিচ্ছেন, এই কিতাবে কোন সন্দেহ নাই। (কেউ তর্কের জন্য এমন বলতে পারে, আলিফ লাম মিম এগুলো কিছু বিক্ষিপ্ত অক্ষর, কিন্তু আসলে তা না, সমগ্র আরবী সাহিত্যে এই রকম বিক্ষিপ্ত শব্দের কোন প্রয়োগ কেউ দেখায়নি, দেখাতে পারেনি আর এটা বিক্ষিপ্ত কিছু না এটা আমরা না বুঝলেও তারা বুঝেন যারা আরবির জ্ঞান রাখেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্*

কুরানে অন্য জায়গায় আয়াত ও নাজিল করেছেন এবং কাফির দের অজ্ঞতা কে প্রকাশ করে দিয়েছেন)

কুরআনের শুরুটাই বড় শানদার! প্রথমেই আলিফ লাম মিম এর অজানা রহস্য.. কারো কাছে কোন উত্তর জানা নেই, এরপরেই ঘোষণা হচ্ছে, এটা হচ্ছে এমন একটা কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই, মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক ..

দুনিয়াতে এমন কোন কিতাব আপনি কি পাবেন **যে কিতাব শুরু করা হয় একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে এরপরে আরো একটা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা আছে এই বইয়ে কোন সন্দেহ নাই!** পাবেন না। আর এই কুরআন মুত্তাকিদের কেই পথ দেখায়!

ব্যাক্তিগত একটা অভিজ্ঞতা বলি, কোন এক সময়ে একজন বিদেশী খ্রীস্টান এর সাথে কুরআন নিয়ে কিছু কথা হয়েছিলো, তাকে আমি কুরআন এর একটা কপি দিয়েছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো "এটা কি" আমি তাকে বললাম এটা কুরআন, এবং কুরআন কি এটার ছোট্ট একটা উদাহরন বুঝানোর জন্য তাকে নিচের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলামঃ

ধরে নাও এই মুহুর্তেই যদি পৃথিবীর সমস্ত বই, ধর্ম গ্রন্থ, উপদেশ বানী, এরকম যা আছে এগুলোর সমস্ত হার্ড কপি এবং সফট কপি ধ্বংস করে ফেলা হয়, একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয় তাহলে আর কোন বই বা ধর্ম গ্রন্থ কি হুবহু আগের মত এক কপি তৈরি করা সম্ভব হবে?

এক মুহুর্ত চিন্তা করা ছাড়াও সে উত্তর দিয়েছিলো "না"

আমি তখন তাকে বলেছিলাম, কিন্তু একটা বই সম্ভব। যেটা আমি তোমাকে মাত্র দিলাম, কুরআন। সে খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, "কি ভাবে সম্ভব?"

আমি তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বলেছিলাম,

শুধু সম্ভবই না, হুবহু সম্ভব, কাভার টু কাভার, এই বই এ ৬০০০ এর বেশি বাক্য আছে, একটা বাক্য পরিবর্তন হওয়া তো দুরের কথা একটা অক্ষর ও পরিবর্তন হবে না, একটা অক্ষর ও পরিবর্তন হওয়া তো দুরের কথা একটা অক্ষরের স্থান পর্যন্ত পরিবর্তন হবেনা, এবং ছাপা খানা প্রস্তুত থাকলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে এই আবার ছাপাতে শুধুমাত্র

ছাপানোর সময়টুকুই লাগবে।

ধরে নিলাম যদি ছাপাতে কোন ভুল ও হয়, সারা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্ত থেকে অন্তত একজন পাওয়া যাবে যাকে তুমি হেড সেট পরিয়ে বসিয়ে দাও, এভাবে প্রত্যেকের কাছে এই নতুন কুরআন এক কপি করে দিয়ে দাও, তুমি যদি এটা তাদের কে পড়ে শুনাও আর যদি এতে একটা অক্ষর ও ভুল না, স্রেফ যদি অদল বদল হয়ে যায় সাথে পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রান্তে যারা হেডফোন লাগিয়ে শুনছে তারা এক সাথে এই ভুল ধরে ফেলবে, শুধু ভুলই ধরবে না এই ভুলের শুদ্ধ টা কি হবে তাও বলে দিবে। **এমন কি তুমি যদি ইচ্ছা করেও তাদের কে ভুল কিছু দাও তারা সেই ভুল ধরে ফেলবে, এবং সেই ভুলের শুদ্ধ টাও বলে দিবে, এবং এদের প্রত্যেকের শুদ্ধ উত্তর একই হবে!**

এই উত্তর শুনে সে হতবাক হয়ে গেছিলো ... (সে এটা বিশ্বাস করতো আমি তার সাথে কোন রসিকতা বা ফালতু কথা বলবোনা, আমি পরে তাকে বিভিন্ন রেফারেন্স ও দিয়েছিলাম)

তো যেটা বলছিলাম ভাই, এটা হচ্ছে সেই কুরআন। **এই কুরআন বড়ই শানদার!**

আল্লাহ্* বলেছেন, এই কুরআন হেফাজতের দায়িত্ব আমার, আমরা এই আয়াত অনেক বার পড়েছি কিন্তু কয়বার এটা কে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি! আল্লাহ্* ছাড়া কেউই এই কুরআন কে ধংস করতে পারবেনা!

কুরআন এর সাথে আসলে আমাদের অন্তরের সম্পর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। এই কুরআন তো অন্তরের আলো। অথচ যুগের পর যুগ ধরে সুক্ষ চক্রান্তের মাধ্যমে আমাদের কে কুরআন থেকে আলাদা করে ফেলেছে! আমাদের দিলে কুরআন নাই! কুরআন এর সাথে ভালোবাসা নাই। আল্লাহ্*র কিতাব যা হচ্ছে এই দ্বীনের উৎস সেই কুরআন কাপড়ে মুড়ানো অবস্থায় তাকের উপরে পড়ে থাকে! খুব কস্টের কথা, আমরা কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত না। কুরআন আমাদের কে ভাবায় না, হাসায় না, কাদায় না, আশা দেয় না, ভীতি সঞ্চার করে না, অথচ এর প্রতিটিই কুরআনে আছে। **হায়, কুরআন ছেড়ে আজ আমরা কত দূরে চলে গেছি! হায়, কুরআন ছেড়ে আজ আমরা কত দূরে চলে গেছি!** কোন

কুরআন থেকে ভাই? যে কুরআন এ আল্লাহ্* তার বান্দাদের সাথে কত কথা বলে রেখেছেন, বান্দা তার এই কথা গুলো নিয়ে চিন্তা করবে, হাসবে, কাঁদবে, ভয় পাবে, আশা দেখবে, আল্লাহ্*র দিকে আরো দৌড় দিয়ে আসবে, বলবে, "রব্বানা জলাম না আনফুসানা" কিংবা বলবে, "রব্বানা লা তুজিগ কুলুবানা" কিংবা বলবে, "রব্বি হাবলিই হু'কমান ওয়াল হি'কনি বিস সলহি'ন" ... আমরা কি এই কুরআন থেকে দূরে সরে আছি ভাই, যে কুরআনে আল্লাহ্* আমাদের ডাক দিয়ে বলছেন,

"কু'ল ইয়া ই'বাদিয়াল্লাজিনা আসরফু আ'লা আনফুসিহিম.. লাআ তাকনাতু মির রহ'মাতিল্লাহ, ওয়াল্লাহু ইয়াগফিরুজ জুনুবা জামিয়া..."

আজ আমাদের সন্তান রা কুরআন কি এটাই বুঝেনা! কুরআন কি? কুরআন হচ্ছে তা, যা বহন করার ভয়ে পাহাড় কেঁপে উঠেছিলো। শেষ কবে কুরআন দেখে আমি, আপনি কেঁপে উঠেছি! আমাদের সন্তান তো অনেক পরের কথা। কুরআন হচ্ছে আয়নার মত, আপনি যেভাবে এটার দিকে

তাকাবেন এটা সেভাবেই আপনাকে দেখাবে। আমার এবং আপনার বাস্তব অবস্থা এই কুরআন দেখিয়ে দিবে।

কুরআন হাতে নিয়ে যদি আপনি কোন কিছু ফিল না করেন, বিশ্বাস করেন এটাই আমাদের বাস্তব অবস্থা! আমাদের অন্তর এত মরে গেছে যে এটা আর কিছু ফিল করে না!
কুরআন হাতে নিয়ে যদি আপনার রমজান মাসে কোন রকম খতম দিতে ইচ্ছা করে, তবে বিশ্বাস করেন এটাই আমাদের বাস্তব অবস্থা! আমি কুরআন থেকে শুধু অতটুকু কল্যান নেয়ার মত হালতে আছি।
কুরআন হাতে নিয়ে যদি আপনার মাসে এক খতম দিতে ইচ্ছা করে, তবে বিশ্বাস করেন এটাই আমাদের বাস্তব অবস্থা!
আবার কুরআন হাতে নিয়ে যদি আপনার কিছু জানতে ইচ্ছা করে, দেখি আল্লাহ্* এই ব্যাপারে কুরআনে কি বলেছেন, তবে ততটুকুই আমাদের বাস্তব অবস্থা!

কুরআন হচ্ছে আয়নার মত, আয়নায় দেখে দেখে নিজেকে ঠিক করতে হয়, চুল ঠিক করতে হয়, কলার ঠিক করতে হয়... একবারে হয় না ... দেখে দেখে কয়াক বারে ঠিক

করতে হয়। এমনি ভাবে যত বার আপনি এই কুরআনের কাছে যাবেন, এই কুরআন আপনাকে কিছু না কিছু দিবে, আর সেইটা দিয়ে নিজেদের কে ঠিক করে নিতে হবে। যে এই কুরআনে মঙ্গল খুজবে সে মঙ্গল পাবে আর যে অমঙ্গল খুজবে, বিশ্বাস করেন কুরআন তাকে ফিরিয়ে দিবেনা। বিশ্বাস করেন কুরআন তাকে অমঙ্গলই দিবে।

আল্লাহ্* বলেছেন, **এই কুরআন দ্বারা মুমিন রা উপকৃত হয় আর কাফির রা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।**

কিভাবে কুরআন আমাদের অবস্থা কে আয়নার মত ফিরিয়ে দেয় সেটা একটু খুঁজে দেখিঃ

আল্লাহ্* সুরা মারইয়াম জাকারিয়া (আঃ), ইয়াহহিয়াহ (আঃ) ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ইয়াকুব (আঃ), নূহ (আঃ) মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ) এর কথা উল্লেখ করে ৫৮ নাম্বার আয়াতে বলছেন,

"এরাই হল তারা, আদম বংশের নবিগনের মধ্যে হতে, আর নূহের সঙ্গে যাদের কে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম

তাদের মধ্যে হতে, আর ইবরাহীম ও ইসমাইলের বংশধরদের মধ্যে হতে যাদের কে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম, এরা তাদেরই মধ্য হতে, যাদের কে আমি পথনির্দেশ দিয়েছিলাম আর বেছে নিয়েছিলাম, এদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সাজদায় অবনত হয়ে কান্নাভরে লুটিয়ে পড়ে"

আবার আল্লাহ্* সুরা আল- ইনশিকাক এর ২০-২২ আয়াতে বলছেন,

"অতএব তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনেনা? আর তাদের কাছে যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন সেজদা করেনা? (কুরআন শুনে সেজদা করা তো দুরের কথা) বরং কাফির রা ওটাকে (কুরআন) অস্বীকারই করে"

একই বিষয় বস্তুর উপরে দুটি চূড়ান্ত সীমা রেখা।

প্রথম আয়াতে, আল্লাহর নবীগণ এর সামনে যখন আল্লাহ্*র আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা সাজদায় অবনত হয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়েন! সুবহানাল্লাহ! শব্দ গুলো দেখেন,

আল্লাহ্* কি বলছেন, নবীগণ সাজদায় গিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়েন!

আর দ্বিতীয় আয়াতে সাজদা তো দুরের কথা, আল্লাহ্*র আয়াত সমূহকে বিশ্বাসই করে না। আর এই আয়াত থেকে আমরা আমাদের অবস্থা অনুযায়ী উপলব্ধি ফিরে পাবো। কারো মন একটু নরম হবে, কারো মন একটু খারাপ হয়ে যাবে, কারো কান্না আসবে, কেউ কান্না করে ফেলবে, কেউ সাজদায় পড়ে কান্না শুরু করবে, কেউ বার বার এই আয়াত পড়বে আর কেঁদে ফেলবে। এভাবে প্রতিবার এই আয়াত আপনাকে আপনার চাওয়া অনুযায়ী নতুন কিছু দিবে! আর এভাবে প্রতিবারই আমাদের নিজেদের কে একটু একটু করে ঠিক করে নিতে হবে ইনশাআল্লাহ্*। যেমন আল্লাহ্* এই সুরা আল-ইনশিকাক এরই ১৯ নাম্বার আয়াত এ বলছেন,

"অবশ্যই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উর্ধে উঠবে"

এরকম হাজার হাজার উপলব্ধি ছড়িয়ে আছে আমাদের ঘরের বুকশেলফ বা আলমারির উপরে কাপড়ে মুড়িয়ে রাখা

ওই কিতাবের মধ্যে! আল্লাহ্* বলছেন,

"তারা কি এই কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না?"

ভাই আমরা বলি কুরআন আমাদের জীবন বিধান। কিন্তু আমরা বাস্তব জীবনের সাথে জীবন বিধান আর কুরআন এই দুইটা শব্দ কে এক করতে হিমশিম খেয়ে যাই। বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম দের কে এই আকিদা বুঝানো অনেক কঠিন হয়ে যায়। **কারন জীবন বিধান শব্দ টা একটা নিছক শব্দই.. এই শব্দ টা জীবন তখনই পায় যখন এটা জিন্দেগীর মধ্যে ঢুকে যায়। ২০ বছরে এসে আমার ছেলেকে আমি যদি বলি "কুরআন তোমার জীবন বিধান" বিশ্বাস করেন সে হয়তো বিশ্বাস করবে, মেনেও নিবে, আমল করার সাধ্য মত চেষ্টাও করবে কিন্তু উপলব্ধি করতে খুব কষ্ট হয়ে যাবে।** কিন্তু আমাদের সবার আগে তো উপলব্ধি দরকার। কেমন উপলব্ধির কথা বলছি, যেমন সেই ঘটনার কথা খেয়াল করেন.. যখন উম্মুল মু'মিনাত আয়িশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে গুজব রটিয়ে দিলো, আর কাউকেই যখন আয়িশা (রাঃ) তার স্বপক্ষে পেলেন না, **তখন আয়িশা (রাঃ) কি বলেছিলেন "আল্লাহ্* আমার ব্যাপারে ওহী করবেন" যখন সারা দুনিয়ার**

কেউই আয়িশা (রাঃ) পাশে ছিলেন না তখন তিনি কোন দিকে তাকিয়েছেন? আল্লাহ্*র কালামের দিকে, কারন তিনি বিশ্বাস করতেন ওইখানেই আমার সমস্ত সমস্যার সমাধান। এমন উদাহরন আরো অনেক আছে। এইটা হচ্ছে উপলব্ধি! আর আমাদের দরকার এই উপলব্ধি। জীবনের সমস্ত বিষয়ে কুরআনের কাছে ফিরে আসা, কুরআন কে জিজ্ঞেস করা, কুরআন এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করা আর এর মধ্যে দিয়েই একদিন উপলব্ধি আসবে ইনশাআল্লাহ্*,

"কুরআন ই হচ্ছে আমার জীবন বিধান"

ভাই আল্লাহ্* আমাদের এমন এক কুরআন দিয়েছেন, যা সংরক্ষিত লওহে মাহফুজে! লওহে মাহফুজে যা সংরক্ষিত থাকতে পারে তা কেমন হতে পারে ভাই! লওহে মাহফুজ যদি হাত দিয়ে ছুঁতে পারতেন তবে কেমন শিহরন হত! এই কুরআনের কাছে যাবার আগে আমাদের এমন শিহরিত, পুলকিত হতে হবে ইনশাআল্লাহ্*! প্রতিবার কুরআন এর কাছে যাবার আগে পুলকিত হতে হবে এই ভেবে যে,**"আমার রব আমাকে এখন নতুন এক জ্ঞান শিক্ষা দিবেন", "আমার রব যেমন দৃষ্টি ভঙ্গী পছন্দ করেন, আমার রবের অসীম জ্ঞান**

অনুযায়ী যে ব্যাখ্যা সত্য তিনি আমাকে এখন সেটা শিখিয়ে দিবেন" সুবহানাল্লাহ ভাই কেমন মজা হবে! ভাবছেন আসলেই এভাবে রব দিবেন? সত্যিই আমরা এমন মজা পাবো? আসলেই এটা এত সহজ? চলেন দেখে নেই কুরআন এ ব্যাপারে কি বলছে?

আল্লাহ্* বলছেন, কুরআন ভাই কুরআন সুরা কামার এর ২২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্* বলছেনঃ

"আমি উপদেশ গ্রহন করার জন্য এই কুরআন কে সহজ করে দিয়েছি, অতএব উপদেশ গ্রহন করার মত কেউ আছে কি?"

চিন্তা করেছেন, আল্লাহ্* ডেকে ডেকে বলছেন, "কেউ আছে কি যে উপদেশ গ্রহন করবে?" এমন কুরআন কে আমরা আর দূরে ফেলে না রাখি ভাই, মুহাব্বাতের সাথে, আশা ভরসার সাথে কুরআনের কাছে ফিরে যাই!

ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য আপনার কিতাব কে সহজ করে দেন, আমাদের দিলে আপনার কিতাবের বুঝ

দিয়ে দেন, আপনার কিতাবের সাথে সম্পর্ক করে দেন।

*** আল্লাহ্* যদি ইচ্ছা করেন, চলবে ইনশাআল্লাহ...**

***** একটা কথা বলে রাখি ভাই, এই লেখা গুলো সম্পুর্ন আমার নিজের বুঝ যার ভিতরে অসংখ্য ভুল আছে। বলতে পারেন আমি আমার বুঝ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। কোন ভাবেই এ লেখাকে কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা, তাফসীর হিসাবে দেখবেন না ভাই। ভুলেও এমন করবেন না কারন, আমার লেখায় ভুল আছে। হ্যাঁ যা করতে পারেন, তা হচ্ছে আমার জন্য অনেক দুয়া করতে পারেন , আল্লাহ্* যেন আমাকে আল্লাহ্*র কিতাবের বুঝ এবং আল্লাহ্*র কিতাবের প্রতি ভালোবাসা দান করেন**

৭৮.যে কিতাবের সাথে সম্পর্ক করা হলোনা - পর্ব ২

وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ

সুরা বাকারার ২৫৫ নাম্বার আয়াতের একদম শেষ অংশ, যার অর্থ এমন,

"(নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল এর উভয়ের) যাবতীয় সমস্ত কিছুর প্রতিপালন/সংরক্ষন/হেফাযত আল্লাহ কে ক্লান্ত/পরিশ্রান্ত করে না, তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!"

কিছু দিন আগের একটা ঘটনা, কিছু কাজের জন্য আমি সারা রাত জেগে কাজ করছিলাম। একটু পর পর খেয়াল হচ্ছিলো বাইরে একড়া বিড়াল ডাকছে, রাত একটা, দুইটা, এমন কি ফজর এর পরেও শুনি বিড়াল ডাকছে। ডাক টা স্বাভাবিক না, করুন ভাবে, এবং অনবরত। কোন থামাথামি নাই। আমি ভাবলাম গিয়ে দেখে আসি। বাড়ির সামনে রাস্তায় গিয়ে দেখি একটা বিড়ালের বাচ্চা, খুব বেশি হলে ১ সপ্তাহ বয়স! ঠান্ডায় কাঁপছে! আশে পাশে মা আছে কিনা লক্ষ্য করলাম, কিছুক্ষণ পর মোটামুটি নিশ্চিত হলাম মা নাই। এরপর আমি কিছু রুটি এনে বিড়ালের সামনে দিলাম। এরপর উপলব্ধি হলো, এই বিড়াল রুটি খেতে পারবেনা, এর একমাত্র খাবার হচ্ছে দুধ। আমি ভাবলাম কি আর করা, আমি চলে গেলাম। কিছুখন পর আবার ফিরে আসলাম,

ভাবলাম বাসায় নিয়ে যাই, নিতে আসলাম কিন্তু দেখি কোনভাবেই আসতে চায়না, আমি ভাবলাম কি আর করা, চলে গেলাম। বাসায় গিয়ে চিন্তা হলো, বিড়াল টা খাবার না পেয়ে মরতে পারে, ঠান্ডায় মরতে পারে, রাস্তার বাচ্চারা গলায় দড়ি দিয়ে টেনে হিঁচড়ে মেরে ফেলতে পারে।

মনে হলো, রাসুল (সাঃ) এর সেই কথা, **একজন মহিলা শুধু মাত্র একটা কুকুর কে পানি দিয়ে সেই কুকুরের জীবন বাচিয়েছিলো, আর এ জন্য সে জান্নাতে যাবে।** মনে হলো শাইখ আওলাকি (রহঃ) সেই কথা, **"আল্লাহ তোমার সামনে যে কোন একটা ভালো কাজ করার সুযোগ করে দিবেন, তুমি এটা চাওনি, কিন্তু আল্লাহ স্রেফ এটা কে তোমার সামনে ফেলে দিবেন, যত ছোট হোক বা যত বড় হোক, এই সুযোগ গ্রহন কর, কারন তুমি জানোনা আল্লাহ এই কাজে কি পরিমান বারাকাহ দিবেন"** আমি ভাবলাম আল্লাহ বলেছেন প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহ্*র তাসবিহ পড়ে। এই বিড়াল টা যত দিন বেঁচে থাকবে আল্লাহ্*র অনুগত থাকবে আর আল্লাহ্*র তাসবিহ পড়বে। আমি নিজের জন্য এবার গেলাম আর বিড়াল টাকে তুলে নিয়ে আসলাম।

এরপর সেই বিড়াল কে খেতে দেয়া, বিড়ালের ময়লা পরিষ্কার করা, ম্যাও ম্যাও ইত্যাদি তে আমি মাত্র ৭ দিনের মাথায় বিরক্ত হয়ে গেলাম। মাঝে মাঝে এমন রাগ উঠে যেত, মনে হয় আছাড় মারি। এভাবে আরো কিছু দিন চললো, একটা পর্যায়ে এমন হলো যে আমার থাকার জায়গায় বিড়াল টা আর রাখা সম্ভব হচ্ছেনা। এক সকালে পশুপাখির দোকানে গিয়ে ছেড়ে আসতে গেলাম, বিড়াল আর যায়না, বিড়ালের চোখে যে ভয় দেখলাম, আবার সাথে নিয়ে চলে আসলাম।

এবার বিরক্তি আরো বাড়তে লাগলো,কারন এখন বড় হয়েছে খাবার না পেলেই দিন নাই রাত নাই ক্যাও ম্যাও করতে থাকে.. কিন্তু এই বিরক্তির মধ্য দিয়ে একটা উপলব্ধি আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করলো,

একটা বিড়ালের বাচ্চার সাথে মাত্র ২০ দিনেই আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম!

এই মুহূর্তেই আল্লাহ্*র জমিনে অগুনিত প্রানী জন্ম নিচ্ছে, মারা যাচ্ছে, তাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়া হচ্ছে, তারা

ঘরে ফিরে আসছে, শিকার ধরছে, কেউ ঘুমাচ্ছে, কারো মা তাকে আগলে রেখেছে, কেউ বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে, কেউ বা বাচ্চাকে খেলা শিখাচ্ছে, কেউ ডিম পাড়ছে, কেউ বাচ্চার হেফাজত করছে.. এত গেলো শুধু প্রানী কুলের কথা, মানুষ আর জিন এর বাইরে নাই .. বরং তাদের মধ্যে অগুনিত আল্লাহ্*র কাছে চাইছে, বিপদে স্মরন করছে, কেউ পানিতে ডুবে ডাকছে, কেউ রোগে শোকে ডাকছে, কেউ খাবারের জন্য ডাকছে, কেউ কুফুরি করছে, কেউ গালি দিচ্ছে, কেউ অস্বীকার করছে, কেউ চ্যালেঞ্জ করছে..

আল্লাহ কে ডাকছে গর্তের পিপড়া রা, বনের পশুরা, গাছের পাখিরা, জমিনের পতঙ্গরা, সাগরের প্রানীরা, বাতাসে ভেসে থাকা অণুজীবেরা, আল্লাহ কে ডাকছে মায়ের পেটে থাকা ভ্রুন কিংবা শিশু, আল্লাহ কে ডাকছে অবহেলায় পড়ে থাকা বৃদ্ধ বাবা মা, আল্লাহ ডাকছেন ময়দানের মুজাহিদিন গণ ..

সৃষ্টিজগতের সবাই ডাকছে ঐ এক আল্লাহ কে!

আর এজন্য কি, তিনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন? তিনি রাগ করেছেন? যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন? আকাশ তুলে

নিয়েছেন? তার হুকুম প্রদানে কোন সমস্যা হয়েছে? বৃষ্টি আটকিয়ে গেছে, বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, সাগরের ঢেউ থেমে গেছে? নদী পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছে? সূর্য মাঝ আকাশে উঠে দ্বিধায় ভুগছে? চাঁদ এক কোনায় গিয়ে আটকিয়ে গেছে, পাহাড় গুলো টালমাটাল করছে, বনের হিংস্র পশুরা ক্ষুধার জালায় বন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে, সাগরের সমস্ত প্রাণী ক্ষুধার জালায় সাগর মাতিয়ে তুলেছে, সগরের বুকে নৌযানগুলো এদিক সেদিক আছড়ে পড়ছে.. সাত আকাশ আর নিজেদের ধরে রাখতে পারছেনা, আকাশ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে...

এর কোনটা হয়েছে? কোনটাই না! বরং আল্লাহ কি বলছেন? আল্লাহ কত বিনম্র ভাবে আর ভালোবাসা নিয়ে বলছেন **"কে এমন আছে যে আমার কাছে চাইবে আর আমি দিবো?" "এমন কেউ কি আছে যার প্রয়োজন আছে, আর আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব?" আল্লাহু আকবর! আল্লাহ আপনার শান অনুযায়ী আপনি মহান আর সমুন্নত!**

সারা দিন পাপ করে রাতে এসে ঘুমিয়ে গেছে, আর সেই মহান আল্লাহ ডেকে ডেকে বলছেন, **"কেউ কি আছে যে**

আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি ক্ষমা করে দিব, আমি ক্ষমা করে দেয়ার জন্য দুই হাত প্রসারিত করে দিয়েছি!"

আর এগুলোর কোন কিছুতেই তিনি আল্লাহ ক্লান্ত হোন না, বিরক্ত হোন না, পরিশ্রান্ত হোন না, রাগ করেন না, যোগাযোগ বন্ধ করে দেন না। বরং আরো খুশি হন!

আর এমন ই তো আল্লাহ বলছেন,

"(নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল এর উভয়ের) যাবতীয় সমস্ত কিছুর প্রতিপালন/সংরক্ষন/হেফাযত আল্লাহ কে ক্লান্ত/ পরিশ্রান্ত করে না, তিনি সমুন্নত, মহীয়ান!"

একটা বিড়ালের বাচ্চা আমাকে শিখিয়ে দিয়ে গেলো, **আল্লাহ ক্লান্ত হোন না। আল্লাহ রাগ করেন না, আল্লাহ বিরক্ত হোন না, আল্লাহ ঝেড়ে ফেলে দিতে চান না, আল্লাহ পরিত্যাগ করেন না।**

আর আল্লাহও এমনই বলছেন, **"আল্লাহ কখনই তাঁর বান্দাহদের পরিত্যাগ করেন না"**

এই সেই আয়াত এর অংশ, যেটা আমি জীবনে বহুবার পড়েছি কিন্তু কখনো উপলব্ধি করিনি, এই আয়াত আমার সাথে এত জড়িত! এই এক আয়াতের এই এতটুকু অংশের মধ্যেই জড়িয়ে আছে আমার সৃষ্টি থেকে আমার শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমস্ত চাওয়া পাওয়ার উত্তর, শুধু আমার না, আবারো বলছি, শুধু আমার না, বরং...

শুধু মাত্র এই এক আয়াতের এই অংশটুকুর মধ্যে আকাশ ও জমিনের সমস্ত সৃষ্টির চাওয়া পাওয়ার উত্তর দিয়ে দেয়া আছে!

এই সমস্ত কিছু এবং আরো এমন কিছু যা আমার সামান্য জ্ঞানের বাইরে এর সবই শুধুমাত্র একটা আয়াতের অংশ বিশেষ! আর এমন পুরা একটা কিতাবই পড়ে আছে ঘরের মধ্যে! বাকি রয়ে গেছে আরো হাজার হাজার আয়াত!

হে আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য আপনার কিতাব কে সহজ করে দেন, আর আপনার কিতাবের সাথে আমাদের সম্পর্ক করে দেন!

৭৯.যে গাফেলতির ফল হিসেবে আমরা পেলাম রক্ত মাখা জিল্লতি!

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

জাতি হিসেবে আমরা একসময়ে নিশ্চয়ই মানবিকতা, শিক্ষা এবং সভ্যতার দিক থেকে সবেচেয়ে উন্নত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের মধ্যে ছিলাম। এটা শুনলে আজ মুসলিম ঘরের অনেক সন্তান হেসে উড়িয়ে দেয় আমি তাদের ব্যাপারে বলব তারা উদ্ধত, এবং বঞ্চিত; ইসলামের স্পর্শ থেকে। অনেকে ভদ্র ভাবে চুপ থাকে আর তারা আসলে ভদ্র তাই চুপ থাকাকেই শ্রেয় মনে করে। আর অনেকে বিশ্বাস করতে চায় কিন্তু পারেনা তাদের ব্যাপারেই আমার এই লেখা। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য এই না যে আমি আমাদের গৌরবজ্জল ইতিহাসের উপরে অনেক অনেক আলোচনা করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে চাই, বরং কিছুটা ইতিহাস এজন্য সামনে নিয়ে আসা যেন তা চিন্তাশীলদের জন্য কিছু চিন্তার খোরাক জোগায়। আজ আমরা মুসলিম হিসেবে যতটুকু ইসলামের ইতিহাস জানি দুঃখজনক ভাবে সত্য যে অনেক কাফের আমাদের চেয়ে এই

ব্যাপারে বেশি জানে! তারা ইসলাম কে এই জন্য জানার চেস্টা করেনা যে তারা মুসলিম হয়ে যাবে বা তারা এই ধর্মের অনুসারী হবে বরং তারা গৌরবময় ইসলামের ব্যাপারে আরো বেশি জানতে চায়। আমরা নিজেরা আজ আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে গেছি। কবে কোথায় ঠিক কোন জায়গা থেকে কি কারনে আমাদের এই অধঃপতন শুরু হয়েছিল তা অন্য আরেকদিনের আলোচনা হতে পারে, তবে এতটুকু নিশ্চিত যে আমরা যেদিন থেকে আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে গেছিলাম সেদিন থেকেই আমাদের অধঃপতন শুরু। আর হ্যা, এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার - যখন বলা হয় দ্বীন বা ইসলাম এর অর্থ আজকের দিনের পশ্চিমা ইসলাম (islam of west) নয়, বরং এই ইসলাম অর্থ রাসুল সাঃ এবং তাঁর সাহাবী গন যে ইসলাম পালন করেছেন প্রচার করেছেন এবং যেই ইসলামের উপরে তাঁরা জীবিত ছিলেন।

ইসলাম কে পরিত্যাগ করার কারনে, ইসলামের ব্যাপারে অবহেলা এবং উদাসিনতার কারনে আমাদের কি ক্ষতি হয়েছে তা প্রকাশ করা অসম্ভব! **শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আজ সারা দুনিয়ায় মুসলিম উম্মাহ'র যে করুন অবস্থা এর মূল**

কারন আমরা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছি। এখানে আমাদের যেমন উদাসীনতা এবং গাফেলতি আছে তেমনি কাফেরদের চেষ্টারও কোন কমতি ছিলোনা। এখনো নাই। এই দুই মিলেই আমাদের আজ এই অবস্থা! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন, আমিন।

ঠিক যে বিষয়টি আজকে বলার উদ্দেশ্য তা হচ্ছে -

প্রতিনিয়ত ইসলাম কে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করা হয়। এই আঘাতের একটি ধরন হচ্ছে আমাদের ঈমান আকিদাহ এবং আদর্শের উপরে আঘাত। তারা যা করে তা হচ্ছে প্রতিনিয়ত সম্ভাব্য সমস্ত রকম পদ্ধতিতে তারা আমাদের ঈমান এবিং আকিদাহ এর উপরে আঘাত করতে থাকে। কখনো আপনি তা বুঝতে পারবেন, অধিকাংশ সময়েই পারবেন না। কখনো এটা সরাসরি আঘাত যেমন বাকস্বাধীনতার নামে রাসুল সাঃ কে কটুক্তি করা আবার **কখনো এটা সরাসরি নয় যেমন সংস্কৃতির নামে আমাকে এবং আপনাকে দ্বীনের মৌলিক আদর্শ থেকে এমন বিচ্যুত করে দেয় যে লিভ টুগেদার বা সমকামিতার মত বিষয় গুলো ব্যাক্তিস্বাধীনতার নামে প্রসার পায়। আবার কখনো তারা আমাদেরকে অনেক জরুরী বিষয় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে**

অপ্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে ব্যাস্ত করে দেয়। যেমন জিহাদের ব্যাপারে মনোযোগ নষ্ট করে দিয়ে মাজহাব নিয়ে ব্যাস্ত করে দেয়া।

প্রথম বিষয় টি হচ্ছে সরাসরি আমাদের ঈমান এবং আকিদাহ এর উপরে আক্রমন। এই বিষয়টি মূলত দুই ভাবে ঘটে।

এক - তারা অনবরত আমাদের দিকে বিভিন্ন সন্দেহ ছুঁড়ে দিতে থাকে। আমাদের মনে অসংখ্য সন্দেহ তৈরি করতে পারাই তাদের মূল লক্ষ্য। আর বিষয়টি এমন না যে - কিছু মানুষ এই সন্দেহ গুলো তৈরি করে। বরং পুরা একটি সমাজ ব্যাবস্থা, একটি রাস্ট্র ব্যাবস্থা, শিক্ষা ব্যাবস্থা, একটি পুরা সিস্টেম এই কাজ করতে থাকে। তাদের এই সমন্বিত টিম আপনাকে বলবে আরে এটা কি ইসলামে আছে? কই কুরআনের কোন জায়গায় লেখা আছে দেখাও? তাদের আলেম রা আপনার সামনে সুন্দর লেবাসে এসে আপনাকে কুরআন থেকেই ব্যাখ্যা দিয়ে দিবে, তাদের মিডিয়া অনবরত আপনাকে সন্দিহান করে তুলবে। তাদের বুদ্ধিজীবীরা আপনার মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন সৃষ্টি করবে।

এগুলো করে তাদের লাভ কি? **তারা চায় আপনার এবং আমার বিশ্বাসের ভিত কে নড়বড় করে দিতে। কারন সেটা করতে পারলেই তারা তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।** ঈমানই হচ্ছে তাদের পথে একমাত্র অন্তরায়। তারা খুব ভালো করেই জানে আমি কিংবা আপনি পুরা কুরআন পড়িনি, আমি বা আপনি প্রতিটি আয়াতের অর্থ শানে নুযূল এবং এগুলোর প্রয়োগ বিস্তারিত জানিনা। আর তারা এই সুযোগটাই কাজে লাগায়। তারা জানে আমরা অন্ধ হয়ে আছি আর এজন্য তারা যেদিক দিয়ে ইচ্ছা আমাদের কে আঘাত করে।

কিন্তু আমি তো চুপচাপ এই আঘাত সয়ে নিজের ঈমান বিক্রি করে দেয়ার জন্য আসিনি, না আমাদের অবস্থান তেমন হওয়া উচিত। দেখেন কাফেররা তাদের পরিকল্পনায় আপাতত মোটামুটি সফল কিন্তু তারা সামগ্রিক ভাবে পুরাপুরি ব্যার্থ। কারন তারা একটি বিষয় হয় জানে না অথবা জানলেও উপেক্ষা করা ছাড়া তাদের কোন গতি নাই সেটি হচ্ছে - **আল্লাহ মুমিনদের সাথেই আছেন।** আর আল্লাহর এই কথার উপরে বিশ্বাস করেই আমার এই লেখা - এত সহজে কাফেরদের ছেড়ে দেয়ার বা তাদের চালে পা দেয়ার কোন

কারন নাই।

হ্যা আমরা নিজেরাই নিজেদের উপরে জুলুম করেছি, কিন্তু ইনশাআল্লাহ এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। কাফেররা কিংবা তাদের দালালরা আমাদের সামনে বিক্ষিপ্ত সন্দেহ ছুঁড়ে দেয়। যেগুলো অধিকাংশই প্রেক্ষাপট ছাড়া। কিংবা তারা কোন একটি বিষয়ে আগে থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এর পরে আমাদের কে সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। এমন ক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশই যা করি তা হচ্ছে, আমি নিজে কি মনে করি তা দিয়ে কাজ চালানোর চেস্টা করি। অথবা কাফেররা আমাদের মুখ থেকে যা শুনতে চায় কোন রকমে সেরকম কিছু একটা শুনিয়ে আপাতত তাদের হাত থেকে নিজেকে বাচিয়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। দুটিই ভুল।

প্রথম কথা - আপনাকে মনে রাখতে হবে যখন আপনি একজন কাফের বা তার দালালদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তখন তার অবস্থান থেকে আপনি উত্তর দিলে হবে না। বরং আপনাকে আপনার নিজের অবস্থান থেকে উত্তর দিতে হবে। একজন কাফের চাইবে আপনি তার কথায় সন্দিহান হয়ে তার জায়গায় নেমে উত্তর দেন তাহলেই আপনি হেরে

গেলেন। বরং আপনি আপনার ঈমানের জায়গায় স্থির থেকে উত্তর দেন। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে অই শয়তানরা আপনার চেয়েও হয়ত দ্বীনের ব্যাপারে কম জানে কিন্তু হয়তা তারা আপনাকে এমন ব্যাপারে প্রশ্ন করেছে যে ব্যাপারে আপনার জ্ঞান নাই। **আপনার এই পরাজয়ের উপরে ভিত্তি করে তারা আদর্শ হিসেবে ইসলাম কে ভুল প্রমান করতে চাইবে। এটিই তাদের ফাদ।** কিন্তু আপনি টেবিল ঘুরিয়ে দেন এবং তাকে আপনার ফাঁদে টেনে নিয়ে আসেন।

কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে -

ইসলাম জঙ্গিবাদ কে সমর্থন করে - হ্যা অথবা না?

এখন এই কথার ব্যাপারে আপনার যদি পূর্ণ জ্ঞান থাকে আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু যদি না থাকে তবে এই প্রশ্নের ফাঁদে পা দেয়ার আগে আপনি তার মানসিক অবস্থান চিন্তা করে নেন। সে চাচ্ছে আপনি স্বীকার করেন ইসলাম জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে তাহলেই সে আপনাকে পরের ফাঁদে ফেলতে পারবে।

বরং আপনি তার দিকে টেবিল ঘুরিয়ে দেন, জিজ্ঞেস করেন - **আপনি কি জঙ্গিবাদ সম্পর্কে জানতে চান নাকি ইসলাম সম্পর্কে? যদি হয় জঙ্গিবাদ তবে তার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই আমি ইসলাম ছাড়াই জঙ্গিবাদ সম্পর্কে আরো অনেক অনেক বেশি বলতে পারব। আমার উত্তর শুনার আগে আপনি ই বরং আমাকে বলেন জঙ্গিবাদ এর সংজ্ঞা কি? আপনি যা জানেন সেই সংজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে আমি আপনাকে জঙ্গিবাদের ব্যাপারে বলব। আর আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে জানতে চান তবে আপনার প্রশ্ন টা আবার করুন কারন আপনার প্রশ্ন সঠিক ছিলোনা।**

মনে রাখবেন তার ভরসা যেমন প্রতারনা আপনার ভরসা ঈমান। সে যেমন কোন অবস্থাতেই তার প্রতারনা কে ছাড়তে চাইবেনা। আপনি তেমনি কোন অবস্থাতেই আপনার ঈমান কে ছাড়তে চাইবেন না। সে আপনাকে তার প্রতারনার দিকে টানতে চাইবে আপনি তাকে আপনার ঈমানের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। **এবং আপনি যখন তাকে ঈমানের দিকে টানবেন সে তেমনি দিশেহারা বোধ করবে যেমন আপনি তার প্রতারনার সামনে করেন।**

আরেকটি বিষয় কখন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আর কখন দিতে হবেনা এটিও আমাদের শিখতে হবে। আপনার কাছে জানতে চাইলো ইসলাম নারীদের বোরকা পরিয়ে নারীদের অধিকার নষ্ট করে। আপনি বলেন -

আপনি কি বোরকার ব্যাপারে আগ্রহী নাকি নারীদের অধিকারের ব্যাপারে। সে যদি বলে নারী অধিকারের ব্যাপারে। আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যেহেতু ইসলাম নারীদের কে কেমন অধিকার দেয় এই ব্যাপারে আপনার যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে তাহলে আপনি বলেন ইসলামে সম্পদ বন্টনে নারীর অধিকার কতটুকু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি সঠিক উত্তর পাবেন না। এবার তাকে বলেন, আপনি যদি সত্যি ইসলামে নারীর অধিকার সম্পর্কে জানতে চান তবে আগে এই ব্যাপারে জেনে আসেন এবং একই সাথে ইসলাম ব্যাতিত আর কোন ধর্ম এই ব্যাপারে আর কি বলেছে তাও জেনে আসেন। তখন আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।

তাদের ২য় পদ্ধতি

অনেক সময়ে তারা আমাদের কে ফালতু বিবাদের জড়িয়ে

ফেলতে চাইবে, যেন আমাদের যুবকদের মেধা সামর্থ্য সময় সবচেয়ে উপযোগী স্থানে ব্যায় না হয়। তাই আমাদের এটিও জানা জরুরী যে এই মুহূর্তে আমার জন্য জরুরী কি? আপনাকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে জানতে হবে যে আমি এবং আপনি আমরা সবাই ঈমান বনাক কুফর এর যুদ্ধে লিপ্ত আছি। এখানে অন্য ছোট বিষয়ে ব্যাস্ত হওয়া পরাজয় ছাড়া আর কিছুই না। আপনি যখন বক্সিং রিং এ নেমে গেছেন, আপনার প্রতিপক্ষ আপনাকে একের পর এক ঘুষি মেরেই যাচ্ছে এমন অবস্থায় রেফারি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে রিং এর নিয়ম কি কি? আপনার উচিত হবে তার পেটে আগে একটা লাথি মারা। কারন নিঃসন্দেহে সে আপনার মনোযোগ নষ্ট করার কাজে ব্যাস্ত। কাফেররা শুধু নিজেরাই মাঠে নেমেছে এমন না, বরং তাদের দালালরা ও এ কাজে ব্যাস্ত। আর তাদের দালালরা সংখ্যায় অনেক। আপনি হয়ত অধিকাংশকেই পাবেন তাদের দিকে ঝুকে পড়তে - কিন্তু তাই বলে আমার কিংবা আপনার সেদিকে ঝুকে পড়া যাবেনা।

কারন আল্লাহ বলেন -

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ

আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।

আর সবশেষে - যে বিষয়ের প্রতি অবহেলা আর গাফেলতির কারনে আমাদেরেই দুর্দশা সেই দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের যত্নবান হতে হবে। অতিদ্রুত আমাদেরকে আবার দ্বীনের মধ্যেই ফিরে যেতে হবে। কারন এই দ্বীনই হচ্ছে আমাদের সুরক্ষা বর্ম। উমর রাঃ বলেছিলেন আমরা ছিলাম এক লাঞ্চিত জাতি, এর পরে আল্লাহ আমাদের কে এই দ্বীনের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর আজ যদি আমরা এই দ্বীন ব্যাতিত অন্য কিছুর মাধ্যমে আমাদের সম্মান খুজার চেষ্টা করি তাহলে আল্লাহ আমাদের কে আবার লাঞ্চিত করবেন।

৮০.যে ভয়ংকর যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা অধিকাংশই বেখেয়াল !!!

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ বলেন "তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর কে (দ্বীন) নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর নূর কে (দ্বীন) পূর্ণরূপে বিকশিত করেই ছাড়বেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"

সারা দুনিয়ার সমস্ত কাফের এবং মুরতাদ মৌলিক ভাবে এবং আদর্শগত ভাবে এক, যদিও তাদের মধ্যে বাহ্যিক ভিন্নতা থাকুক না কেন। **আল্লাহ বলছেন, কাফের রা পরস্পরের আউলিয়া।**

দুনিয়ার এমন কোন প্রান্ত নাই যেখান থেকে কাফিররা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। **কিন্তু আফসোস আমরা সেটা উপলব্ধি করতে পারিনা!**

কাফেরদের এই সম্মিলিত যুদ্ধ যে শুধু সামরিক ভাবে তাই নয়। বরং এই যুদ্ধের অনেক বড় একটা অংশ হচ্ছে **ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ**। অর্থাৎ

মুজাহিদিন দের সাথে তো যুদ্ধ চলছেই আর এর বাইরে যে সব সাধারন মুসলিম রয়ে গেছে তাদেরকেও তারা এই যুদ্ধের বাইরে রাখেনি। **আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফেরদের আদর্শের সামনে নিজেকে বিক্রি করে দিবেন ততখন পর্যন্ত আপনি তাদের শত্রু! আপনি মানেন কিংবা না মানেন।** তারা আপনার এবং আমার মধ্যে শেষ বিন্দু ইসলামের অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমাদের কে রেহাই দিবে না। আর **আল্লাহ এমন ই বলেছেন, "তারা তো চায় তোমরাও যেন তাদের মত কাফের হয়ে যাও"**

কাফেরদের আরেকটি যে যুদ্ধ ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, এটি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। **কারন এটা আমাদের কে নীরবে হত্যা করে।** আসলে একদিক থেকে চিন্তা করলে এই যুদ্ধ সামরিক যুদ্ধের চেয়েও অনেক ভয়ংকর। কারন সামরিক যুদ্ধে আপনি সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পান, শত্রু দেখা যায়, ট্যাঙ্ক দেখা যায়, মেশিনগান দেখা যায়, ড্রোন দেখা যায়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক এই যুদ্ধে আপনি শত্রুর কোন সুস্পষ্ট দেখা পাবেন না, কোথায় তার শুরু কোথায় তার শেষ, কোন দিক থেকে কিভাবে কোন লক্ষ্যবস্তুতে সে আক্রমন করছে তা আপনি

বুঝে উঠতে পারবেন না। এই যুদ্ধ অনেক অনেক বিষয়কে জালের মত করে পেচিয়ে আপনাকে আক্রমন করে। এই যুদ্ধে শত্রুকে চিনতে হলে এবং শত্রুর আক্রমন থেকে নিজেকে বাচাতে হলে সবার আগে যা দরকার তা হচ্ছে ইল্ম। **শুদ্ধ ইল্ম**।

যেমন একটি উদাহরন দেখা যাক। আল্লাহ বলেন -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও"

এখানে আল্লাহ একটা বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, আর তা হচ্ছে মুমিন রা যেন মুমিন ব্যাতিত আর অন্য কাউকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহন না করে। কেন করা

যাবেনা তার কারন ও আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। বিষয় টা আসলে এখানেই শেষ। এখন আমাদের সবার পক্ষে প্রত্যেক কাফের মুনাফিকদের অন্তরে কি আছে তা জানা সম্ভব না এবং যা আল্লাহ জানেন। তাই আল্লাহ আমাদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। এখন আপনি এবং আমি যদি এই আয়াতে বিশ্বাস করি এবং এটা ইয়াকিনে নিয়ে আসি তাহলে কাফির মুনাফিকদের আমরা কখনই বিশ্বাস করবনা এবং তাদের সাথে আমাদের কোন অন্তরঙ্গ সম্পর্কও হবেনা। তারা যা প্রচার করবে, তারা যা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলবে তা বিশ্বাস ও করব না। খুবই সিম্পল। জটিলতার কিছুই নাই। আর যদি আমার এই আয়াত আমল করি তাহলেই তাদের জঘন্য চক্রান্ত গুলো থেকে আমরা আল্লাহর সাহায্যে নিজেদেরকে হেফাজত রাখতে পারি ইনশাআল্লাহ। এখানে আরো একটি বিষয় আমাদের খুব খেয়াল রাখা দরকার - সামরিক যুদ্ধে কোন মুজাহিদ যদি মারা যান তিনি শহিদ ইনশাআল্লাহ। **কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে আমরা কেউ যদি ধরা পড়ে যাই আর এই যুদ্ধে হেরে যাই তাহলে এমনও সম্ভাবনা আছে যে তার ফল হিসবে আমাদের নিজেদের ঈমান পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যেতে পারে! (আল্লাহর পানাহ)**

এই বিষয় কে ছোট করে দেখার কোন সুযোগ নাই আর এই বিষয়ে উদাসীন থাকার ও কোন সুযোগ নাই।

আল্লাহ বলছেন -

"তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও"

চলবে ইনশাআল্লাহ -

৮১.যে ভয়ংকর যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা অধিকাংশই বেখেয়াল !!! (২)

সারা দুনিয়ার সমস্ত কাফের এবং মুরতাদ মৌলিক ভাবে এবং আদর্শগত ভাবে এক, যদিও তাদের মধ্যে বাহ্যিক ভিন্নতা থাকুক না কেন। আল্লাহ বলছেন, কাফের রা পরস্পরের আউলিয়া। কাফেরদের এই সম্মিলিত যুদ্ধ যে শুধু সামরিক ভাবে তাই নয়। বরং এই যুদ্ধের অনেক বড় একটা অংশ হচ্ছে ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড বা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। অর্থাৎ মুজাহিদিন দের সাথে তো যুদ্ধ চলছেই আর এর বাইরে যে সব সাধারন মুসলিম রয়ে গেছে তাদেরকেও তারা এই যুদ্ধের বাইরে রাখেনি।

তবে কথাটা আমি যত সহজে বলে দিলাম বাস্তবে পুরা বিষয় টা অত সহজ না। ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড, সাইঅপ্স (PSYOP -Psychological Ops), প্রোপাগান্ডা যাই বলেন না কেন সব একই জিনিষ। আজকের আলোচনার জন্য আমরা ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড কে প্রোপাগান্ডা নামে সামনে আগাবো ইনশা আল্লাহ।

প্রোপাগান্ডা শুধু মাত্র আজকের সময়ের জন্য আলোচিত এমন না, বরং এর ব্যাবহার অনেক প্রাচীন। মজার ব্যাপার হচ্ছে আজ পর্যন্ত যা পরিবর্তন হয়নি তা হচ্ছে প্রোপাগান্ডার ব্যাবহার। প্রপাগান্ডা ব্যাবহার হত যুদ্ধের ময়দানে। যদিও এখন যুদ্ধের বাইরেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রোপাগান্ডা ব্যাবহার হয় যেটা

আমাদের আলোচ্য না। প্রপাগান্ডার একটি প্রাচীন উদাহরন আমরা দেখি। সেটি হচ্ছে পারাস্য সম্রাজ্যের সাথে প্রাচীন মিশরীয় সম্রাজ্যের যুদ্ধের সময় পারস্য বাহিনীর যুদ্ধের সময় বিড়াল সহ বিভিন্ন পশু ব্যাবহার। কারন তারা জানত মিশরীয়রা তাদের বিভিন্ন বিশ্বাসের কারনে বিড়াল বা এরকম প্রানী হত্যা করতে পারবে না বা যুদ্ধের ময়দানে এটা তাদের কে দ্বিধান্বিত করে ফেলবে। একই ভাবে যুগে যুগে যুদ্ধের সময় প্রোপাগান্ডার ব্যাবহার অসংখ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভিয়েতনাম ওয়ার, গালফ ওয়ার, ডেজার্ট শিল্ড, ইন্তিফাদা সহ সমস্ত বড় বড় ওয়ারফেয়ারে প্রোপাগান্ডার উপস্থিতি বিস্ময়কর! যুদ্ধের একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। বিভিন্ন ভাবে এটি করা হয়। তবে এটি করার সবচেয়ে কার্যকরী এবং সহজ উপায় হচ্ছে একটি সফল প্রোপাগান্ডা কৌশল। এতকথা বলার পিছনে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা এটি মাথায় গেথে নেন, যুদ্ধ এবং প্রোপাগান্ডা একটি আরেকটির সাথে জড়িত। একটি তীর এর কাজ যেমন বিদ্ধ করা, ঘায়েল করা, প্রোপাগান্ডা এমন একটি তীর, যার কাজ বিদ্ধ করা, ঘায়েল করা। পার্থক্য হচ্ছে একটি শারীরিক আরেক টি মানসিক। হ্যা, দুটির মধ্যে আরেক টি বড় পার্থক্য আছে। তা হচ্ছে প্রথম টি আপনি বুঝতে পারবেন, দেখতে পারবেন এমন কি প্রতিহত ও করতে পারবেন তবে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আপনি খুব সম্ভব বুঝতেই পারবেন না যে

এটি একটি তীর এবং সেটা আপনাকে হত্যা করার জন্যই!

যা বলছিলাম - তবে কথাটা আমি যত সহজে বলে দিলাম বাস্তবে পুরা বিষয় টা অত সহজ না। এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই যে সারা দুনিয়া আজ ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত। কিন্তু কাফেররা যত ধনীই হোক আর যত অস্ত্রই তাদের থাকুক না কেন এ কাজটি এত সহজ না। কারন যুদ্ধ অর্থ কে নিঃশেষ করে মরুভুমি যেভাবে পানিকে শোষণ করে সেভাবে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে - সামর্থ্যের সবটুকু দিয়েও যে আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। কারন মডার্ন ওয়ারফেয়ার অনেক বদলে গেছে। এখন জয় পরাজয়ের সংজ্ঞা অনেক জটিল! যেমন একটি উদাহরন দেই, ভিয়েতনাম ওয়ারে ভিয়েতনামের মাটিতে অ্যামেরিকান সোলজাররা হয়ত বিজয়ী বা বিজয়ী হতে পারত, কিন্তু অ্যামেরিকান রা নিজেদের মাটিতে নিজেদের জাতির কাছে পরাজিত হয়ে গেছিলো। কারন তাদের নিজেদের জাতি শেষ দিকে ভিয়েতনামে তাদের সেনাবাহিনির এই জুলুম কে চিনতে পেরেছিল এবং তারা এর প্রতিবাদ করেছিল। এই বিষয় গুলো এজন্য সামনে নিয়ে আসা যেন আমরা যথা সম্ভব পুরা বিষয় টার একটা বড় ছবি সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে পারি, কারন প্রোপাগান্ডা বিষয় টাই অনেক ব্যাপক।তাহলে আগের কথা ফিরে আসি নিঃসন্দেহে কাফের রা

এক মহাযুদ্ধে ব্যাস্ত আছে। এটা সহজ নয় কিংবা কখনই সম্ভব ছিলোনা এই প্রোপাগান্ডা বা টেকিং কন্ট্রোল অভার হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড ছাড়া।

সহজ ধরে নেন, কাফের রা এভাবে চিন্তা করলো - আচ্ছা এত যুদ্ধ করার কি দরকার? যুদ্ধ টা কিসের জন্য? কিসের সাথে? একটি আদর্শের সাথে। একটি বিশ্বাসের সাথে। আর সেই আদর্শ বা বিশ্বাসের নাম হচ্ছে ইসলাম। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট যে, প্রতিটি যুদ্ধের পেছনে থাকে একটি আদর্শের প্রচার, বিস্তার বা জোরপুর্বক চাপিয়ে দেয়া। আর এটা আল্লাহ ও বলেছেন, ভাবার্থে, তাদের (কাফেরদের) শত্রুতা আপনার সাথে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নয় বরং তাদের শত্রুতা আল্লাহর দ্বীনের সাথে। কথায় ফিরে আসি, কাফের রা এভাবে চিন্তা করলো - আচ্ছা এত যুদ্ধ করার কি দরকার? যুদ্ধ টা কিসের জন্য? কিসের সাথে? একটি আদর্শের সাথে। একটি বিশ্বাসের সাথে। এখন কেমন হয় আমি যদি এই আদর্শকেই চেঞ্জ করে ফেলতে পারি। অর্থাৎ, আমি এই আদর্শের সাথে সরাসরি যুদ্ধে না গিয়ে এই আদর্শ কে আমার নিজের মত চেঞ্জ করে ফেলি, তাহলেই তো হয়ে যায়। আপনি হয়ত ভাবছেন,

ইসলাম আমার ধর্ম, এই আদর্শের উপরে আমার বাপ দাদা বড়

হয়েছে আমি বড় হয়েছি আর এটা চেঞ্জ করে ফেলবে - আমি সেটা ধরতে পারবোনা? আরে আজিব! তাই হয় নাকি?

উত্তর হচ্ছে না আপনি ধরতে পারবেন না এবং আপনি ধরতে পারবেন না বলেই এটার নাম প্রোপাগান্ডা। তবে আসলে এই প্রশ্ন না করে উচিত প্রশ্ন টি হচ্ছে - তাহলে কাফের রা আমার ইসলাম কি অলরেডি চেঞ্জ করে ফেলেছে?

এটার উত্তর -

চলবে ইনশা আল্লাহ

৮২.যেদিন আমাদের মধ্য থেকে গিরাহ হারিয়ে গেছে –

মুসলিম উম্মাহর সুন্নাহ হিসেবে আমাদের মধ্যে আজ সম্ভবত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। আমরা আজ নাম সর্বস্ব উম্মাহ'তে পরিনত হয়েছি। আফসোস, অনেকে তো এই নামের নিশানা টুকুও মুছে ফেলতে চায়। নিজের এই মুসলিম পরিচয় নিয়েও তারা সংকোচ বোধ করে। অনেকে আবার এই মুসলিম

পরিচয়কে নিজের মত করে সাজিয়ে নেয় যার সাথে উম্মাতে মুহাম্মাদির সুন্নাহ'র দূরতম কোন সম্পর্ক নাই! এগুলো যেমন আমাদের গাফেলতি তেমনি কাফেরদের চক্রান্ত। কিন্তু দিন শেষে যদি বলা হয় কে বেশি দোষী? তাহলে উত্তর হবে আমরা নিজে!

কেন? এটার উত্তর আসলে খুব সহজ। আল্লাহ কুরআনে কিছু নীতি ঠিক করে দিয়েছেন। কিছু ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। এগুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়। এগুলোর সাথে কোন আপোষ নাই, কোন আপোষ নাই এর অর্থ - আমাদের নিজেদের জান, মাল এবং রক্তের বিনিময়েও এসব মৌলিক নীতিসমুহের সাথে কোন আপোষ নাই। কথাটা বুঝতে কিছু সমস্যা হতে পারে কারন আমরা অনেকেই তো এখন বাস্তবতা থেকে এত বেশি দূরে এবং কাফেরদের চক্রান্তে এমন ভাবে বিক্রি হয়েছি যে এগুলো আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হতেই পারে।

১ম কথাঃ

আল্লাহ বলেছেন (ভাবার্থে)- আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহন

যোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম, কিংবা আমি ইসলাম কে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম, কিংবা আজ তোমাদের জন্য ইসলাম কে পরিপূর্ণ করে দিলাম। সার কথা হচ্ছে আমাদের জন্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এর বাইরে অন্য যে কোন দ্বীন/ধর্ম মতাদর্শ আমাদের জন্য না, আংশিক কিংবা পরিপূর্ণ। **একটা সহজ বিষয় আমরা বুঝতে ব্যার্থ হই সেটা হচ্ছে - ইসলাম আমার বা আপনার মনমত, পছন্দ মত চলতে পারেনা, আর যদি সেভাবেই চলত তাহলে আজ আমাদের অবস্থা কাফের মুশরিকদের মতই হত।** যাদের কেউ তাদের কিতাব কে পরিবর্তন করে ফেলেছে কিংবা কেউ পাথর কে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ কুরআন কে আমাদের জন্য অবিকৃত ভাবে সংরক্ষন করেছেন এটা প্রত্যেক মুসলিম স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু অধিকাংশই যে প্রশ্ন কখনই করেনা তা হচ্ছে - কেন? আল্লাহ কেন কুরআন কে আমাদের জন্য সংরক্ষন করে রাখলেন? এটা কি এই জন্য যে, আমরা কুরআনের কিছু অংশ কে গ্রহন করব আর কিছু কে পরিত্যাগ করব? তাহলে আমার আর আপনার জন্য কুরআন নিজেই সাক্ষ্য হয়ে যাবে! এই ব্যাপারে দুশচিন্তা করার যথেষ্ট কারন আছে!

সারমর্ম হচ্ছে -আল্লাহ দ্বীনের কিছু মৌলিক নিতিমালা নির্ধারন

করে দিয়েছেন, এর বাইরে যদি কেউ যায় তবে সে সীমা লঙ্ঘন করল। আল্লাহ যা স্পষ্ট করে দিয়েছেন সীমা হিসেবে যে কেউ তা অতিক্রম করবে সে নিজেই নিজের জিম্মায় ইসলামের সীমা অতিক্রম করবে। একই সাথে আরো একটি প্রশ্ন করা দরকার - আমি কি ইসলামের জন্য খুব বড় কেউ! আমি না থাকলে কি ইসলামের খুব ক্ষতি হয়ে যাবে! **আজ যারা ইসলামের আগ পিছ নিয়ে কাট ছাট করতে চায় তাদের কাছে প্রশ্ন - কুরআনের কয়টা আয়াত আপনার কাছে নাজিল হয়েছে?**

আর যাদের কাছে কুরআনের একটা আয়াতও নাজিল হয়নি তাদের মুখের ইসলাম কে আমরা কোন লজ্জায় নিজের জিন্দেগীতে নিয়ে আসি এটা নিয়ে ভাবা দরকার! হ্যা আমরা যাদের মুখের কথা বিশ্বাস করি তাদের কাছেও কোন আয়াত নাজিল হয়নি, কিন্তু তারা যা কিছু সত্যসহ নাজিল হয়েছে তার বিরুদ্ধে যায়না, তারা নিজের মনমত দ্বীনের সীমানা কে অতিক্রম করেনা।

২য় কথাঃ

উমর রাঃ একটা কথা বলেছিলেন, আমরা ছিলাম এক লাঞ্ছিত জাতি। আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের কে সম্মানিত করেছেন। আর এখন যদি আমরা ইসলাম ব্যাতিত অন্য কিছুর মধ্যে আমাদের সম্মান খুজতে চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদের কে আবার লাঞ্ছিত করবেন।

এই দুই উপস্থাপনা থেকে আমি যা বলতে চাইলাম তা হল - ইসলাম ব্যাতিত আমাদের কোন সম্মান নাই- ব্যাস শেষ, কথা শেষ।

৩য় কথাঃ

কিন্তু বাস্তবতা হল আমরা এই সব বিক্রি করে দিয়ে আজ এক উদ্বাস্তু জাতিতে পরিনত হয়েছি। উম্মাহ হিসেবে আমরা এত দুর্বল হয়ে গেছি যে - সামান্য কিছু ইহুদীদের কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মাকদিস কে ফিরিয়ে আনতে পারিনা। এটা এজন্য নয় যে ইসরায়েলের খুব শক্তি আর আমরা শক্তিহীন। **বরং এটা এজন্য যে, বাইতুল মাকদিস এর জন্য ইহুদীদের যে গিরাহ আছে আমাদের তা নাই।**

উম্মাহ হিসেবে আজ আমাদের গিরাহ বলতে কিছু নাই! এজন্য আমাদের মারো কাটো কোন কিছুতেই কিছু যায় আসেনা। যতক্ষণ আমার স্বার্থ ঠিক আছে আমার কোন সমস্যা নাই। হায় রে উম্মাহ!

আজ মুসলিম উম্মাহ এর রক্ত সাদা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হয়ে গেছে। কাফের আর মুরতাদরা তাদের মিথ্যা গোলামদের জন্য অস্ত্র ধরতে ভয় পায়না কিন্তু মুসলিম উম্মাহ নিজের আত্মরক্ষার জন্য হলেও অস্ত্র ধরতে ভয় পায়! সারা দুনিয়ার কাফের রা যখন মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করতে অস্ত্র ধরতে লজ্জা পায়না তখন উম্মাহ নিজের মা বোনের ইজ্জত বাচাতে অস্ত্র ধরতে লজ্জা পায়!

আসলিহা মুসলিম উম্মাহ'র সুন্নাহ! আমাদের সুন্নাহ! আজ অ্যামেরিকার খ্রিস্টানরা আর ইস্রায়েলের ইহুদিরা নিজেদের সাথে অস্ত্র রাখাকে সম্মান এবং গর্বের মনে করে, কিন্তু আমরা এই সুন্নাতের সবচেয়ে বড় হক্কদার হয়ে নিজেদের সাথে অস্ত্র রাখতে ভয় পাই! আর যখন গিরাহ এভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় তখন সবাই এসে আমাদের ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে এটাই স্বাভাবিক। **যেদিন থেকে আমাদের গিরাহ হারিয়ে গেছে সেদিন**

থেকেই আমাদের এই রক্ত বন্যা আর জিল্লতির জিন্দেগি শুরু।

সব শেষে আমার এবং ভাইদের জন্য শাইখ কাসেম আর রিমি হাফিজাহুল্লাহ এর কথাটাই মনে পড়ে গেলো -

আমরা তো সেই জাতি যারা প্রতিশোধ নিতে ভুল করিনা বা পথিমধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যাইনা।

৮৩.রমাদান ই হোক ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ!

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্ললাহ -

আসছে রমাদান! আরেকটি সুযোগ, রব্বে কারীমের রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাত লাভের ওয়াসিলা হয়ে। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য রমাদান এর পূর্ণ ফায়দা হাসিলের তাউফিক দান করুন, আমিন।

আসলে আল্লাহর নিয়ামত বলে শেষ করা সম্ভব না। আমি, আমরা বড়ই অধম, বড়ই দুর্ভাগা যে আমরা আল্লাহর

নিয়ামতের দিকে তাকাইনা। নিয়ামত গুলো বুঝিনা। এজন্য নিয়ামত আসে আবার চলে যায় কিন্তু আমাদের জীবনের কোন পরিবর্তন হয়না! কারণ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ আমাদের হয়না। আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যিনি আল্লাহর নিকট রমাদানের ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন? এমন কেউ কি আছেন যিনি রমাদানের মধ্যে লাইলাতুল কদর এর জন্য সুপারিশ করেছিলেন?

না, কেউই নেই। বরং আল্লাহ নিজ দয়া এবং অনুগ্রহে আমাদের এই নিয়ামত গুলো দিয়েছেন। **ভাবা যায়, যদি আমাদের জন্য কোন রমাদান ই না থাকতো? না ভাবা যায়না! ভাবতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে। রমাদান নাই! কিন্তু এটা অবাস্তব কিছু না -**

এখানে এসে একটু অন্য প্রসঙ্গে সরে যাচ্ছি। **ঐ যে বললাম, ভাবা যায় রমাদান নাই? আসলে এটা দুনিয়াতে লক্ষ লক্ষ মুসলিমের জন্য বাস্তবতা। উইঘুরের লক্ষ লক্ষ মুসলিমের জীবনে রমদান থেকেও রমাদান নাই! আল্লাহ আমাদের ভাইবোনদের হেফাযত করুন।**

আচ্ছা লক্ষ্য করুন, গত রমাদানে কেউ ভাবতে পারতো আমরা জুমার জামাত থেকে বঞ্চিত হব? না কেউই না। ঐ সময় পর্যন্ত জুমার জামাতের নিয়ামতের ব্যাপারে আমরা হয়ত সেভাবে কখনো ভাবিইনি। যখন জুমা আমাদের থেকে বেরিয়ে গেলো তখন কস্ট লাগলো! তাই নিয়ামত চলে যাবার আগে নিয়ামতকে চিনে নেয়া, চিনতে পারা অনেক জরুরী।

কোথায় যেন দেখেছিলাম, জামাত হাতছাড়া হয়ে গেলো তাই আজ মিম্বার গুলো গরম হয়ে গেলো, কিন্তু ইসলামের চূড়া হাতছাড়া হয়ে গেলো তখন কেউ টু শব্দও করলোনা! কেন করেনি? কারণ তারা সেই মহান ফরজের মর্যাদাই বুঝেনি কিংবা বুঝলেও ভেবেছে আরে এর চেয়ে আমার আপাত স্বার্থ বেশী দামী! সম্ভব সাইয়েদ কুতুব রহঃ এর একটা কথা ছিলো এমন, ইসলামের শাসন না থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জুলুম। আর ইসলামের শাসন কেন নাই এই প্রশ্নের উত্তর যদি খুজতে যান তাহলে খুঁজে পাবেন ঐ যে ফরজটি যেদিন মিম্বার থেকে হারিয়ে গেলো সেদিনের সুত্র! হায় যদি আমরা সেদিন এই ফরজকে অবহেলা না করতাম!

আচ্ছা, আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি -

নিয়ামতকে বুঝে আসা খুব জরুরী। আল্লাহ বড় দয়া করেই আমাদের এই রমাদান দান করেছেন, আমি আপনি কেউই এই রমাদান এর জন্য কিছুই করিনি। একভাব ভেবে দেখেন তো, যদি বলা হত, এইবারের রমাদানে সারা দুনিয়া থেকে মাত্র ১/২/৫/১০ লক্ষ মুসলিমকে ক্ষমা করা হবে, কেমন অবস্থা হত! আর যদি সেই সাথে আল্লাহ শর্ত দিয়ে দিতেন এই শর্ত সাপেক্ষে! আর যদি আল্লাহ চাইতেন সেই শর্ত সমুহকে আরো শক্ত করে দেয়া হবে!

আল্লাহ বলেছেন, **"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত"** [সূরা আন নুর-১০]

রমাদান আসে, আবার চলে যায় এই অধমের হাল যেমন ছিলো তেমনই থেকে যায়, ও আল্লাহ তোমার নিকট আশ্রয় চাই!

রমাদানে আমরা কি করতে পারি? এ ব্যাপারে আসলে

সুনির্দিষ্ট কিছু না বলাই উত্তম, কারণ সে অধিকার এখতিয়ার কোনটাই আমার নাই। আর যারা কল্যাণকামী তারা বিভিন্ন রুটিন, আমাল একে অপরকে জানাচ্ছেন, উৎসাহিত করছেন আলহামদুলিল্লাহ। এমন অবস্থায় এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সামনে নিজের কিছু চিন্তা পেশ করলাম।

আমরা এই রমাদানে কুরআনের সাথে সীরাহ এর আলোচনা, তালিম রাখতে পারি কিনা। আবু দাউদ শরীফে উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাঃ থেকে একটি হাদিস আছে, ভাবার্থে, **উম্মুল মুমিনিন রাসুল সাঃ চরিত্র এর ব্যাপারে বললেন, তোমরা কুরআন পড়োনা? কুরআনই তো ছিল তাঁর চরিত্র।**

সাহবাগণ কুরআন বুঝার জন্য তাঁদের সন্তানদের সীরাহ শিক্ষা দিতেন, কারণ তাঁরা জানতেন সীরাহ ব্যাতিত কুরআনের বুঝ সম্পূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে ফোরামে বিজ্ঞ ভাইগণ সুযোগে আলাদা আলোচনা করতে পারেন ইনশা আল্লাহ, সীরাহ শিক্ষা এবং এর গুরত্ব, ফজিলত নিয়ে।

এর বাইরে সীরাহ শিক্ষা আমাদের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য একটি শিক্ষা। এর কোন বিকল্প নাই, ব্যাতিক্রম নাই, থাকা

উচিৎ নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, **জাতি হিসেবে আমাদের সন্তানরা মুজিবের জীবনী খুব ভালো ভাবে শিখে কিন্তু সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই থাকেনা!** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আর শুধু সন্তানরাই বা কেন হবে, আমাদের মধ্য থেকেও অনেকে আমরা রাসুলের পূর্ণ সহিহ সীরাহ তো অনেক দুরের কথা, রাসুলের পবিত্র জীবনের সামান্য ছিটেফোটাও আমরা বিশুদ্ধ ভাবে জানিনা। সীরাহ আমরা আলাদা ভাবে শিখিনা, কেউ আমাদের শেখায়না। এভাবে একটি জাতি বড় হয় এভাবে যে তারা, আর তাদের সন্তানেরা জানেনা রাসুলের পবিত্র জীবন সম্পর্কে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

অনেক ভাই পরিবার থেকে এমন কথা শুনে থাকেন, তুই কোন কামাই রোজগার করবিনা, জিহাদ করবি, কিন্তু রাসুল সাঃ কি ব্যাবসা করেন নি? রাসুল সাঃ কি ইহুদিদের সাথে, কাফেরদের সাথে ব্যাবসা করেন নি? তারা এটুকু তো সীরাহ থেকে অবশ্যই দেখে নিয়েছেন যা ছিলো রাসুলের নবুওয়তের আগের কথা কিন্তু রাসুল সাঃ এর নবুওয়তের পর থেকে রাসুল সাঃ এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাসুলের রিজিক কোথায়

নির্ধারণ করা ছিলো তা আর কেউ দেখেননা, কেউ আলোচনাও করেননা। রাসুল সাঃ নিজে বলেছেন, আমার রিজিক আমার বর্শার ছায়ার নিচে! জি, বর্শা! **আল্লাহ নিজে যুদ্ধলব্ধ গনিমত থেকে রাসুল সাঃ এর জীবিকা নির্ধারন করে দিয়েছেন! হায়, কয়জন এ বলে উৎসাহ দেয়, রাসুলের ন্যায় জীবিকা তালাশ কর, নিজের বর্শার ছায়ার নিচে রিজিকের তালাশ কর।**

আমার আপনার সন্তানের সামনে কেউ আমাদের গালি দিলে তারা অগ্নিশর্মা হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ এটা ভালো। **কিন্তু পুরা জাতির সামনে রাসুলের পবিত্র সম্মানে বেয়াদবি করা হয়, অথচ জাতির যুবকেরা বুঝেই উঠে না করনীয় কি! শুধু তাই নয়, আল্লাহ যদি তাঁর অনুগ্রহ ধন্য কোন বান্দাকে দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, কি করতে হয় তাহলে এমনকি ইলম আছে এমন দাবীকৃত এক শ্রেণী পর্যন্ত এ নিয়ে মহা তালগোলে পড়ে যান, আরে না... আসলে শোনো কথাটা ... ঐটা এটা না, আর সেটা ঐটা না ...**

লজ্জা, বড় লজ্জা! একজন মুরতাদের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করলে তার জেল হয়, শাস্তি হয় আর সেই একই আইনে রাসুলের

অবমাননা করলে পাপিষ্ঠের জামিন হয়ে যায় অথচ কারো রক্ত গরম হয়না! আমার কানে এখনো বাজে, কথিত জাতীয় মসজিদের খতিব মিম্বার গরম করে একবার কুরবানির আগে কোন জুমায় বলছিলেন ভাবার্থে এমন যে, যে কুরবানি দিবেনা সে মিল্লাতে ইবরাহিমের কেউ নয়! অথচ এই গরম রক্ত মুহুর্তে ঠান্ডা পানি হয়ে যায় মিল্লাতে মুজিবের কথা শুনলে!

কেন? এই জিল্লতি কেন? কারণ আমরা ইতিহাস ভুলে গেছি তাই, ইতিহাস আমরা শিক্ষা করিনি তাই, আমাদের রাসুলকে আমরা চিনিনি তাই, তাঁর জীবন আমাদের পথচলার বাস্তব উদাহরণ হয়নি তাই, এমন অসংখ্য কারণ রয়েছে।

তাই এই রমাদানকে আমরা রাসুল সাঃ এর সিরাত শিক্ষা করার উপযুক্ত সুযোগ মনে করি, যার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব হয় সেভাবেই চেস্টা করি। যদি হক্কপন্থী কোন আলিমের থেকে শিখা যায় তাহলে তো অতি উত্তম। আর সে সুযোগ না হলে, অনলাইনে বিভিন্ন লেকচার পাওয়া যায়, বই পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি, তালিম করি এবং শিক্ষাকে বাস্তবমুখী ভাবে পরিবারের সামনে উপস্থাপন করি

ইনশা আল্লাহ। হয় আজ না হয় কখনই নয় এমন একটা কথা আছে মনে হয়।

আসলে আমাদের সামনে এখন সেই অবস্থা চলে এসেছে। এখন সীরাহ শিক্ষা করা আবশ্যিক, অত্যাবশ্যিক হয়ে গেছে। আমরা পা রাখতে যাচ্ছি কিংবা রেখে দিয়েছি শেষ যামানায়। রাসুলের কথা মতে ফিতান আসবে ঢেউ এর মত। এমন সময়ে শুধু মাত্র রাসুলের সুন্নাহ এবং তাঁর দেখানো পথের অনুসরণই কেবল আমাদের অন্ধকারে পথ দেখাবে, এ ব্যাতিত অন্য আর কিছুই নয়!

আবারো বলছি, অন্য কিছুই নয়, হোক না তা যত বড় ডিগ্রি!

আমার এখনো স্মরন হয়, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমার স্কুলে রাসুল সাঃ এর সীরাহ এর উপরে রচনা লেখা প্রতিযোগিতা হত, বিভিন্ন স্কুলে রাসুলের জীবনী নিয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হত। এরপরে, শেষ কবে স্কুল গুলোতে আমি তা দেখেছি আমার স্মরন নাই! তাই, রাসুলের সীরাহ যে নিয়ামত এই নিয়ামতও যেন একদিন আমাদের থেকে চূড়ান্ত ভাবে হাতছাড়া না হয়ে যায়, **একটি প্রজন্ম যেন এভাবে বড়**

না হয় যে, তারা জানেনা তাদের রাসুল কেমন ছিলেন! নাউজুবিল্লাহ!

হ্যাঁ আমি আপনার সাথে স্বীকার করি, শুধু এতটুকুই বিশাল যুদ্ধের সমান। যেখানে প্রতিনিয়ত তাদের বিষ গেলানো হচ্ছে, মগজ ধোলাই করানো হচ্ছে। তাহলে আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন -

... কি বলেন, তাহলে আমরা হাল ছেড়ে দেই! যদি না হয় তাহলে ...

এই রমাদান ই হোক ঘুরে দাঁড়ানোর উপলক্ষ!

ইয়া রব্বব, আপনি আমাদের জন্য আপনার রাসুলের সীরাহ সহিহ শুদ্ধ ভাবে শিক্ষা করার এবং তা বাস্তবে আমল করাকে সহজ করে দিন, আর আমাদেরকে সম্মানিত রাসুল সাঃ এর সাথে জান্নাতে একত্রিত করুন, আমিন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র - স্বার্থ কার?

মুল প্রসঙ্গে যাবার আগে একটু ভুমিকা সেরে নেই। ইকোনমিক হিট ম্যান জন পারকিন্স তার বই "কনফেশন অফ এ ইকোনিক হিটম্যান" এ কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে একটি হচ্ছে কিভাবে শোষক শ্রেণী দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশ গুলো থেকে সুবিধা নেয়। সংক্ষেপে সেই ফর্মুলা টা হচ্ছে এমন যে,

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা এমন দাদা টাইপের কেউ কোন দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশকে (যাদের কে আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলে বেশি চিনি) বিপুল পরিমানে লোন দিবে বিভিন্ন বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার করার জন্য, যেমন পাওয়ার প্লান্ট, এনার্জি সেক্টর, তেল কিংবা গ্যাস, এরকম। এরপরে তারা এই লোনের সাথে এমন সব শর্ত জুড়ে দিবে যে বাস্তবে এই লোনের পুরা কিংবা সিংহভাগ টাকা আবার তাদের কাছেই

ফিরে যাবে। এটা হবে এই ভাবে যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদেরই পছন্দ অনুযায়ী কোম্পানি নিয়োগ দিতে হবে, তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরবরাহকারী থেকে কাচামাল নিতে হবে। এই ভাবে এই টাকা বাস্তবে আবার ঘুরে বিশ্ব ব্যাংক কিংবা তার স্বার্থ রক্ষা কারীদের হাতে গিয়েই পৌছায়। এখানেই শেষ নয়। বরং এরপরে এই ফ্যাসিলিটি থেকে অধিকাংশ সুবিধা তারাই আগে নিয়ে নেয় এবং তাদের পছন্দ মত দামে এটার কেনা বেচা করতে বাধ্য করে। এভাবে দিন শেষে যখন হিসাবের খাতা খুলে বসা হয় তখন দেখা যায় - বিশ্বব্যাংক এই সব হতভাগা দেশের সামনে বিশাল এক মুলা ঝুলিয়ে সর্বস্ব লুটে নিয়ে সেই দেশের হতভাগা জনগনের উপরে এক বিশাল ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, ফ্রিতে দিয়ে যায় পরিবেশ বিপর্যয় কিংবা স্বাস্থ্য ঝুঁকি সম্পন্ন কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

আবারও বলি এটা আমার কথা না, জন পারকিন্স এর কথা। এই পুরা ফর্মুলায় জন পারকিন্স দের মত হিটম্যানদের কাজ কি? তাদের কাজ হচ্ছে সেই হতভাগা দেশকে এটা বিশ্বাস করানো যে - তোমার দেশ এবং জাতির উন্নতির জন্য এর চেয়ে সুন্দর আর কোন অফার হতেই পারেনা। তবে বাস্তবতা

আসলে আরেকটু তিক্ত। কারন এই কেনাবেচা টা আসলে এত সরল নয় - বরং এই কেনা বেচা তা হয় মুলত দুই ভাবে।

১। সেই দেশের নেতাকে বা নেতাদেরকে (যারা এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে) তাদের কে অর্থের মাধ্যমে কিনে নেয়া হয়।

২। সামরিক, বেসামরিক, কূটনৈতিক হুমকির মাধ্যমে।

জন পারকিন্স এর মতে এমন একটি ম্যাসিভ ইকোনকিম স্যাবোটাজ কে কিভাবে চিনতে পারা যায়? উত্তর হচ্ছে যখন আপনি দেখবেন উন্নয়নশীল বা সল্পন্নোত দেশ গুলোতে এরকম বিশাল আকারের প্রজেক্ট গুলো শুরু হচ্ছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে পাওয়ার/এনার্জি। যেখানে সেই দেশের জন্য এত বিশাল কলেবরের পাওয়ার বা এনার্জি আপাতত কোন দরকার নাই কিংবা এরক্ম মেগা প্রজেক্ট চালানোর মত সামর্থ্য, দক্ষ জনবল বা অন্যান্য উপাদান সমুহ অনুপস্থিত। এবং এই পুরা নাটকে সাধারন জনগনের সম্পর্কিত থাকার কোন সুযোগ তো অনেক দুরের কথা তাদের সামনে এই ব্যাপারে কোন সঠিক তথ্য বা ধারনাই থাকেনা।

কাকতালীয় ভাবে! আমাদের টপিকটিও পাওয়ার নিয়ে। রুপপুর পারমানবিক প্রকল্প। প্রশ্ন হচ্ছে এটাও কি কাকতালীয় যে, স্যাবোটাজের ২য় লক্ষনও এখানে উপস্থিত। দেশের জনগন এই ব্যাপারে কিছুই জানে না। দেশের জনগণ তো অনেক দুরের কথা এই ব্যাপারে বিজ্ঞজনেরাই অনেক কিছু জানেন না!

দেখা যাক - এটি একটি ইকোনমিক স্যাবোটাজ কিনা? কার স্বার্থ রক্ষা হচ্ছে এই প্রকল্পে? বাংলাদেশের মাটি ব্যাবহার করে এই দেশের জনগণের সামনে পারমানবিক বিপর্যয়ের মত বিশাল ঝুঁকিকে সামনে রেখে, এই দেশের জনগণের অর্থ দিয়ে বাস্তবে কার সার্থ রক্ষা করার কাজ চলছে?

এই বিশাল চক্রান্তের জটিলতা এমনকি বিজ্ঞজনের কাছেই পরিষ্কার না! তাই আমরা খুব সহজ ভাবে আমাদের মত সাধারন মানুষের জন্য বোধগম্য হয় এমন বিষয় গুলোই শুধু দেখব। আমি নিজে থেকে তেমন কোন কথাই বলবনা, বরং দেশের এক নম্বর দৈনিক নিউজপেপার প্রথম আলোর প্রতিবেদন এবং পরমানু বিশেষজ্ঞদের মতামত গুলোই

আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

পাবনার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকবল প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ভারতের নিউক্লিয়ার পাওয়ার করপোরেশন অব ইন্ডিয়ায় (এনপিসিআইএল)। গত জুলাই পর্যন্ত তিনটি ব্যাচে মোট ১৪৩ জন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। সর্বশেষ ব্যাচে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ছিলেন ৫৫ জন। (প্রথম আলো)

এই ব্যাপারে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, আব্দুল মতিন সাহেব বলেন -

আমরা জনবলের বিষয়ে বিশেষ জোর দিলেও সরকার সেটা উপলব্ধি করতে পারেনি। জনবল বলতে আমরা কী বোঝাই, সেটা বোঝা দরকার। জনবল মানে রিঅ্যাক্টর অপারেটর নয়। অনেকে মনে করেন যে এখন তো আমরা প্রশিক্ষণে পাঠাচ্ছি। তার মধ্য দিয়ে জনবল তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এটাই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জনবল নয়। আইএইএর গাইড বইয়ে আছে, আমরা যে সময় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করতে চাই তার অন্তত ১০ বছর আগে আমাকে জনবল

তৈরি করতে হবে। এই জনবল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র-সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলো নেবে। এই সিদ্ধান্ত ভুল হলে তা কিন্তু আর শোধরানোর সুযোগ নেই। আইএইএর গাইড বই অনুসারে, যঁারা এ সিদ্ধান্ত নেবেন তঁাদের মধ্যে এমন কয়েকজন থাকতে হবে, পরমাণু প্রযুক্তি সম্পর্কে যঁাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চুল্লি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের সমপর্যায়ের। যেহেতু জনবলের এই বিষয়টা আমরা বুঝিনি, সেহেতু আমাদের অনেক খেসারত দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গত বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে করা পরমাণু সহযোগিতা চুক্তির আওতায় এখন শুধু লোকবল প্রশিক্ষণের পর্যায় রয়েছে। ভবিষ্যতে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে ভারত অংশ নেবে। এর আগে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ, লোকবল প্রশিক্ষণ ও কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব রাশিয়ার কাছে ছিল। এ বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গেও একটি চুক্তি রয়েছে বাংলাদেশের। এখন এ প্রকল্পের রাশিয়ার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছে ভারত। আগে বলা হয়েছিল, এই প্রকল্পে ভারতের কাছ

থেকে পরামর্শ সেবা নেওয়া হবে, প্রকল্পের জনবল প্রশিক্ষণে তারা সহায়তা দেবে। (প্রথম আলো)

অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে -

ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো রাশিয়ারই প্রযুক্তিগত সহায়তায় তৈরি। নিজ দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের রি-অ্যাক্টর থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুর জন্য ভারত রাশিয়ার ওপর নির্ভরশীল। নিজের দেশের কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণের বাইরে বিশ্বের কোথাও পারমাণবিক কেন্দ্র নির্মাণে ভারতের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। (প্রথম আলো)

কিন্তু সেই ভারত আমাদের দক্ষ জনবল তৈরির প্রশিক্ষনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাস্টার মশাই!

কূটনৈতিক সূত্র ও পরমাণু বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারত মনে করে, প্রতিবেশী কোনো দেশ সামরিকভাবে শক্তিশালী হলে তা হবে তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সে কারণে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র যাতে ভবিষ্যতে কোনোভাবেই সামরিক কাজে ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত

করতে চায় দেশটি। (প্রথম আলো)

তার মানে - আমার দেশে আমার জনগণের টাকা দিয়ে কি করা হবে আর কি করা হবে না তা দাদা মশাই ঠিক করে দিবেন! খুবই সঙ্গত কথা, যত যাই হোক - স্বাধীন দেশ বলে কথা!

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে ভারতের আগ্রহের আরেকটি কারণ, ভারত বহুদিন ধরে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপের (এনএসজি) সদস্যপদ পেতে চেষ্টা করছে। ৪৯টি দেশের এ জোটে ভারত ঢুকতে পারছে না চীনের বাধার কারণে। ভারত এনএসজিতে ঢুকলে পরমাণু পণ্য ও প্রযুক্তি খাতে লাখো কোটি টাকার বাজারে ঢুকতে পারবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে যুক্ত হতে পারলে তাদের সে পথ সুগম হবে। কারণ, বাংলাদেশের রূপপুরই ভারতের বাইরে তাদের এ ধরনের কোনো প্রকল্পে প্রথম যুক্ত হওয়া (প্রথম আলো)

জন পারকিন্স এর প্রথম শর্ত সুপস্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে - এখানে অন্য কারো স্বার্থ রক্ষা করাই মুল উদ্দেশ্য এবং তা

সম্ভাব্য সব দিক দিয়ে। বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক কখনই ভারতের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের চেয়ে বেশি নয়!

রূপপুর আমাদের প্রায় ৫০ বছরের স্বপ্ন। এখন সেই প্রকল্প বাস্তবের মুখোমুখি। আমরা এগিয়ে গেছি। কিন্তু এত বিশাল প্রকল্পের যে ব্যয় তার ৯০ শতাংশই ঋণের টাকা। কাজেই আমাদের ঋণের দায় অনেক বাড়বে। - রেজাউর রহমান : সাবেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

জন পারকিন্সের কথার আরো বিস্তারিত বিবরণ আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে! বিশাল ঋণের বোঝা সাধারন জনগণকেই বহন করতে হবে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক মো. শৌকত আকবরের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়ে একাধিকবার তাঁর মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হয়। খুদে বার্তাও পাঠানো হয়। তবে তিনি সাড়া দেননি। এরপরও গত মার্চ মাস থেকে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তিনি দেখা করেননি। ফলে ভারতের সঙ্গে চুক্তির পর যেসব অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে বলে

অভিযোগ উঠেছে, সেসব বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কোনো মতামত জানা সম্ভব হয়নি। (প্রথম আলো)

২০১১ সালে রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি অনুযায়ী, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সব দায়িত্ব রাশিয়ার হাতে থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশ-রাশিয়া-ভারতের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ফলে রূপপুরে নির্দিষ্টভাবে রাশিয়া ও ভারতের ভূমিকা কোথায় কীভাবে থাকবে, তা নিয়ে অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। (প্রথম আলো)

তবে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, চুক্তির কোথাও কেন্দ্রে বিপর্যয় হলে কে দায় নেবে, সেটা স্পষ্ট নেই। (প্রথম আলো)

কেন্দ্রের সবকিছুই যখন ভারত করবে, তাহলে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্পেন্ট নিউক্লিয়ার ফুয়েল বা ব্যবহৃত পারমাণবিক জ্বালানি কে নেবে, সে ব্যাপারেও অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে। (প্রথম আলো)

এই হিসাব অনুযায়ী, রূপপুরের ব্যয় প্রতি কিলোওয়াটে চার

হাজার ডলারের বেশি হতে পারে না। সেখানে সাড়ে পাঁচ হাজার ডলার কেন হলো সেটা আমি বুঝতে পারছি না। - আবদুল মতিন : সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

রূপপুরের পারমাণবিক বর্জ্য রাশিয়ার নিতে হলে তাদের সংসদে আইন সংশোধন করতে হবে। সেটা তারা করবে কি না আমি জানি না - আবদুল মতিন : সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

- **২য় শর্তও পুরন হয়ে যাচ্ছে - বিজ্ঞ ব্যাক্তিরাই জানেন না কি হচ্ছে!**

এবার আসি - উপসংহারে -

২০১২ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন একটি অনুরোধপত্র (নোট ভারবাল) পাঠায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। এতে ভারত রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপর তিন বছর বিষয়টি নিয়ে ঢাকা ও দিল্লিতে তো বটেই, এর বাইরে

রাশিয়ায় সরকারের উচ্চপর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আলোচনা হয়। (প্রথম আলো)

এটা খুবই দুঃখজনক যে রাশিয়া ভারতকে কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি সরবরাহের সাব-কন্ট্রাক্টের (উপঠিকাদারি) কাজটি দিয়েছে। অথচ ভারতের ভিভিইআর রি-অ্যাক্টরে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ভারত তার নিজের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কুদানকুলামের জন্য যন্ত্রপাতি রাশিয়া থেকে আমদানি করেছে। তিনি বলেন, 'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভারত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে সর্বোচ্চ মুনাফা করতে চায়।' - আবদুল মতিন : সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।

'ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তিতেই এমনটি রয়েছে' জানালে ইয়াফেস ওসমান বলেন, 'ভারত আমাদের বন্ধু, প্রতিবেশী দেশ। আমরা শুধু ভারতের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাটুকু নেব। এর বাইরে কোনো সেবা নেব না।' তাহলে চুক্তি নিয়ে পরে কোনো সংকট তৈরি হবে কি না– এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, 'ভারত তো শত্রুরাষ্ট্র না, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র।' - (প্রথম আলো)

- **প্রত্যেকটি বিষয় যখন অস্পষ্ট এবং কারও মুখ থেকে কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নাই, জনগণের উপরে বিশাল দেনার বোঝা এবং পারমানবিক বিপর্যয়ের মত ঝুকির মুখে জনগণ কে জিম্মি করে যখন একথা টি তারা কোন দ্বিধা ছাড়াই স্পস্ট ভাবে উচ্চারন করতে পারেন - 'ভারত তো শত্রুরাষ্ট্র না, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র -**

তখন আমাদের সামনে একটি প্রশ্নই আসে, তাহলে এই প্রকল্প কার স্বার্থ রক্ষার কাজ করছে? এই প্রকল্পে বাংলাদেশ এবং এই দেশের জনগনের স্বার্থের বিষয় টি কেউই পরিষ্কার করে এখনো দেখাতে পারলেন না, এমন কি বড় বড় পরমানুবিদ গন ও না। এমন অবস্থায় ভারতের সুপস্ট স্বার্থ রক্ষার তাগিদে যখন ভারতকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হবে এই কথার ব্যাপারে দায়িত্বশীল দের কাছে প্রশ্ন করা হয় তখন তারা **'ভারত তো শত্রুরাষ্ট্র না, আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র** - এই বলে উত্তর সারেন।

তাহলে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই যে,

রুপপুর পারমানবিক প্রকল্পে বাঙ্গালদেশের জনগণের অর্থে এদেশের মাটি এবং জনগন কে পারমানবিক বিপর্জয়ের মত ঝুকির সামনে ফেলে দিয়ে এ সরকার চরম অনুগত দাসের মত শুধু তথা কথিত দাবি কৃত বন্ধু রাষ্ট্র ভারতের স্বার্থ রক্ষার করার লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে।

৮৫.লেটিং দা ফার্স্ট গার্ড ডাউন; সর্ব প্রথম প্রতিরক্ষা কে ছেড়ে দেয়া

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্* রাব্বুল আলামিনের জন্য! দরুদ এবং সালাম রাসুল (সাঃ) এবং তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের উপর।

একজন মুসলিমের সর্ব প্রথম প্রতিরক্ষা তার ঈমান! একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় এবং শক্তিশালী আর কোন প্রতিরক্ষা হতে পারেনা। **একজন মুসলিমের ঈমান যখন চলে যায়, তখন তার প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাবস্থা**

টি ধ্বংস হয়ে যায়। আর এরপর তাকে নিয়ে খেলতামাশা করা কোন ব্যাপারই না।

আজ যখন আমাদের চারপাশে তাকাই তখন আমাদের মুসলিম মা বোনদের কস্ট আমাদের পেরেশান করে তুলে। এই পেরেশানির ব্যাপ্তি এতই বেশি যে এর শুরু কোথায় আর এর শেষ কোথায় সেটাই বুঝে উঠা যায়না। আমাদের জিন্দেগী টা এমন হয়ে গেছে যে কেউ এখন জানেইনা সে কেন বেঁচে আছে আর সে কেন বেঁচে থাকবে! আমাদের বেঁচে থাকা এখন পুরাপুরি জৈবিক তাড়না হয়ে গেছে, ঠিক যেমন একটা গরুর জীবন কিংবা একটা গাধার জীবন। একটি দিন শেষ, আরেকটি দিন পার করো। জীবনের মাকসাদ গুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে। কামিয়াবি গুলোর সংজ্ঞা পরিবর্তন হয়ে গেছে, ইজ্জত এবং জিল্লতি নিজেদের মধ্যে সংজ্ঞা পরিবর্তন করে নিয়েছে। আশরাফুল মাখলুকাত নিজেকে পশুর কাতারে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। আক্ষরিক অর্থেই তাই, আমি পত্রিকায় দেখলাম, পশ্চিমাদের ৬০% অধিক মানুষ তার পরিবারের যে কারো চাইতে তার নিজের পোষা কুকুরের সাথে সময় কাটাতে অধিক পছন্দ করে, তার ১০০ ছবির মধ্যে ৯০ এর অধিক থাকে কুকুরের সাথে! অনেক উপর থেকে যদি এই দৃশ্য কল্পনা করা

যায় তাহলে দেখা যাবে আমরা ধুঁকছি, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরাফেরা করছি, সকালে যাচ্ছি রাতে ফিরছি.. এবং এই চক্র বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে। এমন একটি চক্র যা আমাদের ঈমান কে তিলে তিলে শেষ করে ফেলছে আর ঈমানের অভাবে আমাদের অন্তর গুলো রক্তশূন্যতায় ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে। বাইরে থেকে দেখা যায় শুধু দেহ! কখনো কি এমন বলতে শুনেন নি, আজকাল মানুষের অন্তর বলে কিছু নাই! মানুষের বিবেক বলে কিছু নাই! এটাই প্রমান করে দেয় যে আমাদের অন্তর তিলে তিলে মারা যাচ্ছে। আর অন্তর বেঁচে থাকে নূর নিয়ে, আলো নিয়ে, হিদায়েত নিয়ে। অন্তরের নূর আর আলো হচ্ছে ঈমান। ঈমান এই অন্তর কে জীবিত রাখে, তাকে আলো দিয়ে প্রজ্বলিত করে রাখে। আর ঈমানের অভাবে এই অন্তর ঘুটঘুটে কালো অন্ধকার হয়ে থাকে। যে অন্তর ঘুটঘূটে অন্ধকারে ডুবে থাকে সে কি কখনো লক্ষ্যে পৌছাতে পারে? আল্লাহ্* সুবহানাহু ওতায়ালা এদের সম্পর্কে বলেছেন,

"তারা কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছে?"

ঈমান হচ্ছে আমাদের অন্তরের আলো, আমাদের অন্তরের খোরাক। এই ঈমান ব্যাতিত অন্তর মৃত। ঈমান কি? সহজ

পরিভাষায় ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্*র প্রতি বিশ্বাস, কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস, রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস.. এবং এখানেই শেষ নয়, এরপরে এই ঈমান ধীরে ধীরে তার ডালপালা মেলতে শুরু করে, এর শিকড় গভীরে যেতে শুরু করে, আর তার অন্তর বেশি থেকে বেশি সুরক্ষিত হতে শুরু করে। অপর দিকে এই ঈমান যখন আস্তে আস্তে ঝরে যেতে শুরু করে তখন তার প্রতিরক্ষাও দুর্বল হতে থাকে। যেমন জান্নাত এবং জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস ঈমান এর একটা অংশ,তাকদিরে বিশ্বাসও ঈমানের একটা অংশ। এখন যে ব্যাক্তি তাকদিরে বিশ্বাস করবেন তিনি কোন চাকরি না পাওয়ায় হতাশ হবেন না বরং নতুন ভাবে চেস্টা করবেন। আর যে তাকদিরে বিশ্বাস করেনা সে যদি চাকরি পায় তবে সে তার লেখাপড়াকে এবং তার ডিগ্রী কে চাকরির কারন হিসাবে মেনে নেয়। আর যদি কখনো সে ব্যার্থ হয় তখন সে এই দোষ লেখাপড়ার উপরে চাপিয়ে দেয়, এই ভয়ে তখন সে নিজের উপরে জুলুম করা শুরু করে। এত গুলো ডিগ্রি না থাকলে, এত এত সার্টিফিকেট না থাকলে কিংবা আরেকটু বেশি স্মার্ট না হলে, আরেকটু বেশি সাজুগুজু না করলে সে উমুক চাকরি পাবেনা। এইভাবে তাকদিরের ঈমানের অভাবে সেই নিজের উপরে জুলুম শুরু করে। শুধুমাত্র এই অংশটুকুর অভাবেই সে আরেকজন

মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিতেও প্রস্তুত থাকে। এমন ভাবে যে জান্নাত জাহান্নাম কে বিশ্বাস করেনা তার ভিতর থেকে পাপ বোধ লুপ্ত হয়, পশুর সাথে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকেনা। এমন কি রাস্তায় জেনা করতেও তার কোন লজ্জা বোধ হয়না, কিংবা পুরা পরিবার নিয়ে সম্মলিতি ভাবে টিভির সামনে বসে সম্মিলিত ভাবে জেনার অনুষ্ঠান দেখার মধ্যেও তার কোন লজ্জাবোধ হয়না! এমনি ভাবে যখন কেউ রাসুলদের প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলে তখন বিপথগামী জাহান্নামীদের পথ অনুসরণ করে, তাদের পথ কে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে, আর এক পর্যায়ে গিয়ে সে বুঝতে পারে সে আসলে পথভ্রষ্ট, কিন্তু ঘুরে ফিরে সে সঠিক পথের কোন দিশা পায়না, কারন সে তত দিনে অনেক দূর চলে গেছে।

একই ভাবে যে ব্যাক্তি আল্লাহ্*র প্রতি ঈমান হারিয়ে ফেলে তার আসলে সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। সব কিছু বলতে সব কিছু, এই দুনিয়া এবং আখিরাত সব। তাই এটা তো লিখে শেষ করা যাবেনা! যে আল্লাহ্* কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আর পালন কর্তা হিসাবে চিনতে পারলোনা তার অবস্থা হয় ডারউইনের মত যে বানরের মধ্যে নিজের পূর্বপুরুষদের খুঁজতে শুরু করেছিলো। **ডারউইনের এই বিষয় টি আসলে**

এতটা সহজ নয় যতটা সহজ ভাবে তা আমাদের সন্তানদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই খুব ধীরে ধীরে আমাদের ঈমানের দিকে তীর মারা হয়, আমরা সেটাকে সহজ ভাবে নেই, আর একদিন সবার অলক্ষ্যে আমাদের ঈমান মারা যায়। বরং লক্ষ্য করি, আসলে ডারউইনের এই বিষয়টি হচ্ছে ঈমানের চূড়ান্ত মৃত্যু যার ফলে একজন মানুষ নিজের রব কে ভুলে গিয়ে বানরের মধ্যে নিজের পূর্বপুরুষদের খুঁজতে থাকে।

কেন? এটা কখন হয়? যখন আল্লাহ্*র প্রতি কারো ঈমান মরে যায়। তার ঘুটঘুটে অন্তর তখন একবার বানর কে আর একবার শিম্পাঞ্জী কে নিজের পূর্বপুরুষ ভাবতে শেখায়! সহজাত প্রবৃত্তি সেটা মানতে চায়না, তখন সে নিজের অন্ধাকার অন্তরের উদ্ভট সিদ্ধান্ত কে শক্তিশালী করার জন্য তার চেয়েও বেশি বিভিন্ন উদ্ভট বিষয়ের জন্ম দেয়।

এভাবে ঈমানের অভাবে আমরা আমাদের নিজেদের আসল অস্তিত্ব কে বিলীন করে দিয়ে অন্য এমন এক কিছুর মধ্যে ঢুকে যাই যা কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যেমন একটি সহজ উদাহরন দেই, আল্লাহ্*র উপর আমাদের ঈমান কে গলা টিপে হত্যা করে যখন মানুষ তারই মত কিছু মানুষের

উপরে তার ঈমান কে ন্যাস্ত করে, আর বলে গনতান্ত্রিক একটি সমাজ ব্যাবস্থা তার জীবনের নিরাপত্তা দিবে আর যখন সে নিজেকে এই গনতন্ত্রের কাছে সঁপে তখন সে তার ফিতরাত কে ছেড়ে নিয়ে অন্য কিছুর মধ্যে প্রবেশ করে। এবং এর ফলে তার জিন্দেগীর প্রতিটা মুহুর্ত পরিবর্তন হয়ে যায়। ওয়াল্লাহি প্রতিটা মুহুর্ত। প্রতিটা দিন তার কাছে নতুন মনে হয়, প্রতিটা কাজ তার কাছে অদ্ভুত মনে হয়, প্রতিটা পরিস্থিতি তার কাছে নতুন মনে হয়। সে শিম্পাঞ্জী কে পুর্বপুরুষ হিসাবে মেনে নেয়ার মত অদ্ভুত সব বিষয়ের জন্ম দেয় এবং সেগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে চেস্টা করে এভাবে তার প্রতিটা দিন শুধু নতুন কিছুর সাথে মানিয়ে নেয়ার যুদ্ধ চলতে থাকে, একদিন সে ক্লান্ত হয়ে ফিরে দেখে আসলে হচ্ছে কি? কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পায়না। এর চেয়েও ভয়ংকর কথা হচ্ছে উত্তর খুঁজে দেখার মত কোন শক্তি তার অবশিস্ট থাকেনা, আর এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে এর কোন উত্তর পাওয়া যাবেনা। কারন এই সিস্টেমের জন্ম দাতারা কখনই এই প্রশ্ন কে পছন্দ করেনা, কারন এই প্রশ্ন তাদের জুলুমের এই সিস্টেম কে টলিয়ে দিবে। তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই প্রশ্নকে চেপে রাখার চেস্টা করে। এর এটা হচ্ছে ঠিক ফিরাউনের মত কাজ!

আরও সহজ করে যদি বলা হয়, বাংলাদেশের কোন একজন মানুষ যখন নিজেকে গনতন্ত্রের কাছে সঁপে দেয় ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে তার সমস্যা কি কেউ লিখে শেষ করতে পারবে? নাকি তার সমস্যার কেউ কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে? বাস্তবতাকে আমাদের খুব ভালো ভাবে দেখা দরকার। এই যে উপজেলা নির্বাচন গেলো, শতাধিক লোক নিহত। এখন এর মধ্যে যে কোন একজন মৃত ব্যাক্তির পরিবারের কি করনীয় আছে? তাদে কি সাহস আছে এই প্রশ্ন করার কেন সে মারা গেলো? আরো আশ্চর্য হচ্ছে এই প্রশ্ন করার দরকারই নাই, কারন প্রশ্ন করার আগেই এর উত্তর পরিষ্কার এবং এই উত্তর কাউকে মুখ ফুটে দিতে হবেনা। কিন্তু সে জেনে বা না জেনে গণতন্ত্র নামের এই সিস্টেমের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ছিলো, আর তারও অনেক আগে ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো।

এমনি ভাবে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে ঈমানের অভাব আমাদের তিলে তিলে শেষ করে ফেলছে। **ঈমানের অভাবে আমারা নিজেরা আমাদের কে হত্যা করছি।**

আর আমাদের ঈমান কে প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহুর্তে, দিনে কিংবা রাতে আঘাত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি সমাজ

ব্যাবস্থা যা গভীর থেকে আমাদের ঈমান কে নস্ট করে ফেলার কাজে ব্যাস্ত। এটি একটি দাজ্জালি সমাজ ব্যাবস্থা, এটি একটি আল্লাহ্* দ্রোহী সমাজ ব্যাবস্থা, এটি একটি জালিম সমাজ ব্যাবস্থা! আমরা সাধ্যমত আমাদের সন্তানদের ঈমান শিক্ষা দেই, আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যা শিক্ষা দেইনা তা হচ্ছে কিভাবে এই ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। কিভাবে আমাদের এই সমাজ আমাদের ঈমান কে ধ্বংস করে ফেলছে। ধার্মিক বাবা মার ঘরে কি নাস্তিক বড় হয়না? কিভাবে হয়? কারন সে ঈমানের শত্রু কে চিনতে পারেনি। তাই আমাদের সন্তানদের ঈমান শেখানোর পাশাপাশি ঈমান ধ্বংসকারী বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়া উচিত, না হলে তাদের অন্তর একদিন ঈমানের অভাবে মারা যাবে। আপনি হয়তো ভাববেন, আমার ছেলে এমন কেন হলো? আমি তো তাকে এই শিক্ষা দেইনি! কারন আপনি তাকে ঈমান শিখিয়েছেন কিন্তু কিভাবে ঈমান রক্ষা করতে হয় সেটা শেখান নি। আপনার সন্তান কখনই ডোবা নালা থেকে পানি খাবেনা। কেন জানেন? কারন ছোট থেকেই আপনি এবং তার পাঠ্য বই তাকে শিখিয়েছে এই পানিতে জীবানু আছে! **ঈমান ধ্বংসকারী জীবানু কিসের মধ্যে আছে এই শিক্ষা আমরা শেষ কবে দিয়েছি মনে পড়ে কি?**

একটা পুরা সমাজ ব্যাবস্থা আমাদের ঈমান কে তিলে তিলে শেষ করার জন্য অক্লান্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে, ব্যাপারটা কে এভাবে দেখতে পারেন, এক গ্লাস পানির মধ্যে যদি আপনি একফোটা দুধ দেন তাহলে সেই পানি মুহূর্তেই সাদা দুধ কে পানির মত করে ফেলবে। আপনি কি বুঝতে পারবেন কোন দিক দিয়ে দুধ পানি হয়ে গেলো? হুবহু এই ভাবেই আমাদের ঈমান এই সমাজ ব্যাবস্থার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এই ভাবেই। তাই এর চিহ্নিতকরণ অনেক কঠিন! কিন্তু এরপরেও কিছু বিষয় আছে যেগুলো হয়তো খুব সহজেই চোখে ধরা পড়বে।

ঈমান ধ্বংস কারী জীবানু ১, শিক্ষা ব্যাবস্থাঃ

ঈমান ধ্বংস করার জন্য অন্যতম একটা জীবানুর নাম শিক্ষা ব্যাবস্থা। যা আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত। কোন সন্দেহ নাই আমাদের এই শিক্ষা ব্যাবস্থার মূল গোড়াপত্তন করেছে ব্রিটিশ কাফির রা। এর অর্থ এই যে, আমাদের শিক্ষা ব্যাবস্থার মূলভিত্তি স্থাপন করেছে কাফির রা! এরপরে কিভাবে তিলে তিলে শিক্ষা ব্যাবস্থাকে দুষিত করা হয়েছে সেটাও একটা কম বড় আলোচনা না। এর কিছু ধারনা পাবার জন্য শাইখ

আওলাকি (রহঃ) এর ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড লেকচার টা শোনা যেতে পারে। একটা ধারনা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ্*। তবে আমরা সবাই এটা জানি যে ব্রিটিশরাই সর্বপ্রথম কওমী মাদ্রাসা কে মর্ডানাইজ করে আলীয়া ভার্সন বের করে এবং **সর্বপ্রথম আলীয়া মাদ্রাসার হেড ছিলো একজান ব্রিটিশ কাফির!**

মুসলিম দের শিক্ষা ব্যাবস্থার মূল উৎস কুরআন এবং হাদিস কে দুষিত করার জন্য তারা সর্বপ্রথম বিভিন্ন দুনিয়াবী শিক্ষা ব্যাবস্থা চালু করে। আমি দুনিয়াবী শিক্ষা ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে বলছিনা, **আমি বলছি দুনিয়াবী শিক্ষা ব্যাবস্থা তো পাকাপাকি ভাবেই আছে, কিন্তু কুরআন এবং সুন্নাহ কই? কোথায় গেলো? ভালো করে লক্ষ্য করেন, মুসলিমের শিক্ষা ব্যাবস্থা থেকে কুরআন এবং সুন্নাহ কে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে।** কুরআন এবং সুন্নাহ ব্যাতিত আপনি আপনার সন্তান কে ঈমান শিক্ষা দিবেন কিভাবে? ঈমান কি গাছের ফল?

এবার একেবারে বর্তমানে চলে আসি। দেখা যাক আমাদের সন্তানরা ছোট বেলায় কি শিখে! সমাজ বিজ্ঞান তাকে শেখায় আদিম যুগে মানুষ উলঙ্গ থাকতো, লতা পাতা দিয়ে লজ্জা স্থান

ঢাকতো, তাহলে আদম (আঃ) কি এমনই ছিলেন? তাকে শেখানো হয়, পানি চক্র, খাদ্য চক্র, তাকে শেখানো হয় প্রকৃতি নামের এক নতুন সংজ্ঞা। আর এগুলোর কোথাও আল্লাহ্* কে খুঁজে পাওয়া যায়না। **পানি চক্র, খাদ্য চক্র এর মত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যদি আমাদের সন্তানরা আল্লাহ্* কে খুঁজে না পায় তবে আমরা তাদেরকে কি ঈমান শেখাতে পারলাম?**

আল্লাহ্* কি সুরা মূলকে বলেন নি,

"বল তোমরা ভেবে দেখেছো কি যদি তোমাদের পানি ভুগর্ভের তলদেশে চলে যায়, তাহলে কে এনে দেবে তোমাদের প্রবাহমান পানি?"

এরপর তাকে শেখানো হয় বিদ্রোহী কবিতা, নজরুল ইসলাম খোদার আরশ ভেদ করে চলে যাবে (নাউজুবিল্লাহ) কারন সে নাকি বিদ্রোহী! সে নাকি জাতীয় কবি! আচ্ছা এই জাতীয় বিষয়টা কি তা কি কখনো আমাদের সন্তান কে শেখানো হয়েছে? সে কি জানে জাতীয়তাবাদের সাথে ইসলামের কি সম্পর্ক? ঈমান কি শেখাবেন, সে তো জলজ্যান্ত শিরক শিখে ফেললো! নজরুলের শিরকের বুলি সে কত সুন্দর ভাবে মুখস্ত

করতে পারবে এর উপরে তাকে নম্বর দেয়া হবে! তাকে শেখানো হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, অথচ সে আপনার কাছে থেকে শুনেছে, জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ)। সে বুঝেনা কোনটা সত্য! **জাতির পিতা ইব্রাহীম (আঃ) একথা আপনি ১০ বার বলে ক্লান্ত হয়ে যান, কিন্তু এই শিক্ষা ব্যাবস্থা তাকে প্রতিদিন বলতে থাকে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু।**

তাকে শেখানো হচ্ছে ১০০ টাকায় সুদ ৬ টাকা ২১৪০ টাকা সুদ কত? সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্* যেখানে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন আর সেখানে আমাদের সন্তান সুদ শিখছে, প্রকারান্তে সে কি এটাই শিখছেনা যে কিভাবে আল্লাহ্*র সাথে যুদ্ধ করতে হয়? আর এই গনিতে সে যদি ১০০ তে ১০০ পায় খুশিতে আমরা পাগল হয়ে যাই! **আমার সন্তান আল্লাহ্*র বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা শিখছে আর সেই খুশিতে আমরা আনন্দে আত্মহারা!**

তাকে বিজ্ঞান শেখানো হয়, তাকে লজিক শেখানো হয়, কিন্তু তাকে যেটা শেখানো হয়না সেটা হচ্ছে, লজিক এর ও সীমা আছে! তাকে যেভাবে গ্রাভিটিশনাল ল মুখস্ত করানো হয় আর প্র্যাক্টিকাল করানো হয়, আল্লাহর নাম সমূহ সেভাবে তাকে না শিক্ষা দেয়া হয় না সেই নামগুলোকে বাস্তব জীবনের সাথে

মিলিয়ে দেখানো হয়! সুতরাং তাঁর ঈমান ঐ ফিজিক্সের ল এর সামনে আস্তে আস্তে নিস্তেজ হতে শুরু করে।

বিষয় গুলো এতো সাধারন যে আলোচনা করলে শুধু করেই যেতে হবে। জিওগ্রাফী তাকে শেখায় টেকটনিক প্লেটের সঙ্ঘর্ষের কারনে ভূমিকম্প হয়, অথচ তাকে এটা কেউ শেখায় না যে, সমাজে পাপ বেড়ে গেলে ভূমিকম্প হয়! আর তাকে বয়ঃসন্ধি কালের নিদর্শন শেখানো হয়, আরো অশ্লীল বিষয় শেখানো হয় যার আলোচনা আমাদের রুচিকে বিঘ্নিত করে। তাহলে আমাদের মেয়েরা কিভাবে তাকওয়াহ অর্জন করবে? তারা কিভাবে জেনা করতে আল্লাহ্* কে ভয় পাবে!

তাকে তোতা পাখির মত শেখানো হয় মুক্তিযুদ্ধ! কিন্তু তাকে বদর, উহুদ, খন্দক, তাবুক, মুতা এগুলো শেখানো হয়না। তাহলে সে কিভাবে ঈমান শিখবে? সুবহানাল্লাহ আল্লাহ্* সাহাবাদের কে পর্যন্ত ঈমান শিখিয়েছেন এই গাজওয়া গুলোর মধ্য দিয়ে, আর আমরা আজ আশা করি আমাদের সন্তানরা এগুলো শিক্ষা ছাড়াই ঈমান শিখে ফিলবে! কি এক ছলনা! নিজের সাথে নিজেরই ছলনা!

এভাবেই চলতেই থাকবে, তিলে তিলে আমাদের সন্তানদের ঈমান কে এভাবে শিক্ষা ব্যাবস্থার নামে ধ্বংস করা হয়! আমাদে সন্তানদের ঈমান সেই স্কুল ঘরেই মারা যায়! আর একদিন তারা জাতীয়তাবাদের চেতনা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। এই বিষ এত ব্যাপক যে আপনি কাটা ছেড়া করতে পারবেন না! আপনি ভালো করে দেখেন, তথাকথিত এই শিক্ষা ব্যাবস্থার প্রতিটা ধাপে ধাপে আছে ঈমান বিধ্বংসী বিষয়। শুধু তাই নয়, শুধু ঈমান কে ধ্বংস করেই তারা ক্ষান্ত হয়না বরং সেখানে কুফর আর শিরক এর মত জঘন্য বিষয় গুলোকেও প্রবেশ করিয়ে দেয়।

আমি বলছিনা যে ব্যাতিক্রম নাই। আমি শুধু বলতে চাই আমদের জানা উচিত কিভাবে আমাদের ঈমান কে ধ্বংস করা হয়। এর মানে এই না যে সবার ঈমান ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তবে ক্ষতি যে হচ্ছে এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই! এর শেষ প্রান্তে ঈমানের মৃত্যুই শুধু অবশিষ্ট থাকবে।

ঈমান ধ্বংস কারী জীবানু ২, ...

[চলবে ইনশাআল্লাহ্*]

৮৬.শহিদী তামান্না, যে তামান্নায় দুনিয়া তার মুল্য হারায় !

একটি ফিদায়ী গাড়ি আর সেই গাড়ী পর্যন্ত হেটে যাওয়া কয়েক কদমের জন্য আমি আমার জীবন এবং এর সব কিছু বাজি রাখতে রাজি আছি।

মানুষ আজ যখন ব্যাস্ত রঙিন দুনিয়ার তামাশা দেখতে, মানুষ জখন ব্যাস্ত ভোগ বিলাস আর বিনোদন নিয়ে, তখন এই দুনিয়ারই কিছু মানুষ ব্যাস্ত অন্য এক বিনোদনে। আর তা হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর রাহে কুরবানী করে দেয়ার বিনোদন এ।

আল্লাহর জমিনে খুব অল্প সংখ্যক বান্দাকেই আল্লাহ এমন তাউফিক দেন যারা আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলীন করে

দেয়ার মধ্যে আনন্দ খুজে পান। শুধু আনন্দ নয় বরং এটা তাদের জন্য পরম আনন্দ!

দুনিয়ার প্রতিটী প্রানী যখন আরো বাচতে চায়, জীবন কে আরো একটু উপভোগ করে নিতে চায় তখন আল্লাহর এই বান্দারা রাতের গভীরতার সাথে চোখের পানি ফেলে আল্লাহ কে ডাকতে থাকে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকে – কখন সে নিজেকে আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিতে পারবে।

এই অনুভুতি কে লিখে প্রকাশ করা সম্ভব না, বলেও প্রকাশ করা সম্ভব না। কারন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাকে তাউফিক দিয়ে ধন্য করেন শুধু মাত্র তার পক্ষেই সম্ভব এই অনুভুতিকে বুঝতে পারা। শুধু মাত্র সেই পারে এটাকে উপলব্ধি করতে।

তুমি তাকিয়ে দেখ সারা দুনিয়া আজ কত পঙ্কিলতায় ব্যাস্ত। তাকিয়ে দেখ দুনিয়ায় তুমি কি দেখতে পাও? নোংরামি, অসভ্যতা, অশ্লীলতা, রাহাজানি, প্রতারণা, ছলনা, লোভ, হিংসা বিদ্বেষ, মানুষ তার নিজের তৈরি মায়াজালে আটকা

পড়ে আজ সে ক্লান্ত। সারা দিন ছুটে রিজিকের পিছনে আর রাতে এসে ক্লান্ত পশুর মত ঘুমায়! আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কোথায়! হায় কত হতভাগা সে অন্তর যে অন্তর আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত।

তুমি তাকিয়ে দেখ তোমার মত যুবকেরা আজ নষ্টা নারীদের মন পেতে ব্যাস্ত, যাদের সতীত্ব বলতে কিছু নাই, পবিত্রতার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক পর্যন্ত নাই। যারা নিজেদের রুপ কে উচু দরে বিক্রি করতে শিখেছে।কিন্তু যে রুপ ৪০ পার হলেই আর কোন দামে বিক্রি হয়না। তুমি দেখ তোমার মত যুবকেরা আজ ছুটছে চাকরি, ব্যাবসা আর ক্যারিয়ার নামক মায়ার পিছনে। তুমি জানো তাদের মধ্যে কতজন সফল হয় আর কতজন ঝরে যায়? তবুও তুমি তাদের কে ছুটতেই দেখবে, বিরাম হীন ভাবে।

আর তুমি এসব কিছু ছাপিয়ে খুব সামান্য মানুষ দেখবে – যারা যেন এই দুনিয়ার ই না। তাদের দেখে মনে হবে তারা হয়ত ভুল করে চলে এসেছে। তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ খুবই সাদা মাটা, তাদের চলা ফেরা খুবই সাধারন। কিন্তু তুমি দেখবে তারা দুনিয়া কে পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছে! দুনিয়া

তাদের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তারা দুনিয়ার কাছে বিক্রি হয়নি আর দুনিয়াও তাদের সাথে কোন সওদা করতে পারেনি। কারন তারা সওদা করেছে সরাসরি সারা জাহানসমূহের মালিক আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের সাথে! তুমি ভুল শুনোনি – হ্যাঁ তারা সওদা করেছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জাতের সাথে। কিন্তু আসলে ঘটনা হচ্ছে তুমি বিশয় টি ধরতেই পারছোনা। কারন তুমি ত কখনো এভাবে ভেবে দেখোনি যে আল্লাহর সাথে সওদা! আল্লাহর সাথে ব্যাবসা! তবে এত টুকু জেনে রাখো তুমি যেমন দুনিয়ার সব চেয়ে বড় কোম্পানির সাথে ব্যাবসা করতে চাও তারাও তাই করেছে। তারা সারা জাহান সমূহের ধন সম্পদ যেই আল্লাহর কাছে সেই আল্লাহর সাথে ব্যাবসা করে ফেলেছে!

তুমি যে নস্টা নারীর পিছনে ঘুরে বেড়াতে পারলে ধন্য মনে কর, এই হাতে গোনা বান্দারাও কিন্তু নিজেদের জন্য রমনী খুজে নিয়েছে। আর তারা নস্টা কাউকে বেছে নেয়নি বরং তারা তো বেছে নিয়েছে জান্নাতী নারীদের মধ্য থেকে। যাদের রুপের বর্ণনা তোমার অন্তর ধারনা করতে পারবেনা, যাদের একটা রুমাল দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা দামী, যারা দুনিয়ায় একবার উকি দিলে সমস্ত পুরুষ পাগল হয়ে

যাবে, যাদের সৌন্দর্যের ব্যপারে আল্লাহ সার্টীফিকেট দিয়েছেন! **আর তারা এমন এক টা নয় দুইটা নয়, ১০ টা নয় ৭২ জন কে বেছে নিয়েছেন নিজের জন্য! ৭২ জন জান্নাতি নারী, ৭২ জন হুর আল আইন যাদের দেখা মাত্র কলিজার স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হয়!**

তারা বেছে নিয়েছে মৃত্যুর কস্ট বনাম সামান্য পিঁপড়ার কামড়ের মত কষ্ট, তারা বেছে নিয়েছে হাশরের দিনে ৫০ হাজার বছর অপেক্ষা করা বনাম আল্লাহর আরশের নিচে সবুজ পাখি ঝুলে থাকা, তারা বেছে নিয়েছে আল্লাহর সামনে হিসাব দেয়া বনাম বিনা হিসেবে জান্নাতে চলে যাওয়া। তারা জানে তাদের এই জীবন তো আল্লাহরই দেয়া। আলালহর হুকুমেই আবার এই জীবন চলে যাবে। শেষ হয়ে যাবে। মাটির সাথে মিশে যাবে। এর বিনিময়ে তারা এটা বেছে নিয়েছে যে, **তাদের এই জীবন আলালহর জন্য কুরবান হবে এবং তাদের শরীর গলে যাবেনা, পচে যাবেনা, তাদের রক্ত থেকে মেশক এর ন্যায় সুঘ্রান বের হতে থাকবে আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হতে থাকবে।**

আর এদের সম্পর্কে আল্লাহ হাসেন আর বলেন – এরা

আমার পাগল বান্দা! অনুভব করতে পারছো কি!

আর এরাই হচ্ছে এই সামান্য হাতে গোনা কিছু আল্লাহর বান্দা, **যারা একটি ফিদায়ী গাড়ি আর সেই গাড়ী পর্যন্ত হেটে যাওয়া কয়েক কদমের জন্য তাদের জীবন সব কিছু বাজি রাখতে রাজি আছে।**

এরাই হল তারা যারা মরে কিন্তু তারা জীবিত হয়ে যায়! এরাই হল তারা যারা আল্লাহর আরশের নিচে সবুজ পাখি হয়ে ঝুলে থাকে।এরাই হল তারা যাদের মৃত্যু কষ্ট পিঁপড়া কামড় দেয়ার মত, এরাই হল তারা যাদের প্রথম ফোটা রক্ত মাটিতে পড়ার আগে সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়। এরাই হল তারা যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হয়, এরাই হল তারা যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। এরাই হল তারা যাদের ৭২ টি হুর আল আইন থাকবে, এরাই হল তারা যারা নিজেদের পরিবার এর ৭০ জন কে নিজের সাথে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে। এরাই হল তারা যারা –

আল্লাহর সাথে প্রেম করতে শিখেছে আর আল্লাহর ভালোবাসায় পাগল হয়ে নিজেকে কুরবান করতে শিখেছে !

৮৭.শাইখ আওলাকি রহঃ এর স্টোরি অফ দা বুল এবং কিছু কথা -

শায়েখ আনওয়ার আল আওলাকি রহঃ এর "স্টোরি অফ দা বুল" এর কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে, কিছু দিন আগের কোটা আন্দোলনের ব্যাপারে সবার মুখে ঘুরে ফিরে একই কথা - স্টোরি অফ বুলের সেই মুল কথাই বলছেন, ***"আজ যদি আমরা তাদের পাশে না দাড়াই একদিন আমাদের উপরেও এই বিপদ আসবে"*** - ঘটনা হচ্ছে আমরা বাড়ি খেয়ে শিখি। এর আগে শিখতে চাইনা। শায়েখ আওলাকি রহঃ বললে - সেটা এক্সট্রিম কিন্তু যখন বাস্তবতা সামনে আসে তখন কাকে দোষ দিবো এই ফাক খুজতে থাকি।

এগুলো দেখতে বিচ্ছন্ন হলেও আদতে এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা না। যেমন রাস্তা ঘাটে চাপা পড়া, হাত পা ছিন্ন ভিন্ন হওয়া, মুড়ি মুড়কির মত রেইপ এর ঘটনা এগুলো কোনতাই বিচ্ছন্ন ঘটনা না। কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন না, আমি বা আপনি এগুলোকে বিচ্ছিন্ন ভাবি কিংবা ভাবার ভান ধরি জতখন না

সেটা আমাকে আঘাত করে। এটা কে বলে স্বার্থপরতা, কাপুরুষতাও বলে। এগুলো নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে ফেলা যাবে, দিনের পর দিন কথা বলা যাবে, মাস ঘুরে মাস আসবে - এমন ঘটনা গুলো সাথে নিয়ে, কিন্তু তা আমাদের কোন উপকার ই করতে পারবে না যতক্ষণ না আমরা বিষয় টা কে উপলব্ধি করতে চাইব। আসলে আম্র উপলব্ধি ও করি, কিন্তু এর পরে আর কিছুর সাহস আমাদের হয়না। কারন আমরা একটা দূষিত পচা সমাজব্যাবস্থার দাসত্বের শিকল নিজে নজের গলায় পরিয়ে রেখেছি। আমাদের সামনে আজ ধর্ষণ - শুধু একটা ঘটনার নাম। খুন, ধর্ষণ - এগুলো শুধুই ঘটনা, লাইফ ইভেন্টস। এর মাঝে আপনি স্পেন আর্জেন্টিনা নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে যান, কিংবা নেক্সট বিজনেস ডিল নিয়ে!

সমাজের যে রেইপ এবং মার্ডার আজ আপনাকে ভাবাতে পারলোনা কাল তা আপনাকে ঠিকই ভাবাবে, নিশ্চিত থাকেন। কারন আজ যাদের উপরে এই বিপদ আসছে গতকাল ও তারা ভাবেনি যে তাদের উপরে এটা আসতে পারে। আজ যদি তরিকুল জানতো তাকে "জঙ্গি" ট্যাগ দেয়া হবে তাহলে তরিকুল এর কাজের ধারা অন্যরকম হত।

কোটা আন্দোলনে নামতো কিনা সন্দেহ!

পরিবর্তন চান? পরিবর্তন করতে হবে, পরিবর্তন হতে হবে, আই চাই আমার ড্রয়িং রুমের ফার্নিচার গুলো অন্য রকম ভাবে সাজানো হোক, কিন্তু আমি কোন কিছুই নড়াবোনা সোফায় বসে বসে টিভি দেখবো, সকালে অফিসে যাবো। তাহলে আমার ফার্নিচার যেমন ছিল তেমনই থাকবে!

আমরা ভিতু হয়ে গেছি, এতটাই ভিতু যে মনে হয় যেন আমাদের মেরুদন্ড বলে কিছু নাই। আর এটা তখন হয় যখন মানুষ আল্লাহ কে ভয় করা বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভয় পায়। এক ইলাহ এর দাসত্ব ছেড়ে মানুষ যখন মাখলুক কে ইলাহ বানিয়ে নেয়, তার বিধানের কাছে নিজেকে সমর্পন করে তখন এটাই হতে বাধ্য।

আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ কে বাদ দিয়ে যারা অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নেয়, তাদের উদাহরন হচ্ছে মাকড়সার ঘরের মত। মাকড়সা ঘর বানায় আর তার ঘর হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল (ভালনারেবল)। আসলে আমরা আল্লাহর কথার দিকে তাকাইনা। কেন আল্লাহ মাকড়সার ঘরের উদাহরন দিলেন!

বাস্তবেও মাকড়সার ঘর অনেক দুর্বল, এটা খুব নাজুক জালের মত, এর বেশি আর কিছুই না। **কিন্তু এর ভিতরে আরো গভীর এবং সুক্ষ টু দি পয়েন্ট উদাহরন রয়েছে।** মাকড়সা জালের মত ঘর বানায় যা বাস্তবে অনেক বেশি নাজুক। ঘর বানানোর এই কাজ টা করে স্ত্রী মাকড়সা, এর পরে সে পুরুষ মাকড়সার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের মিলনের পর পরেই পুরুষ মাকড়সা যান নিয়ে পালানোর চেস্টা করে, কারন অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে - এই কাজের পরেই স্ত্রী মামড়সা এই পুরুষ মাকড়সা কে হত্যা করে ফেলে, কখনো খেয়ে ফেলে। আর আল্লাহ এই উদাহরন ই দিয়েছেন যারা আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে এন্য তাদের উদাহরন মাকড়সার এই ঘরের মত, যা হচ্ছে মরন ফাঁদ। এই সুন্দর করে পাতা ফাঁদেই পুরুষ মাকড়সা কে জীবন দিতে হয়। আজ যারা আল্লাহ কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে তাদের ইলাহরাই আজ তাদের হাতুড়ি দিয়ে হাড্ডি ভেঙ্গে দিচ্ছে, রেইপ করেতেছে। আর আল্লাহ তাই ই বলেছেন।

আল্লাহ কত সুন্দর করে বলছেন - ***"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত***

গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।"

এখন সিদ্ধান্ত আমার, আপনার। আর হ্যা স্টোরি অফ দা বুল - সেটা ও মনে রাখা দরকার।

৮৮.সন্তান হবে আমাদের গর্ভের! কিন্তু আদর্শ হবে কাফেরদের গর্ভের! ...

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আসসালাম আলা রাসুলাল্লাহ

আল্লাহ বলেছেন তিনি তার দ্বীন কে পরিপূর্ণ করেই ছাড়বেন এতে কাফির মুশরিক দের যতই গাত্রদাহ হোক না কেন।

বর্তমানে দুনিয়ায় সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল ধর্ম হচ্ছে আল্লাহর ধর্ম দ্বীন আল ইসলাম। বর্তমানে দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার মধ্যে কিশোর থেকে যুবক এই শ্রেনীর জনসংখ্যা সবচেয়ে

বেশি ইসলামের! **পিউ রিসার্চ** যাদের অন্যতম কাজ শুধু এইসব নিয়ে গবেষণা করা তাদের মতে মুসলিমদের এই ক্রমবর্ধনশীল হার কমানোর কোন উপায় আপাতত নাই। এবং আর অন্য আর কোন ধর্মের জনগোষ্ঠী এত বিপুল পরিমানে কিশোর থেকে যুবক এই শ্রেনীর জনসংখ্যা অর্জন করতে পারবেনা। কারন এটা আসলে ১-২-৫ বছরের ফল নয়, বরং এটা আসলে আল্লাহর ইচ্ছায় কয়েকটা জেনারেশনের ফসল। মজার কথা তো হচ্ছে এই যে, একসময় সেকুলার এবং ভোগবাদী দাবীকৃত! আধুনিক সমাজ মুসলিমদের একাধিক বিয়ে এবং অধিক সংখ্যক বাচ্চা নেয়ার জন্য হাসি ঠাট্টা করতো, সুবহানআল্লাহ আজ তারা বুঝতে পারছে এইটাই তাদের হাসি মুছে দেয়ার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে! কাছাকাছি বাস্তবতা যদি বলি, মুশরিক, ধিকৃত, লাঞ্চিত, নিকৃষ্ট, নাপাক মালাউনেরা এখন পাগল হয়ে গেছে - এখন তারা তাদের মহিলাদের আর পুরুষদের বলে ৫ টা ৬ টা ১০টা করে বাচ্চা নিতে। একাধিক বিয়ে করতে! কিন্তু পিউ রিসার্চ গবেষণা মতে এটা এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! বাকি অন্য ধর্মের জনগোষ্ঠী হাল ছেড়ে দিয়েছে, কারন তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা প্ল্যান করেছিল আগামি ৫ বছর বাচ্চা নিবেনা - ব্যাস সেখানেই শেষ!

(আলোচনার বাইরে - আপনাদের জানিয়ে রাখি এদেশেও এমন হারামি কিছু এনজিও আছে যারা আমাদের মুসলিম মা বোনদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর নামে ৫ বছর বা তারো অধিক সময়ের জন্য বন্ধ্যা করে রেখে দিচ্ছে এবং এরপরে দেখা যায় আমাদের মা বোনেরা আসলেই বন্ধ্যা হয়ে যান - কিছুদিন আগেও এটা নিউজে ছিলো। আর একই সাথে আমি আমাদের মা বোনদের কে এবং যেসব পুরুষ সায় সাপেক্ষে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন তাদের সচেতন হবার এবং দৃষ্টি খুলে দেখার জন্য অনুরোধ করব, সময় স্রোতের মত পার হচ্ছে ঘটনাবলী সুনামির মত ধেয়ে আসছে, এখন আসলে বিশদ আলোচনার সুযোগ কম, যাদের আগ্রহ আছে তাদের কে মাওলানা আসিম উমার হাফিঃ এর বিভিন্ন কিতাব গুলো দেখে নিতে বলবো)

মুল আলোচনায় ফিরে আসি -

তাহলে দেখেন, আল্লাহ আমাদের বলেছেন **তারাও প্ল্যান করে আর আল্লাহও প্ল্যান করেন** - আবার আল্লাহ এটাও বলেছেন **আল্লাহ কাফিরদের সব দিক থেকে পরিবেষ্টন অরে**

রেখেছেন! পিউ রিসার্চ কিন্তু আল মালাহিম, ইমাম মাহাদী (আঃ), ঈসা (আঃ) এগুলো নিয়ে কথা বলেনা, এগুলো ছাড়াই শুধু মাত্র জনসংখ্যা দিয়েই পৃথিবিতে দাপিয়ে বেড়ানো ধর্ম হবে ইসলাম, আসলেই ইংরেজিতে শব্দ টা ছিলো
DOMINATE, Islam will DOMINATE the world!

তাহলে এটা কি আমাদের জন্য কি খুশির খবর? হ্যা তা তো অবশ্যই, কিন্তু খুব বেশি না। কারন এমন মনে করার কন কারন নাই যে আমাদের দুশমনেরা বসে আছে। **তারাও তাদের চাল চেলেছে! কি চাল! সন্তান হবে তোমাদের গর্ভের! কিন্তু আদর্শ হবে আমাদের গর্ভের! কথাটা মেনে নিতে কস্ট হচ্ছে তাই না! আচ্ছা তাহলে আমি আবার বলি, কারন কখনো হক্ক কে হক্ক এর মত করেই বলতে হয়। আমাদের দুশমন রাও চাল চেলেছে আর তাদের চাল হচ্ছে, সন্তান হবে আমাদের গর্ভের! কিন্তু আদর্শ হবে কাফেরদের গর্ভের!**

কিভাবে?

আমাদের ছেলে কিংবা মেয়ে যাদের বয়স ৬-১২ বছর,

এদের ১০০ জনের মধ্যে কয়জন ৫ জন সাহাবির নাম বলতে পারে আর কয়জন ৫ জন নায়ক নায়িকার (অধিকাংশই কাফের বলিউড, হলিউড) নাম বলতে পারে? কয়জন কয়টা আয়াত মুখস্ত বলতে পারে আর কয়জন হাম্পটি ডাম্পটি আর হিন্দি গানের কলি সুর করে গাইতে পারে? কয়জন জান্নাত জাহান্নাম এর নাম বলতে পারে আর কয়জন কয়টা শপিং মলের নাম বলতে পারে? কয়জন তাজউইদ সহ কুরআন পড়তে পারে আর কয়জন ক্যান্ডি ক্রাশ এ পয়েন্ট উঠাতে পারে??? বলে শেষ করা কস্টকর - -

এই হল শুরু টা এরপর যদি ধরা যায় যুবক শ্রেনী - ব্যাস তাহলে তো কথাই নাই, (আমি বলছিনা সবাই - কিন্তু অধিকাংশই) এই শ্রেনীর তো মাথা থাকে আসমানে আর পাও সম্ভবত ঐখানেই কোথাও থাকে - এই শ্রেনির ধ্যান ধারনা থাকে আকাশচুম্বী! **দুনিয়ার বিখ্যাত বেশ্যারা এবং বেশ্যার দালাল, ভাই বেরাদার রা এদের রোল মডেল! এদের রোল মোডেল মুশরিক, নাপাক, ধিক্কৃত, লাঞ্চিত মালাউন সুন্দর পিচাই কিংবা মার্ক জাকার বার্গ, কিংবা গাঁজা খাওয়া লালন কিংবা উমুক কিংবা তুমুক একটার পর একটা যেই হোকনা কেন ইসলাম এবং দ্বীনের মধ্য থেকে কেউ না!**

জীবনের লক্ষ্য টাকা, ক্যারিয়ার, সুন্দর বউ,বাড়ি পার্টি মাস্তি ব্যাস! - আর মাঝ বয়সে এসে এরা বুঝেনা আসলে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল! সন্দেহ আর দ্বিধাদন্দের বেড়াজালে ঘুরতে থাকে!

এগুলো কি একদিনের ফসল? অবশ্যই না -

এদেশের যুবকরা ভারত থেকে নর্তকী গায়কী আসলে খুশিতে পাগল হয়ে যায়, **জুমাবারে কনসার্ট হয়, বড় অদ্ভুত - কেন জানি জুমা বারেই হতে হয়!** নর্তকী দেখে নিজের স্বপ্ন রাজ্যে অই নর্তকী নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, আর বাকি কালো জগতের কথা কারো অজানা না! এরপর বুদ্ধিজীবীরা জীবনের সুফলতা ব্যাখা করে, বেতন কে তারা টাকা নয় বরং ডলারে কনভার্ট করে, স্টিভ জবস হয়ে যায় তাদের স্বপ্নপুরুষ! আদর্শ মানুষ - পারফেক্ট ম্যান টু ফলো! *(যে কিনা মৃত্যুর সময় বলেছিল এই মৃত্যু জিনিষ টা আমার সমস্ত ধারনা পাল্টিয়ে দিয়েছে, আমার অর্থ সম্পদ আমার কোন কাজেই এখন আসবেনা - মুলত আপনারা তার মৃত্যুর আগের কথা গুলো যদি পড়ে নেন তাহলে বুঝতে পারবেন*

একজন পরাজিত হোপলেস মানুষের কথা ছাড়া কিছুই না- আর নিশ্চয়ই সে পরাজিত এবং হোপলেস, আল্লাহ বলেছেন কাফেরদের ব্যাপারে কোন আশা নাই)

তাহলে এটা কি সত্য নয় যে - **আমাদের দুশমন রাও চাল চেলেছে আর তাদের চাল হচ্ছে, সন্তান হবে আমাদের গর্ভের! কিন্তু আদর্শ হবে কাফেরদের গর্ভের!** এমন কি এটাতো এই পরিমান সত্য যে আজ মুসলিম গর্ভের সন্তান, কাফেরের গর্ভের সন্তান কিংবা কাফেরদের গর্ভের আদর্শেরর জন্য জীবন দেয়। **হলি আর্টিজানের সেই বিত্তশালীর নাতি ফারাজ, যে তার মালাউন বান্ধবীর জন্য জান দিয়ে দিয়েছে! মালাউন বান্ধবীর জন্য জান দিয়ে দিয়েছে! জন্মতো হয়েছিলো মুসলিম গর্ভেই কিন্তু জান দিলো মুশরিকার জন্য!!** কিন্তু ইসলামের জন্য জান দেয়া তো অনেক দুরের কথা - এ ধরনের আলোচনার ধারে পাশে থাকতেও ভয় পায়! (আমি বলছিনা সবাই - কিন্তু অধিকাংশই)

স্পেনে যখন মুসলিমদের জয়জয়কার চলছে সেই সময়ে মুসলিমদের দখল করার জন্য কাফিররা গোয়েন্দা পাঠালো কি অবস্থা তা দেখার জন্য। গোয়েন্দা এসে দেখলো

মুসলিমদের যুবক রা একে অন্যের সাথে তর্ক করছে, **একজন বলছে এটা বুখারীর হাদিস, অন্য জন বলছে না এটা মুসলিম এর হাদিস, তৃতীয় আরেকজন এসে তাদের মিমাংসা করে দিচ্ছে এটা আসলে কোন কিতাবের হাদিস!** গোয়েন্দা ভাবলো এই জাতি এখনও ইসলাম নিয়ে আছে ইসলামের মধ্যে আছে, এখনো এরা ইসলাম কে পরিত্যাগ করেনি ফেলে দেয়নি, সুতরাং এখন কিছুই করা যাবেনা! সে ফিরে গেল, এবং তার নেতাদের জানালো এখন সময় না! এরও বহু পরে আবার কাফির রা গোয়েন্দা পাঠালো - **এবার গোয়েন্দা এসে এখলো এবারও যুবকরা তর্ক করছে তবে এবার তাদের তর্কের বিষয় হচ্ছে "নারী" সে আরো দেখলো মুসলিম রা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে, শরাব খানা চালু হয়েছে! এবার সে রিপোর্ট দিলো হ্যা এখন হচ্ছে সময় কারন এখন তারা ইসলাম পরিত্যাগ করেছে!**

উমর (রাঃ) এর সেই বিখ্যাত উক্তি আমাদের সবার জানা আছে - **"আমরা ছিলাম দুর্দশাগ্রস্ত এক জাতি আল্লাহ সেখান থেকে ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন, আর আজ আমরা যদি ইসলাম ব্যাতিরেকে অন্য কিছুর মধ্যে সম্মান খুজতে যাই তাহলে আল্লাহ আমাদের আবার লাঞ্চিত**

করবেন" এই উক্তি বা এই ঘটনা টি জানেন না এমন মুসলিম (অন্তত বাবা মা দের মধ্য থেকে খুব কম ই আছেন)

স্পস্ট ভাষায় মুল কথা হচ্ছে ইসলাম হচ্ছে আমাদের রক্ষা কবচ, ইসলাম হচ্ছে আমাদের আদর্শ, ইসলাম হচ্ছে আমাদের সম্মান, ইসলাম হচ্ছে আমাদের নিয়ামত, ইসলাম হচ্ছে আমাদের জীবন ব্যাবস্থা! ইসলাম যদি আমাদের জীবনে না থাকে তাহলে কি হতে পারে তার একটি জলন্ত উদাহরন হচ্ছে মাত্র ৮ মিলিওন লোকের কাছে পদানত হয়ে, হীন অপদস্থ হয়ে পড়ে আছে ১.৮বিলিওন লোকের এক বিশাল জনগোষ্ঠী! কখনো ভেবে দেখেছেন কেন? সম্ভবত না!

(পরজীবী ইজরায়েলের মাত্র ৮ মিলিওন ইহুদির কাছ থেকে সারা দুনিয়ার ১.৮ বিলিওন মুসলিম বাইতুল আকসা কে আজ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি, শুধু তাই নয় এই ১.৮ বিলিওন মুসলিম জাতি কে আজ কিভাবে দেখা হয় বলে বুঝানোর মত নয়)

তাই আমাদের সন্তানদের ইসলামের আদর্শে বড় করেন, তাকে ইসলামের রঙ্গে রঙ্গিন করেন, তাকে ইসলামের

সম্মানে সম্মানিত করেন, তাকে ইসলামের সম্মানে সম্মানিত করেন। আর তা করতে ব্যার্থ হলে আর তা দায় আপনাকেই নিতে হবে - আল্লাহর সামনে আপনার সন্তান আপনাকে ছাড়বেনা এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন!

এখনো ভেবে দেখবেন কি!

হে আল্লাহ আপনি আমাদের কে আমাদের সন্তানদের কে ইসলামের ভিতরে দাখিল করুন - আমিন

৮৯.সবাই বলে তুমি এত উগ্র কেন ? তখন আপনি কি করবেন?

বিসমিল্লাহ - ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ -

অনেকে বলে তুমি এত এক্সট্রিম কেন? ইসলামের মধ্যে কি তুমি শুধু মারদাঙ্গাই খুজে পাও। ইসলাম কি ভালো আর কিছু বলে না? ইসলাম তো আরো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলে শান্তির কথা বলে সেগুলো বলোনা কেন? কেন তোমার কথা থেকে শুধু উগ্র আচরনের প্রতিফলন হয়? তুমি একাই

কি সব বুঝে গেছ? দেশের লাখ লাখ আলেম উলামা তারা কি কিছুই বুঝেন না? ইসলামের সব কিছু কি শুধু তুমি একাই বুঝ?

এগুলো হচ্ছে আমাদের সময়ের কিছু এমন প্রশ্ন যা একদিকে যেমন সন্দেহ তৈরি করে, একজন দায়ী ইলাল্লাহ কাজের উৎসাহ কে ঝিমিয়ে দেয়, অপর দিকে যারা প্রপাগান্ডা চালায় তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেয়। কারন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে এগুলো বিক্ষিপ্ত প্রশ্ন। আপনাকে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে একটি সমাধান বা স্বীকৃতির দিকে আগায়। প্রশ্নের উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি সমাধান এ আসা। একই ভাবে প্রশ্ন কারী যখন যে বিষয়ে প্রশ্ন করেন সে বিষয়ে নুন্যতম জ্ঞান রাখেন না তখন তার প্রশ্ন আরো জটিল হয়। কারন উত্তর কে উপলব্ধি করার মত তথ্যজ্ঞান তার কাছে নাই। **এখন এই ধরনের প্রশ্ন গুলো কে আমরা কিভাবে মুকাবেলা করবো?**

একটি উসুল হচ্ছে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নাই কারন কিছু প্রশ্ন জন্ম হয় শুধু মাত্র আরো একটা প্রশ্নের জন্ম দেয়ার

জন্য। এগুলো হচ্ছে ফাসাদ তৈরি করার উপকরন। এমন কি প্রশ্নের উত্তর যতই সুন্দর ভাবে দেয়া হোক না কেন তারা সেটির দিকে না তাকিয়ে পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাবে। তাই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে দেখা দরকার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?

বর্তমান সময়ে যত ধরনের প্রশ্ন আসবে আপনি যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন সমস্ত প্রশ্নের রুট/শেকড় একই। আর তা হচ্ছে তাওহিদ এর পরিপন্থী। বাতিল শক্তি চায়না যে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর দ্বীন কায়েম হয়ে যাক। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ হয়ে যাক। এটা তারা চায়না। আমরা আসলে ধূর্ত লোকদের পাল্লায় পড়ে তাদের স্টাইলে খেলতে নেমে যাই। তারা চায় আমরা তাদের ফাদে পা দেই, আমরা তাদের সাথে উপরে উপরে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যাই। **কারন তারা জানে আমরা উলটা যদি তাদের কে শেকড়ে টেনে নিয়ে আসি তাহলে তারা হাঁসফাঁস শুরু করে দিবে।**

শুবুহাত কে ফাইট করার একটা সুন্দর ফর্মুলা কুরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সুরা আলইমরান এর ৭ নং আয়াতঃ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তা অনুসরণ করে। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেনঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বুদ্ধিমান লোকেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।" একজন মুসলমান কে বলেন - ভাই আসো সব বাদ দেই - আল্লাহ বলেছেন - ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ - এই আয়াত টা কি তোমার কাছে স্পস্ট মনে হচ্ছে নাকি রুপক মনে হচ্ছে? এটি বুঝতে কি তোমার কোন রকম কস্ট হচ্ছে? এটির অর্থ কি ঘোলাটে?

তাহলে আস আমরা আপাতত এই বিষয়ে এক হই যে দুনিয়াতে হুকুম শুধু আল্লাহর ই চলবে। কেউ যদি এটা মেনে নিবে তাহলে আসলে তার বাকি প্রশ্ন এমনিতেই নাই হয়ে যাবে। কারন এটি ই হচ্ছে তাওহিদ আর সমস্ত প্রশ্ন শুধু এটি কে না মেনে নেয়ার জন্য।

হ্যা এখন এই বিরোধিতা বা আপাত বিরোধিতার কারন অনেক। কারো জন্য ক্ষমতা, কারো জন্য নিরাপত্তা, কারো জন্য গো উইথ দা ফ্লো, কারো জন্য অজ্ঞতা, কারো জন্য একটু দুনিয়াবি উপকারিতা, **কারো জন্য আল্লাহর অভিশাপ কারন সে জেনে বুঝে আল্লাহর কালাম গোপন করে আল্লাহর অভিশাপ নিজের উপরে নিয়ে এসেছে বালাম বাউরার মত। সে এখন এই অভিশাপের মধ্যেই থাকবে।** তাই বলছিলাম যে আমরা যদি উপর থেকে তাদের বিক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই আমরা ক্লান্ত হয়ে যাব, উপরন্তু এমন ও হবে যে তারা কেউ আদৌ কোন উত্তর ই চায়না। রাসুল সাঃ কে মক্কার কাফের রা কত বিভিন্ন রকম বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, কিন্তু রাসুল সাঃ শুধু তাই বলেছেন যা আল্লাহ নাজিল করেছেন।

আমাদের দিকে যে প্রশ্ন গুলো আসে তা ইসলামের যে কোন একটি হুকুমের কোন ক্ষুদ্র অংশের ব্যাপারে। যেমন ধরা যাক - ইসলাম কি শুধু উগ্রবাদের ব্যাপারে বলে শান্তির কথা কিছু বলে না? এখন এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আপনি প্রশ্ন কারীকে জিজ্ঞেস করেন তার প্রশ্ন টি আসলে ইসলাম নিয়ে - তিনি নিজে প্রশ্নের উত্তর এর সাথে সাথে ইসলামের বেপারে আরো বিস্তারিত কিছু জানার আগ্রহ রাখেন কিনা? আমার মনে হয়না আপনি এরপরে উত্তর গ্রহন করার মত খুব বেশি কাউকে খুজে পাবেন, আর তাই যদি হয় তাহলে প্রথমেই আপনাকে বুঝতে হবে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য কি? যদি হয় শুধুই ফিতনা আপনি রাস্তা ছেড়ে দেন, নিজেকে ক্লান্ত করেন না কারুন আপনার সফর আরো অনেক লম্বা। অনেকে আপনাকে খুজছে হন্য হয়ে। আপনি তাদের কাছে পৌঁছে যান। আর প্রশ্ন কারী যদি সত্যি জানতে আগ্রহী হয় তবে তাকে কুরআন দিয়ে শুরু করেন। তাকে বলেনে ই কুরআনে কিছু আয়াত আছে মুহকাম আর কিছু আয়াত আছে মুতাশাবিহ, আসেন আমরা মুহকাম আয়াত গুলো থেকে ইসলামের ব্যাপারে জানি।

একজন দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে আপনার কাজ অনেক বেশি।

আপনি যদি কুটিল লোকদের ছলনায় পড়ে যান তবে তো আপনি হেরে গেলেন। তারা তো আল্লাহর নুর কে মুখের ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, আপনি ছেড়ে দেন তাদের কে কিছু সময়ের জন্য। আপনি আপনার কাজ করে যান অবিরত আর তা হচ্ছে - মানুষের কাছে এই দাওয়াত পরিষ্কার করে দেয়া যে দুনিয়া আল্লাহর, হুকুমও চলবে শুধুই আল্লাহর। **দ্বীন শুধু মাত্র আল্লাহর না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ আদেশ মত আমাদের কাজ চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ**

বিজয় তো শুধু মুমিনদের জন্যই - আল্লাহ আমাদের সহায় হোন আমীন।

৯০.হায়! যে ছবি দেখা হলো না –

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আমাদের সামনে কুরআনকে এমন ভাবে পেশ করেছেন যেন তা এক জীবন্ত ছবি! কুরআনের বাচনভঙ্গীই এমন যে, তা ঘটনাগুলোর ছবি আমাদের সামনে বর্ণনা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশরের ময়দান, জাহান্নামের

ভিতরের ছবিব, জান্নাতের ভিতরের ছবি, আল্লাহর সামনে বান্দার দন্ডায়মান হয়ে থাকা অবস্থা, পুলসিরাতের উপরে অবস্থা এমন কত কিছু। একই ভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন আমাদের আগের জাতির ইতিহাস! আদ জাতি, সামুদ জাতি, নুহ আঃ এর কওম, মুসা আঃ এবং ফিরাউনের ইতিহাস।

এই ছবিগুলোর মধ্যে থেকে একটি ছবি আছে সুরা বুরুজে। আল্লাহ বলছেন -

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
ধ্বংস/হত্যা করা হয়েছিলো গর্ত/খন্দক ওয়ালাদের
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
যে গর্ত ভর্তি ছিলো দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুনে
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
যে সময়টাতে তারা গর্তের কিনারায় বসে ছিলো
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিলো তা দেখছিলো
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু

তাফসিরে এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনার নাম পাওয়া যায়। তবে সবগুলো ঘটনার মূল কথা প্রায় একই। আসেন দেখি ছবিটা কেমন?

এর আগে আমরা একবার ভেবে নেই বনানী এফআর টাওয়ার এর আগুনের কথা, কিংবা পুরান ঢাকার আগুনের কথা, কিংবা বস্তিগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠার কথা। এই ছবিগুলো আমরা মাথায় নিয়ে আসি। কারণ এটা খুব স্বাভাবিক যে, আমরা যদি দাউ দাউ আগুনের কোন দৃশ্য বুঝতে চাই তবে সেরকম বা কাছাকাছি কোন দৃশ্য যা আমরা নিজেরা দেখেছি তা সামনে রাখতে হবে। **আর এভাবে বাস্তব দুনিয়ার ঘটনাগুলো সামনে রাখতে উৎসাহিত করা কুরআনের নিজস্ব একটি স্টাইল।** অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেন, তারা কি দেখে না... ? এমন বলে আল্লাহ বিভিন্ন উদাহরন সামনে নিয়ে আসেন। যেমন দুই নদীর মিলন স্থল, পাহাড়, সাগরে চলাচল করা নৌযান, আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি ...

তাই কুরআনের দৃশ্য বুঝার জন্য বাস্তব দৃশ্যকেও মানসপটে রাখা জরুরি। মনে করেন এফআর টাওয়ার বা পুরান ঢাকার আগুনের কথা! সবাই দুর থেকে দাঁড়িয়ে শুধু মুখে হাত দিয়ে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো আর আফসোস করছিলো! চোখের সামনে একের পর এক চলে যাচ্ছিলো প্রান গুলো!

এমনই এক দৃশ্য আল্লাহ বর্ণনা করেছেন বরং এর চেয়েও আরো ভয়ংকর!

চিন্তা করে দেখেন কোন এলাকার সমস্ত ঈমানদার, মুমিন নারী পুরুষকে হত্যা করার জন্য গর্ত খনন করে, খন্দক কেটে তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। হয়ত দিনের পর দিন সেখানে আগুন জ্বলেছে। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে এই আগুনে বিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারা হবে। এরপরে একদিন সবাইকে এই গর্তের পাশে লাইন ধরে বসানো হয়েছে। রাজার সৈন্য একজন একজন করে জিজ্ঞেস করছে নিজের ঈমান ছেড়ে দিতে রাজি আছে কিনা? সবাই আগুনের মুখে দাঁড়িয়ে একের পর এক অস্বীকার করছে

আর সাথে সাথেই তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে। একবার চিন্তা করে দেখেন - আপনি আপনার বাবা, মা, ভাই বোন সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সাথে আপনার অবুঝ সন্তানেরাও আছে, আছে আপনার প্রানপ্রিয় স্ত্রী। দেখলেন আপনার বাবা আগুনের মধ্যে হারিয়ে গেলো, এরপরে আপনার মা, আপনার ভাই, আপনার স্ত্রী! এখানে একটু থামেন। শুধু লাইন গুলো লিখে যাওয়া নয় পড়ে যাওয়া নয়। আসেন আমরা ঐ সময়ে তাদের অন্তরে কেমন অবস্থা হয়েছিলো তা নিজেদের অন্তর দিয়ে বুঝার চেস্টা করি।

কেমন হয়েছিলো আপনার বাবা মা আগুনে হারিয়ে যাবার আগে আপনার চেহারা! কেমন হয়েছিলো আপনাকে ফেলে দেয়ার আগে আপনার প্রানপ্রিয় স্ত্রী এবং আপনার সন্তানদের অবস্থা! প্রতিটি সেকেন্ড তাঁদের বেঁচে থাকতে হয়েছিলো। হ্যা, তারা আগুনে ঝাপিয়ে পড়েছিলো কিন্তু এরপরেও নিজের ঈমান পরিত্যাগ করেনি। না বৃদ্ধ, না যুবক না শিশু। এই ঘটনার সাথেই পাওয়া আরেকটি বর্ণনা, কোলের শিশু মাকে বলেছিলো - মা, তুমি হক্কের উপরেই আছো!

অপরদিকে মুমিনদের এই নির্যাতন একদল জালিম উপভোগ

করছিলো! আর কেন এই নির্যাতন? আল্লাহ বলেই দিচ্ছেন, কারণ আর কিচ্ছু না, **তারা ঈমান এনেছিলো আল্লাহর উপরে। তারা আল্লাহর হুকুমের উপরে আল্লাহর বিধানের সামনে কোন রাজা বাদশার বিধান মেনে নিতে চায়নি! এই ছিলো তাঁদের অপরাধ!**

আচ্ছা, কেন এই ঘটনা উল্লেখ করলাম? **কারণ চিন্তা করে দেখেন এই ঘটনা আমাদের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক! সময় আলাদা, আশে পাশের দৃশ্য টা আলাদা কিন্তু ঘটনা ঠিক ঠিক একই!**

আজকের এইদিনে যখন আমাদের সামনে তারা হুমকি দেয় যে জালিমদের হুকুম, বিধানের সামনে আমাদের মাথা নত করতে হবে আর আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করতে হবে তখন আজও সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি! ঠিক ঠিক তাই! আজকের জালিম বাদশারা বলে, আল্লাহর বিধানকে পরিত্যাগ না করলে এবং তাদের মনমত বিধান মেনে না নিলে, জেলে দিবে, ফাঁসি দিবে, নির্যাতন করবে, গুম করবে। **কিন্তু তারা জানেনা যে, আমরা এমন ঘটনার সাথে আগেই পরিচিত। তারা জানেনা যে, তাদের কাফেলা আর আমাদের কাফেলা**

এক নয়। আমরাতো সেই সেই গর্তওয়ালাদের কাফেলার মানুষ। আমাদের আর তাদের মধ্যে তো সেই উপাদানটিই রয়ে গেছে যার জন্য তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিলো। আর তা হচ্ছে -

"তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল"

জালিমরা ভুল করলো। বড় ভুল করল! না তারা ইতিহাস পড়েছে, না তারা এ ব্যাপারে কিছু জেনেছে।

তাদের সামনে বালাম বাউরাদের যে দলটি আছে তাদের থেকে এ ব্যাপারে কেন জেনে নিলোনা যে, জালিম বাদশা যখন বালকটিকে হত্যা করেই ফেললো (আল্লাহর নাম নিয়ে, সে তো আল্লাহকে মানেনি, শুধুমাত্র নিজের গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্যই তা করেছে, ভেবেছিলো সে খুব সফল হয়ে যাবে) তখন সবাই তাই মেনে নিলো যা থেকে সবাইকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সে এতকিছু করল! কিন্তু সে সফল হতে পারলো কই?

কিংবা তাদের বালাম বাউরা রা এটাও বলে দেয়না কেন যে, ফিরাউনের জাদুকররা যখন জাদুর বান ছেড়ে দিলো তখন মূসা আঃ বলেছিলেন, আল্লাহ তো এই জালিমদের কাজ নষ্ট করেই দিবেন! আর জাদুকরদের সব জাদু শুন্য হয়ে গেলো আর তারা মুসলমান হয়ে গেলো ফিরাউনের সামনেই! তাহলে ফিরাউন সফল হতে পারলো কই?

এই বালাম বাউরা রা এটাও বলে দেয়না কেন যে, না পেরেছিলো নূহ আঃ এর কওম, না আদ জাতি, না সামুদ জাতি, না কওমে সালিহ, না ফিরাউন, না নমরুদ, না কারুন, না আবরাহা, না আবু জাহাল, না পেরেছিলো পারস্য সম্রাজ্য, রোম সম্রাজ্য! না পেরেছিলো রাশিয়া, না পারলো তাদের প্রভু যুগের হুবাল অ্যামেরিকা!

তাদের প্রত্যেকে সৈন্যসামন্তের সবটুকু শক্তি নিয়েই তো নেমেছিলো, কিন্তু পারলো কই?

তাই আজ আমরা তোমাদের ভয় পাইনা ইনশা আল্লাহ। কেন ভয় পাবো? **তোমরা তো জাহান্নামের লাকড়ি!**

যাও, বিশ্বাস না হলে তোমাদের বালাম বাউরাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, তাগুত এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে আমাদের অবস্থান কোথায়? আমি জানি সে সাহস তোমাদের হবেনা!

আল্লাহ তোমাদের চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন তা তোমরা টেরও পাওনা। চীন চেয়েছিলো আল্লাহর কালাম বদলে দিবে, ভেবেছিলো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ) কই তারা সফল হতে পারলো কই?

তোমরা খুব ভেবে নিয়েছো, তোমরা সফল হয়েই যাচ্ছো, কিন্তু তা হচ্ছে কই? নিজেদের প্রভুদের খুশি করার জন্য আল্লাহর হুকুম জিহাদকে জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ বানিয়ে দিলে, সাথে তোমাদের বালাম বাউরা রাও খুব নেচে নিলো, মুজাহিদদের উপরে জুলুমের আর নির্যাতনের কোন সীমা রাখলেনা, কত চেস্টাই না করলে, কিন্তু সফলতা কই? হায়! আজ তো সবাই উগ্রবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে! না আমার কথা না, তোমাদের গবেষকদের কথা, দুনিয়ার বড় বড় গবেষকদের কথা!

তোমরা সফল হতে পারলে কই? আর পারবেও না। কেন

জানো? **কারণ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন তাই এবং শুধু তাই নয় আল্লাহ এই ওয়াদাও করেছেন যে সবশেষে তিনি তোমাদেরকে জাহান্নামেই একত্রিত করবেন - তাই!**

আমার প্রিয় দ্বীনের ভাই এবং বোনেরা, উজ্জীবিত হোন, আশাবাদী হোন, খুশি হোন, ঈমানের দীপ্তি আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে কদম উঠান বিজয়ের প্রতিশ্রুতির দিকে, সফলতার দিকে, আল্লাহর সন্তুস্টির দিকে, জান্নাতের দিকে! হায়! তারা আমাদের কিই বা করবে, তার যদি বুঝতো! আমাদের হত্যা করে ফেললে তো আমরা আল্লাহর সাথেই সাক্ষাতে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। হুর রা বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়, অপেক্ষায় আছেন ফেরেশতাগন, অপেক্ষায় আছে আমাদের বালাখানা আর সেই মনোরম প্রাসাদ! সমস্ত কিছু তো শুধু আমাদের সেখানে প্রবেশের অপেক্ষায়!

আর তোমরা? পচে মর জাহান্নামে! জাক্কুম, কাঁটা আর গলিত, দুর্গন্ধ পুঁজের মধ্যে! এমনকি আল্লাহ পর্যন্ত তোমাদের সাথে সেদিন কোন কথা বলবেন না।

অভিশাপ তোমাদের উপরে যা করেছো তার জন্য! তোমরাও অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় আছি! জানো আল্লাহ কি বলেছেন?

ওয়াল আ'কিবাতু লিল মুত্তাকিন